

# শব্দে শব্দে আল কুরআন

চতুর্দশ খণ্ড

আমপারা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান



# শদে শদে আল কুরআন

চতুর্দশ খণ্ড  
(আমপারা)

সূরা আন নাবা থেকে সূরা আন নাস

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী  
ঢাকা



প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিষদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৮৮২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৮

ISBN-978-984-416-035-4

স্বত্ত্ব : আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ পঃ ৩৭১

তারিখ প্রকাশ

রজব ১৪৩৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

জুন ২০১৪

বিনিময় : ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিষদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 14th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.  
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 200.00 Only



## কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

**وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَكَّرٍ**

“আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?”—সূরা আল ক্টামার : ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্ধী করে সমানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ রয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অতপর অনুদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুক্ক’র শেষে সংশ্লিষ্ট রুক্ক’র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর প্রত্ত্বের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনুদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতোপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর প্রত্ত্ব রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ প্রত্ত্বসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে : (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাকুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব  
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের চতুর্দশ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা  
ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের  
জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ক্রটির উর্ধে নয়। আমাদের  
এ অনন্য দুরুহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ক্রটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়,  
তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে  
আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত  
—প্রকাশক

### গ্রন্থকারের কথা

সর্ব শক্তিমান রাববুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক  
নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরস্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ  
বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমাভিত করেছেন। দুরদ ও সালাম  
সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরস্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল  
মুয়নাবীন ও আফদালুল বাশার হ্যরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ অশেষ রহমত  
বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহর  
দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার  
খিদমতটুকু-কে আবিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সম্মত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ  
ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোগাঞ্জ এ প্রতিষ্ঠান। আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে  
পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হসাইন সাহেবের  
পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্ষত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী  
ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকভাব ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ  
দেখেছে। আল্লাহ তাঁদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু  
করার পর থেকে সুনীর্ধ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান  
আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত লগ্নে সেই মহান আল্লাহর  
শোকর পুনরায় আদায় করছি।

— মুঃ ইম্রিতুল-কুমুন  
১১/০৫/২০১২ইং

## সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
১. সূরা আন নাবা	১১
২. সূরা আন নাফিয়াত	২৫
৩. সূরা আবাসা	৮০
৪. সূরা আত তাকভীর	৫১
৫. সূরা আল ইন্ফিত্তার	৬১
৬. সূরা আল মুত্তাফিয়ফীন	৬৭
৭. সূরা আল ইন্শিকাক	৭৭
৮. সূরা আল বুরজ	৮৫
৯. সূরা আত তারিক	৯৩
১০. সূরা আল আ'লা	৯৯
১১. সূরা আল গাশিয়াহ	১০৯
১২. সূরা আল ফাজ্র	১১৫
১৩. সূরা আল বালাদ	১২৭
১৪. সূরা আশ শাম্স	১৩৭
১৫. সূরা আল লাইল	১৪৪
১৬. সূরা আদ দ্বোহা	১৫৩
১৭. সূরা আল ইনশিরাহ	১৫৯
১৮. সূরা আত ত্বীন	১৬৫
১৯. সূরা আল আলাক	১৭১
২০. সূরা আল কাদর	১৭৮
২১. সূরা জাল বাইয়েনাহ	১৮২
২২. সূরা আয ফিলযাল	১৮৯
২৩. সূরা আল আদিয়াত	১৯৪
২৪. সূরা আল কারিয়াহ	১৯৯
২৫. সূরা আত তাকাছুর	২০৩
২৬. সূরা আল আসর	২০৭
২৭. সূরা আল হুমায়াহ	২১৩
২৮. সূরা আল ফীল	২১৭
২৯. সূরা আল কুরাইশ	২২২

৩০. সূরা আল মাউন	২২৭
৩১. সূরা আল কাওছার	২৩২
৩২. সূরা আল কফিল্লন	২৩৬
৩৩. সূরা আন নসর	২৪১
৩৪. সূরা আল লাহাব	২৪৫
৩৫. সূরা আল ইখলাস	২৫০
৩৬. সূরা আল ফালাক	২৫৪
৩৭. সূরা আন নাস	২৫৪

সূরা আন নাবা  
আয়াত ৪৪০  
কুরু' ৪ ২

### নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের **النَّبَأُ** শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ‘আন নাবা’ শব্দটি দ্বারা কেয়ামত বুঝানো হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ ‘বিশেষ খবর’। সূরাটিতে কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয়-ই আলোচিত হয়েছে, সেদিক থেকে ‘আন নাবা’ শব্দটিকে সূরার আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামও বলা যায়।

### নাযিল হওয়ার সময়কাল

মুফাসিসীনে কেরামের মতে এ সূরা রাসূলগ্রাহ (স)-এর মাঝী জীবনের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছে।

### আলোচ্য বিষয়

কেয়ামত ও আখেরাত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পেশ এবং তা না মানার পরিণতি বর্ণনা করাই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। মাঝী জীবনে রাসূলগ্রাহ (স)-এর দাওয়াত তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। এক, তাওহীদ তথা আল্লাহর একক সার্বভৌম ক্ষমতা ও একচ্ছত্র মালিকানা, এতে তাঁর কোনো শরীক বা অঙ্গীদার না থাকা। দুই, রেসালাত তথা তাঁর নিজের আল্লাহ কর্তৃক রাসূল মনোনীত হওয়া। তিনি, কেয়ামত ও আখেরাত তথা এ দুনিয়া ধর্মস হয়ে যাওয়া এবং অন্য এক জগত সৃষ্টি হওয়া, মানুষের পুনর্জীবন লাভ, এ দুনিয়ার কাজকর্মের হিসেব নিকেশ প্রদান এবং বিচারের মাধ্যমে জান্নাত বা জাহানাম লাভ।

আলোচ্য সূরায় কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে এ দুটোর বিশ্বাসকে কাফেরদের মনে দৃঢ়-বন্ধমূল করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কাফেররা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিল ; যদিও তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতো, কারণ আল্লাহ যে সর্বস্তো তা অঙ্গীকার করার কোনো যুক্তি ছিল না। তারা যা মানতে চাইতো না, তাহলো—মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত এবং কেয়ামত ও আখেরাত। এ সূরায় যেসব উদাহরণ পেশ করে কেয়ামত ও আখেরাতের বিশ্বাসকে তাদের মনে বন্ধমূল করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেসব উদাহরণের ধারা তাওহীদ ও রেসালাতের পক্ষেও প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায়।

অতপর আখেরাত অবিশ্বাসের পরিণাম এবং আখেরাত বিশ্বাস করে জীবন যাপন করা তথা আখেরাতে জবাবদিহির ভয় মনে রেখে জীবন যাপন করার পূরক্কার সম্পর্কে

আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আখেরাতে আল্লাহর আদালত কিরণ হবে, তার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সবশেষে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, যারা কেয়ামত ও আখেরাতকে অঙ্গীকার করছে তাদের জেনে রাখা উচিত—সে দিনের আগমন অবশ্যঙ্গাবী। সেদিন এসব অঙ্গীকারকরীদের আফসোস করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। কারণ তখন আর নিজ বিশ্বাস ও কর্মের পরিশোধন সম্ভব নয়।



কৃত' ২

## ৭৮. সূরা আন নাবা-মাঝী

আয়াত ৪০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَرٍ يَتْسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ الَّذِي هُرِفِيَّ

১. কি সম্পর্কে তারা পরম্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? ২. সেই মহা খবরটা  
সম্পর্কে কি ? ৩. যে বিষয়ে তারা

مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ تَرْكَلَّا سَيَعْلَمُونَ الَّمْ نَجِعْلِ

পরম্পর মতভেদকারী ; ৪. কক্ষগো নয়, তারা শীত্রই তা জানবে । ৫. আবার  
(শুনুন), কক্ষগো নয়, তারা শীত্রই তা জানবে । ৬. আমি কি করে দেইনি

①-কি সম্পর্কে-তারা পরম্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে । ②-সম্পর্কে  
কি ; ③-সেই খবরটা ; ④-আবার ; ⑤-যে ; ⑥-বিষয়ে ;  
৭-পরম্পর মতভেদকারী । ৮-কক্ষগো নয়-তারা শীত্রই তা  
জানবে । ৯-আবার (বলি) ; ১০-কলা-তারা শীত্রই তা  
জানবে । ১১-আমি কি করে দেইনি ;

১. 'মহা খবরটা' দ্বারা কেয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং আখেরাতের জীবনে ঘটিতব্য  
যাবতীয় বিষয় বুবানো হয়েছে। 'কেয়ামত' ও 'আখেরাত' সম্পর্কে কাফেরদের বিশ্বাস  
এক রকম ছিল না। তাদের কিছু লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কেয়ামত হবে না, দুনিয়া যেভাবে  
চলে আসছে সামনেও একইভাবে চলতে থাকবে। আর মানুষ মরে যাবার পর মাটির সাথে  
মিশে যাবে। তাদের কিছু লোক আবার খৃষ্টানদের নথি বিশ্বাস করতো যে,  
আখেরাতের জীবন সত্য হলেও তা দৈহিক হবে না, তা হবে আধিক। আবার কিছু  
লোক এ সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। এসব লোক মনে করতো যে, কেয়ামত ও আখেরাতের  
ব্যাপার সত্য হলেও হতে পারে—মৃত্যুর পর যা হবার হবে, এ নিয়ে এখন মাথা  
ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আসলে এ ধরনের লোকেরা নিষ্ক আন্দায়-অনুমানের উপর  
এসব কথা বলে; এদের নিকট এসব কথার মূলে নিশ্চিত কোনো তথ্যসূত্র নেই। যদি তাদের  
নিকট নিশ্চিত কোনো তথ্যসূত্র থাকতো তাহলে সকলের কথাই এক রকম হতো। এ  
ব্যাপারে নবী-রাসূলদের উপস্থাপিত বক্তব্যই এর প্রমাণ। তাঁদের জ্ঞান যেহেতু একই  
স্থান থেকে একই মাধ্যমে আহারিত, তাই কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে তাঁদের সকলের  
মতামত এক রকম। মানব ইতিহাসের আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল যুগেই এ  
ধরনের সংশয়বাদী লোক ছিল এবং তা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে।

# الْأَرْضَ مِهْنًاٰ ۚ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًاٰ ۚ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًاٰ

যমীনকে বিছানা ।<sup>৪</sup> ৭. আর পাহাড়গুলোকে পেরেক স্বরূপ ।<sup>৫</sup>

৮. আর আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় ।<sup>৬</sup>

- আওতাদ-।-যমীনকে ; মহেদ-।-আর ;-الجبال-পাহাড়গুলোকে ; পেরেক স্বরূপ ।<sup>৭</sup> -আর-।-সৃষ্টি করেছি ; তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় ।

২. অর্থাৎ কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস এবং সে অনুসারে তাদের যতবিরোধপূর্ণ কথাবার্তা কোনো ঘটেই সঠিক নয় ।

৩. অর্থাৎ এসব লোকেরা তাদের বিশ্বাসের ভাস্তি সম্পর্কে অচিরেই জানতে পারবে । তারা তখন বুঝতে পারবে যে, রাসূল (স) কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন তা-ই একমাত্র সত্য তাদের ধারণা-বিশ্বাস নিতান্তই আন্দায়-অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত । তবে তখন আর বিশ্বাসের সংশোধন-পরিবর্তন সত্ত্ব নয় ।

৪. যমীনকে বিছানা করার অর্থ এটাকে মানুষ, জীব-জন্ম, কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদরাজী ইত্যাদির জন্য শান্তিময় আবাসভূমিতে পরিণত করা । অর্থাৎ এ যমীনকে আল্লাহর তাআলা তোমাদের জন্য যে শান্তিময় আবাসভূমিতে পরিণত করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে তোমরা যদি চিন্তা-গবেষণা কর, তাহলে এর মধ্যে আল্লাহর যে নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে তা তোমাদের সামনে ফুটে উঠবে । তোমরা তখন বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহর অবশ্যই কেয়ামত সংঘটিত করতে এবং আখেরাতে হিসেব নিতে সক্ষম ।

৫. অর্থাৎ যমীনে পাহাড় সৃষ্টির উপকারিতা এখানে বলা হয়েছে । পাহাড় দ্বারাই যমীনের ধরথর ক্ষেপন বন্ধ করা হয়েছে এবং যমীনকে ধীরস্তির রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাই বলা হয়েছে যে, এ পাহাড়গুলোকে পেরেক স্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে । পেরেক যেমন কোনো কিছুকে আঁটকে রাখে যেন তা নড়াচড়া করতে না পারে, তেমনি পাহাড়গুলো যমীনকে স্থিরভাবে রেখেছে । কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে পাহাড় সৃষ্টির এ কল্যাণের কথা-ই বলা হয়েছে । তবে এছাড়া পাহাড়ের আরো যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো মুখ্য নয়, সেগুলো আনুষংগিক মাত্র ।

৬. মহান স্তুষ্টা আল্লাহর কুদরতের নিশানা তথা মানব জাতিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করায় তাঁর লক্ষ-উদ্দেশ্য হলো—তিনি মানব জাতিকে একই শ্রেণী করে সৃষ্টি করেননি ; বরং সমগ্র মানব জাতিকে দুটো লিঙ্গত শ্রেণীতে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন । এ উভয় শ্রেণীর মানুষ বাহ্যিক আকৃতির দিক থেকে এক রকম হলেও তাদের দৈহিক গঠনে আভ্যন্তরীণ ও চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক

⑤ وَجَعْلَنَا نَوْمَكُمْ سَبَاتًا ۝ وَجَعْلَنَا الْيَلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعْلَنَا النَّهَارَ

৯. এবং তোমাদের ঘুমকে করেছি আরামদায়ক ।<sup>৯</sup> ১০. আর রাতকে করেছি আবরণ । ১১. এবং দিনকে করে দিয়েছি

مَعَاشًا ۝ وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِلَادًا ۝ وَجَعْلَنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝

জীবিকা অর্জনের সময় ।<sup>১২</sup> ১২. আর বানিয়ে দিয়েছি তোমাদের উপর সাতটি ময়বুত আসমান ।<sup>১৩</sup> ১৩. এবং স্থাপন করেছি আমি অতি উজ্জ্বল বাতি (সূর্য) ।<sup>১০</sup>

১)-এবং-করেছি ; - سَبَاتًا ; - নَوْمَكُمْ-(কম+نوم)-তোমাদের ঘুমকে ; - جَعْلَنَا ; - آرামদায়ক ।<sup>১০</sup>-আর-و-الْيَل-করেছি ; - لِبَاسًا ; - آবরণ ।<sup>১১</sup>-ও-دিনকে ; - مَعَاشًا ; - جَعْلَنَا-জীবিকা অর্জনের সময় ।<sup>১২</sup>-এবং-করে দিয়েছি ; - النَّهَار-আবরণ ।<sup>১৩</sup>-আর-বানিয়ে দিয়েছি ; - فَوْقَكُمْ-(فوق+কম)-তোমাদের উপর ; - شِلَادًا ; - سَبَعًا ; - সাতটি ; - شَدَادًا ; - ময়বুত আসমান ।<sup>১০</sup>-এবং-جَعْلَنَا-স্থাপন করেছি আমি ; - سِرَاجًا ; - স্থাপন করেছি আমি ; - وَهَاجًا-অতি উজ্জ্বল ।

চাহিদায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এমন এক সামঞ্জস্যশীল বৈশিষ্ট্য রেখে দেয়া হয়েছে যে, তারা একে অপরের জোড়া। তাদের একের দৈহিক ও মানসিক চাহিদা অপর শ্রেণীর দৈহিক ও মানসিক চাহিদার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মহান স্রষ্টা সৃষ্টির শুরু থেকে একইভাবে মানব বংশধারা জন্ম লেখেছেন। এর দ্বারা প্রয়াণিত হয় যে, এ সবকিছুই একমাত্র একই স্রষ্টার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ—এতে দ্বিতীয় কোনো স্রষ্টা বা দ্বিতীয় কোনো সভার অস্তিত্ব নেই।

৭. মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতিতে এমন জিনিস রেখে দিয়েছেন যে, তারা ক্রমাগত পরিশ্রম করে যেতে পারে না ; বরং কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করার পর আবার কয়েক ঘণ্টা আরাম করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র হাঁপিয়ে উঠার অনুভূতি এবং আরাম করার ইচ্ছা জাগ্রত করে দিয়েই শেষ করেননি ; বরং তার প্রকৃতির মধ্যে ঘুমের মতো একটি শক্তিশালী চাহিদা সৃষ্টি করেছেন, যা তার ইচ্ছার বিকল্পক্ষে কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করা বা জাগ্রত থাকার পর কিছু সময় বিশ্রাম নিতে বাধ্য করে। এ ঘুমের হাবীকত ও মূল কারণ আজও মানুষ যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি। এটা মানুষের স্বত্ত্বাগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ তার বাভাবিক শারীরিক প্রয়োজনেই ঘুমাতে বাধ্য হয়। এর দ্বারা এটাই প্রয়াণিত হয় যে, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয় ; বরং এর পেছনে সুবিজ্ঞ মহান স্রষ্টার হিকমত ও মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে।

৮. অর্থাৎ রাতকে তোমাদের জন্য আবরণ তথা অঙ্ককার করে দিয়েছি যাতে তোমরা আলোর প্রভাব মুক্ত হয়ে ঘুমের মাধ্যমে তোমাদের শ্রমজনিত অবসাদ দূর করে নিজেকে

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَّجَاجًا ۝ لِنُخْرِجَ بِهِ حَمَّا وَنَبَاتًا ۝

১৪. আর আমি বর্ষণ করেছি মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি । ১৫. যাতে তার দ্বারা উৎপন্ন করতে পারি খাদ্যশস্য ও উদ্ভিদরাজী ;

وَجَنَّتِ الْفَافَا ۝ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝ يَوْمًا يُنْفَخُ

১৬. এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট বাগ-বাগিচা । ১৭. নিচয়ই বিচারের দিনটি সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে । ১৮. যেদিন দেয়া হবে ফুঁক

(+) অ-+معصرات)-المُعْصِرَاتِ ; -من-থেকে ; -বে ; -মেঘমালা ; -পানি ; -মা' ; -প্রচুর ; -যাতে উৎপন্ন করতে পারি ; -বাগ- ; -বাগ- ; -বাগিচা ; -ঘন-সন্নিবিষ্ট ; -ঘন-সন্নিবিষ্ট । (+) নিচয়ই ; -বাগ- ; -বাগ-বাগিচা ; -ঘন-সন্নিবিষ্ট । (+) দিনটি ; -বুঁক ; -কুন্ত ; -বাগ-বাগিচা ; -ঘন-সন্নিবিষ্ট । (+) দিনটি ; -বুঁক দেয়া হবে ; -কুন্ত ; -বাগ-বাগিচা ; -ঘন-সন্নিবিষ্ট । (+) যেদিন ; -বুঁক দেয়া হবে ; -কুন্ত ; -বাগ-বাগিচা ; -ঘন-সন্নিবিষ্ট ।

পরবর্তী আলোকয় অবস্থায় জীবিকা উপার্জনের জন্য তৈরি করে নিতে পারো । রাত ও দিনের যথানিয়মে ক্রমাগত আবর্তনের মাধ্যমে যে মানুষের কল্যাণ রয়েছে, এখানে আল্লাহ তাআলা সে কথাই বুঝাতে চেয়েছেন । অর্থাৎ রাত-দিনের আবর্তন কোনো উদ্দেশ্যহীন ব্যাপার নয় ; বরং এক মহান জ্ঞানময় সভা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে এসব বিষয়ের সুব্যবস্থা করেছেন ।

৯. 'ম্যবুত আকাশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আকাশের সীমান্ত এমনই সুসংবন্ধ যে, এ সীমান্ত অতিক্রম করে মহাকাশের অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের কোনো একটিও কক্ষচ্যুত হয়ে অন্যটার সাথে সংঘর্ষ বাঁধায় না । অথবা কোনো গ্রহ-নক্ষত্রই কক্ষচ্যুত হয়ে ভেঙে পড়তে পারে না । আর এ সুদৃঢ় আকাশের সংস্থাপনের মধ্যেও সেই মহামহিম আল্লাহর অস্তিত্বই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।

১০. এখানে 'সিরাজ' দ্বারা সূর্যকে বুঝানো হয়েছে । 'ওয়াহহাজ' অর্থ অত্যন্ত গরম ও উজ্জ্বল । আল্লাহ তাআলা এ সূর্যের দিকে ইংগীত করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই তো তোমরা আমার অস্তিত্ব ও শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে । তখন তোমরা কেয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং আখেরাতের হিসেব-নিকেশের বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আস্থা লাভ করতে সক্ষম হবে ।

১১. দুনিয়াতে সৃষ্টিকুলের প্রয়োজন অনুপাতে বৃষ্টিপাতারের ব্যবস্থাপনা এবং অগণিত উদ্ভিদের সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠার মধ্যে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টি কুশলতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মাধ্যমেও মানুষ কেয়ামত ও আখেরাতের জীবন যে

فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجًا ۖ وَفِتْحَ السَّمَاءِ ۗ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

শিঙায়, তখন তোমরা বেরিয়ে আসবে দলে দলে,<sup>১২</sup> ১৯. এবং খুলে দেয়া হবে  
আসমান, তখন তা হয়ে যাবে বহু দরজা বিশিষ্ট।

وَسِيرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ إِنْ جَهَنَّمْ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

২০. আর (সেদিন) চলমান করে দেয়া হবে পাহাড়গুলোকে। তখন সেগুলো হয়ে  
যাবে মরিচিকা<sup>১৩</sup> ২১. নিচয়ই জাহানাম হলো ওত পেতে থাকার ঘাঁটি।<sup>১৪</sup>

لِلطَّاغِينَ مَا بِهِ لَبِثَيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝ لَا يَدْرُوْنَ فِيهَا بَرْدًا ۝

২২. সীমা লংঘনকারীদের ঠিকানা ; ২৩. তারা যুগ যুগ ধরে তাতে অবস্থানকারী  
হবে।<sup>১৫</sup> ২৪. তাতে তারা পাবে না স্বাদ শীতলতার

فِي الصُّورِ - (ف+تاتون)-فَتَاتُونَ - শিঙায় ; তখন তোমরা বেরিয়ে  
আসবে - (السَّمَاءُ)-السَّمَاءَ ; দলে - دَلَلَ- দলে দলে।<sup>১৬</sup> -এবং - فَتْحَ - ফِتْحَ - ফিত্তু ;  
আসমান - أَفْوَاجًا - أَفْوَاجًا - অফোজা ; তখন - تَرْبَى - তর্বাই ;  
আসমান - كَانَتْ - كَانَتْ - কান্ত ; দরজা - بَوْبَى - বহু দরজা  
বিশিষ্ট।<sup>১৭</sup> - آر - مِرْصَادًا - مِرْصَادًا - মিরচিকা ; - سِيرَتِ - سِيرَتِ - সেইচিকা ;  
চলমান - الْجِبَالِ - الْجِبَالِ - জিবাল ; তখন - سَرَابًا - سَرَابًا - সেরাব ;  
সেগুলো - كَانَتْ - كَانَتْ - কান্ত ; হলো - هَلَوْ - হলো ;  
জাহানাম - جَهَنَّمْ - جَهَنَّمْ - জাহানাম ; - لَبِثَيْنَ - لَبِثَيْنَ - লিবিন ;  
তারা - تَارَى - তারা ; অবস্থানকারী - مَرْصَادًا - مَرْصَادًا - অবস্থানকারী ;  
যাবে - يَدْرُوْنَ - يَدْرُوْنَ - যাবে ; তাতে - بَرْدًا - بَرْدًا - তাতে ;  
শীতলতার - فِيهَا - فِيهَا - ফিহা ;

অবশ্যভাবী তার প্রয়াণ পেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন শুধু এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-  
গবেষণা করা ; একটু চিন্তা-কিকির করলে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, যে আপ্তাহ  
এসব কিছু করতে সক্ষম, তার পক্ষে এসব কিছু ধৰ্স করে দেয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।  
আর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে তার থেকে দুনিয়ার জীবনের কাজ-কর্মের হিসেব  
গ্রহণ করে শান্তি বা পুরুষের প্রদান করাও তাঁর জন্য নিতান্তই সহজ কাজ।

১২. এখানে শিঙায় শেষ ফুঁক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর শব্দ আসার সাথে সাথে  
সকল মৃত মানুষ জেগে উঠবে এবং দলে দলে হাশর মাঠে সমবেত হতে শুরু করবে।  
আপ্তাহ তাআলা এখানে 'তোমরা' বলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার মানুষগুলোকে  
সম্মোধন করেননি ; বরং সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে  
আসবে তাদের সকলকেই সম্মোধন করেছেন।

وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حِمِّيًّا وَغَسَاقًا ۝ جَزَاءٌ وَفَاقًا ۝ إِنْهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

আর না কোনো পানীয়ের ; ২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া ;<sup>১৬</sup> ২৬. এটাই (তাদের কাজের) যথার্থ প্রতিফল ; ২৭. নিচয়ই তারা আশা করতো না

حِسَابًا ۝ وَكُنْ بُوا بِإِيمَنَا كِنْ أَبَا ۝ وَكُلْ شَيْءٍ أَحْصِنْهُ كِتَبًا ۝

হিসেব দেয়ার। ২৮. আর তারা দৃঢ়ভাবে আমার আয়াতগুলোকে অঙ্গীকার করেছিল।<sup>১৭</sup>

২৯. অর্থ প্রত্যেকটি বিষয় আমি হিসেব করে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি।<sup>১৮</sup>

আর ; ۱- না ; ۲- শ্রদ্ধা-কোনো পানীয়ের। ۳- প্রাণ-ফুটন্ত পানি ; ۴- ও ; ۵- আর ; ۶- না ; ۷- শ্রদ্ধা-কোনো পানীয়ের। ۸- পুঁজ-হাড়া ; ۹- হাড়া-ফুটন্ত পানি ; ۱۰- ও ; ۱۱- আর ; ۱۲- পুঁজ-গ্সাকা। ۱۳- এটাই প্রতিফল (তাদের কাজের) ; ۱۴- যথার্থ, উপযুক্ত। ۱۵- নিচয়ই তারা ; ۱۶- কানু' লাইর্জুন-হসাপা-হিসেব দেয়ার। ۱۷- আর ; ۱۸- আমার আয়াত-গুলোকে অঙ্গীকার করেছিল। ۱۹- (ব-+বাইনা)-বাইনা ; ۲۰- আমার আয়াত-গুলোকে অঙ্গীকার করেছিল। ۲۱- কন্দুরা-কন্দুরা ; ۲۲- অর্থ ; ۲۳- প্রত্যেকটি ; ۲۴- কুল ; ۲۵- বিষয় ; ۲۶- শৈনে ; ۲۷- কাবাবা ; ۲۸- অর্থ হিসেব করে সংরক্ষণ করেছি ; ۲۹- লিখিতভাবে।

১৩. এখানে কেয়ামতের বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থা সম্পর্কে একই সাথে আলোকপাত করা হয়েছে। শিঙায় তিনবার ফুঁক দেয়া হবে। ১৪ আয়াতে তৃতীয় দফা শিঙায় ফুঁক দেয়ার পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৫ ও ২০ আয়াতে দ্বিতীয় দফা শিঙায় ফুঁক দেয়ার পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ‘আকাশ খুলে দেয়া’র অর্থ উপরের জগত থেকে এবং সর্বদিক থেকে বিপদ-আপদ এমনভাবে আসতে থাকবে যেন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। কোনো বাধা-বন্ধন ছাড়াই বিপদ-মুসীবত আসতে থাকবে। পাহাড়-পর্বতগুলো নিজের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং ধূলোয় পরিণত হবে। তখন সেগুলোকে মরীচিকার মত মনে হবে। এটা সম্ভবত এজন্য হবে যে, তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অকার্যকর করে দেয়া হবে, যার ফলে পৃথিবী ও তার মধ্যকার যাবতীয় সবকিছুই ধূলোয় পরিণত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে; অতপর পৃথিবীকে সমতল করে দেয়া হবে। তারপর তৃতীয় দফা শিঙায় ফুঁক দেয়ার পর সমতল যমীন থেকে মানুষ উদ্ভিদের ন্যায় উঠতে থাকবে।

১৪. জাহানাম হবে আল্লাহদ্বারা লোকদেরকে ধরার জন্য একটি গোপন ঘাঁটি। শিকার যেমন অজ্ঞাতসারে তার জন্য পাতা ফাঁদে নিজেই গিয়ে ধরা দেয়, তদুপ যারা দুনিয়ায় আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে লক্ষ্যবিষয় করেছে, আল্লাহর যমীনে বসবাস করে আল্লাহর দেয়া রিয়ক ভোগ করে তাঁরই বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং মনে করেছে যে, তাদেরকে পাকড়াও করার শক্তি কারো নেই, তাদেরকে এ ঘাঁটিতে এমনভাবে আটকে দেয়া হবে যে, তারা তা বুঝতেই পারবে না।

## ٤٠ فَلَوْقَافْلَنْ نَزِيلْ كَمْ لِأَعْنَ أَبَا

৩০. অতএব তোমরা মজা বুঝো, যেহেতু আমি  
তোমাদের জন্য শাস্তি ছাড়া কিছুই বাড়াবো না।

(৫)-فَلَنْ نَرِيدْ كَمْ - (ف+ডোকো)-অতএব তোমরা মজা বুঝ ; কম নির্দেশ কর ; যেহেতু আমি বাড়াবো না কিছুই ; প্রাণ-শাস্তি ।

১৫. ‘আহকাব’ অর্থ পরপর আসা দীর্ঘ সময়। ক্রমাগত এমন যুগসমূহ যে, এক যুগ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী যুগ শুরু হয়ে যায়। এভাবে ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকবে। এমন কোনো যুগ আসবে না যে যুগের পর আরেকটি যুগ আসবে না। অতএব এমন ধারণা করার কোনোই অবকাশ নেই যে, জাহান্নাম চিরস্তন হবে না ; কারণ ‘আহকাব’ তথা ‘যুগ যুগ’ বলার কারণে কেউ মনে করতে পারে যে, এক সময় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাছাড়া কুরআন মজীদে জাহান্নামবাসীদের জন্য ‘খুল্দ’ তথা চিরস্তন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, কাফেরদের শাস্তি হবে অফুরন্ত।

১৬. ‘গাস্সাক’ শব্দের অর্থ পুঁজ, রজ, ক্ষত থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় পানি যা কঠোর নির্ধারণের ফলে গায়ের চামড়া ফেটে গড়িয়ে পড়ে।

১৭. জাহান্নামে কঠিন শাস্তির যোগ্য হওয়ার এটাই হলো মূল কারণ। অর্থাৎ তারা আখেরাতে আল্লাহর সামনে হায়ির হয়ে এ দুনিয়ার জীবনের পুঁখানুপুঁখ হিসেব দিতে হবে বলে বিশ্বাস তো করতোই না ; উপরতু আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব হিদায়াত এসেছে সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে অধীক্ষার করতো।

১৮. অর্থাৎ তাদের সকল কথাবার্তা, কাজকর্ম এবং তাদের নড়াচড়া ও চলাফেরা এমন কি তাদের চিন্তা-কল্পনা, মনোভাব, সংকল্প এবং মনের অভ্যন্তরে লুকায়িত গোপন উদ্দেশ্যাবলীও কিছুই বাদ যায়নি—সবই আমি পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।

### ১ম কৃকৃ' (১-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মজীদে কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে এবং বর্ণিত অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর নিসদ্দেহে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী। কেউ যদি এতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে তাতে তার ঈমান থাকবে না।

২. আল্লাহ তাআলা যমীনকে সমতল করে দিয়ে এবং পাহাড়গুলোকে তার উপর পেরেকের মতো গেড়ে দিয়ে আমাদের বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন। অতএব আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর হৃক্ষম-ই মেনে চলতে হবে।

৩. যানুষের বংশধারা জারী রাখার জন্যই তিনি মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

৪. তিনি যানুষের সৃষ্টি-প্রকৃতির মধ্যেই বিশ্রাম করার জন্য যুমকে তাদের জন্য অলংঘনীয় করে দিয়েছেন।

৫. পুমের মাধ্যমে বিশ্রাম লাভের সময় হিসেবে রাতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আর দিনকে জীবিকা উপার্জনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা সঠিক কাজ নয়।

৬. অধুনা বিজ্ঞান-গবেষণার ফলাফল যা-ই হোক না কেন আকাশের সাতটি ত্রি রয়েছে- এটাই আমাদের ঈমান। কারণ বিজ্ঞানীদের গবেষণালক্ষ জ্ঞান অকাট্য নয়, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে আগত জ্ঞান অকাট্য। মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী।

৭. সৃষ্টিকুলের জন্য প্রয়োজনীয় পানি আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত যত পানি সৃষ্টি কুলের প্রয়োজন তা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেই রেখেছেন। সৃষ্টি জীবের ব্যবহারে পানি দুর্বিত হচ্ছে, আবার প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে সেই পানি পরিশোধন করে আল্লাহ তাআলা ব্যবহারের যোগ্য করে দিচ্ছেন।

৮. শিঙায় প্রথম ও দ্বিতীয় ঝুঁকের মাধ্যমে সরকিছু ধর্মস্থাপ্ত হবে। অতপর তৃতীয় ঝুঁকের সাথে সাথে সকল মানুষ মাটি থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসবে। তারপর সকল মানুষই একত্রিত হবে হাশেরের মাঠে।

৯. কেয়ামত ও আব্দেরাত সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়গুলোকে অবিশ্বাসকারীরা নিসদ্দেহে সীমা লংঘনকারী কাফের। এদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রাখা হয়েছে। অনন্তকাল তারা জাহান্নামের শান্তি ভোগ করতে থাকবে।

১০. জাহান্নামের শান্তি কখনো কমবে না; বরং তা দ্রুমাগত বাড়তেই থাকবে। অতএব আমাদেরকে বর্ণিত বিষয়গুলোতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।



সূরা হিসেবে রহস্য-২

পারা হিসেবে রহস্য-২

আয়াত সংখ্যা-১০

⑩ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًاٌ حَلَّ أَئِقَ وَأَعْنَابًاٌ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًاٌ

৩১. নিক্ষয়ই মুস্তাকীদের<sup>১</sup> জন্যই রয়েছে সাফল্য ৩২. বাগানসমূহ এবং বিভিন্ন  
প্রকার আঙুর । ৩৩. আর (রয়েছে) পূর্ণ ঘোবনা ও সমবয়ক্তা তরঙ্গীগণ ;<sup>২</sup>

⑪ وَكَاسَادِهَا قًاٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِغْوًا وَلَا كِنْبًاٌ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ

৩৪. এবং (রয়েছে) উপচে পড়া পানপাত্রসমূহ । ৩৫. সেখানে তারা উনবে না কোনো অর্থহীন কথাবার্তা আর না  
কোনো মিথ্যা বাক্য ।<sup>৩</sup> ৩৬. এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদান—

عَطَاءً حِسَابًاٌ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ

যথোপযুক্ত পুরকার<sup>৪</sup> ৩৭. যিনি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু  
আছে সব কিছুর প্রতিপালক—পরম দয়ালু,

⑫ إِنَّ نِিকْشَয়ই -মুস্তাকীদের জন্যই রয়েছে ;<sup>১</sup>-সাফল্য ;<sup>২</sup>-ম্যাচ ;<sup>৩</sup>-স্মরণ ;<sup>৪</sup>-স্মৃতি ;<sup>৫</sup>-মিথ্যা ;<sup>৬</sup>-কুরআন ;<sup>৭</sup>-বিভিন্ন প্রকার আঙুর ;<sup>৮</sup>-এবং ;<sup>৯</sup>-অন্যান্য ;<sup>১০</sup>-কোকুব ;<sup>১১</sup>-জারাব ;<sup>১২</sup>-পূর্ণ ঘোবনা ;<sup>১৩</sup>-সমবয়ক্তা তরঙ্গীগণ ;<sup>১৪</sup>-এবং (রয়েছে) ;<sup>১৫</sup>-পানপাত্রসমূহ ;<sup>১৬</sup>-কুরআন ;<sup>১৭</sup>-কোনো অর্থহীন কথাবার্তা ;<sup>১৮</sup>-আর ;<sup>১৯</sup>-না ;<sup>২০</sup>-কিন্তু ;<sup>২১</sup>-কোনো মিথ্যা বাক্য ।<sup>২২</sup> ৩৭.-(এটা)-জরাব ;<sup>২৩</sup>-পক্ষ থেকে ;<sup>২৪</sup>-পুরকার ;<sup>২৫</sup>-ও ;<sup>২৬</sup>-রূপ ;<sup>২৭</sup>-রূপ ;<sup>২৮</sup>-যথোপযুক্ত ;<sup>২৯</sup>-আসমান ;<sup>৩০</sup>-রহমান ;<sup>৩১</sup>-যমীন ;<sup>৩২</sup>-এবং ;<sup>৩৩</sup>-যা কিছু আছে ;<sup>৩৪</sup>-বিভিন্ন প্রতিপালক ;<sup>৩৫</sup>-মাঝে ;<sup>৩৬</sup>-এতদুভয়ের মধ্যে ;<sup>৩৭</sup>-পরম দয়ালু ;

১৯. এখানে ‘মুস্তাকী’ দ্বারা সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা কেয়ামত ও  
আখেরাতকে বিশ্বাস করে দুনিয়াতে জীবন যাপন করেছে । যারা বিশ্বাস করেছে যে, দুনিয়ার  
যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব আখেরাতে আস্থাহর সামনে পেশ করতে হবে । মুস্তাকীদের  
বিপরীতে রয়েছে সেসব লোক যারা কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে অবিশ্বাসী ।

২০. অর্ধাং সেসব তরঙ্গী বয়সের দিক থেকে নিজেদের মধ্যে একে অপরের সমবয়ক্তা  
হবে । অথবা তারা যে পুরুষের স্ত্রী হবে সে পুরুষের বয়সের সমান হবে ।

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلِئَةُ صَفَّاً

তাঁর কাছে কিছু বলার ক্ষমতা তাদের থাকবে না। ৩৮. সেদিন রহ ১৪ ও  
কেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ;

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না সে ছাড়া, যাকে দয়াময় অনুমতি দান করবেন ১৫  
এবং সে সঠিক কথাই বলবে ।

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فِيمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْبَأً ۝ إِنَّا آنَّ رَنْكَمْ

৩৯. সেই দিনটি সুনিশ্চিত ; অতএব যে চায় তার প্রতিপালকের নিকট-ই আশ্রয়  
গ্রহণ করুক । ৪০. আমি নিশ্চিত তোমাদেরকে ভয় দেখাছি

لَا يَمْلِكُونَ -ل-শক্তি-ক্ষমতা তাদের থাকবে না ; مِنْ-তাঁর কাছে ; خِطَابًا-কিছু বলার ।  
الْمَلِئَةُ ; و-রহ (জিবরাসিল) ; يَوْمٌ-সেদিন ; دَنْدِিয়ে থাকবে ; الرُّوحُ-দ্বারা পরিচয় ;  
فَيَرْكُمُونَ -ل-কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না ; صَفَّا-সারিবদ্ধ হয়ে ;  
و-الرَّحْمَنُ-দয়াময় ; مِنْ-অনুমতি দান করবেন ; ل-যাকে ; مِنْ-আপনি ;  
-এবং ; الْيَوْمُ-সেই ; ذَلِكَ-দিনটি ; قَالَ-সে বলবে ; صَوَابًا-সঠিক কথা-ই । ৪০. س-আমি নিশ্চিত ;  
الْحَقُّ-সুনিশ্চিত ; ف+من-অতএব যে ; ش-চায় ; إِلَى-গ্রহণ করুক ;  
-নিকট-ই-তার প্রতিপালকের ; مأبأ-আশ্রয় । ৪০. آن-আমি নিশ্চিত ;  
آن-রনক-তোমাদেরকে ভয় দেখাছি ;

২১. জাহানাতের অধিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ নিয়মত হবে—সেখানে তারা কোনো  
প্রকার আজেবাজে, অশ্লীল, মিথ্যা, অর্থহীন ও গীবত-গালি মনোকষ্ট দানকারী কথাবার্তা  
শুনবে না । কেউ কারো সাথে মিথ্যা ও ধোকা-প্রতারণামূলক কথা বলবে না । কেউ কারো  
উপর দোষারূপ করবে না ।

২২. ‘আতা’ শব্দের অর্থ প্রতিদান, পুরক্ষার, দান । জাহানাতবাসীদেরকে শুধুমাত্র দুনিয়ার  
সংক্রান্তের বিনিয়য়ই দেয়া হবে না, বরং তাকে অতিরিক্ত আশাতীত পুরক্ষার দেয়া হবে ।  
অপরদিকে জাহানামবাসীদেরকে দেয়া হবে তাদের মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল । অর্থাৎ  
তাদের যে যে মন্দ কাজের জন্য যে যে প্রতিফল নির্ধারিত আছে তার চেয়ে একটুও বেশি বা  
কম দেয়া হবে না ।

২৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারের শানশওকত ও  
প্রভাব-প্রতিপন্থি দেখার পর কারো কোনো কথা বলার সাহস-হিস্ত হবে না ।

عَنْ أَبَابِ قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظَرُ الْمَرءُ مَا قَدِّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ

নিকটতম আয়াবের,<sup>২৫</sup> সেদিন মানুষ দেখতে পাবে যা তার হাত দুটো  
আগে প্রেরণ করেছে, আর বলবে

## الْكُفَّارُ يَلْبَثُونَ كُنْتُ تَرْبَأْ

কাফের ব্যক্তি—হায়! (এর আগেই) আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।<sup>২৭</sup>

- المَرءُ - অ্যায়াবের ; قَرِيبًا - নিকটতম ; يَوْمَ - সেদিন ; يَنْظَرُ - দেখতে পাবে ; عَذَابًا - মানুষ (ব্যক্তি) ; مَا - আগে প্রেরণ করেছে ; يَدَهُ - তার হাত দুটো ; رَ - আর ; يَقُولُ - (যা+লিত+নি)- বলবে ; الْكُفَّارُ - কাফের ব্যক্তি ; كُنْتُ - (যা+লিত)- কৃত ; تَرْبَأْ - হায়! আমি যদি ; হয়ে যেতাম ; تَرْبَأْ - মাটি ।

২৪. ‘রহ’ দ্বারা হ্যরত জিবরাইল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। মুফাস্সিরীনে কেরামের মতে আল্লাহর দরবারে তাঁর উন্নত মর্যাদার কারণে এখানে আলাদাভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৫. ‘কথা বলা’ দ্বারা শাফায়াত তথা সুপারিশ করার কথা বলা হয়েছে। সুপারিশ একমাত্র সে-ই করতে পারবে যাকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন। আর সে-ও কোনো অন্যায় সুপারিশ করতে পারবে না। সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য লোকের জন্যই সুপারিশ করতে হবে।

২৬. ‘নিকটতম’ আয়াব এজন্য বলা হয়েছে যে, মৃত্যুকালীন সময়ে মানুষের সুদীর্ঘ হায়াতকেও নিতান্ত নগণ্য বলে মনে হবে। অপর দিকে মৃত্যুর পর থেকে হাশের পর্যন্ত সময় (যার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন) সম্পর্কে মানুষের কোনো চেতনা ও অনুভূতি থাকবে না। আর সে জন্যই হাশের ময়দানে মানুষ যখন পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে তখন তার মৃত্যুকাল থেকে হাশের পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কে মনে হবে একেবারেই কম সময়। সে মনে করবে যে, সে কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছিল, হাশের শৌরগোল তাকে জাগিয়ে দিল। হাজার বা লক্ষ বছর পর তাকে জীবিত করা হয়েছে। এ অনুভূতি ও চেতনা তার মধ্যে মোটেই থাকবে না।

২৭. অর্ধাং দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে যদি আমার জন্যই না হতো তাহলে তো আমি মাটিই থেকে যেতাম; অথবা মৃত্যুর পর যদি আমি মাটির সাথে মিশে যেতে পারতাম।

### ‘২য় রূকু’ (৩১-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে মানুষ যেসব বিষয়কে সুবের উপকরণ মনে করে, আবেরাতেও সেগুলোই সুবের উপকরণ থাকবে। তবে দুনিয়াতে সুবের সাথে দুঃখের সংমিশ্রণ থাকে; কিন্তু আবেরাতের সুখ হবে অনাবিল, সেখানে যারা সুখী হবে তাদের মধ্যে দুঃখের লেশমাত্রও থাকবে না।

২. বিপরীত পক্ষে দৃঢ়ের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। আখেরাতে যারা দৃঢ়ী হবে, তারা সুধের দ্রাগও পাবে না।

৩. দুনিয়ার সৎকর্মের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা আখেরাতে এত উভয় ও বেশি দেবেন যা মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অতীত।

৪. আখেরাতে আল্লাহর আদালতের সামনে উপস্থিত সারিবজ্জ ফেরেশতাকুল নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। কোনো মানুষতো দূরের কথা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও কোনো কথা বলার সাহস ও অধিকার পাবে না। তবে আল্লাহর রহমানুর রাহীম যাকে অনুমতি দেবেন, সে-ই কথা বলতে পারবে; কিন্তু সে-ও সত্য ও ন্যায় কথা-ই বলবে।

৫. আখেরাতের সেই কঠিন মুসীবতের দিনের বিগদ থেকে বাঁচার জন্য এ দুনিয়া থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। এজন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবহা অনুযায়ী দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করতে হবে, তবেই আল্লাহর রহমতের আশ্রয় লাভ করা যাবে।

৬. ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আখেরাতের জীবন শুরু হয়ে যাবে। মানুষ যখন তার সকল কৃতকর্মের পুঁথানুপুঁথ প্রতিবেদন তার সামনে উপস্থিত পাবে, তখন কাফের-অবিশ্বাসীরা লজ্জা ও অনুশোচনায় মাটির সাথে মিশে যেতে চাইবে; কিন্তু তা-তো আর হবার নয়।



**সূরা আন নাফিয়াত  
আয়াত ৪ ৪৬  
রহস্য ৪ ২**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাফিয়ের সময়কাল**

মাঝী জীবনের প্রথম দিকে সূরা আন নাবা'র পর এ সূরাটি নাফিল হয়েছে। বিষয়বস্তুর আলোকেও এটা প্রতীয়মান হয়।

**মূল আলোচ্য বিষয়**

কেয়ামত ও আখেরাত তথা এ দুনিয়ার বিলয় ও পরকালীন জীবনের প্রমাণ দান ; সে সাথে আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কঠোর পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ-ই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরার প্রথম দিকে সেসব ফেরেশতাদের শপথ করেছেন যারা মানুষের ধ্রাণ হরণ, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বিষয় পরিচালনায় নিয়োজিত। অতপর আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, এসব ফেরেশতারা উপ্লেখিত কাজসমূহ আজ্ঞাম দিয়ে যাচ্ছে, তেমনি নিকট ভবিষ্যতে আল্লাহর হৃকুমে তারাই এ বিশ্ব-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেবে এবং সেই স্থানে এক নতুন ব্যবস্থার সূচনা করবে ; আর সেটাই হবে আখেরাত।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ কাজটি আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কারণ এ বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা ধৰ্ম করে দেয়ার জন্য মাত্র একটি ঝাকুনী প্রয়োজন।

অতপর মুসা (আ) ও ফেরাউনের উদাহরণ পেশ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, রাসূলকে অমান্য-অঙ্গীকার করার যে পরিণতি ফেরাউনের হয়েছিল তা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারপর মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি যে অত্যন্ত সহজ কাজ, তার উপর যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যে আল্লাহ মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন বিশাল সৌরজগত তাঁর পক্ষে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে—এটা যুক্তিসংগত কথা নয়। মানুষকে তো আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি দুনিয়াতে মানুষ ও জীব-জগতের জীবন ধারণের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে বৃক্ষসম্পন্ন ও স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ সম্পন্ন জীব সৃষ্টি করেছেন—এসব কিছুই তো সাক্ষ দেয় যে, তিনি অবশ্যই মানুষের নিকট থেকে এসব ব্যাপারে হিসেব গ্রহণ করবেন। তাঁর দেয়া স্বাধীনতা ও উপায়-উপকরণ কোথায়

শিকভাবে ব্যয় করেছে তার হিসেব তিনি মানুষের নিকট থেকে নেবেন না এটা কোনো যুক্তির কথা হতে পারে না। কারণ মানুষকে দেয়া স্বাধীন ইচ্ছাক্ষি ও দায়িত্বের স্বাভাবিক, নেতৃত্ব ও যুক্তিসংগত দাবী তো এটাই যে, তার নিকট থেকে হিসেব নেয়ার ভিত্তিতে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

সর্বশেষে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে কাফেরদের প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, এর সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। রাসূলের দায়িত্ব একমাত্র কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। এখন মানুষ ইচ্ছা করলে রাসূলের সতর্কতাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের জীবনকে গড়ে নিতে পারে, অথবা এ সতর্কতাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের জীবনকে বরবাদ করে দিতে পারে। অতপর দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে বুঝতে পারবে রাসূলের সতর্ক করার গুরুত্ব, কিন্তু তখনতো আর শোধরাবার কোনো উপায় থাকবে না।



রক্ত' ২

## ৭৯. সূরা আন নাযিয়াত-মাঝী

আয়াত ৪৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّزَعَيْتِ فَرْقًاٌ وَالنُّشْطَيْ نَشْطًاٌ وَالسَّبْحَتِ سَبْحَاٌ

১. কসম সজোরে উৎপাটনকারী (ফেরেশতার) যারা নির্মভাবে টেনে বের করে।
২. কসম মৃদুভাবে বন্ধন মুক্তকারী (ফেরেশত) দের যারা মৃদুভাবে টেনে বের করে।
৩. কসম-দ্রুত সাঁতারকারী (ফেরেশত) দের যারা (শূন্য লোকে) সাঁতারায়।

فَالسِّقْتِ سَبْقًاٌ فَالْمُلْبِرْتِ أَمْرًاٌ يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ

৪. অতপর (কসম) দ্রুত গতিশীল (ফেরেশত)-দের যারা দ্রুত এগিয়ে যায়।
৫. তারপর (কসম) সকল কার্যবিনাহক (ফেরেশত)-দের।
৬. সেই দিন কাঁপিয়ে দেবে প্রকল্পনকারী।

৭. -কসম-কঠোরভাবে উৎপাটনকারীদের ; ঘর্জা ; যারা নির্মভাবে টেনে বের করে।
৮. -কসম-মৃদুভাবে বন্ধন মুক্তকারীদের ; নশ্তত ; যারা মৃদুভাবে টেনে বের করে।
৯. -কসম-নশ্তা ; যারা মৃদুভাবে টেনে বের করে।
১০. -কসম-স্বত্ত্বাত্মক ; যারা (শূন্য লোকে) সাঁতারে চলে।
১১. -অতপর (কসম) দ্রুত গতিশীলদের ; যারা দ্রুত এগিয়ে যায়।
১২. -অতপর (কসম) নির্বাহকদের ; আম্রা - সকল কার্য।
১৩. -সেইদিন - রঞ্জন্ত ; কাঁপিয়ে দেবে ; রঞ্জন্ত ; যোম - প্রকল্পনকারী।

১. আল্লাহ তাআলা এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে পাঁচটি শুণসম্পন্ন অদৃশ্য সভার কসম করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও মশহুর সাহাবী ও তাবেয়ী মুফাস্সিরদের মতে, এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। প্রথম আয়াতে কসম করা হয়েছে সেসব ফেরেশতার যারা কাফেরদের শরীরের শিরা-উপশিরা থেকে তাদের রুহকে অতি নির্মভাবে টেনে বের করে। দ্বিতীয় আয়াতে কসম করা হয়েছে সেসব ফেরেশতার যারা মু’মিনদের রুহকে অত্যন্ত সহজভাবে দেহের সাথে তার বন্ধনকে খুলে দেয়, ফলে সহজেই মু’মিনের রুহ বের হয়ে আসে। তৃতীয় আয়াতে কসম করা হয়েছে সেসব ফেরেশতার যারা মানুষের রুহকে কব্য করার পর অতি দ্রুতগতিতে শূণ্যলোকে সাঁতার কেটে আকাশের দিকে নিয়ে যায়। চতুর্থ আয়াতে কসম করা হয়েছে সেসব ফেরেশতার মানুষের রুহ হাতে আসার পর যারা রুহকে ভাল বা মন্দ স্থানে পৌছানোর জন্য প্রতিযোগিতার সাথে এগিয়ে যায়। পঞ্চম আয়াতে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের কসম করা হয়েছে। অতপর কেয়ামত ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বিষয়।

١٠ تَبَعَهَا الرِّادِفَةُ ٦ قُلُوبٌ يَوْمَئِنَ وَاجْفَةٌ ٧ أَبْصَارٌ هَا خَائِشَةٌ ٨

৭. তাকে অনুসরণ করবে অনুগমনকারী। ৮. কতক অন্তর সেদিন ভীত-সন্ত্বন্ত হবে। ৯. তাদের দ্রষ্টিসমূহ হবে ভয়ে অবনমিত।

١١ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ٩ إِذَا كُنَّا عَظَامًا نَخْرَةً ١٠

১০. তারা বলবে—সত্যিই কি আমরা আগের অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবো?

১১. তখনো কি, যখন আমরা পরিণত হবো চূর্ণ-বিচূর্ণ হাজিতে?

① (ال+رادفة)-الرَّدْفَةُ -তাকে অনুসরণ করবে ; (تبغ+ها)-تَبَعَهَا -অনুগমনকারী।

② (أَبْصَارُهَا)-أَبْصَارُهَا -কতক অন্তর ; (يَوْمَئِنَ)-يَوْمَئِنَ -সেইদিন ; (وَاجْفَةٌ)-قُلُوبٌ -তাদের দ্রষ্টিসমূহ হবে; (أَنْجَفَةٌ)-أَنْجَفَةٌ -ভয়ে অবনমিত।

১১. يَقُولُونَ (ل+مردودون)-لَمَرْدُودُونَ ; (إِنَّا)-إِنَّا -সত্যিই কি আমরা ; (فِي الْحَافِرَةِ)-فِي الْحَافِرَةِ -প্রত্যাবর্তিত হবো ; (إِذَا)-إِذَا -তখনো ; (كُنَّا)-كُنَّا -আমরা পরিণত হবো ; (نَخْرَةً)-نَخْرَةً -চূর্ণ-বিচূর্ণ হাজিতে ; (عَظَاماً)-عَظَاماً -যখন।

আলোচনা করে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, কেয়ামত অবশ্যজাবী এবং মৃত্যুর পরে মানুষকে নিশ্চিতভাবেই নতুন করে জীবিত করা হবে।

এখানে ফেরেশতাদের পাঁচটি শুণ উল্লেখ করে কসম করার কারণ হলো—কাফেররা যেহেতু আল্লাহর অস্তিত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এবং তাদের বিভিন্ন শুণ সম্পর্কে অবিশ্বাসী ছিল না, যদিও মূর্খতাবশত তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো এবং তাদেরকে নিজেদের মাঝে বানিয়ে নিয়েছিল, তাই কেয়ামত ও আধ্যেতাতের প্রয়াণ হিসেবে ফেরেশতাদের পাঁচটি শুণ উল্লেখ করে কসম করা হয়েছে। অর্থাৎ যে আল্লাহর হস্তে ফেরেশতারা তোমাদের রহ কব্য করে যথাস্থানে নিয়ে যায় এবং যে আল্লাহর হস্তে তারা বিশ্বজাহান পরিচালনায় নিয়োজিত, সেই আল্লাহর হস্তেই তারা এ বিশ্বজাহান ধ্বংস করে দিতে এবং নতুন এক জগত সৃষ্টি করতেও সক্ষম। তাঁর হস্তে পেলে তা তামিল করতে তাদের এক মুহূর্ত দেরিও হয় না, আর হয় না সামান্যতম শৈথিল্য।

২. এখানে শিখার যে ফুঁকের মাধ্যমে আসমান-যৰীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তার কথাই বলা হয়েছে। এর পরবর্তী ফুঁকের মাধ্যমে মানুষ আবার জেগে উঠবে এবং অবাক চোখে সবকিছু দেখতে থাকবে।

৩. কেয়ামতের দিন কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকদের অন্তরই ভীত-সন্ত্বন্ত হবে, তাদের দৃষ্টি হবে আতঙ্কহস্ত। ‘কতক অন্তর’ বলে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। কারণ মুমিনদের উপর এ ধরনের ভয়ের কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না।

○ ﴿٥﴾ قَالُوا إِنَّكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

১২. তারা বলে—তখন তো সেই প্রত্যাবর্তন হবে খুবই ক্ষতিকর।<sup>১</sup>

১৩. তখন তো তা হবে শুধুমাত্র একটি বিকট ধর্মক।

○ ﴿٦﴾ فَإِذَا هُرِبَ بِالسَّاهِرَةِ هُلْ أَتَكَ حَلِيبَتْ مُوسَى إِذْ نَادَهُ

১৪. তৎক্ষণাত তারা (উপস্থিত) হবে খোলা ময়দানে।<sup>২</sup> ১৫. মূসার ধর্ম কি

আপনার<sup>৩</sup> কাছে পৌছেছে? ১৬. যখন তাকে ডেকে বললেন

○ ﴿٧﴾ رَبِّهِ بِالْأَلْوَادِ الْقَلِيسْ طَوْيٌ إِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِيٌّ

তাঁর প্রতিপালক পবিত্র তুয়া<sup>৪</sup> উপত্যকায়; ১৭. তুমি ফেরাউনের নিকট যাও,  
সে অবশ্যই বিদ্রোহ করেছে;

৫-তারা বলে ; ৬-সেই ; ৭-করে ; ৮-প্রত্যাবর্তন হবে ; ৯-খাসের ; ১০-খুবই  
ক্ষতিকর। ১১-তখন তো হবে শুধুমাত্র ; ১২-হি ; ১৩-তা ; ১৪-ওঠে ; ১৫-একটি<sup>১</sup> ১৬-  
একটি। ১৭-বিকট ধর্মক ; ১৮-তারা (উপস্থিত) হবে ; ১৯-(ف+إ)-فَإِذَا-  
ب+)-بالسাহِرَةِ-(ال+أ)-أَتَكَ-খোলা ময়দানে। ২০-(ه+إ+ك)-هُلْ أَتَكَ-আপনার কাছে পৌছেছে  
কি? ২১-(ن+اد+ه)-نَادَهُ-তাঁকে ডেকে বললেন ; ২২-(أ+ذ+ه)-أَذْ-যখন ; ২৩-(ن+اد+ه)-نَادَهُ-তাঁকে ডেকে  
বললেন ; ২৪-(ب+ال+واد)-بِالْأَلْوَادِ-তাঁর প্রতিপালক ; ২৫-(ر+ه)-رَهِيٌّ-উপত্যকায় ;  
২৬-(ب+ال+واد)-بِالْقَلِيسِ-তুয়া<sup>৪</sup> ; ২৭-(إ+ه)-إِذْ-হَبَ-তুমি যাও ; ২৮-(إ+ن)-নিকট ;  
২৯-(إ+ه)-إِنَّهُ-সে অবশ্যই ; ৩০-(إ+ه)-إِنَّهُ-বিদ্রোহ করেছে।

৪. এটা ছিল আব্রেত নিয়ে কাফেরদের উপহাস ছলে বলা কথা। তারা যখন  
বললো—আমাদের হাজিডগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদেরকে পুনরায়  
সৃষ্টি করা হবে? জবাবে বলা হলো যে, হ্যাঁ এমনই হবে, তখন তারা উপহাস করে  
বললো—তাহলে তো আমাদের পুনরায় জীবিত হয়ে উঠা খুবই ক্ষতির ব্যাপার হবে।  
আমাদের তো আর বাঁচার পথ থাকবে না।

৫. অর্থাৎ তোমাদের হাজিড-মাংস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার এবং সবকিছু মাটি হয়ে  
যাওয়ার পর একটি মাত্র ধর্মক বা ঝাঁকুনি দিলেই তোমরা জীবিত হয়ে নিজেদেরকে হাশেরে  
মাঠে উপস্থিত দেখতে পাবে। তোমরা যতই হাসি-ঠাট্টা বা বিদ্রূপ কর না কেন এবং  
যতই তা থেকে পালিয়ে থাকতে চাও না কেন, কেয়ামত ও আব্রেত অবশ্যঙ্গবী।

৬. কাফেরদের কেয়ামত ও আব্রেত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর  
রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও তাঁকে কষ্ট দেয়া। আল্লাহ তাআলা এখনে আব্রেতের

১৪) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَنْ تَرَكِي وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشِي

১৮. আর (তাকে) বলো—তোমার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে? ১৯. এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাচ্ছি, যাতে তুমি (তাকে) ভয় কর।

(১৫) ১৫)-আর বলো ; -হেলْ لَكَ-(হেল+لَك)-তোমার কি ইচ্ছা আছে ; আলি أَنْ-(ف+قل)-فَقُلْ-(হেল+لَك)-হেলْ لَكَ ; -হেলْ لَكَ-(হেল+لَك)-হেলْ لَكَ-এবং-(হেল+لَك)-أَهْدِيَكَ ; -و-أَنْ-(আলি+ان)-ত্রকী)-تَرَكِي-আর্মি তোমাকে পথ দেখাচ্ছি ; -আলি-দিকে-(রব+لَك)-রَبِّكَ-তোমার প্রতিপালকের ; -যাতে তুমি ভয় করো-ফ+تَخْشِي)-فَتَخْشِي)-

ব্যাপারে আরো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার আগে কাফের-মুশরিক ও সংশয়বাদীদেরকে মৃসা (আ) ও ফেরাউনের কাহিনী শুনিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তারা রাসূলের সাথে তাদের আচরণ এবং আল্লাহদ্বারাহিতার পরিণাম সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হতে পারে।

৭. ‘তুয়া’ শব্দ দ্বারা এ নামে পরিচিত সেই পবিত্র উপত্যকাটিকে বুঝানো হয়েছে যেখানে মৃসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা সঙ্ঘোধন করেছিলেন। অবশ্য এর আরো দুটো অর্থ হতে পারে—(ক) যে উপত্যকাটিকে দুবার পবিত্র করা হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহ তাআলা মৃসা (আ)-কে সঙ্ঘোধন করে পবিত্র করেন। দ্বিতীয়বার মৃসা (আ) বনী ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে সেখানে অবস্থান করলে আল্লাহ তাকে আবার পবিত্র করেন। (খ) রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর, তখন অর্থ হবে—“আল্লাহ তাআলা তাকে রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর সঙ্ঘোধন করেন।”

৮. এখানে ফেরাউনের বিদ্রোহ করা দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের মুকাবিলায় বিদ্রোহ করা বুঝানো হয়েছে। স্রষ্টার মুকাবিলায় বিদ্রোহ হলো—‘আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক’ বলে দস্তোক্তি করা; আর সৃষ্টির মুকাবিলায় বিদ্রোহ হলো—“নিজ শাসনাধীন এলাকার লোকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের উপর শোষণ-নির্যাতন চালানো।”

আর ‘পবিত্র হওয়ার’ দ্বারা ‘মুসলমান হওয়ার’ কথা জানতে চাওয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে ‘তাযাকী’ তৎ অঞ্চিক পরিশুদ্ধতা দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করার কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরা আবাসা’য় রাসূলকে সঙ্ঘোধন করে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—وَمَا يَمْنَنْ سূরা আবাসা’য় রাসূলকে সঙ্ঘোধন করে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—আপনি কিভাবে জানবেন, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হতো? এর অর্থ ‘সে ইসলাম গ্রহণ করতো।’

আর “তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাচ্ছি। যাতে তুমি ভয় কর”—এর অর্থ হলো তুমি যদি আমার দেখানো পথে চলো, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে চিনবে এবং তখন তুমি যে ‘রব’ হওয়ার দাবী করছো তার জন্য অবশ্যই তুমি ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। কারণ তুমি এ দাবীর মাধ্যমে নিজের উপর বিরাট যুলুম করছো।

فَارِهُ الْأَيَّةَ الْكَبْرِيٰ ۝ فَكَلَّبَ وَعَصَى ۝ نَطَقَ مِنْهُ زَطٌ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ۝

২০. অতপর তিনি (মূসা) তাকে দেখালেন যথা নির্দশন ; ২১. কিন্তু সে মিথ্যা বলে জানলো এবং অমান্য করলো । ২২. তারপর সে পেছনে ফিরে গেলো—চালবাজী করতে লাগলো ।<sup>১০</sup>

فَحَشَرَ فَنَادَى ۝ قَالَ آنَارَبْكَرُ الْأَعْلَى ۝ فَأَخَذَهُ اللَّهُ ۝

২৩. অতপর সে (লোক) জমায়েত করলো এবং সজোরে ডাক দিল—২৪. বললো—আমি তোমাদের (প্রেষ্ঠ) প্রতিপালক ।<sup>১১</sup> ২৫. ফলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন

(ال+إية)-الْأَيَّة-অতপর তিনি (মূসা) দেখালেন তাকে ; (ف+ه)-فَارِهُ-অতপর তিনি (মূসা) দেখালেন তাকে ; (ف+كذب)-কিন্তু সে মিথ্যা বলে জানলো ; (ف+كبri)-الْكَبْرِيٰ-মহা । (ف+كذب)-কিন্তু সে মিথ্যা বলে জানলো ; (ف+أدب)-أَدْبَرَ-এবং ; (ف+عصى)-عَصَى-অমান্য করলো । (ف+أَعْلَى)-أَعْلَى-তারপর ; (ف+سے)-সے পেছনে ফিরে গেলো ; (ف+يَسْعَى)-يَسْعَى-চালবাজী করতে লাগলো । (ف+حشر)-فَحَشَرَ-অতপর সে (লোক) জমায়েত করলো ; (ف+نادى)-فَنَادَى-সজোরে ডাক দিল । (ف+قال)-قَالَ-বললো ; (ف+آمن)-آمِنٌ-আমি ; (ف+كم)-رِئْكُمْ-(রব+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; (ف+أَلْأَعْلَى)-أَلْأَعْلَى-অল্লাহ ; (ف+أَخَذَهُ)-أَخَذَهُ-ফলে তাকে পাকড়াও করলেন । (ف+على)-فَأَخَذَهُ-فَأَخَذَهُ-আল্লাহ ; (ف+على)-فَأَخَذَهُ-فَأَخَذَهُ-আল্লাহ ;

মানুষের আত্মিক পরিষ্কারতা একমাত্র আল্লাহর ভয়ের উপর নির্ভর করে, আর এর মাধ্যমেই মানুষ সঠিক এবং নির্তুল দৃষ্টিভঙ্গী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ।

৯. ‘আল আয়াতাল কুবরা’ তথা ‘যথা নির্দশন’ দ্বারা মূসা (আ)-কে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মু’জিয়ার কথা বলা হয়েছে । আর তা হলো তাঁর হাতের লাঠি অজগরে পরিণত হওয়া । মূসা (আ) যখন ফেরাউনের যাদুকরদের মুকাবিলায় হাতের লাঠিটি ছেড়ে দিলেন তখনই তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হলো এবং যাদুকরদের লাঠি ও দড়ি দ্বারা তৈরি কৃতিম সাপগুলোকে টপাটপ গিলে ফেললো । আবার যখন তিনি অজগরটিকে হাত দ্বারা ধরলেন তখনই তা আবার পূর্বের মত লাঠি হয়ে গেলো । তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বড় নির্দশন আর কি হতে পারে ?

১০. ফেরাউন মূসা (আ)-এর দাওয়াতকে অমান্য করে তাঁর মু’জিয়াকে যাদু হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যে চালবাজী শুরু করে দিল এখনে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে । কুরআন মজীদে অন্য জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । সে মিসরের বড় বড় যাদুকরদের জমায়েত করে মূসা (আ)-এর মু’জিয়াকেও যাদু বলে চালিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ; কিন্তু নবীর মু’জিয়ার সামনে যাদুকরদের যাদু ব্যর্থ হয়ে গেলো । শুধু তাই নয়, যাদুকররাও মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনলো ।

১১. ফেরাউনের ‘রাবুকুমুল আ’লা’ বলার অর্থ এ নয় যে, সে নিজেকে আসমান-যমীনের স্তুষ্টা ও বিস্মিলাহানের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছে । কারণ সে নিজেই অন্য

نَكَالُ الْآخِرَةِ وَالْأَوَّلِ ۖ إِنِّي فِي ذِلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشِيُ

দুনিয়া ও আখেরাতের আয়াবে। ২৬. নিচয়ই এতে রয়েছে  
তার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়, যে ভয় করে।<sup>১২</sup>

(ال+أولى)-الأُولى ; و-و- (ال+آخرة)-الآخرة ; -الآن-نَكَالَ-আয়াবে ; (ال+أولى)-الأُولى ; (ال+آخرة)-الآخرة ; (L+من)-لِمَنْ-নিচয়ই ; فِي-فِي- ذِلِكَ-لَعِبْرَةٌ-শিক্ষণীয় বিষয় ; (L+من)-لِمَنْ-তার জন্য, যে ; يَخْشِيُ-ভয় করে।

শক্তির পূজারী ছিল। সে আল্লাহর অঙ্গিত স্বীকার করতো। সে বলতো—মূসা যদি আল্লাহর প্রেরিত নবী হতো, তা হলে তার সাথে সোনার কাঁকন এবং ফেরেশতারা কেন নাযিল হয়নি ? এ থেকে এটাই বোধগম্য হয় যে, সে নিজেকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইলাহ বা রব দাবী করেনি ; কৰং সে যা দাবী করেছে তার অর্থ হলো—আমার রাজ্যে আমি ছাড়া অন্য কোনো শক্তির হকুম চলবে না। আমার রাজ্যে হকুম একমাত্র আমার-ই চলবে, কারণ আমার উপর এ রাজ্যে ক্ষমতাধর কেউ নেই।

১২. অর্ধাং ফেরাউন যে আল্লাহর রাসূলকে যিথ্যা সাব্যস্ত করে ও তাঁর দাওয়াতকে মেনে নিতে অঙ্গীকার করে, সে জন্যই তার এ পরিগাম হয়েছিল। সুতরাং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের উচিত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, অর্ধাং আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতকে পুরোপুরি গ্রহণ করা। নচেত তাদের পরিগামও ফেরাউনের মতই হবে।

### ‘ম রুকু’ (১-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের কসম করে বলা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতপর আদি থেকে অস্ত পর্যন্ত সকল মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

২. সকল মানুষের কাহ মৃত্যুকালে ফেরেশতারাই নিয়ে যায়।

৩. কাফেরদের কাহ অত্যন্ত নির্বমভাবে কঠোরতার সাথে কবয় করা হয়।

৪. মুমিনদের কাহ অত্যন্ত সহজভাবে আস্তে আস্তে কবয় করা হয়, যাতে তারা কষ্ট কম পায়।

৫. ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রাই তা পালন করার জন্য চোখের পলকেই এগিয়ে যায়।

৬. আল্লাহ তাআলা তাঁর এ মহাবিষ্ণ এবং এর সম্প্রতি ব্যবহারপনা তাঁরই সৃষ্টি ফেরেশতাদের দ্বারা পরিচালনা করেন।

৭. কেয়ামতের দিন কাফের, মুশৰিক ও মুনাফিকদের অন্তর-ই ভীত ও প্রকল্পিত হবে। মুমিন ও সৎলোকদের উপর এ ভীতি প্রভাব ফেলবে না।

৮. শিঙায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথেই কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর পরবর্তী ফুঁকের সাথে সাথেই মানুষ হাশরের মাঠে সমবেত হয়ে যাবে।

৯. তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মার পরিশোধনা একমাত্র ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো পথে আত্মশোধন সম্ভব নয়।
১০. আল্লাহর কুদরতের অগণিত-অসংখ্য নির্দর্শন থাকা সত্ত্বেও নবী-রাসূলদের আনীত আদর্শের প্রতি যথার্থ ঈমান না আনা দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আবিরাতে কঠোর আযাবের যোগ্য হওয়ার একমাত্র কারণ।
১১. কুরআন মজীদে বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে মুত্তাকী তথা আল্লাহভীন্ত লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।



সূরা হিসেবে রুকু'-২  
পারা হিসেবে রুকু'-৪  
আয়াত সংখ্যা-২০

۱۶۰ ﴿۲۰﴾ رَفِعَ سَمْكَهَا فَسُوْبَهَا ﴿۲۱﴾ السَّمَاءُ بَنِيهَا خَلَقَ أَنْتَ مِنْ شَهَادَةٍ

২৭. তোমাদেরকে<sup>১০</sup> সৃষ্টি করা কি অধিক কঠিন, না কি আসমান ?<sup>১১</sup> তিনিই তো তা নির্মাণ করেছেন।

২৮. তিনি সুউচ্চ করেছেন তার ছাদকে অতপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

۱۶۱ ﴿۲۲﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَاهَا وَأَخْرَجَ صُحْنَاهَا ﴿۲۳﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذِلْكَ

২৯. আর তিনি তার রাতকে করেছেন অঙ্ককারময় এবং তার দিনকে করেছেন আলোকময়।<sup>১০</sup> ৩০. তারপর যমীনকে

২৭-অধিক কঠিন ; কি ; -খল্তা-সৃষ্টি করা ; -আ-এশ-অধিক কঠিন ; -আন্তম- না- কি ; -بنى+ها)-بنِيهَا-আসমান ; -(ال+سماء)-السماء- ; -তিনিই তো তা নির্মাণ করেছেন। ২৮-তিনি সুউচ্চ করেছেন ; -সম্ক+ها)-সَمْكَهَا- ; -رفع-সুবিন্যস্ত করেছেন। ২৯-আর ; -ف+سوى+ها)-অতপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। ৩০-এবং-অন্তর্ভুক্ত অঙ্ককারময় করেছেন ; -لـيل+ها)-لَيْلَاهَا-তার রাতকে ; -و-এবং-আলোকময় করেছেন ; -أَخْرَج- আলোকময় ; -তার দিনকে ; -صـحـنـهـا-সـحـنـهـا- ; -الـأـرـضـ(الـأـرـضـ) যমীনকে ; -بـعـدـ-পـর~ ; -ذـلـكـ-তـাـরـ ;

১৩. কেয়ামত ও আখেরাত তথ্য মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং তা সৃষ্টিজগতের পরিবেশ-পরিস্থিতির অনিবার্য দাবী। আল্লাহ তাআলা এখানে কেয়ামত ও আখেরাত যে সম্ভব তার যৌক্তিকতা পেশ করছেন।

১৪. কেয়ামত ও আখেরাতকে অঙ্ককারকারী কাফেরদের উদ্দেশ করে আল্লাহ তাআলা এখানে এরশাদ করছেন যে, তোমাদের পুনরায় সৃষ্টি করাকে কঠিন মনে করছো কোন্তু যুক্তিতে ? তোমাদের মাথার উপর যে আসমান, যাতে রয়েছে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র ও সৌরজগত— এগুলো সৃষ্টির চেয়ে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন ? যে মহান শ্রষ্টা তোমাদেরকে প্রথমবার কোনো নয়না ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হওয়ার কোনো কারণই নেই। কুরআন মজীদে আরো কয়েক স্থানেই এ সম্পর্কিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন। সূরা ইয়াসীনের ৮১ আয়াত এবং সূরা মু'মিনের ৫৭ আয়াতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে।

১৫. রাত ও দিনের পরিবর্তন প্রক্রিয়া আকাশের সাথে সম্পর্কিত। সূর্য অন্ত যাওয়ার পর পৃথিবীতে অঙ্ককার ছেয়ে যায়, তখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই রাতকে

دَحْهَأٌ ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَا وَمَرْعِهَا ۗ وَالْجَبَالَ أَرْسَهَا ۗ

প্রশ্ন্তি করেছেন।<sup>১৬</sup> ৩১. তিনি বের করেছেন তার মধ্য থেকে তার পানি এবং তার ফলমূল<sup>১৭</sup> তৃণাদি। ৩২. আর তিনি পাহাড়কে দিয়েছেন গেঁথে।

○ ۸۸ مَنَاعًا لِّكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ زَطْ

৩৩. উপভোগের সামগ্রী স্বরূপ—তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জন্য।<sup>১৮</sup>

৩৪. অতপর যখন এসে পড়বে সেই মহা বিপদ়;<sup>১৯</sup>

من(+)-منها ;-(তাকে প্রশ্ন্তি করেছেন) । ৩৫-أَخْرَجَ-তিনি বের করেছেন ;-(دَحْهَأٌ)-  
 -(مرعى+ها)-مَاءً هَا ;-(مَاء+ها)-مَاءَ هَا ;-(ও)-وَ ;-(آ)-أَ ;-(ال+جبال)-الْجَبَالَ ;-(পাহাড়)-  
 তার তৃণাদি ও ফলমূল। ৩৬-أَرْسَهَا ;-(ال+جبال)-الْجَبَالَ ;-(আর)-  
 -(হা)-দিয়েছেন তাকে গেঁথে। ৩৭-مَنَاعًا-উপভোগের সামগ্রী স্বরূপ ;-(ل+كم)-لِّكُمْ ;-(ক+ম)-  
 -তোমাদের গবাদি পশুর জন্য। ৩৮-فَإِذَا-তাকে গেঁথে ;-(ل+انعام+كم)-لَا نَعَامِكُمْ ;-(ও)-  
 -অতপর যখন ;-(এ+আ)-এসে পড়বে ;-(ال+طামে)-الْطَّامَةُ ;-(জাত)-جَاءَتِ ;-(সেই)-  
 -অতপর যখন ;-(ال+কبْرَى)-الْكُبْرَى ;-(মহা)-مَهَا ।

তেকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সূর্য উদয়ের পর সবকিছু আলোকময় হয়ে যায়, ফলে দিনের প্রকাশ ঘটে, তাই দিনকে প্রকাশ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৬. আসমান সৃষ্টির কথা বলার পরে যমীন সৃষ্টি করার কথা বলা দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, আসমান আগে সৃষ্টি হয়েছে, আর যমীন পরে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সৃষ্টির ক্রমিকতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কুরআন মজীদে অন্য স্থানে যমীন সৃষ্টির কথা আগে এবং আসমান সৃষ্টির কথা পরেও উল্লেখ করা হয়েছে। কোন্টা আগে ও কোন্টা পরে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে দেখা যায় যে, যেখানে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা বলা উদ্দেশ্য সেখানে আসমান সৃষ্টির কথা আগে বলা হয়েছে; আর যেখানে মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য সেখানে যমীন সৃষ্টির আলোচনা আকাশের আগে করা হয়েছে।

১৭. ‘মারআ’ দ্বারা মানুষ ও পশু উভয়ের খাদ্য বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ তিনি যমীন থেকে পানির উদ্ভব ঘটান এবং তদ্বারা মানুষ ও পশুর খাদ্য তথা ফলমূল-খাদ্যশস্য ও তৃণ-লতাদিও উদ্ভব করেন।

১৮. উল্লেখিত আয়াতগুলোতে যেসব বিষয়ের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা কেয়ামত ও আখেরাতের জীবন সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতাকে প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, যে আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞতা সহকারে এ বিশাল জগত এবং তন্মধ্যস্থিত জীবন জগতের জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়

④ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۝ وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ

৩৫. মানুষ যা করেছে সেদিন তা শরণ করবে ; ২০

৩৬. আর প্রকাশ করে দেয়া হবে জাহান্নামকে

لَيْلَىٰ يَرِى ۝ فَامَّا مَنْ طَغَىٰ ۝ وَأَثْرَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ

দর্শনকারীর জন্য | ৩৭. অতপর যে সীমালংঘন করেছিল ; ৩৮. এবং দুনিয়ার  
জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল ; ৩৯. তবে নিশ্চিত

الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ

জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা | ৪০. আর তখন যে ভয় রেখেছিল তার প্রতিপালকের  
মুখোমুখী হওয়ার এবং বিরত রেখেছিল

(১) -সেদিন ; (২)-আল+إنسان)-الإِنْسَانُ-يَتَذَكَّرُ-شরণ করবে ; (৩)-তা, যা ;  
(৪)-আল+جحيم)-الْجَحِيمُ-প্রকাশ করে দেয়া হবে ; (৫)-আর ; (৬)-সَعَىٰ-সে করেছে ;  
(৭)-আল+جحيم)-الْجَحِيمُ-প্রকাশ করে দেয়া হবে ; (৮)-آدم)-فَامَّا-অতপর  
জাহান্নামকে ; (৯)-তাদের জন্য যারা ; (১০)-দর্শন করবে ; (১১)-آدم)-فَامَّا-অতপর  
তখন ; (১২)-যে-সীমালংঘন করেছিল | (১৩)-এবং-أَنْ-অগ্রাধিকার দিয়েছিল ;  
(১৪)-তবে-(ف+ان)-فَإِنْ-আল+دُنْيَا)-الدُّنْيَا-জাহান্নাম হবে ; (১৫)-آدم)-الْجَحِيمُ-  
জীবনকে ; (১৬)-آدم)-الْمَأْوَىٰ-আল+মাও)-الْمَأْوَىٰ-তার হিঁড়ে নিশ্চিত  
থিকানা | (১৭)-আর-مَنْ-মুখোমুখী ; (১৮)-তখন-خَافَ-ভয় করেছিল ; (১৯)-আর-مَنْ-  
হওয়ার ; (২০)-তার প্রতিপালকের-رَبِّهِ-রব+ه)-রَبِّهِ-বিরত রেখেছিল ;

উপকরণাদি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে এটা ধর্মস করে অন্য একটি জগত সৃষ্টি করে  
বুদ্ধি ও ইখতিয়ার সম্পন্ন জীব মানুষের নিকট থেকে হিসেব গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ  
ব্যাপার। তাছাড়া যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতের কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি  
করেননি, তিনি মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করে দুনিয়াতে যাচ্ছেতাই করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন  
তাদের কাজের কোনো হিসেব গ্রহণ ও প্রতিদান দেবেন না এটা কোনো মতেই মুক্তি  
ও বিবেক-বুদ্ধির সাথে মেলে না।

১৯. ‘তাম্বাতুল কুবরা’ দ্বারা কেয়ামত বুঝানো হয়েছে। ‘তাম্বাৎ’ শব্দ দ্বারাই মহাবিপদ  
বুঝায়, যা সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপক হয়। এরপর ‘কুবরা’ তথা ‘মহা’ ব্যবহার করে  
কেয়ামতের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে।

২০. মানুষের সামনে যখন ভয়াবহ কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, মৃত্যু যখন নিকটবর্তী  
বলে মনে হয়, তখন অতীত জীবনের সকল কার্মকাণ্ড তার চোখের সামনে ভেসে উঠে।

**النَّفْسَ عَنِ الْهُوَيِ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ يَسْتَلُونَكَ**

নফসকে খারাপ কামনা-বাসনা থেকে ; ৪১. তবে নিশ্চিত জান্নাত হবে তার ঠিকানা ।<sup>১৩</sup> ৪২. তারা আপনার কাছে জানতে চায়—

**عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا ۝ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝**

কেয়ামত সম্পর্কে—কখন তার আগমন (হবে) ।<sup>১৪</sup>

৪৩. আপনার কি সম্পর্ক তার বর্ণনার সাথে ?

**إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهِمَا ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشِهَا ۝**

৪৪. তার চূড়ান্ত জ্ঞান তো আপনার প্রতিপালকের নিকট । ৪৫. আপনি তো শুধুমাত্র তারই সতর্ককারী, যে ওটার ভয় পোষণ করে ।<sup>১৫</sup>

(ال+هو)-الْهُوَيِ -খারাপ কামনা-বাসনা ; (ال+نفس)-النَّفْسَ -নফসকে ; (ال+থেকে)-عَنِ -থেকে ; (ال+নিশ্চিত)-جَنَّةَ -الْجَنَّةَ ; (ف+ان)-فَإِنَّ -তবে ; (ال+হি)-هِيَ -তার ; (ال+জন্নাত)-مَأْوَىٰ -الْمَأْوَىٰ ; (ي-স্টেলো+ক)-يَسْتَلُونَكَ -যিস্টেলুন্ক ; (ال+সম্পর্ক)-مَنْتَهِمَا -مُنْتَهِمَا ; (ال+সামাজিক)-أَيَّانَ -أَيَّانَ ; (ال+কখন)-مُنْذِرٌ -কখন ; (ال+কিমি)-فِيمَ -কি ; (ال+সম্পর্ক)-مَنْ ذِكْرِهَا -মন্ডেরিহার ; (ال+আগমন)-يَخْشِهَا -কেয়ামত ; (ال+আপনার)-آتَى -আপনার ; (ال+আপনি)-أَنْتَ -আপনি ; (ال+ভয়)-مُنْذِرٌ -মন্ডের ; (ال+আপনি তো)-أَنْتَ مَنْ -আপনি তো ; (ال+শুধুমাত্র)-أَنْتَ -আপনি ; (ال+মন্ডের)-مُنْذِرٌ -মন্ডের ; (ال+সতর্ককারী)-يَخْشِي -যিখ্সি ; (ال+মন্ডের)-مَنْ -মন্ডের ; (ال+ওটার ভয় পোষণ করে)-يَخْشِي -যিখ্সি ।

একইভাবে কেয়ামত দিবসে ও হাশরের মাঠে আমলনামা তথা দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন তার সামনে উপস্থিত করার আগেই তার মনের পর্দায় তার সারাটি জীবন ভেসে উঠবে । এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে ।

২১. আখেরাতে মানুষের ফায়সালা যে দুটো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এখানে (৩৭-৪১ আয়াতে) তা বলে দেয়া হয়েছে । মানুষ যদি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দাসত্বকে অঙ্গীকার করে বিদ্রোহমূলক আচরণ করে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়ার জীবনকে অধ্যাধিকার দেয়, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম-ই স্থির করে রাখা হয়েছে । আর যদি সে নিজ প্রতিপালক আল্লাহর সামনে হায়ির হয়ে দাসত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহির ভয় করে জীবন যাপন করে এবং নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, তাহলে জান্নাত-ই হবে তার আবাস ।

২২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় প্রশ্ন করা জানার

٤٦ ﴿كَانُهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لِيَبْتُوا إِلَّا عَشِيهَةً أَوْ صَحْفَهَا﴾

৪৬. যেদিন তারা তা দেখবে তখন (তাদের মনে হবে) যেন তারা (দুনিয়াতে) এক সকাল বা এক দুপুর ছাড়া অবস্থান করেনি।<sup>۲۸</sup>

(۲۶)- (برون+ها)-يَرَوْنَهَا- (كان+هم)-كَانُهُمْ- যেন তারা (তাদের মনে হবে) ; যেদিন (يَوْمَ)- (يَوْمَ)- তারা তা দেখবে ; لِمْ يَلْبَسُوا- অবস্থান করেনি (দুনিয়াতে) ; لَا-عَشِيهَةً- এক সকাল ; وْ-বা ; أَوْ-صَحْفَهَا- এক দুপুর ।

উদ্দেশ্যে ছিল না ; বরং তা ছিল কেয়ামতকে অবিশ্বাস করে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে ।

২৩. অর্থাৎ আপনার সতর্ক করা থেকে তারাই উপকৃত হবে, যারা আল্লাহর সাথে মুখোমুখি হওয়া তথা আখেরাতের ভয়ে ভীত । আর যারা কেয়ামত ও আখেরাতকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তারা আপনার সতর্কীকরণ থেকে কোনো ফায়দা-ই গ্রহণ করতে পারবে না ।

২৪. অর্থাৎ দুনিয়া থেকে যখন তাদের ইনতিকাল হবে তখন থেকে নিয়ে হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়া পর্যন্ত যেয়াদকে তাদের নিকট কয়েক ঘণ্টার বেশি মনে হবে না । তাদের অনুভূতি হবে যে, আমরা কয়েক ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ হাশরের শোরগোল আমাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে ।

### ‘২য় রুক্কু’ (২৭-৪৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আমাদের চারদিকের পারিবেশ থেকে আমরা যে মহান স্রষ্টার অঙ্গিত্তের প্রমাণ পাই, সেই সুবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ সত্ত্ব কেয়ামত সংঘটিত করতে এবং আখেরাতে আমাদেরকে পুনর্জীবন দান করে আমাদের কর্মের যথাযথ হিসেব নিয়ে সংকর্মের পূরকার ও অসংকর্মের সাজা দান করতে অবশ্যই সক্ষম ।

২. মৃত্যুকালে মানুষ তার জীবনের সকল ক্রিয়া-কর্মের ভিড়ও চিত্ত অনায়াসেই তার চোখের সামনে ভাসমান দেখতে পায় । সুতরাং মনে রাখতে হবে আমাদের সকল তৎপরতা-ই রেকর্ড হচ্ছে ।

৩. কেয়ামতের দিন জাহানামকেও মানুষের সামনে ঝুলে দেয়া হবে ।

৪. যারা আখেরাতের জীবন থেকে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেবে, তাদের ঠিকানা হবে জাহানাম ; অতএব জাহানাম থেকে ঝুঁকি পেতে হলে আখেরাতকেই অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়ার কাজকর্ম করতে হবে ।

৫. যারা আল্লাহর সাথে মুখোমুখি হওয়াকে ভয় করে নফস-এর অসৎ কামনা-বাসনা পূরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে, তাদের ঠিকানা হবে জাহানাম ।

৬. কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় একমাত্র আল্লাহ-ই অবগত। এটা মানুষ, জিন বা ফেরেশতা কারোই জানা নেই। আর তা জানার উপর ঈমান নির্ভরশীলও নয়। সুতরাং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

৭. মানুষের দুনিয়ার জীবন এবং মৃত্যুর পরে হাশের ময়দানে পুনর্জীবন লাভ করা পর্যন্ত সময়কে নিতান্ত অল্প সময় মনে হবে। আর বাস্তবেও আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকাল কোনো হিসেব যোগ্য সময়ই নয়। সুতরাং এ নগণ্য সময়কে হেলা করে হারিয়ে ফেললে তার আর কোনো সংশোধন সম্ভব নয়। অতএব প্রত্যেকটি মৃহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে।



সূরা আবাসা  
আয়াত : ৪২  
রুমকু' : ১

### নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

### নাযিলের সময়কাল

সূরাটি মাঝী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) মক্কাতে কাফের সরদার উত্তোলন, শাইবা, আবু জেহেল, উমাইয়া ও আবাবাস ইবনে আবদুল মুজালিব প্রমুখ নেতৃত্বদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করছিলেন। তখনে এসব কাফেরের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেলামেশা বৰ্ক হয়ে যায়নি। তাদের সাথে বিরোধ তখনে প্রকট হয়ে উঠেনি। রাসূলুল্লাহ (স) এসব সরদারদের সামনে দাওয়াতী আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে অঙ্গ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উষ্মে মাকতুম (রা) যিনি একেবারে প্রথম দিকে ঈমান আনয়নকারীদের একজন ছিলেন—তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেন ও উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তিনি অঙ্গ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আলোচনায় ব্যস্ত থাকার কথা জানতে পারেননি। ইবনে উষ্মে মাকতুমের এ আচরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বিরক্তিকর ঠেকে। এ ঘটনা উপলক্ষে সূরা আবাসা নাযিল হয়। এ ঘটনা থেকে সূরাটি মাঝী হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

### আলোচ্য বিষয়

সূরার প্রথম দিককার আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, অঙ্গ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উষ্মে মাকতুম (রা)-এর প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বুঝি তিরক্কার করেছেন; কিন্তু পুরো সূরাটি অধ্যয়নের পর সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরায় আল্লাহ তাআলা কুরাইশ সরদারদের প্রতি তাদের সত্য-বিরোধিতার কারণে—জ্ঞান প্রকাশ করেছেন। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর সত্য দীনের দাওয়াত দানের সঠিক পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সূরায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ নির্দেশনা-ই দেয়া হয়েছে যে, দীনের দাওয়াত দানের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে গুরুত্ব সহকারে শামিল করতে হবে—হোক সে ব্যক্তি দুর্বল, প্রভাব প্রতিপন্থীন ও অক্ষম। প্রকৃত গুরুত্বহীন সে ব্যক্তি যে সত্যবিমূখ; সে সমাজে যত বড় মর্যাদার আসনে আসীন থাকুক না কেন।

সূরার শেষার্থে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী কাফের সরদারদের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা অবশ্যই তাদের সত্য বিরোধিতার ডয়াবহ পরিণাম কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে। তারা তাদের যে ধন-জনের আধিক্যে সত্য দীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, সেদিন তা তাদের কোনো কাজেই আসবে না।



কুরু' ۱

## ৮০. সূরা আবাসা-মাঝী

আয়াত ৪২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۰۱-وَتَوَلَّ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يَنْدِيرُكَ لَعْلَهُ

۱. তিনি ভূরু কুঁচকালেন এবং মুখ ফেরালেন ; ২. এজন্য যে, তাঁর নিকট এসেছে অঙ্গটি । ৩. কিসে আপনাকে জানাবে, সম্ভবত সে

يَرْزُكِي ۱۰۲-أَوَيْنَ كَرْفَتَنْفَعَهُ الْذِكْرِي ۱۰۳-أَمَّا مِنْ أَسْتَغْفِنِي ۱۰۴-فَأَنْتَ

পরিশুল্দ হতো ; ৪. অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো ফলে সেই উপদেশ তার জন্য কল্যাণকর হতো ।

৫. অপরদিকে যে (আপনার দাওয়াতকে) অগ্রাহ করছে ; ৬. আপনি তো

ان+)-انْ جَاءَهُ-مুখ ফেরালেন । ۱۰۳-عَبَسَ ۱۰۴-তিনি ভূরু কুঁচকালেন ; ۱۰۵-و-এবং ۱۰۶-وَ-তَوَلَّ ۱۰۷-الْأَعْمَى-অঙ্গটি । ۱۰۸-أَمَّا ۱۰۹-এজন্য যে, তাঁর নিকট এসেছে ۱۱۰-أَلَّا ۱۱۱-অগ্রাহ ; ۱۱۲-أَنْ-অঙ্গটি । ۱۱۳-أَمَّا ۱۱۴-কিসে ۱۱۵-يَرْزُكِي ۱۱۶-لَعْلَهُ ۱۱۷-সম্ভবত সে ۱۱۸-يَدْرِيكَ ۱۱۹-পরিশুল্দ হতো । ۱۲۰-ف-অথবা ۱۲۱-يَذْكُرُ ۱۲۲-সেই উপদেশ । ۱۲۳-أَمَّا ۱۲۴-الْذِكْرِي ۱۲۵-ফলে কল্যাণকর হতো । ۱۲۶-ف-অপরদিকে ۱۲۷-অগ্রাহ করছে (আপনার দাওয়াতকে) । ۱۲۸-مَنْ ۱۲۹-যে ۱۳۰-ف-অন্ত ۱۳۱-আপনি তো :

১. সূরার ৩য় আয়াতটি থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সরাসরি সম্মোধন করলেও ১ম ও ২য় আয়াতে তাঁকে উদ্দেশ্য করে তৃতীয় পুরুষে কথাটি বলা হয়েছে। এতে ইংরিত করা হয়েছে যে, ‘ভূরু কুঁচিত করা’ ও ‘মুখ ফিরিয়ে নেয়া’ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অন্য কোনো সাধারণ লোক দ্বারাই এমন আচরণ সম্ভব। যে অঙ্গ সাহাবীর কথা এখানে ইংরিতে বলা হয়েছে, তিনি হলেন হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমে মাকতুম। তিনি হ্যরত খাদীজা (রা)-এর ফুফাত ভাই ছিলেন। সুতরাং এমন মনে করা সংগত নয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর প্রতি অবজ্ঞাবশত একপ আচরণ করেছেন। মূলত রাসূলুল্লাহ (স)-এর ধারণা ছিল, তাঁর সামনে উপস্থিত মক্কার এসব সরদারদের মধ্য থেকে যদি একজনও ইসলামের প্রতি ঝুঁকে, তাহলে ইসলামের শক্তি বাঢ়বে, এজন্য তিনি তাদের দিকে ঘনযোগী হয়েছিলেন। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উমে মাকতুম তো নিকটাঞ্চীয় ও হেদায়াতপ্রাপ্ত। তিনি কিছু জানার থাকলে পরেও জেনে নিতে পারতেন। এ দিকে ইবনে উমে মাকতুম অঙ্গ হওয়ার কারণে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে না পারায় তাঁর কথা শোনার জন্য

لَهُ تَصْلِيٌّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرْزُكُ ۖ وَأَمَّا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ  
তার প্রতিই মনযোগ দিচ্ছেন। ৭. অথচ সে পরিশুল্ক না হলে আপনার কোনো দায়িত্ব  
নেই। ৮. আর আপনার নিকট যে দৌড়ে আসে।

وَهُوَ يَخْشِيٌّ فَإِنَّتِ عنْهُ تَلْهِيٌّ كَلَّا إِنَّهَا تَذَكِّرٌ فَمِنْ شَاءَ  
৯. এবং সে (আল্লাহকে) ভয়ও করে; ১০. কিন্তু আপনি তার প্রতি উপেক্ষা দেখাচ্ছেন । ১১. কক্ষগো  
(সমীচীন) নয় । ১০. নিচয়ই এটা (কুরআন) উপদেশবাণী । ১২. অতএব যে চায়

‘-ল-তার প্রতিই ; ১-মা�-عَلِيْكَ-মনযোগ দিচ্ছেন। ১-অথচ ; ১-আপনার কোনো  
দায়িত্ব নেই ; ১-মে-যে ; ১-আর ; ১-মার্মা-র-র-জাএ-ক ; ১-সে পরিশুল্ক না হলে। ১-আর ; ১-মার্মা-র-জাএ-ক ;  
১-আপনার নিকট আসে ; ১-হু-মু-সে-য-খ-শ-ী ; ১-এবং-হু-মু-সে-য-খ-শ-ী ;  
(আল্লাহকে) । ১-কিন্তু আপনি । ১-(ف+إ)-তার প্রতি ; ১-(ع+إ)-عَنْهُ-تَلْهِيٌّ ;  
আপনি উপেক্ষা দেখাচ্ছেন। ১-কক্ষগো (সমীচীন) নয় । ১-আন্হা-আন্হা-নিচয়  
এটা (কুরআন) ; ১-(ف+من)-فَمِنْ-অতএব যে ; ১-চায় ; ১-চায় ;

রাসূলুল্লাহ(স)-কে পীড়াপীড়ি করছিলেন ; নচেত তিনিও অত্যন্ত জ্ঞানী এবং অভিজাত  
বংশীয় ছিলেন। আর তা ছাড়াও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফাতো শ্যালক।

২. দীনের দাওয়াতের ব্যাপারে সত্ত্যের আহ্বায়কের দেখার বিষয় এটা নয় যে, কার  
ইমান আনা দীনের উপকারী এবং দীন প্রসারের বেশি সহায়ক ; বরং এ পর্যায়ে দেখার বিষয়  
হলো, কে হেদয়াত গ্রহণ করে নিজেকে সংশোধন করে নিতে আগ্রহী। এমন লোক অঙ্গ,  
কানা, ঝোড়া, অংগহীন ও সহায়-সহিলহীন হোক না কেন কিংবা তিনি দীনের প্রচার-প্রসারে  
কোনো প্রকার যোগ্যতার অধিকারী না হলেও সত্ত্যের আহ্বায়কের নিকট তিনিই মৃল্যবান  
ব্যক্তি। অপরদিকে কোনো ব্যক্তি সমাজে প্রভাবশালী বা ধনাত্য হলেও যদি তার মন-  
মানসিকতা দীনের বিরোধী হয় এবং সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে প্রস্তুত না থাকে,  
তার সংশোধনের চেষ্টায় সময়, শ্রম ও মেধা খরচ করা যুক্তিসংগত নয় ; কারণ সে সংশোধন  
হতে না চাইলে তার জন্য দীনের আহ্বায়ক দায়ী নয়।

৩. অর্ধাং কখনো সঠিক নয় এমন লোকের পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করা, যে  
নিজের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকারে ডুবে আছে এবং দীনের দাওয়াত থেকে  
মুখ ফিরিয়ে আছে। এমন শিক্ষা ইসলাম দেয় না যে, এমন অহংকারী লোকদের সামনে  
নতজানু হয়ে দীনের দাওয়াত পেশ করতে হবে। এটা নবুওয়াতের মর্যাদা বিরোধী যে,  
কেউ সত্ত্যের আহ্বায়কের ডাক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, আর তিনি তার পেছনে  
নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে থাকবেন, যার ফলে সে মনে করতে পারে যে, তার সাথে  
দীনের আহ্বায়কের কোনো স্বার্থ জড়িত আছে এবং সে দীন গ্রহণ করলে দীনের ভিত্তি

ذَكْرٌ فِي صُحْفٍ مَكْرُمٍ ۝ مَرْفُوعَةٍ مُطْهَرَةٍ ۝ بِأَبْدِي سَفَرَةٍ ۝  
সে উপদেশ গ্রহণ করুক ; ১৩. যা (সংরক্ষিত) আছে সমানিত সহীফাসমূহে, ১৪. যা উচ্চর্মাদাসম্পন্ন, পবিত্র । ১৫. যা (লিখিত ও সংরক্ষিত) এমন লেখকদের হাতে ;

كَرَامٌ بَرَرَةٌ ۝ قُتَلَ الْأَنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝  
১৬. যারা সমানিত নেক চরিত্রে । ১৭. ধৰ্ম হোক সেই মানুষ, সে কত বড় অকৃতজ্ঞ । ১৮. কোন বস্তু থেকে (আল্লাহ) তাকে সৃষ্টি করেছেন ?

‘ফীْ صَحْفٍ’-যা (সংরক্ষিত) আছে সহীফাসমূহে ; ‘মَكْرُمٍ’-সমানিত । ‘مَرْفُوعَةٍ’-উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ; ‘مُطْهَرَةٍ’-পবিত্র । ‘بِأَبْدِي’-(ব+াইদি)-বাইদি । ‘كَرَامٌ’-যা (লিখিত) হাতে ; ‘قُتَلَ’-এমন লেখকদের । ১৬. ‘الْأَنْسَانُ’-অন্সান ; ‘مَا أَكْفَرَهُ’-ব্ররা ; ‘مِنْ’-মানুষ ; ‘أَيِّ’-কোন ; ‘شَيْءٍ’-বস্তু ; ‘خَلَقَهُ’-তাকে (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন ।

ম্যবুত হবে, নচেত নয় । সে যেমন নিজেকে সত্যের মুখাপেক্ষী মনে করে না, সত্যও তেমনি নিজেকে তার মুখাপেক্ষী মনে করে না ।

৪. এখানে ‘উপদেশ বাণী’ দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে ।

৫. অর্থাৎ কুরআন মজীদের উপস্থাপিত দীন সব ধরনের মিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র । অন্যান্য ধর্মের মধ্যে যেমন মানুষের খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনার মিশ্রণ ঘটেছে, কুরআনী দীনে এক্সপ মিশ্রণ ঘটেনি । যেহেতু কুরআন মজীদের হেফায়তের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন, তাই কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব অবিকৃত থাকবে ।

৬. এখানে ‘লেখকদের’ বলে সেসব ফেরেশতাদের কথা বুঝানো হয়েছে যাঁরা কুরআন মজীদ লেখা এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন । পরবর্তী আয়াতে তাদের প্রশংসা স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাঁরা অত্যন্ত সমানিত ও নেক চরিত্র সম্পন্ন সন্তা । তাদের নিকট থেকে এ আমানতের খেয়ানত কোনো প্রকারেই সম্ভব নয় ।

৭. কুরআন মজীদের লেখক ও সংরক্ষক ফেরেশতাদের শুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সেই লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, যারা কুরআনের দাওয়াতকে অহংকার ভরে প্রত্যাখ্যান করছে কুরআন তাদের হেদায়াত গ্রহণের মুখাপেক্ষী নয় ; বরং তারাই কুরআন মজীদের নিকট মুখাপেক্ষী । কারণ, কুরআন মজীদ তাদের ধারণার অনেক উর্ধ্বে । তাদের হেয় জ্ঞান অথবা মর্যাদা দানে এর শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কোনো হেরফের হবে না । তবে কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করলে তাদের-ই কল্যাণ হবে, অন্যথায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে ক্ষতির প্রতিকার আর কখনো সম্ভব হবে না ।

মِنْ نَطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَلْرَةٌ ۝ ۱۵ ۝ نَسْرَةٌ ۝ نَمَاءٌ ۝

১৯. শুক্রবিন্দু থেকে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, “অতপর তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।” ২০. তারপর তার চলার পথটিকে সহজ করে দিয়েছেন। ২১. অবশেষে তাকে দিয়েছেন মৃত্যু।

(১)-থেকে ; -**نَطْفَةٍ**-شুক্রবিন্দু ; -**خَلَقَهُ**-তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ; -**فَقَلْرَةٌ**-পুরুষের জন্ম ; -**نَسْرَةٌ**-অতপর তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। (২)-**نَمَاءٌ**-তারপর ; -**أَمَاءٌ**-চলার পথটিকে সহজ করে দিয়েছেন। (৩)-**سَبِيلٌ**-অবশেষে ; -**سَرَّةٌ**-সহজ করে দিয়েছেন। (৪)-**مَمْ**-অবশেষে ; -**مَاءٌ**-তাকে দিয়েছেন মৃত্যু।

৮. এ আয়াতে দীনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারী এবং দীনের সক্রিয় বিরোধীদের প্রতি আল্লাহর ক্রেত্তু প্রকাশ পেয়েছে। ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ তাঁর নবীকে সঙ্ঘোধন করে বলেছেন যে, সত্য পথ তালাশকারী লোকদের বাদ দিয়ে তথাকথিত আত্মাতৎকারী অভিজ্ঞাত এবং দীনের প্রতি উপেক্ষাকারী মানুষের পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। একজন নবীর জন্য কুরআন মজীদের মতো মহাসম্মানিত কিতাব এদের সামনে পেশ করা শোভনীয় নয়; কারণ এরা এ কিতাবের মর্যাদা বুঝতে সক্ষম নয়।

৯. এখানে ‘মানুষ’ বলে পুরো মানব জাতিকে বুঝানো হয়েনি। এখানে বুঝানো হয়েছে সেইসব মানুষকে যারা কুরআন মজীদের উপস্থাপিত সত্য দীনের মর্যাদা বুঝতে ইচ্ছুক নয় বরং এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারী।

১০. অর্থাৎ সে বড় অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টিকারী। তার রিয়িকদাতা, মালিক, আইন-বিধান দাতা ও প্রভু। সে সেই আল্লাহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহমূলক আচরণ করছে।

১১. অর্থাৎ তারতো উচিত ছিল তার সৃষ্টির উপকরণ সম্পর্কে ভেবে দেখা। এক বিন্দু নোংরা অপবিত্র পানি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়াতে নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়ে তার সূচনা হয়েছে। এসব চিন্তা করলে তো সে আল্লাহর বিদ্রোহী হতে পারতো না।

১২. অর্থাৎ মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। সে কোন লিংগের হবে; তার রং, শক্তি-সাহস, শরীরিক, আকার-আকৃতি, খাদ্য, আচার-আচরণ, তার জীবনকাল, তার ধন-সম্পদ, সুখ-দুঃখ এবং মৃত্যুর সময় ও স্থান ইত্যাদি সব কিছুই তো তার গর্ভবস্থায় স্থির করে রাখা হয়েছে। সুতরাং ভাগ্যের এ পরিসীমা থেকে তার বের হয়ে আসার উপায় নেই।

১৩. অর্থাৎ দুনিয়াতে তার জীবন যাপন সহজ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সুযোগও দিয়েছেন যে, সে ইচ্ছা করলে সহজেই ভাল-মন্দ, সৎ-

فَاقْبِرَةٌ ۝ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَةٌ ۝ كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمْرَهُ ۝ فَلِينِظِرٍ

এবং পৌছে দিয়েছেন তাকে করবে।<sup>১৪</sup> ২২. পুনরায় যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনর্জীবন দান করবেন।<sup>১৫</sup>  
২৩. কক্ষণো নয়, সে তা পালন করেনি, যে আদেশ তিনি তাকে দিয়েছেন।<sup>১৬</sup> ২৪. অতএব লক্ষ্য করা উচিত

الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ أَنَا صَبَّيْنَا الْمَاءَ صَبَّاً ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ

মানুষের, তার খাদ্যের দিকে; <sup>১৭</sup> ২৫. আমি কেমন বর্ষণ করেছি পানি  
বর্ষণের মতো; <sup>১৮</sup> ২৬. অতপর বিদীর্ণ করেছি যমীনকে

‘-এবং তাকে পৌছে দিয়েছেন করবে।<sup>১৯</sup> ২৩-পুনরায় ; ২১-যখন ;  
২৪-তিনি ইচ্ছা করবেন ; ২৫-অন্শ-+-(অন্শ)-অন্শ-+-(অন্শ)-  
কক্ষণো নয় ; ২৬-সে তো পালন করেনি ; ২৭-মা-+-(মা)-  
তিনি তাকে দিয়েছেন।<sup>২৮</sup> ২৭-অতএব লক্ষ্য করা উচিত ;  
২৮-الْإِنْسَانُ --(ফ+লিনেট)-অতপর ; ২৯-الْإِلَى-দিকে ; ৩০-অন্শ-+-(অন্শ)-  
মানুষের ; ৩১-অন্শ-+-(অন্শ)-অন্শ-+-(অন্শ)-  
করে ; ৩২-আমি বর্ষণ করেছি ; ৩৩-আন্শ-+-(অন্শ)-পানি ; ৩৪-বর্ষণ-+-(অন্শ)-  
আদেশ-+-(অন্শ)-স্বত্ত্বা ; ৩৫-আন্শ-+-(অন্শ)-অর্থ-+-(অর্থ)-  
তারপর ; ৩৬-আমি বিদীর্ণ করেছি ; ৩৭-অর্থ-+-(অর্থ)-যমীনকে ;

অসৎ, কৃতজ্ঞতা-অবাধ্যতা এ দুই বিপরীতমূলী পথের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে  
পারে। উভয় পথের যে কোনো এক পথে সে সহজেই চলতে পারে।

১৪. অর্থাৎ সে তার সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন অসহায়, তেমনি ভাগ্যের ভালমন্দ হওয়ার  
ব্যাপারেও তেমনি অসহায়। অতপর তার মৃত্যুর ব্যাপারেও তার কোনো হাত নেই। নেই মৃত্যু  
থেকে বাঁচার অথবা নিজ ইচ্ছামত কোনো সময়ে বা স্থানে মরার ক্ষমতা। মৃত্যুর পর তার  
কবর কোথায় হবে বা আসো দাফন-কাফন তার হবে কিনা এর কোনটাই সে নিষ্ক্রিয়তা  
সহাকারে বলতে পারে না। এসব কিছুই আল্লাহর হাতে। এসব সত্ত্বেও সে বিদ্রোহী হতে  
পারে কিন্তু পে ?

১৫. অর্থাৎ তার সৃষ্টি ও ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে যেমন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো  
ভূমিকা ছিল না, তেমনি তার পুনর্জীবন লাভেও তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা  
থাকবে না।

১৬. এখানে ‘আদেশ’ দ্বারা মানুষের বিবেকের নির্দেশ ; বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু ও  
প্রতিটি অণু-পরমাণু কর্তৃক প্রদত্ত আল্লাহর অন্তিমের সাক্ষ প্রদান ; যুগে যুগে অগণিত  
নবী-রাসূল কর্তৃক আনীত কিতাবের মাধ্যমে আগত বিধান এবং সর্বযুগের সৎকর্মশীল  
লোকের অনুসৃত পথ-নির্দেশনা প্রভৃতি সব কিছুই বুঝানো হয়েছে। এতসব দিক-নির্দেশনা  
থাকার পরও এসব অহংকারী লোকেরা আল্লাহর নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছে।

شَقَا ۝ فَانْبَتَنَا فِيهَا حَبَا ۝ وَعَنْبَا وَقَصْبَا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝  
বিদীর্ণ করার মতো ; ১৯. ফলে তাতে উৎপন্ন করেছি খাদ্য শস্য ; ২৮. আঙুর ও  
শাক-সবজি ; ২৯. আর (উৎপন্ন করেছি) যয়তুন ও খেজুর

وَحَدَّ أَئِقْ غَلْبَا ۝ وَفَاكِهَةَ وَأَبَا ۝ مَتَاعَ الْكَرْ وَلَا نَعَامِكُمْ ۝

৩০. এবং ঘন বাগানসমূহ ; ৩১. আর ফল-ফলাদি ও গবাদি পশুর খাদ্য ৩২. ভোগ্য  
বস্তু হিসেবে তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জন্য ।

শৈঁ-বিদীর্ণ করার মতো । ১৭-+ابنَتَنَا)-فَانْبَتَنَا-ফলে উৎপন্ন করেছি ;  
-فِيهَا-তাতে ; ১৮-+آنْبَتَنَا)-فَانْبَتَنَا-খাদ্যশস্য । ১৯-+وُ-আঙুর ; ২০-+وُ-এবং-আন্বা ;  
-وَ-কচ্বিন-শাক-সবজী । ২১-+وُ-আর ; ২২-+وُ-যয়তুন ; ২৩-+وُ-খেজুর । ২৪-+وُ-বাগানসমূহ ;  
-আর ; ২৫-+وُ-ফল-ফলাদি ; ২৬-+وُ-গবাদি পশুর খাদ্য । ২৭-+وُ-ভোগ্য বস্তু  
হিসেবে । ২৮-+لِكُمْ-তোমাদের জন্য ; ২৯-+وُ-+انْعَامِكُمْ)-لَا نَعَامِكُمْ-তোমাদের  
গবাদি পশুর জন্য ।

১৭. অর্থাৎ মানুষের উচিত তার খাদ্য-পানীয়ের ব্যাপারেও চিন্তা করে দেখা । কিভাবে  
তার খাদ্য উৎপাদিত হয়ে তার সামনে এসে উপস্থিত হয় । আল্লাহ তাআলা যদি খাদ্য  
উৎপাদনে সহায়ক পরিবেশ ও উপকরণ সৃষ্টি না করতেন তাহলে কি কোনো মানুষের পক্ষে  
তা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হতো ? এরপরও সে কিভাবে অকৃতজ্ঞ ও অশ্঵ীকারকারী হতে পারে ?

১৮. এখানে পানি চক্রের (Water cycle) কথা বুঝানো হয়েছে । সূর্যের তাপে সমুদ্রের  
পানি বাষ্প আকারে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় । আবার বাষ্প ঘন হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং  
বায়ু প্রবাহ তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয় । অতপর তা জমাট বেঁধে পানিতে পরিণত হয়ে  
বৃষ্টি আকারে যমীনে বর্ষিত হয় । এ বর্ষিত পানি খাল-বিল, নদী-নালার মাধ্যমে প্রবাহিত  
হয়ে সাগরে পতিত হয় । কিছু পানি পাহাড়ে বরফ আকারে সঞ্চিত হয়ে ক্রমান্বয়ে গলে গলে  
সারা বছর নদী-নালাকে প্রবহমান রাখে । অতপর সমুদ্রে পতিত পানি আবার বাষ্পাকারে  
আকাশে নীত হয় । এভাবে আল্লাহ তাআলা সর্বদা পানি প্রবাহ ঠিক রাখছেন । মানুষের  
পক্ষে এ কাজ করা কখনো সম্ভবপর হতো না । আর এরপ না হলে দুনিয়াতে মানুষ জীবন  
ধারণ করতেও সক্ষম হতো না ।

১৯. মাটিকে ফাটিয়ে উঙ্গিদের চারা গজায়, এতে মানুষের কোনোই হাত নেই । মানুষ  
যমীন চাষ করে মাটিতে বীজ বপন করে বা ছড়িয়ে দেয় ; বায়ু বা পাথি বাহিত হয়ে বীজ  
মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে ; অতপর সেই মাটিকে ফাটিয়ে অঙ্কুরিত করা হয়, এ অঙ্কুরোদ্গমে  
মানুষের কোনো ভূমিকা নেই । মাটি, পানি ও বীজের এই যে শৃণাশৃণ ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহই  
সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ যদি মাটি, পানি ও বীজের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গমের উপযোগী

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ @ يَوْمَ يَفْرَغُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ @ وَأُمِهِ وَأَبِيهِ @

৩৩. তারপর যখন এসে পড়বে সেই কান ফাটানো আওয়ায় ;<sup>১৩</sup> ৩৪. সেদিন মানুষ পালাবে নিজের ভাই থেকে,  
৩৫. আর (পালাবে) নিজের মায়ের নিকট থেকে ও নিজের পিতার নিকট থেকে,

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ @ لِكُلِّ أَمْرٍ @ مِنْهُ يَوْمَئِنْ شَانْ يَغْنِيَهُ @

৩৬. আর নিজ স্ত্রী থেকে ও সন্তানদের থেকে ।<sup>১৪</sup> ৩৭. সেই দিন তাদের প্রত্যেক  
ব্যক্তির এমন অবস্থা হবে যা তার নিজেকে শুধু ব্যক্ত রাখবে ।<sup>১৫</sup>

(@)-الصَّاحَةُ-@-সেই-@-সাধারণ-@-এসে-পড়বে-@-আল+صাহা-@-সাধারণ-@-ফ+اذا)-@-فاذা)-@-  
কান-@-ফাটানো-@-আওয়ায় । @-মَنْ-@-يَوْمَ-@-সেদিন-@-بَيْفَرُ-@-পালাবে-@-  
آخِي-@-آخِي-@-(أ+ه)-@-أَمِه-@-أَمِه-@-(أ+ه)-@-أَبِيه-@-أَبِيه-@-(أ+ه)-@-أَبِيه-@-  
صَاحِبَتِهِ-@-صَاحِبَتِهِ-@-(ابي+ه)-@-بَنِيهِ-@-بَنِيهِ-@-(ب+ه)-@-و-@-  
نিজ-@-স্ত্রী-@-থেকে-@-ও-@-প-@-নিজ-@-স্ত্রী-@-থেকে-@-ও-@-প-@-  
ل+كل)-@-لِكُلِّ-@-أَمْرٍ-@-মِنْهُ-@-يَوْمَئِنْ-@-شَانْ-@-এমন-@-অবস্থা-@-হবে-@-  
প্রত্যেক-@-ব্যক্তির-@-তাদের-@-মানুষ-@-সেদিন-@-যাতে-@-যার নিজেকে শুধু ব্যক্ত রাখবে ।  
-يَغْنِيَهُ-@-يَغْنِيَهُ-

বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে না দিতেন তবে মানুষ কি খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদন করতে সক্ষম  
হতো ?

২০. অর্থাৎ উত্তিদের মধ্যে শুধুমাত্র তোমাদের খাদ্যই দিয়ে দেয়া হয়নি ; বরং তোমাদের  
গৃহপালিত গবাদী পশুর খাদ্যও উত্তিদের মধ্যে রয়েছে । এসব গবাদি পশুর দুধ, গোশত  
তোমাদের পুষ্টি যোগায় ; এগুলোর পশম, চামড়া ও হাঁড় দিয়ে তোমরা বিভিন্ন সরঞ্জাম  
তৈরি করে থাকো, এতে তোমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে । অর্থ আল্লাহর এসব নিয়মামত  
ভোগ করে তোমরা তাঁর বিরোধিতায় নেমে পড়ছো এবং তাঁর নির্দেশ প্রত্যাধ্যান করছো ।

২১. 'কান ফাটানো আওয়াজ' দ্বারা সেই শিখাধ্বনির কথা বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে  
মানুষ পুনর্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে । অতপর সেখানে মানুষের অবস্থার  
প্রতি কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে ।

২২. হাশরের মাঠে একে অপর থেকে পালানোর দুই প্রকার কারণ থাকতে পারে—  
(১) মানুষ তার স্বজন ও বস্তু-বাস্তবদেরকে বিপদগ্রস্ত দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার  
পরিবর্তে এ ভয়ে দূরে পালিয়ে যেতে থাকবে যাতে করে তারা তাকে দেখে সাহায্যের জন্য না  
ডাকতে পারে । (২) দুনিয়াতে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নফসের খেয়াল-খুশীমত নিজেও  
চলেছে এবং স্বজন ও বস্তু-বাস্তবদেরকেও সে পথে চলতে উৎসাহিত করেছে, যার ফলে তারা  
জাহানামে যাওয়ার যোগ্য হয়েছে । এখন তারা যদি তাকে দেখে তাদের পাপের দায়ভার

وَجْهَ يَوْمَئِنْ مُسْفِرَةٍ ④ ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةٍ ⑤ وَجْهَ يَوْمَئِنْ ⑥

৩৮. সেইদিন কতক চেহারা হবে উজ্জ্বল ; ৩৯. হাসিমুখ আনন্দ-উজ্জ্বলিত ।

৪০. আর কতক চেহারা হবে সেদিন

عَلَيْهَا غَبْرَةٌ ⑦ تَرْهَقُهَا قَتْرَةٌ ⑧ أُولَئِكَ هُنَّ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ⑨

ধূলি ধূসর । ৪১. ঢেকে ফেলবে তাকে কালিমা ।

৪২. তারাই (হবে) কাফের ও পাপাচারী ।

৪৩. -কতক চেহারা হবে ; ৪৪. -সেদিন ; ৪৫. -উজ্জ্বল -মুস্ফির ;  
৪৬. -আনন্দ-উজ্জ্বলিত ; ৪৭. -আর -যুম্ন ; ৪৮. -কতক চেহারা হবে ;  
৪৯. -যুম্ন -সেদিন ; ৫০. -ও -যুম্ন -মস্টবশ্র ;  
৫১. -তর্হে- (তর্হে+হা)- (علی+হা+গব্রা)- عَلَيْهَا غَبْرَةٌ  
তাকে ; ৫২. -কفর- (ال+কفর)- الْكَفَرَةُ । ৫৩. -কাফের ;  
৫৪. -قَتْرَةٌ- (ال+قَتْرَة)- الْقَتْرَةُ । ৫৫. -তারাই (হবে) ; ৫৬. -কালিমা ।  
৫৭. -غَبْرَةٌ- (ال+غَبْرَة)- الْغَبْرَةُ । ৫৮. -ধূলি-ধূসর ।

তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং তাদের এ দুরাবস্থার জন্য তাকে অভিযুক্ত করে, সেই ভয়ে  
সে দূরে পালিয়ে যেতে চাইবে ।

২৩. হাশরের মাঠে মানুষের অবস্থা এমনই হবে যে, কারো ছাঁশ থাকবে না । হাদীসে  
আছে যে, হাশরের মাঠে সকল নর-নারী নগ্ন হয়ে উঠা সত্ত্বেও কারো লজ্জাস্থানের প্রতি  
তাকাবার মত মনের অবস্থা থাকবে না ; বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মুক্তির চিন্তায় মগ্ন  
থাকবে ।

### সূরা আবাসার শিক্ষা

১. ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যের সক্ষান আর্থী ; সে  
যদি দরিদ্র, দুর্বল, প্রভাবহীন ও অক্ষম হয় তবুও ।

২. সমাজের সত্যবিমুখ, অহংকারী, প্রভাবশালী, সম্পদশালী ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি  
ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন । কারণ সে সত্যের সক্ষান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে  
না ।

৩. কুরআন মজীদ সেসব লোকের জন্যই হেদায়াত যারা আল্লাহর দীনের পথে চলতে প্রস্তুত ;  
যারা এ পথে চলতে প্রস্তুত নয়, তাদের জন্য কুরআন মজীদ হেদায়াত নয় । আর তাই দীনী  
দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন লোকদের কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না ।

৪. দীনের আহ্বায়কদের দীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের লোকদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত ।  
এ পর্যায়ে সমাজে মর্যাদার দিক থেকে নিম্নে অবস্থানকারী বলে কাউকে গুরুত্বহীন মনে করা যাবে  
না ; যদি সে দীনকে জানা ও মানার ব্যাপারে অগ্রহী হয় ।

৫. কুরআন মজীদ ইতিপূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহের মতো মিশ্রণের দোষে দৃষ্ট নয়। এতে কোনো অকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেনি এবং কেয়ামত পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটার আশংকাও নেই; কারণ এর হিফায়তকারী স্বয়ং আল্লাহ।

৬. মানুষের উচিত তার সৃষ্টির উপাদান, তার জন্ম-প্রবৃক্ষি, মৃত্যু—অবশেষে কবরে পৌছান পর্যন্ত পর্যায়গুলো সম্পর্কে যদি চিন্তা-ফিকির করে তবে সে অবশ্যই মহান স্বষ্টি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য—একথা অন্যাসে বুঝাতে পারা যায়।

৭. আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পরিবেশে ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর হাজারো নির্দেশন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। এর ফলে আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে।

৮. মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা দ্বারাও ঈমান দৃঢ় হয়। অতএব এ সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

৯. কেয়ামত অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে। অতপর দুনিয়ার সূচনা থেকে নিয়ে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সবাইকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে এবং হাশরের ময়দানে সবাইকে একত্রিত করা হবে।

১০. হাশরের ময়দানে মানুষ নিজ নিজ বজন থেকে পালিয়ে দূরে সরে যেতে থাকবে এবং সবাই নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে, অন্য কারো তাবার কোনো সুযোগ থাকবে না।

১১. দুনিয়াতে যারা তাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থেকে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করবে তারা হাস্যোজ্জল চেহারায় সেখানে অবস্থান করবে।

১২. আর যারা তাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তুলে গিয়ে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত নীতি অনুসারে জীবনকাল কাটিয়ে দেবে, তাদের চেহারা সেদিন ধূলি-ধূসরিত ও কালিমায় লিঙ্ঘ হবে। সেদিন তাদের দুঃখের সীমা থাকবে না।



**সূরা আত্ তাক্তীর**  
**আয়াত : ২৯**  
**কৰ্কু' : ১**

**নামকরণ**

সূরাটির নাম ‘আত-তাক্তীর’। শব্দটি একটি মূল শব্দ (মাসদার)। যা থেকে সূরার প্রথম বাক্যের ‘কৰ্কু' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ‘আত তাক্তীর’ অর্থাৎ গুটিয়ে নেয়া, আর তা থেকে উৎপন্ন অর্থ ‘গুটিয়ে নেয়া হয়েছে’। ‘আত তাক্তীর’ নামকরণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা সেই সূরা যাতে গুটিয়ে ফেলার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

অন্যান্য মাঝী সূরার মতো আলোচনার বিষয়বস্তু-ই সাক্ষ দেয় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাঝী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে।

**বিষয়বস্তু**

সূরার প্রথম থেকে ছয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের প্রথম পর্যায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর সপ্তম থেকে ১৪ আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় তথা হাশরের ময়দানের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে।

১৫ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত রেসালাত তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে কসম করে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যেমন কসম করা হয়েছে তারকারাজী, রাত এবং প্রভাতকালের। এসব বস্তুর কসম করে যে কথাটি বলা হয়েছে, তাহলো—এ কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মানিত বাণী বাহকের মারফতে রাসূলের নিকট এসেছে। সুতরাং এ কিতাবকে অবিশ্বাস, অবহেলা ও উপেক্ষা করা তোমাদের কোনো মতেই উচিত নয়। কেননা, রাসূল তোমাদের নিকট যথাযথভাবে আল্লাহর বাণী ও নির্দেশ স্বরূপ এ কিতাবকে পৌছে দিয়েছেন। তিনি সম্মানিত ফেরেশতা জিবরাইলের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাব লাভ করেছেন। অতএব তোমরা এটাকে মেনে নিয়ে এর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করো।



কৃত ۱

## ৮১. সূরা আত্ তাক্বীর-মাঝী

আয়াত ২৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۰۱. إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ ۖ وَإِذَا النَّجْمُ أَنْكَدَرَتْ ۖ وَإِذَا

۱. যখন সূর্যকে শুটিয়ে নেয়া হবে ;<sup>১</sup> ২. যখন তারকাণগুলো খসে খসে পড়বে ;<sup>২</sup>

৩. আর যখন

الْجَبَلُ سَيَرَتْ ۖ وَإِذَا الْعِشَارُ عَطِلَتْ ۖ وَإِذَا الْوَحْشُ

পাহাড়গুলোকে গতিশীল করে দেয়া হবে ;<sup>৩</sup> ৪. যখন পরিত্যাগ করা হবে দশ মাসেরগর্ভবতী উটনীগুলোকে ;<sup>৪</sup> ৫. যখন বন্য পশুগুলোকে

(۱)-এ-যখন-সূর্যকে-কুরত-গুটিয়ে নেয়া হবে। (۲)-আর-যখন-সূর্যকে-শুটিয়ে নেয়া হবে। (۳)-আর-যখন-তারকাণগুলো-কে নিজের পক্ষে পড়বে। (۴)-আর-যখন-পাহাড়গুলোকে গতিশীল করে দেয়া হবে। (۵)-আর-যখন-বন্য পশুগুলোকে পরিত্যাগ করা হবে।

১. এখানে ‘সূর্যকে শুটিয়ে নেয়া’ দ্বারা সূর্যের আলোকে শুটিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। সূর্যের আলো যা সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যাবানে পতিত হয়, কেয়ামত দিবসে তা শুটিয়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ সূর্যকে আলোহীন করে দেয়া হবে।

২. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন অগণিত তারকারাজী যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে একে অপরের সাথে যুক্ত থেকে মহাশূণ্যে নিজ কক্ষপথে চলমান। সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যখন উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারকারাজী মহাকাশ থেকে খসে খসে পড়বে। শুধু এটা যে খসে খসে পড়বে তা নয়; বরং এগুলো আলোহীন পদার্থে পরিণত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে পাহাড়গুলো এবং পৃথিবীর পীঠে ঘাবতীয় বস্তু লেগে আছে, সেই শক্তি আল্লাহর নির্দেশে বিলুপ্ত হয়ে যাবে; আর তখনই পৃথিবীর সমুদয় বস্তুরাজী এবং পাহাড়-পর্বত মেঘের মতো শূণ্যে উড়তে থাকবে।

৪. সাধারণত দেখা যায়, গর্ভবতী ছাগল, গরু বা উটনী ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর প্রতি মানুষের স্বত্ত্ব মনোযোগ থাকে। এগুলোর খাদ্য-পানীয় ও খাকার জায়গার প্রতি মানুষ বিশেষভাবে খেয়াল রাখে। আরববাসীরা গর্ভবতী উটনীকে খুব ভালবাসতো। তাই কেয়ামতের বিভীষিকা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে,

**حُشْرَت ⑥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجْرَت ⑦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوْجَت ⑧**

একত্রিত করা হবে ;<sup>৯</sup> ৬. যখন সমুদ্র সমৃহকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করা হবে ;<sup>১০</sup>

৭. যখন ক্লহসমৃহকে<sup>১</sup> (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে ;<sup>১১</sup>

**وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُلِّمَتْ ⑨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِّلَتْ ⑩ وَإِذَا الصُّحْفُ ⑪**

৮. আর যখন জীবিত পুতে ফেলা কন্যাকে জিজেস করা হবে ; ৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ;<sup>১২</sup> ১০. আর যখন আমল-নামাগুলো

একত্রিত করা হবে। ১৩-আর; ১৪-যখন-الْبِحَارُ-সুরা ; ১৫-আর; ১৬-যখন-আগুন দ্বারা পূর্ণ করা হবে। ১৭-আর; ১৮-যখন-الْنُفُوسُ-সুজরَتْ-ক্লহসমৃহকে ; ১৯-আর-إِذَا-যখন-زُوْجَتْ-(দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে। ২০-আর-إِذَا-যখন-المَوْعِدَةُ-সুলِّمَتْ-জিজেস করা হবে। ২১-بِأَيِّ-চুক্তি-পুতে ফেলা কন্যাকে ; ২২-জীবিত পুতে ফেলা কন্যাকে ; ২৩-কোন্-অপরাধে-হত্যা করা হয়েছিল। ২৪-আর-যখন-الصُّحْفُ-চুক্তি-পুতে ফেলা কন্যাকে ; ২৫-আর-যখন-আমলনামাগুলো ;

তখন অবস্থা এমন হবে মানুষ তার প্রিয় বস্তু সম্পর্কেও গাফিল হয়ে যাবে। তার নিজের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা তার মনে থাকবে না।

৫. অর্থাৎ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পরম্পর শক্রভাবাপন্ন প্রাণীরা যেমন সহ অবস্থান করে, তেমনি কেয়ামতের দিন বন্য পশুরাও একত্রে অবস্থান করবে। কিন্তু একে অপরের প্রতি আক্রমণ করার মনোভাব তাদের মধ্যে জাগবে না।

৬. সমুদ্রের পানিতে আগুন লেগে যাওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে বিশ্বাস কর মনে হলেও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তা পরিকার হয়ে উঠে। পানির মূল উপাদান হাইড্রোজেন এর দুটো অণু এবং অক্সিজেন এর একটি অণু। হাইড্রোজেন নিজে জুলে আর অক্সিজেন জুলতে সাহায্য করে। সুতরাং কেয়ামতের দিন আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে যাবে, আর তখনই তাতে আগুন জুলে উঠবে।

৭. এখান থেকে হাশর ময়দানের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কেয়ামতের প্রথম পর্যায়ের ধৰ্মসাবশেষের পর হাশরের ময়দানে তার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের দেহ যেমন ক্লহের বাহন হিসেবে কাজ করেছে, হাশরের ময়দানেও তাদের দেহ ক্লহের বাহন হিসেবে কাজ করবে।

৯. এখানে আইয়ামে জাহিলিয়াতে আরব দেশের সামাজিক অনাচার-এর দিকে ইংগীত করা হয়েছে। জাহেলী যুগে আরববাসীরা কন্যা সন্তানের জন্মকে এমনই এক লজ্জার ব্যাপার মনে করতো যে, জন্মের সাথে সাথেই তাকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলতো। প্রধানত

প্রতিনিটি কারণে তারা এ জগন্য নিষ্ঠুর কাজ করতো । প্রথমত, অর্থনৈতিক কারণে তারা এ কাজে প্রবৃত্ত হতো । তারা মনে করতো মেয়েদের পেছনে অর্থ খরচ করা লাভজনক নয় ; ছেলেদেরকে লালন-পালন করলে তারা বড় হয়ে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করতে পারবে । দ্বিতীয়ত, দেশের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাইনতার কারণে তারা পুত্র সন্তানকে নিরাপত্তা ও প্রভাবপ্রতিপত্তির জন্য সহায়ক মনে করতো ; অপরদিকে মেয়েরা প্রতিরক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না । তৃতীয়ত, সুশাসনের অনুপস্থিতিতে শক্রগোত্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে মেয়েরা লুণ্ঠিত হতো এবং দাসীরূপে বিক্রীত হতো । তাই উল্লিখিত কারণে তারা কল্যাণ সন্তানকে জীবিত পুঁতে ফেলার মত জগন্য কাজে লিপ্ত হতো ।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ নিষ্ঠুর অমানবিক কাজকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে উল্লেখ করেছেন । যে কারণে হাশরের ময়দানে তাদেরকে সংশোধন করে এ জগন্য কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না ; বরং জীবন্ত পুঁতে ফেলা নিষ্পাপ মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে । তখন হত্যাকারী মাতা-পিতাকে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবে এবং তাকে হত্যা করার কাহিনী সবিস্তারে বলতে থাকবে ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে জাহেলী সমাজে নিষ্ঠুর পিতা তার নিজের সন্তানকে মাটিতে জীবিত পুঁতে ফেলছে, সেই সমাজও এমন অমানবিক কাজ সমর্থন করছে ; অথচ রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাদের নৈতিক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তখন এই সমাজ-ই তার ঘোর বিরোধিতা করেছিলো ।

এ আয়াতের মাধ্যমে আখেরাতের অপরিহার্যতা সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে । জীবন্ত প্রোথিত মজলুম মেয়েটির উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার উপর যারা এ অত্যাচার করেছে তাদের এ কাজের প্রতিক্রিয়াতো দুনিয়াতে কিছুই হয়নি ; অথচ যুক্তি ও বুদ্ধির দাবী তাদের কাজের প্রতিক্রিয়া হওয়া । বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ীও এ প্রতিক্রিয়া অবশ্যত্বাবী । বিজ্ঞানী বলে, Every action has its equal or opposite re-action. অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমপরিমাণ বা বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে । অতএব জাহেলী সমাজের এ হত্যাকারীদের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সম্ভব হবে এমন একটি স্থান ও সময় থাকা অবশ্যত্বাবী, আর সেটাই হলো আখেরাত । কারণ, এ মেয়েটির উপর এ অমানবিক যুল্ম চলাকালীন তার ফরিয়াদ শোনার মতো কেউ তখন ছিল না । তখনকার কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা সামাজিক আইনও সেই নির্মতার সহায়ক ছিল । অতপর ইসলাম এ জগন্য প্রথাকে নির্মূল করেছে । শুধু তাই নয়, ইসলাম মেয়েদের লালন-পালন করা এবং তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দিয়ে ঘর-সংসারের কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলাকে অনেক বড় সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে । রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন—

“যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে লালন-পালন করে—এভাবে তারা বালেগ হয়ে যায়, কেয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে থাকবে । একথা বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন ।”

نَشَرَتْ ⑮ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑯ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرتْ ⑰ وَإِذَا

প্রকাশ করে দেয়া হবে ; ১১. যখন আকাশসমূহকে খুলে দেয়া হবে ;<sup>১০</sup>

১২. যখন জাহানামকে উক্ষে দেয়া হবে ; ১৩. এবং যখন

الْجَنَّةُ أُزْلَفَتْ ⑯ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَهْبَطَ ⑭ فَلَا أَقِسِّمُ بِالْخُنْسِ ⑮

জাহানাতকে নিকটবর্তী করে দেয়া হবে ;<sup>১১</sup> ১৪. (তখন) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে, সে কি উপস্থিত করেছে। ১৫. অতএব না—আমি কসম করছি গেছনে সরে যাওয়া তারকাণ্ডলোর—

-স্মা-)-السَّمَاءُ-নُشَرَتْ-প্রকাশ করে দেয়া হবে। ১৬-আর ; ১৭-আর ; ১৮-যখন ; ১৯-আর ; ২০-যখন ; ২১-কুশ্টত ; ২২-খুলে দেয়া হবে। ২৩-আর ; ২৪-যখন ; ২৫-এবং ; ২৬-আর ; ২৭-যখন ; ২৮-সুগ্রৃত ; ২৯-জাহানামকে ; ৩০-জন্ম-জাহানাতকে ; ৩১-নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। ৩২-(তখন) জানতে পারবে ; ৩৩-প্রত্যেক ব্যক্তিই ; ৩৪-কি ; ৩৫-কি-উপস্থিত করেছে। ৩৬-অতএব, না ; ৩৭-আমি কসম করছি ; ৩৮-পেছনে সরে যাওয়া তারকাণ্ডলোর।

তিনি আরো এরশাদ করেন—

“যে মুসলমানের দুটো মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে রাখে তাহলে তারা তাকে জাহানে প্রবেশ করাবে।”

এভাবে আল্লাহর রাসূল আরো অনেক সুখবর মেয়েদের অভিভাবকদেরকে শুনিয়েছেন। যার ফলে শুধুমাত্র আরব দেশেরই নয়, দুনিয়ার অন্যান্য যেসব জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গী আয়ুল বদলে গেছে।

১০. অর্থাৎ ‘আকাশ’ বলতে মানুষ যা দেখে, এবং তার নিজ প্রচেষ্টায় যা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে এর বাইরে আল্লাহর যে বিশাল সাম্রাজ্য তার দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে তা তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

১১. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে মানুষ যখন বিচারাধীন আসামীর মত সর্বাধিক উদ্বেগ উৎকর্ষার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতে থাকবে, তখন জাহানামের আগন্ডের লেলিহান শিখা তারা দেখতে পাবে। অপর দিকে জাহানাতও তার যাবতীয় নিয়ামতরাজী নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হবে। যার ফলে জাহানামীরা দেখতে পাবে যে, কত বড় নেয়ামত থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে কত কঠিন শান্তির মুখে পড়তে যাচ্ছে। এতে তাদের যন্ত্রণার তীব্রতা শত-সহস্র গুণে বেড়ে যাবে।

অপর দিকে নেক লোকেরাও জানতে পারবে যে, তারা কত কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা

١٥. أَجَوَارُ الْكَنْسِ ۖ وَاللَّيلُ إِذَا عَسَسَ ۖ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ ۚ أَنَّهُ

১৬. যেগুলো চলমান, আঘাগোপনকারী। ১৭. আর (কসম করছি) রাতের যখন তা বিদায় নেয়;

১৮. এবং প্রভাতের যখন তা জেগে ওঠে; ১৯. নিচয়ই এটা (কুরআন)

لَقُولٌ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۖ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ ۖ مَطَاعٌ ثُرَّ

সম্মানিত সংবাদ বাহকের (আনীত) বাণী; ২০. যিনি শক্তিশালী; ২১.—আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান; ২১. তাঁকে সেখানে মেনে চলা হয়, ২২. অধিকত্তু

১৩. أَنَّهُ - (ال+جوار)-الْكَنْسِ ; (ال+كنس)-الْجَوَار ; -যেগুলো চলমান -আঘাগোপনকারী। ১৪.

-আর (কসম করছি) -اللَّيل ; -إِذَا-যখন ; -عَسَسَ-তা বিদায় নেয়। ১৫.-এবং -وَ-এবং -الصُّبْح ; -إِذَا-যখন ; -وَ-প্রভাতের ; -إِذَا-জেগে ওঠে।

১৬.-أَنَّهُ -নিচয়ই এটা (কুরআন); -لَقُول- (ال+قُول)- (আনীত) বাণী ; -সংবাদ বাহকের -ذِي الْعَرْش ; -مَكِينٌ -করিম ; -عِنْد- নিকট ; ১৭. -যিনি শক্তিশালী ; -عِنْد- নিকট ; -ذِي الْعَرْش ; -مَكِينٌ -মর্যাদাবান। ১৮. -তাঁকে সেখানে মেনে চলা হয় ; ১৯. -অধিকত্তু ;

পেয়ে কত বড় নিয়ামতের অধিকারী হতে যাচ্ছে। এতে সুখের অনুভূতিও শত-সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাবে।

১২. অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সঠিক নয়। কুরআন কোনো মানুষের রচিত কালাম নয়।

১৩. এখানে পেছনে সরে যাওয়া ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তারকারাজী এবং রাতের বিদায় ও প্রভাতের আগমনকালীন সময়ের কসম করে যে বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে, তা সামনের আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ কুরআন যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেয়া হয়েছিল—সেই ঘটনা কোনো রাতের অক্ষকারে স্বপ্নের ঘোরে ঘটেনি ; রবং তখন তারকারাজী বিদায় নিয়েছিল, বিদায় নিয়েছিল রাত এবং আগমন ঘটেছিল প্রভাতের—তাঁকে রাসূল উন্মুক্ত আকাশে সচেতন অবস্থায় সুস্পষ্টভাবে দেখেছিলেন।

১৪. ‘রাসূলে কারীম’ দ্বারা এখানে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। আর কুরআনকে ‘রাসূলে কারীমের বাণী’ বলেও একথা বুঝানো হয়নি যে, এ কুরআন জিবরাইল (আ)-এর নিজের বাণী ; বরং ‘রাসূল’ শব্দ থেকেই বুঝা যায় যে, এটা সেই সন্তার বাণী যিনি তাঁকে রাসূল তথা বাণীবাহকরূপে পাঠিয়েছেন। অন্য জায়গায় কুরআনকে মুহাম্মাদ (স)-এর বাণী বলা হয়েছে। উভয় স্থানে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, এ কুরআন আল্লাহর বাণী, যা এক বাণীবাহক ফেরেশতার মাধ্যমে মুহাম্মাদ (স)-এর যবানীতে মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছে।

أَمِينٌ ۝ وَمَا صَلَحَكُمْ بِمَجْنونٍ ۝ وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝  
তিনি বিশ্বাসভাজন।<sup>১৭</sup> ২২. আর তোমাদের সাথীও<sup>১৮</sup> পাগল নন ; ২৩. তিনি তো  
প্রকাশ্য দিগন্তেই তাঁকে (সেই সংবাদবাহককে) দেখেছেন।<sup>১৯</sup>

অমিন-তিনি বিশ্বাসভাজন।<sup>২০</sup>-আর ; ম-নন ; সার্থীও-চাহিবকুম ;  
সার্থীও-তোমাদের সাথীও-পাগল ; ও-কর্দুরা ;<sup>২১</sup>-তিনি তো  
তাঁকে দেখেছেন।<sup>২২</sup>-অমিন-প্রকাশ্য ;  
(ব+অ+এক)-দিগন্তেই ;  
(ব+অ+এক)-সার্থীও-স্বিনি ;  
(ব+অ+এক)-স্বিনি-প্রকাশ্য।

১৫. এখানেও জিবরাইল (আ)-এর কথা বলা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর শক্তিশালী হওয়ার প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। তবে তাঁর শক্তির উৎস আল্লাহ তাআলা। সূরা আল নাজমে বলা হয়েছে—‘প্রবল শক্তির (আল্লাহ) তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি এবং অসাধারণত্বের কারণে তিনি ফেরেশতাদের মধ্যেও বিশেষ ঘর্যাদার অধিকারী। হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) জিবরাইল (আ)-কে দু’বার তাঁর আকৃতিতে দেখেছেন, তাঁর বিশাল সন্তা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সমগ্র মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত ছিল। অন্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে ছয় ডানা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন। এ থেকে তাঁর শক্তির কিছুটা অনুমান করা যায়। মি’রাজের হাদীস থেকে আকাশে তাঁর ঘর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌছলে তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেন।

১৬. অর্থাৎ ফেরেশতাদের সরদার। তাঁর নির্দেশে সকল ফেরেশতা কাজ করে।

১৭. তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। এমন চিন্তা করা যায় না যে, তিনি ওহীর সাথে নিজের কোনো কথা মিলিয়ে দেবেন। তিনি এমনই আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহী তিনি হ্রবহুরাসূলুল্লাহ(স)-এর নিকট পৌছে দেন।

১৮. এখানে ‘সাথী’ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের সমাজেরই মানুষ, তিনি অন্য কোথাও থেকে আসেননি। তাঁর জন্ম, শৈশব, কৈশোর ও যৌবন তোমাদের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যাকে তোমরা ‘আল আমীন’ বলে জানতে, তাঁকে পাগল বলতে তোমাদের সক্ষোচের হওয়া উচিত ছিল।

১৯. অর্থাৎ জিবরাইল (আ)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। এখানে জিবরাইল (আ)-কে দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি (রাসূল) ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে আসল অবয়বেও দেখেছেন। তাই এ ওহীতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আর তোমাদের সাথীও এতে কোনোরূপ কম-বেশি করেননি ; কারণ তিনি যে, কেমন আমানতদার সেকথা তোমাদের চেয়ে আর কে বেশি জানে।

④ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَيْقٍ ⑤ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ ⑥

২৪. আর তিনি গায়েবের (সংবাদ পৌছানোর) ব্যাপারে কৃপণ নন ;<sup>১০</sup>

২৫. এবং এটা (কুরআন) অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়।<sup>১১</sup>

فَأَيْنَ تَلْهِبُونَ ⑦ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلِمِينَ ⑧ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ ⑨

২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো ? ১৭. এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয় ; ২৮. তাদের জন্য যারা তোমাদের মধ্যে চায়

أَنْ يَسْتَقِيرُ ⑩ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑪

সরল-সঠিক পথে চলতে।<sup>১২</sup> ২৯. আসলে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর চাওয়া ছাড়া তোমরা চাইবে না।<sup>১৩</sup>

(১)-আর ; -নন ; -তিনি ; -ব্যাপারে ; -عَلَى ; -হু ; -غَيْب(-الْغَيْبِ) ; -مَا-নন ; -ও-এটা ; -মু- ; -বِقَوْلٍ ; -بِضَيْقٍ ; -কৃপণ ; -ও-এবং ; -মَا-নন ; -বিশ্ববাসীর জন্য ; -لِّلْعَلِمِينَ ; -কথা ; -র্জিম ; -শয়তানের ; -ফ-+ইন- ; -فَأَيْنَ ; -সুতরাং ; -কোথায় ; -شَيْطَنٍ ; -তোমরা ; -لَه- ; -دَكْرٌ ; -তَلْهِبُونَ ; -চাওয়া ; -আ-হু ; -এটাতো নয় ; -আ-ছাড়া ; -ডক্র- ; -উপদেশ ; -তাদের জন্য যারা ; -لِمَنْ ; -অন্য- ; -সরল-সঠিক পথে ; -شَاءَ ; -চায় ; -মান- ; -কম- ; -মন্কুম- ; -অসলে ; -আ-সলে ; -মান- ; -ও- ; -আ-ছাড়া ; -ও- ; -আ-চাওয়া ; -আল্লাহ- ; -আল্লাহর- ; -রَبُّ- ; -প্রতিপালক- ; -الْعَالَمِينَ- ; -জগতসমূহের-।

২০. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) গায়েব বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে যেসব খবর আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পেরেছেন তা সবই তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর সন্তা ও গুণাবলী, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, ফেরেশতা, হাশর, শেষ বিচার ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সব বিষয় তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

২১. অর্থাৎ এ কুরআনের মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থার কথা তোমাদের নিকট পৌছেছে তা-তো কোনো শয়তানের কথা হতে পারে না। শয়তান তো মানুষকে তাওইদ, রেসালাত ও আখেরাতের শিক্ষা দিতে পারে না। সেতো মানুষকে শিরক, বল্লাহীন জীবন যাপন, জাহিলী রীতিনীতি, যুল্ম-অত্যাচার এবং দুর্নীতি-দুষ্কৃতির প্রতিই পরিচালিত করতে সচেষ্ট। পবিত্র ও নিষ্কুল জীবন, ন্যায়-ইনসাফ, তাকওয়া-পরহেয়গারী এবং আখেরাতে জবাবদিহির দায়িত্বানুভূতির প্রতি আহ্বান জানানো শয়তানের কাজ নয়। অতএব এ ধারণা-অনুমান যে মিথ্যা এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২২. অর্থাৎ কুরআন মজীদ তো সেসব মানুষের জন্য উপদেশ বাণী, যারা সেই উপদেশ মেনে নিজেদের জীবন গড়তে চায়। এ ঘন্ট থেকে ফায়দা হাসিলের জন্য সর্বথেম শর্ত হলো এ নির্দেশিত পথে চলতে স্বেচ্ছায় আগ্রহী হতে হবে। যারা এ পথে চলতে ইচ্ছুক নয় তাদের জন্য এতে কোনো ফায়দা নেই।

২৩. অর্থাৎ কারো উপদেশ গ্রহণ করা সরাসরি তার নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় ; বরং তার উপদেশ গ্রহণ করা তখনই সম্ভবপর যখন আল্লাহ তাকে উপদেশ গ্রহণের তাওফীক দেন।

### সূরা আত্ তাক্বীরের শিক্ষা

১. এ সূরাতে কেয়ামত দিবসের অবস্থা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এবং এর সমসাময়িক অন্যান্য সূরাত্তলোতেও কেয়ামত ও হাশের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তার উপর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা ইমানের অংশ। সুতরাং এসব বর্ণনার প্রতি আমাদেরকে দৃঢ় ইমান পোষণ করতে হবে। অন্যথায় ইমান থাকবে না।

২. সূরার প্রথম আয়াত থেকে মঠ আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের প্রথম পর্যায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অতপর সঙ্গে আয়াত থেকে চতুর্দশ আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের বিভিন্ন পর্যায় তথা হাশের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এসব বর্ণনা যেহেতু আল্লাহ তাআলার, অতএব আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, এসব কিছু অবশ্যই ঘটবে।

৩. কুরআন মজীদ যে আল্লাহর কালাম এবং এ কালাম যে মাধ্যমে তাঁর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছেছে, সে মাধ্যমের সন্দেহাতীত আমানতদারী ও মহান আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানার পর কোনো মানুষের পক্ষে এতে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই।

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত-পূর্ব চালিশ বছরের জীবন থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এ কুরআন কোনো মানুষের রচিত নয়, কারণ রাসূলের নিজের পক্ষে তো নয়ই, অন্য কোনো মানুষের পক্ষেও এর একটি সূরা বা আয়াত রচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ কুরআন নিসন্দেহে আল্লাহর বাণী।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত কুরআন মজীদের আগমন সূত্রও অবিচ্ছিন্ন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সুতরাং এতে কোনো প্রকার কম-বেশি ইওয়ার কোনো আশংকা নেই। সুতরাং আল্লাহর বাণী হ্বস্ত মানুষের নিকট পৌছেছে। আর তা অবিকৃত অবস্থায় আমাদের নিকট বর্তমান আছে। অতএব মানুষের সুস্থ-সুন্দর জীবনের জন্য কুরআনের দিক-নির্দেশনার বিকল্প নেই।

৬. অভিশঙ্গ শয়তানের পক্ষেও কোনো মতেই এ কুরআনে কোনো প্রকার রাদ-বদল সংযোজন-বিয়োজন সম্ভবপর নয়। আর কেয়ামত পর্যন্ত এ কুরআন অবিকৃত থাকবে। যেহেতু এটা কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক পৃথিবীতে আসবে সকলের হেদয়াত, তাই এর হিফায়তের দায়িত্বও আল্লাহর নিজ হাতে রেখেছেন। অতএব এ কিতাবের বিকল্প নেই—কখনো হবে না।

৭. যে কেউ এ কিতাব থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে, কেবলমাত্র সে-ই এ কিতাবের উপদেশ গ্রহণ করে উপকৃত হবে। অতএব আমাদেরকে ও কুরআন মজীদের হেদয়াত গ্রহণ করতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এগিয়ে আসতে হবে।

৮. কুরআন মজীদ থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে জীবন গড়ার জন্য শুধুমাত্র আমাদের ইচ্ছাই কাজ হবে না, সেজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীকও লাভ করতে হবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক অর্জনের জন্য তাঁর কাছে খাঁটি মনে কুরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণের তাওফীক চাইতে হবে।

৯. অর্গ রাখতে হবে যে, হেদায়াত লাভের জন্য আমাদের একান্তিক চেষ্টা, আল্লাহর নিকট সেজন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এবং সর্বোপরি আল্লাহর ইচ্ছা—এ তিনের সমন্বয়েই হেদায়াত লাভ করা যেতে পারে।



**সূরা আল ইন্ফিত্তার**  
**আয়াত ৪ ১৯**  
**কৰ্কু' ৪ ১**

**নামকরণ**

‘ইন্ফিত্তার’ অর্থ ফেটে যাওয়া। সূরার প্রথম বাক্যে কেয়ামতের দিন আসমান ফেটে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে; তাই প্রথম বাক্যের ‘ইনফাতারাত’ শব্দের মূল শব্দ ‘ইনফিত্তার’ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে আসমান ফেটে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

**নামিলের সময়কাল**

সূরা আত্ তাক্ভীর ও সূরা আল ইন্ফিত্তার উভয় সূরা একই সময়ে অর্ধাং রাসূলের মাঝী জীবনের প্রথম দিকে নামিল হয়েছে।

**বিষয়বস্তু**

সূরা আত্ তাক্ভীর, সূরা আল ইন্ফিত্তার ও সূরা আল ইনশিকাক এ সূরা তিনটির বিষয়বস্তু একই। অর্থাৎ কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে সূরা তিনটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন—“যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনটি চোখে দেখতে চায়, সে যেন সূরা আত্ তাক্ভীর, সূরা আল ইন্ফিত্তার ও সূরা আল ইনশিকাক পাঠ করে।”

সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে ধোকার মধ্যে পড়ে আছে। যে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই আল্লাহ শুধুমাত্র অনুগ্রহকারী নন—তিনি ইনসাফকারীও বটে। সূতরাং তাঁর অনুগ্রহের আশা যেমন করতে হবে, তেমনি তাঁর ইনসাফের ও বিচারের ডয়াও ধাকতে হবে। কেননা মানুষের সকল কাজ-কর্ম অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লেখকরা লিখে রাখছেন। হাশরের দিন মানুষের আগে-পেছনের সব আমলই সে জানতে পারবে। সেদিন অবশ্যই ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই নেককার লোকদেরকে জানাতে এবং বদকারদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল বরপ জাহানামে প্রবেশ করানো হবে। সেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না।



কৃত ।

আয়াত ১৯

## ৮২. সূরা আল ইন্ফিত্তার-মাঝী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَافِرُ انتَشَرَتْ ۝ وَإِذَا الْبَحَارُ

১. যখন আসমান ফেটে যাবে ;
২. আর তারকারাজী যখন চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে ;
৩. এবং সমুদ্রকে যখন

فَجَرَتْ ۝ وَإِذَا الْقَبُورُ بُعْثَرَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدْ مَنَّ

উত্তাল করে তোলা হবে ;

৪. আর কবরগুলোকে যখন খুলে দেয়া হবে ;

وَآخَرَتْ ۝ يَأْيَهَا إِنْسَانٌ مَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي

এবং পেছনে কি রেখে গেছে । ৫. হে মানুষ ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে ধোকায় ফেলেছে ? ৬. যি

- ১)-এ-যখন ; ২)-আর ; ৩)-যখন ; ৪)-আসমান-অন্তর ; ৫)-আল-স্মাে ; ৬)-আর ; ৭)-যখন ; ৮)-কোক ; ৯)-চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে ; ১০)-এবং ; ১১)-যখন ; ১২)-সমুদ্রকে ; ১৩)-উত্তাল করে তোলা হবে ; ১৪)-আর ; ১৫)-যখন ; ১৬)-কবরগুলোকে ; ১৭)-কবর ; ১৮)-যখন ; ১৯)-আর ; ২০)-বুলে দেয়া হবে ; ২১)-কি সে পূর্বে পাঠিয়েছে ; ২২)-এবং-পেছনে কি রেখে গেছে ; ২৩)-হে-যাইহে ; ২৪)-আর-পেছনে কি রেখে গেছে ; ২৫)-আইহে-ব-অন্তর ; ২৬)-মানুষ ; ২৭)-কিসে ; ২৮)-কর্ম ; ২৯)-ব-ব-কোক ; ৩০)-তোমাকে ধোকায় ফেলেছে ; ৩১)-কর্ম ; ৩২)-তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে ; ৩৩)-কর্ম ; ৩৪)-মহান ; ৩৫)-যিনি ;

১. সমুদ্রে আগুন লেগে যাওয়া এবং সমুদ্র ফেটে যাওয়া বা উভাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর সত্ত্বিকার অবস্থা আল্লাহ তাআলাই জানেন। মুফাস্সিরীনে কিরাম যা বলেছেন তার আলোকে যা বুঝা যায় তাহলো—কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হবে যা কোনো বিশেষ এলাকায় সীমিত থাকবে না ; বরং পুরো দুনিয়াটাকেই আলোড়িত করে দেবে। যার ফলে সমুদ্রের তলদেশও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং সমুদ্রের পানি ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূগর্ভে চলে যাবে। অতপর ভূগর্ভের অভ্যধিক

خَلْقَكَ فَسُوْلَكَ فَعَلَّكَ ۖ فِي آيٍ صُورَةٌ مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ ۚ كَلَابِلَ  
তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতপর তোমাকে পূর্ণাংগ করেছেন, অতপর করেছেন সুসমর্হিত ; ৮. যে অবয়বে তিনি চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন । ৯. কক্ষগো নয় । ১০. বরং

-অতপর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন-(ف+سوى+ك)-فَسُوْلَكَ-খলক-তোমাকে পূর্ণাংগ করেছেন-(ف+ع+د+ل+ك)-فَعَلَّكَ-তারপর করেছেন সুসমর্হিত । ১১. যে অবয়বে ; ১২. তিনি চেয়েছেন ; ১৩. রক্ব-তোমাকে গঠন করেছেন । ১৪. কক্ষগো নয় ; ১৫. বরং ;

তাপমাত্রার প্রভাবে পানি তার মৌলিক অবস্থা তথা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে যাবে । ফলে সমুদ্রে আওন ধরে যাবে ।

২. এখান থেকে কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে । ভূমিকঙ্গের কারণে ভূগর্ভ ফেটে যাবে এবং কবর থেকে মানুষকে পুনর্জীবিত করে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে ।

৩. এখানে 'মা কান্দামাত ওয়া আখ্বারাত' ব্যাপক অর্থবোধক কথা । 'পূর্বে পাঠিয়েছে' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে জীবনকালে ভালো-মন্দ যেসব কাজ করেছে ; আর 'পেছনে রেখে গেছে' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যা করা দরকার ছিল ; কিন্তু সে তা করেনি । এর আর একটি অর্থ হলো—সে দিন-তারিখ অনুসারে আগে পরে যা করেছে তা সবই সে জানতে পারবে । এ ছাড়া এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সে যেসব ভাল কাজ করে গেছে সেগুলো সে পূর্বে পাঠিয়েছে ; আর সমাজে সেসব কাজের যে শুভ ফল ফলেছে তা সে পেছনে রেখে গেছে । এখানে এ সবকটি অর্থই প্রযোজ্য ।

৪. অর্থাৎ তোমার তো উচিত ছিল, যে মহান সত্ত্ব তোমাকে সুন্দর ও সামঞ্জস্যশীল আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে একটা নির্দিষ্ট গন্তির মধ্যে তোমার ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তুমি শুধুমাত্র তাঁরই শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, তাঁরই পূর্ণ আনুগত্য করবে এবং এতে কাউকে শরীর করবে না ; কিন্তু তুমি তো তা না করে শয়তানের ধোকায় পড়ে গেছো । তুমি তোমার ইচ্ছা প্রয়োগ করার ক্ষমতাকে তোমার নিজের কৃতিত্ব মনে করে নিয়েছো ।" এ মনে করে নেয়াটাই তোমার ধোকায় পড়ার সক্ষণ । আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে তোমার বিদ্রোহের হাতকে অকেজো করে দিতে পারতেন ; কিন্তু তিনি তা করেননি—এটা তোমার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহ । এটাকে তাঁর দুর্বলতা মনে করে তুমি ধোকায় পড়ে আছো । আল্লাহর ক্ষমতা ও দয়া-অনুগ্রহকে ভুলে গিয়ে তুমি ধোকায় পড়ে আছো ।

৫. অর্থাৎ তোমার ধোকায় পড়ার পেছনে কোনো যুক্তিই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ; কেননা তোমার সৃষ্টি, তোমার দেহাবয়, তোমার কর্মক্ষমতা এবং সীমিত ক্ষেত্রে তোমার

تَكَلِّبُونَ بِالِّيْسِنْ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ ۝ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝  
তোমরা প্রতিফল দিনটিকে মিথ্যা মনে করে নিয়েছো ;<sup>৫</sup> ১০. অর্থচ নিশ্চিত  
তোমাদের উপর (নিযুক্ত) আছে পর্যবেক্ষকগণ ; ১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ ;

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفَجَارَ  
১২. তাঁরা জানেন তোমরা যা করছো ।<sup>৯</sup> ১৩. অবশ্যই নেক লোকেরা  
থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দে ; ১৪. আর পাপীরা থাকবে

( ب+ال+دِين ) -**بِالدِّين**-**تَكَذِّبُونَ**-তোমরা মিথ্যা মনে করে নিয়েছো ;  
( و-أ-নিশ্চিত ) -**وَأَنْ-عَلِيْكُمْ**-**تَوْمَادِيرَ**-তোমাদের উপর (নিযুক্ত) আছে ;  
( ح-পর্যবেক্ষকগণ ) -**كَرَامًا-لَحْفِظِينَ**-**كَاتِبِينَ**-সম্মানিত ;  
( م-লেখকবৃন্দ ) -**يَعْلَمُونَ**-**لَفِي نَعِيمٍ**-**تَفْعَلُونَ**-তোমরা করছো ।<sup>১৫</sup>  
( ل-অবশ্যই ) -**إِنَّ الْأَبْرَارَ**-**أَبْرَار** ;  
( ل-নেক ) -**إِنَّ الْفَجَارَ**-**فَجَار** ;  
( ل-আর ) -**إِنَّ الْفَجَارَ**-**فَجَار** ;  
( ل-পাপীরা ) -**إِنَّ الْفَجَارَ**-**فَجَار** ;  
( ل-থাকবে ) -**إِنَّ الْفَجَارَ**-**فَجَار** ;

স্বাধীনতা ইত্যাদিই প্রমাণ করে যে, এক মহাজ্ঞানী ও মহা শক্তিধর সন্তা তথা আল্লাহ তোমাকে সুন্দর ও সুসম মানুষের আকৃতি দান করেছেন। অন্যসব প্রাণী থেকে যে তোমাকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে মহিমাবিত করেছেন এটা অনুধাবন করা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়, যার জন্য তোমার ধোকায় পড়ে থাকার পেছনে কোনো যুক্তি খাড়া করা যেতে পারে।

৬. অর্থাৎ তুমি কোনো কারণ ও যুক্তি ছাড়াই নিজেই বিভাসিতে পড়ে আছো ;  
কেননা তুমি ধরেই নিয়েছো যে, দুনিয়াতে তোমার স্বেচ্ছারিতামূলক কাজের জন্য  
জবাবদিহি করতে হবে এমন কোনো জগত নেই। তুমি কর্মফল দিবসকে মিথ্যা ধরে  
নিয়েছো। তোমার এ ভুল ধারণাই তোমাকে আখেরাত সম্পর্কে গাফিল করে দিয়েছে।  
তুমি আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে বে-পরওয়া হয়ে জীবন যাপন করছো।

৭. অর্থাৎ তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, তোমাদের সকল ক্রিয়াকাণ্ড সংরক্ষণ  
করার জন্য 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ' নিয়োজিত আছেন। তাঁরা তোমাদের ছোট-বড়, প্রকাশ্য-  
গোপনে কৃত সকল কাজই সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। তোমরা যদি নিশির অঙ্ককারে  
অথবা জনমানবহীন প্রাণীর বা গভীর জঙ্গলে গিয়েও কোনো কাজ করে থাকো, তা-ও  
তাঁরা সংরক্ষণ করে রাখছেন।

আল্লাহ তাআলা উল্লেখিত লেখকদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ'  
উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, সেই লেখকবৃন্দ এমন যে, তাদের  
অগোচরে কিছু করার সুযোগ কারো নেই। তাঁরা ঘৃষ্ণুরোর নন যে, তাদেরকে ঘৃষ দিয়ে

لَفِي جَحِيرٍ ۝ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الِّيْنِ ۝ وَمَا هُرْعَنَّا بِغَائِبِينَ ۝  
জাহান্নামে । ১৫. তারা তাতে প্রবেশ করবে কর্মফল দিবসে ; ১৬. এবং তারা তা  
থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না ।

وَمَا أَدْرِكَ مَا يَوْمَ الِّيْنِ ۝ ثُمَّ مَا أَدْرِكَ مَا يَوْمَ الِّيْنِ ۝  
১৭. আপনি কি জানেন কর্মফল দিবস কি ? ১৮. আবার (বলি) কর্মফল দিবস কি,  
তা কি আপনি জানেন ?

يَوْمًا لَا تَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ بِوْمَئِنْ لِلَّهِ ۝  
১৯. সেদিন কোনো লোকের অন্য কোনো লোকের জন্য কিছু করার সাধ্য  
থাকবে না ;<sup>৮</sup> এবং সেদিন সকল কর্তৃত (থাকবে) আল্লাহর জন্য ।

-তারা-(يصلون+ها)-يَصْلُونَهَا । ১৫-(-ل+في+جحيم)-لَفِي جَحِيرٍ  
তাতে প্রবেশ করবে ; ১৬-এবং-مَاهُمْ-و-الِّيْنِ-কর্মফল দিবসে ; ১৭-يَوْمَ-দিবসে ;  
তারা পারবে না থাকতে ; ১৮-অনুপস্থিত । ১৯-বَغَانِبِينَ-অনুপস্থিত ; তা থেকে ;  
আর ; ২০-يَوْمُ الدِّيْنِ-সেই ; মَا-কি-আপনি কি জানেন ; ২১-مَا-ادْرِكَ-কর্মফল  
দিবস । ২২-ثُمَّ-আবার (বলি) ; ২৩-مَا-أَدْرِكَ-আপনি কি জানেন ; ২৪-سَيْلَكُ-করার সাধ্য  
নَفْسٌ-সেই কর্মফল দিবস । ২৫-لَا-تَلِكُ-থাকবে না ; ২৬-يَوْمَ-الِّيْنِ-দিবস-  
-কোনো লোকের অন্য কোনো লোকের জন্য ; ২৭-شَيْئًا-কিছু ; ২৮-এবং ;  
الْأَمْرُ-অম্র ; ২৯-بِوْمَئِنْ-নَفْسٍ-আল্লাহর জন্য ; ৩০-সেইদিন ; ৩১-لِلَّهِ-থাকবে)  
আল্লাহর জন্য ।

পাপকাজগুলো রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা যাবে অথবা সৎকর্মের পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়া  
যাবে বা একজনের পাপের পুরোটা বা অংশ বিশেষ অন্যের আমলনামায় চুকিয়ে দেয়া  
যাবে । তাঁরা এমনই সচেতন যে, তাঁদের অগোচরে কিছু করার ক্ষমতা কারো নেই । তাঁরা  
এমনই কর্তব্য সচেতন যে, তাঁরা কখনো দায়িত্বে অবহেলা করেন না । তাঁরা তোমাদের  
প্রত্যেকের সাথে সার্বক্ষণিক আছেন । তোমাদের মধ্যে কে কোন্ত নিয়তে কি কাজ করছে,  
তাঁরা তা-ও জানেন ।

৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষ যেমন বিপদে-আপদে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা  
করতে পারে, সেই কর্মফল দিবসে কেউ কাউকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না ।  
আল্লাহর দরবারে কেউ কারো জন্য সুপারিশ করার শক্তি রাখে এমন প্রভাব-প্রতিপন্থির  
কেউ অধিকারী বা তাঁর প্রিয়ভাজন কেউ হবে না । তবে যদি কাউকে আল্লাহ অনুমতি  
দেন, সেটা ভিন্ন কথা ।

**সূরা আল ইন্ফিতারের শিক্ষা**

১. কেয়ামত যখন সংঘটিত হবে তখন এ দুনিয়া যে খৎস হয়ে যাবে তা-আরও কিছু সূরার মত—এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াত থেকে প্রমাণিত।
২. কেয়ামতের হিতীয় পর্যায়ে মানুষকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং সুবিচারের মাধ্যমে তাদের এ দুনিয়ার কাজের প্রতিফল স্বরূপ জাল্লাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে তা-ও এ সূরা থেকে প্রমাণিত।
৩. আখেরাতের বিচার দিবসকে অঙ্গীকার ও অবিশ্বাস করাই পাপ কাজের প্রতি মানুষের ঝুঁকে পড়ার কারণ।
৪. মানুষের সার্বিক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও তার সংরক্ষণ কাজে দু' জন সম্মানিত লেখক নিয়োজিত আছেন—এটাও এ সূরা থেকে প্রমাণিত।
৫. মানুষের কোনো কাজই সম্মানিত লেখকসহয়ের অগোচরে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।
৬. সৎকর্মশীল লোকেরা অবশ্যই জাল্লাতে যাবে। আর পাপাচারীরা অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তি ডোগ করবে।
৭. শেষ বিচারের দিনকে ধিন্দ্য মনে করে বা উপেক্ষা করে যারা পাপাচারে লিঙ্গ হয়েছে তারা অবশ্যই বিরাট ধোকায় পড়ে আছে।
৮. শেষ বিচারের দিন কোনো লোক অন্য কারো কোনো উপকারে আসবে না। কেউ সেদিন কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।
৯. সেইদিন সকল কৃত্তি ধাকবে একমাত্র আল্লাহর।



সূরা আল মুত্তাফিয়ফীন  
আয়াত ৪ ৩৬  
অক্র ৪ ১

### নামকরণ

অন্য অনেক সূরার মতই এ সূরার প্রথম আয়াতের ‘ওয়াইলুল লিল-মুত্তাফিয়ফীন’ বাক্যাংশ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। ‘মুত্তাফিয়ফীন’ শব্দটি বহুবচন, একবচনে ‘মুত্তাফিয়ফুন’ অর্থ ওয়নে হেরফেরকারী।

### নামিক্ষের সময়বকল

এ সূরা রাসূলপ্রাহ (স)-এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। নবুওয়াতী জীবনের প্রথম দিকে আখেরাতের বিশ্বাসকে মানুষের অঙ্গের সঠিকভাবে বসিয়ে দেয়ার জন্য যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, তন্মধ্যে এ সূরাটিও অন্যতম। সূরাটি যখন নাযিল হয় তখনকার পরিস্থিতি ছিল—মুসলমানদেরকে মক্কাবাসী কাফেররা পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে উপহাস, ঠাণ্ডা-বিদ্রূপ ও টিকারী করার মাধ্যমে অপমানিত ও লাঢ়িত করছিল। তবে তখনও শারীরিকভাবে যুদ্ধ-নির্যাতনের সূচনা হয়নি।

### বিষয়বস্তু

এ সূরার বিষয়বস্তুও আখেরাত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সাধারণ যে রোগটি দেখা যায়, তাহলো অন্যের থেকে নেয়ার সময় ওয়ন পুরোপুরি নেয়া এবং অন্যকে দেয়ার সময় ওয়নে কম দেয়া। এ সাধারণ রোগটি সম্পর্কে সূরার প্রথম ছয়টি আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের এ সর্বজন স্বীকৃত মন্দকাজে লিঙ্গ হওয়ার মূল কারণ হলো—তারা আখেরাতে জবাবদিহির কথা ভেবে দেখে না। দুনিয়াবী লাভজনক মন্দ কাজ থেকে মানুষকে একমাত্র আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয়ই বিরত রাখতে পারে।

অতপর ৭ থেকে ১৭ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এসব ফাজির তথা দুষ্কৃতিকারীদের কাজের বিবরণী প্রস্তুত হচ্ছে এবং তা সংরক্ষিত থাকবে। তাদের দুষ্কৃতির জন্য তাদেরকে মারাত্মক ধূংসের মুখোমুখি হতে হবে।

এরপর ১৮ থেকে ২৮ আয়াত পর্যন্ত সেসব সৎলোকদের শুভ পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যারা এসব মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে, তাদের কাজের খতিয়ান থাকবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে। আর তা সন্নিবেশ ও সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মর্যাদার অধিকারী ফেরেশতারা।

অবশেষে সৎলোকদেরকে সাম্রাজ্য দান ও কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।—কাফেররা দুনিয়াতে সৎলোকদেরকে ঠাণ্টা-বিন্দুপ ও কটুভিত্তির মাধ্যমে অপমানিত করছে। আবেরাতে সৎলোকেরাও তাদেরকে তেমনি উপহাস করবে। তবে কাফেররা তখন নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়ার কোনো সুযোগ পাবে না।



রহ্ম' ১

## ৮৩. সূরা আল মুত্তাফিফীন-মাঝী

আয়াত ৩৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيَلِ الْمُطَفِّفِينَ ۖ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِونَ ۚ

১. ধ্রংস পরিমাপে হেরফেরকারীদের জন্য । ২. যারা-যখন লোকদের  
থেকে মেপে নেয় তখন পুরোপুরি নেয় ।

وَإِذَا كَأْلَوْهُرْ أَوْ زُنْوَهُرْ بِخَسْرُونَ ۖ أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ

৩. আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওয়ন করে দেয় তখন কম দেয় ।<sup>১</sup>

৪. তারা কি ভেবে দেখে না যে,

(১)-**وَيَل**-ধ্রংস-**الْمُطَفِّفِينَ**-**لِلْمُطَفِّفِينَ**-**(L+al+ম্যাফিফিন)-**পরিমাপে হেরফেরকারীদের জন্য ।(২)-**أَكْتَلُوا**-যারা ; **عَلَى**-থেকে ; **النَّاسِ**-লোকদের ;**(-কালো+হম)-****كَأْلُوْهُمْ**-তখন ; **(-যখন)-****زُنْوَهُمْ**-তাদেরকে মেপে দেয় ;**(-ও+হম)-****وَزُنْوَهُمْ**-তাদেরকে ওয়ন করে দেয় ; **أَوْ**-অথবা ;**(-তখন)-****بِخَسْرُونَ**-কম দেয় । ৪-**أَلَا يَظْنُ**-আলা বিজ্ঞেন-তারা কি ভেবে দেখে না যে ;**أُولَئِكَ**-তারা ;

১. 'মুত্তাফিফীন' অর্থ মাপ বা ওয়নে হেরফেরকারী । শব্দটি 'তাতফীফ' শব্দমূল থেকে উদ্ভৃত । এর একবচনে 'মুত্তাফিফ' । শুধুমাত্র মাপ বা ওয়নে কমবেশী করার মধ্যেই 'তাতফীফ' সীমিত নয় ; বরং যে কোনো ব্যাপারে প্রাপককে তার প্রাপ্য থেকে বাধিত করাও 'তাতফীফ'-এর অন্তর্ভুক্ত ।

২. কুরআন মজীদ ও হাদীসে মাপ ও ওয়নে কমবেশী করাকে হারাম বলে বর্ণিত হয়েছে । মেপে দেয়া এবং মেপে নেয়ার মাধ্যমেই প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হলো কি না তা নির্ণয় করা হয় । সুতরাং সকল প্রকার লেনদেন, কাজ-কারবারে প্রাপকের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় না করলে ধ্রংস অনিবার্য । হ্যরত শয়াইব (আ)-এর সম্পদায়ের উপর এ অপরাধের কারণে আসমানী আয়াব নায়িল হয়েছিল । আল্লাহর হক যথাযথ আদায় না করাও 'তাতফীফের' অন্তর্ভুক্ত । হ্যরত ওমর (রা) দেখলেন যে, এক ব্যক্তি নামাযে 'রকু'-সিজদা ইত্যাদি ঠিকমত আদায় করছে না, তখন তিনি তাকে বললেন —'লাকাদ তাফাফ্তা' অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে 'তাতফীফ' করছো । অতএব বুঝা গেল যে, অযু, গোসল ও নামায প্রভৃতি ইবাদাতগুলো যথাযথভাবে আদায় না করাও 'তাতফীফ'-এর অন্তর্ভুক্ত ।

أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۖ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ يَوْمَ يَقُولُونَ النَّاسُ

অবশ্যই তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে ? ৫. এক মহা দিবসে ;<sup>৭</sup>

৬. যেদিন মানব জাতি দাঁড়াবে

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ الْفَجَارِ لَفِي سِجْنٍ ۗ وَمَا أَدْرِكَ

জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে । ৭. কক্ষণে নয়!<sup>৮</sup> দৃঢ়তিকারীদের আমলনামা

অবশ্যই কারা-কার্যালয়ে রয়েছে ।<sup>৯</sup> ৮. আর আপনি জানেন কি ?

مَاسِجِينَ ۖ كِتَبْ مَرْقُومٌ ۗ وَلِيَوْمٍ مَيْتِينَ لِلْمَكَنِ بِينَ ۖ

কারা-কার্যালয় কি ? ৯. (এটা) একটা লিখিত আমলনামা । ১০. নিশ্চিত ধৰ্মস

সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য ।

-**لِسَوْم**<sup>(৩)</sup>-এক অবশ্যই তাদেরকে ; -**مَبْعُوثُونَ** ; -**পুনরায় উঠানো** হবে । -**أَنَّهُمْ**-(**ان+هم**)-**দিবসে** ; -**لِرَبِّ** ; -**النَّاسُ** ; -**يَوْمٌ** ; -**দাঁড়াবে** ; -**عَظِيمٌ** ;

প্রতিপালকের সামনে ।<sup>১০</sup> -**كَلَّا**-**কক্ষণে নয়** ; -**أَنْ**-**অবশ্যই** ;

-**سِجْنٍ** ; -**কিব**-**অমলনামা** ; -**لَفِي**-**রয়েছে** ; -**الْفَجَار**-**(ال+فجار)** ;

-**কারা-কার্যালয়ে** ।<sup>১১</sup> -**وَ**-**أَدْرِكَ** ; -**مَا** আপনি জানেন কি ; -**مَا**-**কি** ;

-**সِجْنِ** ; -**কারা-কার্যালয়** ।<sup>১২</sup> -**كِتَبْ**-**আমলনামা** ; -**مَرْقُومٌ**-**লিখিত** ।<sup>১৩</sup> -**وَلِيَ**<sup>(১০)</sup>-**নিশ্চিত**

ধৰ্মস ; -**يَوْمٍ**-**মৃত্যু** ; -**لِلْمَكَنِ**-**সেদিন** ; -**بِينَ**-**মিথ্যারোপকারীদের জন্য** ।

৩. 'মহাদিবস' বলতে কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে । কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ ও জিন জাতিকে পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে । সেদিন তাদের কর্মফল হিসেবে শান্তি বা পুরঙ্কার প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ।

৪. অর্থাৎ তাদের ধারণা ঠিক নয় । তারা ধারণা করে বসে আছে যে, তারা অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে ; তাদেরকে আল্লাহর সামনে হায়ির হতে হবে না । তাদের আমলনামা তো তাদের শেষ গন্তব্যস্থল কারাগার তথা জাহানামের কার্যালয়ে রেকর্ড করে রাখা হয়েছে ।

৫. 'সিজ্জীন' শব্দটি 'সিজ্জন' শব্দ থেকে উদ্ভৃত । সিজ্জন অর্থ কারাগার । পরবর্তী আয়াত থেকে জানা যায় যে, এর অর্থ এমন রেকর্ড যাতে শান্তিযোগ্য অপরাধীদের আমলনামা রেকর্ড করে রাখা হয়েছে এবং তা সুরক্ষিত যাতে কমবেশী করার কোনো সুযোগ নেই ।

⑩ إِنَّمَا يَكْلِبُ بِهِ الْأَكْلَ مَعْتَدِي أَثْيَرٍ  
الَّذِينَ يَكْلِبُونَ يَوْمَ الْيَقْيَمِ ۝

১১. যারা অঙ্গীকার করে কর্মফল দিবসকে । ১২. আর তাকে অঙ্গীকার করে না কেউ  
প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপী ছাড়া ।

⑪ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ كَلَّا بَلْ ۝

১৩. যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, ۴ সে বলে—এতো  
পুরনো দিনের কাহিনী । ১৪. কথগো নয় । বরং

رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِنُ ۝

তাই তাদের মনে মরিচা ধরিয়েছে, যা তারা করতো । ۱۵. কক্ষগো নয়!

অবশ্যই সেইদিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে

وَ-**الَّذِينَ** ۝-**يَكْلِبُونَ** ;-**بِسْمِ** -**দিবসকে** ;-**الَّذِينَ** ۝-**يَكْلِبُونَ** ;-**أَنْ**-**কর্মফল** । ۱۶-  
আর ;**بِهِ**-**তাকে** ;**بِهِ**-**কেউ** অঙ্গীকার করে না ;**بِهِ**-**কেউ** অঙ্গীকার করে না ;**بِهِ**-**তাকে** ;**بِهِ**-  
পাপী । ۱۷-**يَكْلِبُونَ** ;**بِهِ**-**আবৃত্তি** করা হয় ;**بِهِ**-**আবৃত্তি** করা হয় ;**بِهِ**-  
তার নিকট । ۱۸-**كَلَّا**-**কক্ষগো** নয় ;**بِهِ**-**বরং** ;**بِهِ**-**কাহিনী** ;  
তার নিকট । ۱۹-**كَلَّا**-**কক্ষগো** নয় ;**بِهِ**-**বরং** ;**بِهِ**-**তারা** কক্ষগো ধরিয়েছে ;  
তারা ;**بِهِ**-**তাদের মনে** ;**بِهِ**-**যা** ;**بِهِ**-**কাহিনী** ;**بِهِ**-**কক্ষগো** নয় !  
২০-**كَلَّا**-**কক্ষগো** নয় ;**بِهِ**-**বরং** ;**بِهِ**-**অবশ্যই** তারা ;**بِهِ**-**অবশ্যই** তারা কক্ষগো নয় !  
২১-**كَلَّا**-**কক্ষগো** নয় ;**بِهِ**-**বরং** ;**بِهِ**-**তাদের প্রতিপালক** ;**بِهِ**-  
সেই দিন ;

৬. অর্থাৎ কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে বিচার দিনের কথা বর্ণিত হয়েছে  
সেসব আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করে শুনানো হয় তখন তারা বলে—এসব  
পুরনো কাহিনী ।

৭. কর্মফল দিবস তথা শান্তি ও পুরক্ষার সম্বলিত আয়াতসমূহকে ‘পুরনো দিনের  
কাহিনী’ বলার কোনো যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও তাদের একথা বলার কারণ হলো—শুনাই  
করতে করতে তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে ; তাই তারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে এমন  
কথা বলতে পেরেছে। অন্তরে মরিচা ধরা সম্পর্কে রাজুলুল্লাহ (স) এরশাদ করেন—বাদ্দাহ  
যখন একটি শুনাই করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। আর সে যখন তাওবা করে  
তখন দাগটি উঠে যায় ; কিন্তু সে যদি অনবরত শুনাই করতেই থাকে তখন তার অন্তরে  
কাল দাগ ছেয়ে যায় ।

لَمْ يَجِدُوْنَ ۖ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيرَ ۖ ثُمَّ يَقَالُ هُنَّا

আড়ালে পড়ে থাকবে । ১৬. অতপর তারা প্রবেশ করবেই জাহান্নামে ।

১৭. তারপর বলা হবে—এটা তাই

الَّذِي كَنْتُرِبِهِ تَكَلِّبُونَ ۖ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ الْأَبْرَارَ لَفِي عِلْمِنَ

যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে । ১৮. কক্ষগো নয়! অবশ্যই নেককারদের আমলনামা (রয়েছে) ইল্লিয়ানে ।

وَمَا أَدْرِكَ مَا عِلْمُوْنَ ۖ كِتَبَ مَرْقُومٍ ۖ يَشْهَدُ الْمُقْرَبُونَ ۖ

১৯. আর আপনি কি জানেন 'ইল্লিয়ান' কি ? ২০. (এটা) একটা লিখিত আমলনামা । ২১. (আল্লাহর) নেকট্যাণ্ট (ফেরেশতা) গণ তা দেখাশুনা করে ।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْرٍ ۖ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظَرُونَ ۖ تَعْرُفُ

২২. নেককাররা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দে । ২৩. উচ্চ উচ্চ আসনে বসে তারা পরিদর্শন করবে । ২৪. দেখতে পাবেন

-**لَمْ يَجِدُوْنَ**-আড়ালে পড়ে থাকবে । ১৫-**أَنْهُمْ**-অতপর ; -**تَرَاهُمْ**-তারা ; -**أَنْتُمْ**-করবেই ; -**أَنْتُمْ**-জাহান্নামে । ১৬-**تَرَاهُمْ**-তারপর ; -**يَقَالُ**-বলা হবে ; -**الَّذِي**-এটা ; -**هُنَّا**-হ্যাঁ ; -**كَنْتُرِبِهِ**-ক্ষেত্রে যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে । ১৭-**كَلَّا**-কক্ষগো নয়! -**أَنْ**-আমলনামা ; -**أَدْرِكَ**-কক্ষগো নয়! -**مَا**-আপনি জানেন কি ; -**عِلْمُ**-কি কি ; -**مَا**-আপনি জানেন কি ; -**وَ**-ও ; -**يَشْهَدُ**-ইল্লিয়ানে । ১৮-**كِتَبَ**-একটা আমলনামা ; -**مَرْقُومٍ**-লিখিত ; -**يَشْهَدُهُ**-বিশেষজ্ঞ ; -**الْمُقْرَبُونَ**-নেককারদের নেকট্যাণ্ট (ফেরেশতা গণ) । ১৯-**تَعْرُفُ**-থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দে ; -**لَفِي نَعِيْرٍ**-নেককাররা ; -**أَلْأَبْرَارُ**-অবশ্যই ; -**عَلَى الْأَرَائِكِ**-উচ্চ উচ্চ আসনে বসে ; -**يَنْظَرُونَ**-স্বাচ্ছন্দে । ২০-**تَرَاهُمْ**-তারা পরিদর্শন করবে । ২১-**يَدْرِسُونَ**-আপনি দেখতে পাবেন ;

৮. অর্থাৎ নেককাররা আল্লাহর সাক্ষাত লাভে ধন্য হবে ; আর পাপীরা আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে ।

৯. অর্থাৎ তাদের যে ধারণা ছিল—পাপ কাজের জন্য শাস্তি এবং নেক কাজের জন্য পুরস্কার দেয়ার কথা সত্য নয়—তাদের সামনে সেদিন সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তা একেবারেই

فِي وَجْهِهِمْ نَصْرَةُ النَّعِيمِ ⑬ يَسْقُونَ مِنْ رَحْبِقٍ مُخْتَوِّمٍ

তাদের চেহারায় সম্মিলিত উজ্জ্বলতা । ২৫. তাদেরকে পান করানো  
হবে ছিপি আঁটা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে ।

١٤ خِتْمَهُ مِسْكٌ وَّ فِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَا فِسْ أَمْتَنَا فِسْوَنَ ⑭ وَرَأْجَهُ

২৬. তার ছিপি হবে মিশ্কের ;<sup>১০</sup> অতএব প্রতিযোগিদের উচিত, তারা যেন এ  
বিষয়েই প্রতিযোগিতা করে । ২৭. আর তার মিশ্রণ হবে

١٥ مِنْ تَسْنِيمٍ ⑮ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمَقْرُبُونَ ⑯ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

তাসনীমের ।<sup>১১</sup> ২৮. (এটা) এমন একটি ঝরণা যা থেকে নৈকট্য লাভকারীরা পান  
করে । ২৯. নিচ্যয়ই যারা অপরাধে লিঙ্গ

ال+)-النعيم ;-النصرة ;-উজ্জ্বলতা-(ফি+وجوه+هم)-فِي وَجْهِهِمْ  
ال-)-তাদের চেহারায় ;-খন্দ-মন-থেকে ;-رَأْجَهُ-বিশুদ্ধ  
-)-সম্মিলিত-তাদেরকে পান করানো হবে ;-من-থেকে । ১৬-تَسْقُونَ-যানীয়-  
পানীয় ;-ভিটি আঁটা । ১৭-خِتْمَهُ-মিশ্কের ;-মِسْكٌ-মুক্তি ;  
-)-তার ছিপি হবে ;-যেন তারা প্রতিযোগিতা করে ;  
-)-مزاج+)-আর-مزاج+)-প্রতিযোগিদের উচিত । ১৮-آর-وَرَأْجَهُ-  
তার মিশ্রণ হবে ;-من-تَسْنِيم-তাসনীমের । ১৯-عَيْنَا-(এটা) এমন  
একটি ঝরণা ;-পান করে ;-যা থেকে ;-بِهَا-যারা থেকে ;-الْمَقْرُبُونَ-নৈকট্য লাভকারীরা ।  
২০-إِنَّ-নিচ্যয়ই ;-যারা ;-أَجْرَمُوا-আপরাধে লিঙ্গ ;

তুল ছিল । পাপীদের পরিণতি এবং নেককারদের পরিণতি কখনো একই রূক্ষ হতে পারে  
না । নেককারদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদায় থাকবে, আন্তর নৈকট্যপ্রাণ ফেরেশ্তারা  
তা দেখান্ত করবে । তারা সেখানে সুখ-স্বাক্ষরে থাকবে ।

১০. অর্থাৎ নেককারদেরকে যেসব উত্তম পানীয় পান করানো হবে সেসব পানীয়ের  
পাত্রগুলোর মুখ মিশ্ক-এর খোশবু সম্পর্ক বস্তু দিয়ে মোহর মারা থাকবে । এর অর্থ  
সেসব পানীয় অতি উত্তমভাবে সংরক্ষিত । এসব পানীয় পান করার সময় পানকারীরা  
মিশকের সুস্থান পাবে ।

১১. ‘তাসনীম’ জান্নাতের একটি ঝরণার নাম । আভিধানিক অর্থে এমন বস্তুকে  
'তাসনীম' বলা হয় যা পানীয়ের সুস্থান এবং স্বাদ বৃদ্ধির জন্য তাতে মেশাই । যেমন  
শরবতের সাথে গোলাব পানি বা কেওড়ার পানি মেশানো হয়ে থাকে । জান্নাতের উপ্পেরিত  
ঝরণাটির পানীয় বস্তু স্বাদ ও গন্ধে তুলনাহীন । আন্তর নৈকট্যপ্রাণগণ এ ঝরণা থেকে  
পান করে থাকেন ।

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ أَمْنَوْا يَضْحَكُونَ ۝ وَإِذَا مَرَوْا بِهِمْ

তারা এমন ছিল যে, তারা উপহাস করতো ওদেরকে যারা ঈমান এনেছে।

৩০. আর তারা যখন ওদের পাশ দিয়ে যেতো

يَتَغَامِزُونَ ۝ وَإِذَا نَقْلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِنْ ۝

(তখন) চোখ টিপে ইশারা করতো। ৩১. এবং তারা যখন ফিরে আসতো তাদের আপনজনের নিকট, (তখন) তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো।<sup>۱۲</sup>

وَإِذَا رَأَوْهُرْ قَالُوا إِنَّ هُؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ

৩২. আর যখন তারা ওদেরকে (মুসলমানদেরকে) দেখতো (তখন) বলতো—ওরাই পথভৃষ্ট।<sup>۱۳</sup> ৩৩. অথচ ওদের উপর তাদেরকে পাঠানো হয়নি

কানুঁ-তারা এমন ছিল যে-ওদেরকে যারা ;-মِنَ الدِّينِ ;-ঈমান এনেছে ;  
+بـ(بـ)-আর ;-وـ(وـ)-তারা যেতো ;-مَرُوا-যেতো ;-يَضْحَكُونَ<sup>۳۰</sup> ;-আর ;-যখন ;-أَهْلِهِمْ<sup>۳۱</sup> ;-ওদের পাশ দিয়ে যেতো। ৩১-এবং ;  
-هـ(হـ)-ও-এবং ;-أَهـ(হـ)-أَهـلـهـمـ ;-আপনজনের ;-آنـفـلـبـوـ<sup>۳۲</sup> ;-(তখন) তারা ফিরতো ;-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে। ৩২-  
আর ;-أَدـ(অـ)-যখন ;-(রাও+হـ)-রাওহ~ ;-তারা বলতো ;-أَنـ<sup>۳۳</sup> ;-নিশ্চয়ই ;-هـلـ<sup>۳۴</sup> ;-ওরা ;-هـلـ<sup>۳۵</sup> ;-পথভৃষ্ট। ৩৩-অথচ ;-مـ(মـ)-আপনজনের নিকট ;-آنـفـلـبـوـ<sup>۳۶</sup> ;-আনন্দে উৎফুল্ল হয়নি ;-عـلـيـهـمـ ;-ওদের উপর ;

১২. অর্থাৎ মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিন্দুপ করে যে আনন্দ ও মজা তারা উপভোগ করেছে তার রেশ নিয়েই সে ঘরে ফিরতো। কথার মারপঁয়াচে ও মুখের জোরে মুসলমানদেরকে অপমান-অপদস্থ করে এসব কাফেররা আনন্দ উপভোগ করতো। আজকের দিনেও ইসলাম বিরোধীদের মধ্যে এ ধরনের কার্যকলাপের কমতি নেই। গলাবাজীতে উস্তাদ এসব ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামপন্থীদেরকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে কোণঠাসা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং এতেই তারা আত্মসাদ লাভ করে।

১৩. অর্থাৎ ইসলাম এদের স্বাভাবিক চিন্তা-শক্তি বিলোপ করে দিয়েছে। এরা মৃত্যুর পরের কল্পিত জান্মাতের প্রলোভনে পড়ে এবং তন্দুপ জাহানামের শান্তির আশংকায় দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ ও ভোগ-বিলাসিতা থেকে নিজেদেরকে বাস্তিত করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, এরা নিরবন্ধিতা বশত নিজেদেরকে বিপদ-আপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এটা যে শুধু কাফের-মুশরিকদের ধারণা তা নয় ; বরং মুসলমান নামধারী লোকেরাও আজকাল এ মানসিকতা পোষণ করে থাকে।

٤٧ ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ أَمْنَوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۚ ﴾

তত্ত্বাবধায়ক করে।<sup>১৪</sup> ৩৪. অতএব যারা ঈমান এনেছে তারা  
আজ উপহাস করছে কাফেরদেরকে ;

٤٨ ﴿ عَلَى الْأَرْجَلِ ۝ يَنْظَرُونَ ۝ هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ ﴾

৩৫. তারা (যুমিনরা) সুসজ্জিত আসনে বসে (ওদেরকে) দেখছে ।  
৩৬. কাফেরদেরকে—তারা যা করতো তার বদলা দেয়া হলো তো ?<sup>১৫</sup>

তত্ত্বাবধায়ক করে।<sup>১৬</sup>-অতএব আজ -الذينَ ; যারা ;  
-য়েখুকুনَ ; তারা -أَمْنَوا -ঈমান এনেছে ;  
-(من+ال+কفار)-কাফেরদেরকে ; -الْكُفَّارِ -কাফেরদেরকে ;  
উপহাস করছে।<sup>১৭</sup>-তারা (ওদেরকে) -يَنْظَرُونَ -ুলি আর্জেk ;  
দেখছে।<sup>১৮</sup>-হলْ ثُوبَ -ক্ষতি ; বদলা দেয়া হলো তো ;  
-الْكُفَّارِ -কাফেরদেরকে ;  
-مَا -তার , যা ;  
-كَانُوا -তারা করতো ।

১৪. এখানে আল্লাহ তাআলা সেসব লোককে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যারা ইসলাম-পন্থীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং অথবা কষ্ট দেয়। অর্থাৎ মুসলমানরা তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ভুল পথে থাকলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি তো তারা করছে না। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কর্মনীতি অবলম্বন করছে, তোমরা কেন তাদেরকে অথবা কষ্ট দিচ্ছো ; তোমাদেরকে তো আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাননি ।

১৫. আল্লাহ তাআলার একথার মধ্যে কাফের-মুশরিকদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কাফেররা যেহেতু দুনিয়াতে মু'মিনদেরকে বিদ্রূপাত্মক কথা দ্বারা অথবা কষ্ট দিতো, তাই আখেরাতে ঈমানদারেরা জাহানে আরামে বসে বসে ওদেরকে জাহান্নামে শাস্তি ভোগরত অবস্থায় দেখে মনে মনে বলবে—কাফেররা তাদের কাজের কি চমৎকার প্রতিফল পেয়ে গেলো!

### সূরা আল মুত্তাফিয়ফীনের শিক্ষা

১. পরিমাপ ও ওয়নে কমবেশী করা জন্য অপরাধ। আখেরাতের অ্যাব থেকে বাঁচতে হলে এ জন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে হবে ।

২. পরিমাপ বা ওয়নে হেরেফের করা শুধুমাত্র দাঁড়িপাল্লাতে সীমাবদ্ধ নয় ; বরং দুনিয়ায় সকল প্রকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যত প্রকার পরিমাপ যন্ত্র রয়েছে, সবই এর অস্তর্ভূক্ত ।

৩. মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহর সামনে এ দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের হিসেব দেয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে ।

৪. কাফের-মুশরিক ও পাপাচারীদের আমলনামা 'সিজীন' থাকা কারাগারের কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে। যেখানে আমলনামায় কোনো প্রকার যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ নেই।

৫. আখেরাতের হিসেব-নিকেশ প্রদানের ব্যাপার যারা অবীকার করবে এবং সে হিসেবে এ দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করবে; ছড়াত্ত ধৰ্ম তাদের জন্যই নির্ধারিত।

৬. সীমালংঘনকারী পাপীরা ছাড়া আখেরাতের কর্মজ্ঞ দিবসকে আর কেউ অবীকার করে না। অন্য কথায় আখেরাতে যারা অবিশ্বাস করে, তারাই সীমালংঘনকারী ও পাপী। তাদের কোনো নেক আমল এহণীয় নয়।

৭. যারা কুরআন যজীদকে পুরনো দিনের কাহিনী বলে উপেক্ষা করে এবং তার বিধান নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করতে চায় না, তাদের স্থান নিসন্দেহে জাহান্নামে হবে।

৮. উল্লেখিত মানুষ আখেরাতে আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য থেকে বর্ষিত হবে।

৯. অপরদিকে মু'মিন সৎকর্মশীলদের আমলনামা থাকবে 'ইল্লিয়ান' তথা জাহান্নাতের কার্যালয়ে। যার সংরক্ষণে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা নিয়োজিত।

১০. কাফের-মুশরিক পাপাচারীরা দুনিয়াতে মু'মিনদেরকে যেমন হেয় চোখে দেখতো, আখেরাতে মু'মিনরা তাদেরকে সেরূপ দৃষ্টিতে দেখবে।

১১. মু'মিনরা আখেরাতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সুউচ্চ আসনে বসে কাফের-মুশরিক ও পাপাচারীদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

১২. আখেরাতে মু'মিনদেরকে মিশ্ক-এর সুস্থান্যুক্ত ছিপি আঁটা পাত্র থেকে পবিত্র ও সর্বোত্তম বাদ বিশিষ্ট পানীয় পরিবেশন করা হবে।

১৩. জাহান্নাতে পরিবেশিত উল্লিখিত পানীয়ের সাথে মিশ্রিত থাকবে 'তাসলীম' নামক জাহান্নাতী বরণার পানি; যার পানি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্যই নির্দিষ্ট।

১৪. কাফের-মুশরিক ও পাপাচারীরা দুনিয়াতে আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও চোখ টিপে ইশারা করে। আখেরাতে আল্লাহর পথের সৈনিকরাও তাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করবে।

১৫. অতএব দুনিয়ার জীবন পরিচালনায় আখেরাতে বিশ্বাস রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় সূরার শুরুতে ঘোষিত ছড়াত্ত ধৰ্ম অনিবার্য। আর জেনে-বুবে একুশ ধৰ্মসের পথে পা বাড়ানো কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে না।



**সূরা আল ইন্শিকাক  
আয়াত ৪ ২৫  
কৰ্মকৰ্ত্তা ১**

**নামকরণ**

‘ইন্শিকাক’ শব্দটি সূরার প্রথম আয়াতের ‘ইন্শাকাত’ শব্দের ক্রিয়ামূল। ‘ইন্শাকাত’ শব্দ থেকেই ‘ইন্শিকাক’ নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ ফেটে যাওয়া। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা সেই সূরা যাতে আকাশ ফেটে যাওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

**নাযিল হওয়ার সময়কাল**

এ সূরাটিও যদ্বা মুয়ায়মায় প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। কুরআন মজীদের দাওয়াতকে তখনো সহিংস মুকাবিলা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি; শুধুতে যৌথিকভাবে ঠাট্টা-মক্রা ও প্রকাশ্য কট্টি-বক্রেভির মাধ্যমেই প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছিল। কেয়ামত, হাশর-বিচার ও শান্তি এবং পুরকার ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোকে কাফেররা যখন হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছিল—এমন একটি অবস্থাতেই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয়**

প্রধানত কেয়ামত এবং আবেরাত সম্পর্কেই এ সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেয়ামত সংঘটিত হওয়া কালীন অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে তার প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে আসমান যখন ফেটে যাবে, আর যমীনকে বিছিয়ে দিয়ে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে; যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা সবই বাইরে ফেলে দেবে, তখন যমীনের অভ্যন্তর ভাগ খালি হয়ে যাবে। আসমান ও যমীন তাদের প্রতিপালকের হস্তেই এসব করবে। কারণ তারা আল্লাহর সৃষ্টি, তাই আল্লাহর হস্ত পালন করাটাই তাদের জন্য সঠিক কর্মপদ্ধা।

অতপর ৬ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, মানুষ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সেই পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রতিপালকের মুখ্যামুখি তাদেরকে হতেই হবে। সেদিন মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ভাগের আমলনামা আসবে তাদের সামনের দিক থেকে ডান হাতে, তারা সহজ হিসাব-কিতাবের মাধ্যমেই পার হয়ে যাবে; আর অপর ভাগের আমলনামা পেছন দিক থেকে বাম হাতে আসবে। এরা তখন মৃত্যু কামনা করবে; কিন্তু তাদেরকে জাহানামে ঠেলে দেয়া হবে। কারণ তারা ধরে নিয়েছিল যে, তাদের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসেব নিয়ে কখনো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে না। অথচ আল্লাহ তো তাদের সকল কাজকর্ম দেখছেন। তারা একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারতো যে, আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির জন্য দাঁড়ানোর

ব্যাপারটাতো সূর্য ডোবার পর পশ্চিমাকাশে রক্ষিম আভা ও রাতের আগমন এবং চাঁদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌছার মতই সত্য।

অবশ্যে, কাফেররা যেহেতু কুরআন মজীদ শুনে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের পরিবর্তে তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, তাই তাদের জন্য শুনানো হয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ। অপর দিকে মু'মিনদের জন্য মহা প্রতিদানের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। যেহেতু তারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে।



রক' ১

## ৮৪. সূরা আল ইন্শিকাক-মাঝী

আয়াত ২৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَتْ ۝ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ ۝ وَإِذَا

১. যখন আসমান ফেটে যাবে ; ২. এবং যে তার প্রতিপালকের আদেশ মেনে চলবে— ৩. আর সে এরই উপযুক্ত— ৪. আর যখন

الْأَرْضُ مُلْتَ ۝ وَالْقَنْ مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا

যমীনকে সম্প্রসারিত করে দেয়া হবে ; ৫. এবং সে সবই ছুঁড়ে ফেলবে যা কিছু তার ভেতরে আছে— এবং সে হয়ে যাবে খালি ; ৬. আর সে মেনে চলবে তার প্রতিপালকের আদেশ—

①-এ-যখন ; ②-সে-আসমান ; ③-এবং-সে-আদেশ মেনে চলবে ; ④-ও-আর ; ⑤-সে-এরই উপযুক্ত ; ⑥-আর ; ⑦-এবং-যমীনকে ; ⑧-সে-সম্প্রসারিত করে দেয়া হবে ; ⑨-ও-সবই যা কিছু ; ⑩-নিম্নে-তার ভেতরে আছে ; ⑪-ও-সে হয়ে যাবে খালি ; ⑫-ও-আর ; ⑬-সে মেনে চলবে আদেশ ; ⑭-ও-আর ; ⑮-সে-আল প্রতিপালকের ;

১. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আসমানকে যা নির্দেশ দেবেন, একজন অনুগত বান্দার মতো তা পালন করবে এবং তা পালন করতে একটুও দেরি বা ইতস্তত করবে না ।

২. অর্থাৎ যমীনকে এমনভাবে সমতল করে দেয়া হবে যে, সেখানে পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা কিছুই থাকবে না । সমগ্র যমীনটাই ধুধু প্রান্তরে পরিণত হবে । হাদীসে আছে যে, কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দন্তরখানের মতো বিছিয়ে দেয়া হবে । অতপর মানুষের জন্য সেখানে শুধুমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে । স্বরণীয় যে, সেদিন পৃথিবীর সূচলা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সকল মানুষকেই একই সাথে আল্লাহর আদালতে দাঁড় করানো হবে ।

৩. অর্থাৎ যমীনের অভ্যন্তরে যত মৃত মানুষকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের সকলকেই যমীন ঠেলে বাইরে বের করে দেবে । সাথে সাথে এসব মানুষের কর্মকাণ্ডের যেসব প্রমাণপত্র তাতে সংরক্ষিত রয়েছে তাও বের করে দেবে ।

وَحَقْتُ بِأَيْمَانِ إِنْكَ كَادِحَ إِلَى رَيْكَ كَلْ حَا

আর সে এর-ই উপযুক্ত ।<sup>৪</sup> ৬. হে মানুষ! নিচয় তুমি কঠোর চেষ্টায়  
অগ্রসরমান তোমার প্রতিপালকের দিকে

فَمُلْقِيْهِ ① فَامَا مَنْ أُوتَىٰ كِتَبَهُ بِيمِينِهِ ② فَسَوْفَ يُحَاسِبُ

অতপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবেই ।<sup>৫</sup> ৭. তারপর যাকে তাঁর আমলনামা ডান  
হাতে দেয়া হবে ; ৮. তখন শীঘ্রই তাঁর হিসাব গ্রহণ করা হবে

حِسَابًا يُسِيرًا ③ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ④ وَأَمَانَ مَنْ أُوتَىٰ

অতি সহজ হিসাব ।<sup>৬</sup> ৯. আর সে হাসিমুখে তাঁর আপনজনদের নিকট ফিরে যাবে ।<sup>৭</sup>

১০. আর যাকে দেয়া হবে

আর ; এরই উপযুক্ত ।<sup>৮</sup> ১১-হে-আল-মানুষ! ; আল-নিচয়ই তুমি ;  
কঠোর চেষ্টায় অগ্রসরমান ; আলি-দিকে ; আলি-রৈক-কাদ্ধ-  
কঠোর চেষ্টার মত ; অতপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবেই ।  
১২-অতপর ; কৃত্ব+)-কৃত্বে ; আল-যাকে ; মন-আর ;  
যুক্ত ; আর ডান হাতে ; আল-মানুষ! ; আল-নিকট ; আল-শীঘ্রই ;  
আর হিসাব গ্রহণ করা হবে ; ১৩-হিসাব ; আল-অতি সহজ ।<sup>৯</sup> ১৪-আর ;  
হাসিমুখে ; আল-নিকট ; আল-হালে ; আল-তার আপনজনদের ;  
মস্রুরা ; আল-যাকে ; মন-আর ; আল-যাকে ; মন-আর ;

৪. অর্থাৎ তাঁর প্রতিপালক আল্লাহর হৃকুম মানাই তাঁর জন্য ওয়াজিব ছিল এবং সে  
তা পালন করে আসছে। কেয়ামতের দিনও সে তা যথার্থভাবে পালন করবে।

৫. অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি দুনিয়াতে যা কিছু চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে  
যাচ্ছো, তোমার এসব তৎপরতা এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তুমি  
চেতনে-অবচেতনে তোমার প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো। তোমাকে অবশ্যই তাঁর  
নিকট পৌছতে হবে এবং তা অনিবার্য।

৬. অর্থাৎ যাঁর আমলনামা সামনের দিক থেকে ডান হাতে দেয়া হবে, সে হবে  
সৌভাগ্যবান। তাঁর হিসেব নেয়া হবে অত্যন্ত সহজভাবে। তাকে কোনো জটিল প্রশ্নের  
যুক্তি হতে হবে না। আর যাঁর নিকট থেকে হিসেব নেয়া হয়েছে, সেই মারা পড়েছে।  
নেককারদের আমলনামায়ও তাঁদের গোনাহগুলো অবশ্যই থাকবে; কিন্তু তাঁদের  
গোনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশি থাকবার কারণে গোনাহগুলো উপেক্ষা করা  
হবে এবং সেগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।

كِتَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرٍ ۝ فَسُوفَ يَلْعَبُوا بُورًا ۝ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۝

তার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে ;<sup>৮</sup> ১১. তখনই সে (নিজের) ধ্রংস কামনা করবে ; ১২. এবং সে জুলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে ।

۱۳. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ إِنَّهُ ظَنَ أَنْ لَنْ يَحْوِرُ ۝

১৩. সে তো অবশ্যই (ইতিপূর্বে) তার আপনজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল ।<sup>৯</sup>

১৪. সে অবশ্যই ভেবেছিল যে, তাকে কখনো ফিরতে হবে না ।

৭.-**ক-تَبَهُ**-তার আমলনামা ; **وَرَاءَ ظَهْرٍ**- (কবt+ه)-**كِتَبَهُ**-তার পেছন দিক থেকে ।<sup>১০</sup> **تَخْنَاحٍ**-তখনই ; **يَدْعُونَ**-সে কামনা করবে ; **بُورًا**- (নিজের) ধ্রংস ।<sup>১১</sup> -**فَسُوفَ**-এবং ; **سَعِيرًا**-সে গিয়ে পড়বে ; **أَهْلِهِ**-জুলন্ত আগুনে ।<sup>১২</sup> **إِنَّهُ**-সেতো অবশ্যই ; **مَسْرُورًا**-ছিল (ইতিপূর্বে) ; **فِي أَهْلِهِ**-তার আপনজনদের মধ্যে ; **لَنْ يَحْوِرُ**-আনন্দে ।<sup>১৩</sup> **أَنْ**-সে অবশ্যই ভেবেছিল ; **لَنْ**-যে ; **لَنْ**-তাকে কখনো ফিরতে হবে না ।

৭. অর্থাৎ মু'মিনরা আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং জান্নাতের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হবে । তারা তখন তাদের পরিবার-পরিজন, আঞ্চীয়-স্বজন ও সংগী-সাথীদের নিকট খুলীমনে ফিরে যাবে । সম্ভবত তাদের সেসব স্বজনরাও একইভাবে মাফ পেয়ে যাবে ।

৮. অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কাফের ও পাপাচারীদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে ; আর এখানে বলা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা পেছনের দিক থেকে দেয়া হবে । এটা এভাবে হতে পারে যে, তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে নিজেরাই ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হাত পেছনের দিকে নিয়ে যাবে । কারণ মানুষের সামনে আমলনামা বাম হাতে নিতে তাদের লজ্জা হবে । অতপর পেছনের দিকেই তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দিয়ে দেয়া হবে, কেননা নিজের আমলনামা হাতে তুলে নেয়া থেকে তারা বাঁচতে পারবে না ।

৯. অর্থাৎ নেককার বান্দাহরাতো দুনিয়াতে তাদের পরিজনদের মধ্যে থেকেও সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট থাকতো । আর কাফের-পাপাচারীরা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে নিশ্চিন্তে জীবন ধাপন করতো ; কারণ আখেরাতে জবাবদিহির ভয় তাদের অন্তরে না থাকার কারণে তারা আনন্দ-উল্লাসে মেঠে থাকতো । একই কারণে তাদের কর্মকাণ্ডে হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের কোনো বাহ-বিচার ছিল না । তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের অধিকার হরণ করতেও কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ করতো না । আর আল্লাহর হকের ব্যাপারে তো তারা ছিল একেবারেই উদাসীন । তাই তারা হেসেখেলেই জীবনটাকে কাটিয়ে দিয়েছিল ।

٤٤) بَلِّيْ إِنْ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ٤٥) فَلَا أَقْسِرُ بِالشَّفَّقِ

১৫. কেন নয়! অবশ্যই তার প্রতিপালক হলেন তার উপর বিশেষ দ্রষ্টা।<sup>১০</sup>

১৬. অতএব না, আমি কসম করছি অস্তরাগের

٤٦) وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ ٤٧) وَالْقَمَرِ إِذَا أَتَسْقَ ٤٨) لَتَرْكَبِنَ طَبَقَ

১৭. এবং রাতের, আর সে যাকিছু সমাবেশ করে তার। ১৮. আর (কসম করছি) চাঁদের যখন তা পূর্ণতা লাভ

করে। ১৯. তোমরা অবশ্যই আরোহণ করবে এক স্তরে—

عَنْ طَبَقِ ٤٩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠) وَإِذَا قَرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

অন্য স্তর থেকে।<sup>১১</sup> ২০. অতএব তাদের কি হলো, তারা ঈমান আনছে না?

২১. আর যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়

(৫)-কেন নয় ; -কান ; -হলেন ; -বিশেষ দ্রষ্টা। (৬)-অবশ্যই ; -তার প্রতিপালক ; -রব+ه- (রব+ه)-রবে ; -আর ; -কিছু ; -আল+شfq-অস্তরাগের। (৭)-অতএব না ; -আমি-আমি কসম করছি ; -যা ; -আর ; -ও-আল-যাতের ; -বিশেষ দ্রষ্টা। (৮)-এবং ; -ও-আল-যাতের ; -সে সমাবেশ করে। (৯)-আর (কসম করছি) ; -(আল+قمر)-القمر ; -চাঁদের ; -তা পূর্ণতা লাভ করে। (১০)-তোমরা অবশ্যই আরোহণ করবে ; -থেকে-অন্য স্তর ; -এক স্তরে ; -বিশেষ দ্রষ্টা। (১১)-ফ+)-মালহেম-আর তারা ঈমান আনছে না। (১২)-আর ; -যখন ; -পাঠ করা হয় ; -আল-قمر-القمر ; -কুরআন ;

১০. অর্থাৎ তাদের অন্যায়-অবৈধ কাজ-কারবার উপেক্ষা করা এবং তাদেরকে সেজন্য জিজ্ঞাসাবাদ না করা আল্লাহর ইনসাফ ও হিকমতের পরিপন্থি। তাই তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, এ থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পথই তার জন্য খোলা নেই।

১১. অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা কখনো একইরূপ থাকবে না। তোমরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকবে। তোমরা শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে ; অতপর বার্ধক্যে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তারপর কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের একটা জীবন অতিবাহিত হবে। এরপর পুনরঞ্জীবন লাভ করবে এবং হিসাব-কিতাব শেষে তোমরা জান্মাতে বা জাহানামে স্থান লাভ করবে। এখানে সূর্যাস্তের পর প্রকাশিত লাল-আবীরের, রাতের ও তাতে একত্রিত বস্তুনিচয় ও প্রাণীর এবং চাঁদের সরু অবস্থা থেকে পূর্ণতা লাভের কসম করে বুঝানো হয়েছে পৃথিবীতে

لَا يَسْجُلُونَ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَلِّبُونَ ۝ وَالله  
 (তখন) তারা সিজদা করে না ।<sup>১২</sup> ২২. বরং যারা (সিজদা করতে) অঙ্গীকার করে  
 তারা (এটাকে) মিথ্যা মনে করে । ২৩. আর আল্লাহ

أَعْلَمُ بِمَا يَوْعُونَ ۝ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ  
 অধিক জ্ঞাত সে সম্পর্কে যা তারা (আমলনামায়) জমা করেছে ।<sup>১৩</sup> ২৪. কাজেই  
 আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আয়াবের সুসংবাদ দিন । ২৫. তবে যারা

أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِيْتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٍ ۝

ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান ।

- كَفَرُوا -**الذِّينَ** ; -**بَلِ** -**لَا** -**يَسْجُلُونَ** -**تَارَا** ; -**يُكَلِّبُونَ** -**تَارَا** (এটাকে) মিথ্যা মনে করে ।<sup>১৪</sup> -**وَ** -**آর** ;  
 -**أَعْلَمُ** -**اللَّهُ** ; -**آلِيمٍ** ; -**أَدْعِم** ; -**تَارَا** জমা করেছে ।  
 -**فَبَشِّرْهُمْ** -**কাজেই** আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন ; -**(ف+ب+ش+ر+هـ)** -**أَعْذَابٍ** ;  
 -**أَمْنُوا** ; -**الَّذِينَ** ; -**يَارَا** ; -**أَلِيمٍ** ; -**عَذَاب** ; -**آয়াবের** ;  
 -**سَمْكাজ** ; -**عَمِلُوا** ; -**لَهُمْ** -**তাদের** জন্য রয়েছে ;  
 -**وَ** -**এবং** ; -**أَجْرٌ** -**অফুরন্ত** ; -**غَيْرٌ مَمْنُونٍ** -**প্রতিদান** ।

যেমন স্থিতিশীলতা নেই, তোমরাও নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে । মৃত্যুর পরেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে—মুশুরিকদের এমন ধারণা ঠিক নয়, তারপরেও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বাকী রয়ে গেছে ।

১২. অর্থাৎ তাদের সামনে যখন আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন তাদের মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না ; আর আল্লাহর ভয় জাগ্রত না হওয়ার কারণে তাদের মাথা নত হয় না । রাসূলুল্লাহ (স) এ আয়াতটি পাঠকালে সেজদা করতেন । হাদীসে আছে যে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) নামাযে এ সূরাটি পাঠকালে সেজদা করেন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এ জায়গায় সেজদা করেছেন ।

১৩. অর্থাৎ নিজেদের আমলনামা যেসব মন্দ কাজে পূর্ণ করে রেখেছে তা তো আল্লাহ জানেন । সুতরাং তাদের মিথ্যারোপে সেসব কাজের প্রতিফল থেকে তারা রেহাই পাবে না । অথবা, এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের মনে যে কুফরী, হিংসা-বিদ্ধে ও সত্যের বিরোধিতা লুকিয়ে রেখেছে তা আল্লাহ ভাল করেই জানেন ।

### সূরা আল ইনশিকাকের শিক্ষা

১. কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।
২. কেয়ামতের হিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা যমীনকে বিছিয়ে সম্প্রসারিত করে দেবেন। কোথাও উঁচু-নীচু থাকবে না। সমগ্র যমীনই একটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে।
৩. পৃথিবীর আদি-অঙ্গ যত মানুষ যমীনের অভ্যন্তরে প্রোত্তিত হয়েছে, তার সকলকেই তাদের জীবন-চিত্তসহ বাইরে বের করে দেবে।
৪. সময় যতই পেছনের দিকে যাচ্ছে, মানুষ তার স্তুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য ততই এগিয়ে যাচ্ছে।
৫. হাশরের মাঠে প্রত্যেক মানুষকেই এ দুনিয়াতে তার যাপিত জীবনের আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে। এতে মানুষ দু' শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে।
৬. একদল তাদের আমলনামা তাদের সামনের দিক থেকে ডান হাতে গ্রহণ করবে। এ দলের হিসাব হবে অত্যন্ত সহজ। এরা হবে সৌভাগ্যবান, কারণ এদের মৃত্তি সুনিশ্চিত।
৭. অপর দলটি তাদের আমলনামা সমবেত লোকদের অগোচরে পেছন দিক থেকে বাম হাতে গ্রহণ করবে। এ দলের জন্য সেই দিন চরম ব্যর্থতা। এদের অবস্থা যেন এমন হবে যে, তারা মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু মৃত্যু তো আর নেই।
৮. দুনিয়ার জীবনে সদা-সর্বদা আবেরাতের হিসাব-কিতাব দিবসের কথা শ্রবণ রেখেই জীবন যাপন করতে হবে। তাহলেই আল্লাহ ও রাসূলের আদেশের আনুগত্য করা ও নিষিক্ষ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হবে।
৯. মানুষ কখনো একই অবস্থায় বিরাজ করে না। প্রকৃতিতে যেমন সদা-সর্বদা বিবর্তনের প্রক্রিয়া বিরাজমান, তেমনি মানুষও বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় তার স্তুর সাথে সাক্ষাতের সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রতি ধাবমান।
১০. কুরআন মজীদের বিধানের প্রতি যারা আনুগত্য পোষণ করে না, তারা কুরআনকে সত্য মনে করে না। আর যারা কুরআনকে সত্য মনে করে না, তাদের শেষ আশ্রয় অবশ্যই জাহানাম।
১১. অপর দিকে যারা কুরআনের বিধানের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে এবং সে অনুসারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তাদেরকে দেয়া হবে অফুরন্ত প্রতিদান।
১২. অতএব আমাদের কুরআন মজীদের বিধানকে জানতে হবে এবং সে অনুসারে জীবন গড়তে হবে, তা হলেই দুনিয়াতে শান্তি ও আবেরাতে মৃত্তি অর্জন করতে সক্ষম হবো।



**সূরা আল বুরজ  
আয়াত : ২২  
কৰ্কু' : ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম আয়াতের ‘আল বুরজ’ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ‘বুরজ’ শব্দটি বহুবচন, একবচনে ‘বুরজুন’ অর্থ-উচ্চ ইমারত, সুরক্ষিত দুর্গ ইত্যাদি।

**নামিলের সময়কাল**

এ সূরাটিও মঙ্কায় নাযিল হয়েছে। মঙ্কার কাফের-মুশরিকরা যখন মু’মিনদের উপর যুলুম-নির্যাতন করে তাদেরকে দীন থেকে ফেরানোর চেষ্টা করছিল এমন একটি পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরাটিতে কাফের-মুশরিকদের যুলুম-অত্যাচারের মুকাবিলায় মু’মিনদেরকে দীনের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ‘আসহাবুল উখন্দ’ তথা গর্ত-অধিপতিদের পরিষত্তির কথা বলে মু’মিনদেরকে এ বলে সাম্ভূত দেয়া হয়েছে যে, গর্ত-অধিপতিরা যেমন ধ্রংস হয়েছে, তেমনি এ কাফের-মুশরিকরাও অচিরেই ধ্রংস হবে। গর্ত-অধিপতিরা সে যুগের ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমানের কারণে গর্তে আশুন জ্বলে সেখানে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল ; কিন্তু মু’মিনরা এক মুহূর্তের জন্যও তাদের ঈমান ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করেনি। সর্বকালেই ঈমানের উপর মু’মিনদের ঠিক তেমনি অবিচল ও দৃঢ় থাকা উচিত।

অতপর বলা হয়েছে যে, অতীতের সেই কাফের-মুশরিকরা যেমন ধ্রংস হয়েছে, তেমনি সর্বযুগের কাফের-মুশরিকরাও ধ্রংস হবে। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে মু’মিনদের উপর নির্যাতন এসেছে সেই আল্লাহ অসীম ক্ষমতাবান, তিনি আসমান-যমীন সবত্তেই একক কর্তৃত্বের অধিকারী। অতএব কাফেরদেরকে এসব অপকর্মের শাস্তি তিনি অবশ্যই দেবেন। তারা চিরস্থায়ী জাহানামের আশুনে জুলবে। আর মু’মিনরা তখন চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করতে থাকবে। প্রকৃত সফলতা তো এটাই।

কাফেরদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। ফেরাউন ও সামুদ জাতির বাহিনীও বাঁচতে পারেনি; কারণ আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের প্রতি যেমন কঠিন, তেমনি মু’মিনদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও প্রেমময়।

তাদের আরো জেনে রাখা উচিত যে, এ কুরআন অপরিবর্তনীয়। এটাকে তোমরা যতই  
মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চাওনা কেন, এর প্রতিটি শব্দই 'লাওহে মাহফুয' তথা 'সংরক্ষিত  
ফলকে' লিপিবদ্ধ করা আছে। এর কোনো প্রকার কমবেশী করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।  
অতএব তাদের উচিত কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে কুরআনের  
বিধান অনুসারে তাদের জীবন গড়া।



রক' ১

## ৮৫. সূরা আল বুরাজ-মাঝী

আয়াত ২২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَاللَّيْلَ الْمَوْعِدُ وَشَاهِي

১. কসম 'বুরাজ' বিশিষ্ট আসমানের ; ২. এবং কসম প্রতিশ্রুত দিনের ;

৩. আর (কসম) দর্শক

وَمَشْهُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ وَالنَّارُ ذَاتُ الْوَقْدِ

ও দৃশ্যের । খৎস করা হয়েছে গর্তের অধিপতিদেরকে ।

৫. যা ছিল জুলানীর উপকরণ বিশিষ্ট আগুনপূর্ণ ;

إِذْ هُرِّ عَلَيْهَا قَعْدَةٌ وَهُرِّ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ

৬. যখন তারা ছিল তার কিনারে বসা ; ৭. এমতাবস্থায় মুমিনদের

সাথে তারা যা করছিল তারা ছিল তার

১. (১)-'বুরাজ'-**(**ذات+ال+بروج-**)**-**ذاتِ الْبُرُوجِ** ; **আসমানের** ; **وَ**-**কসম** ; **আসমানের** ; **وَ**-**আর** ; **আর** ; **২.** **الْمَوْعِدُ** ; **প্রতিশ্রুত** ; **৩.** **النَّارُ** ; **দিনের** ; **কসম** ; **দিনের** ; **৪.** **قُتِلَ** ; **খৎস** ; **করা** ; **হয়েছে** ; **কসম** ; **দর্শক** ; **ও** ; **৫.** **أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ** ; **গর্তের** ; **কসম** ; **শহী** ; **আগুনপূর্ণ** ; **আগুনপূর্ণ** ; **৬.** **عَلَيْهَا** ; **তারা** ; **ছিল** ; **৭.** **عَلَىٰ** ; **তার** ; **কিনারে** ; **বসা** ; **৮.** **قَعْدَةٌ** ; **যখন** ; **তারা** ; **ছিল** ; **৯.** **مَا يَفْعَلُونَ** ; **করছিল** ; **তারা** ; **১০.** **بِالْمُؤْمِنِينَ** ; **মুমিনদের** ; **সাথে** ; **১১.** **-(****ب**+**ال**+**مؤمن****)** ; **আগুনপূর্ণ** ; **মুমিনদের** ; **সাথে** ; **১২.** **وَلَوْ كُنْتُمْ فِي**

১. 'বুরাজ' অর্থ প্রাসাদ বা দুর্গ । যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে ওলো কন্তম ফি ) 'বুরাজ' অর্থাৎ "যদিও তোমরা মযবুত দুর্গে থাক না কেন" । তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে আকাশের বিশালাকার গ্রহ-নক্ষত্রকে বুরানো হয়েছে ।

২. 'প্রতিশ্রুত দিন' দ্বারা কেয়ামতের দিনকে বুরানো হয়েছে ।

৩. 'শাহিদ' দ্বারা কেয়ামতের দিন উপস্থিত সকল মানুষকে বুরানো হয়েছে । আর 'মাশহুদ' দ্বারা কেয়ামতের দিনে সংঘটিতব্য ভয়াবহ ও লোমহর্ষক ঘটনাবলীকে বুরানো হয়েছে ।

شَهُودٌ ۚ وَمَا نَقِمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِإِلَهٍ أَغْرَى زِيَّ الرَّحْمَنِ ۝  
প্রত্যক্ষ সাক্ষী । ৪. তারা তো এদের থেকে এ ছাড়া (অন্য কারণে) প্রতিশোধ নেয়ানি যে, ওরা (মু'মিনরা)  
ইমান রাখে মহাপ্রাক্রমণালী স্বতঃ প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ;

٦) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
৯. যাঁর হাতে আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃতৃ ; আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে

شَهِيدٌ ۗ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا  
দ্রষ্টা । ১০. নিচয়ই যারা মু'মিন ও মু'মিনাদেরকে বিপদাপন্ন করেছে,  
অতপর তাওবা করেনি

مِنْهُمْ ; -প্রত্যক্ষ সাক্ষী । ১) -আর ; -সান্ত্বনা ; -শুভ্র ; -তারা তো প্রতিশোধ নেয়ানি ;  
-بِاللَّهِ ； -ওদের থেকে ; -لَا-এ ছাড়া ; -أَن-যে ; -يُؤْمِنُوا ； -أَن-হে(من+হে)  
আল্লাহর প্রতি ; -(ال+حَسِيد)-الْحَمِيد ； -م-হাপ্রাক্রমণালী ； -الْعَزِيز ；  
الসুৱত ; -স্বতঃপ্রশংসিত । ১) -الَّذِي+লে)-الَّذِي+লে)-  
-আসমান ; -أَن-আল্লাহ ； -আর ; -য-যমীনের ; -أَن-আল্লাহ ； -য-যমীনের  
على +)-عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ； -أَن-الَّذِي+لে)-الَّذِي+لে)-  
-বিপদাপন্ন ； -فَتَنُوا ； -أَن-الَّذِينَ ； -أَن-شَهِيدٌ ； -সর্ববিষয়ে ； -কল+শন  
করেছে ; -لَمْ-অতপর ； -মু'মিন ； -মু'মিনাদেরকে ； -ও ； -মু'মিন ； -المُؤْمِنِينَ  
-তাওবা করেনি ; -يَتُوبُوا ； -তাওবা করেনি ;

৪. ‘গর্তের অধিপতি’র গণ বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বলে তাতে মু'মিনদের ফেলে দিয়ে গর্তের কিনারে বসে মু'মিনদের জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে আত্মসাদ লাভ করেছিল । এখানে আল্লাহ তাআলা তিনটি জিনিসের কসম করে এরশাদ করেছেন যে, সেই গর্ত-অধিপতিরা অবশ্যই ধ্রংস হয়েছে । অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়েছে । ‘বুরুজ’ বিশিষ্ট আসমানের কসম করে বুরানো হয়েছে যে, বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র বিশিষ্ট আসমানের উপর যিনি কর্তৃত্বশীল, তাঁর হাত থেকে এসব পাপাচারীরা বাঁচতে পারবে না । দ্বিতীয় পর্যায়ে কেয়ামতের দিনের কসম করে বুরানো হয়েছে যে, এ দিনে অবশ্যই উল্লেখিত যালিমদের অত্যাচারের বদলা দেয়া হবে । অতপর দর্শক ও দৃশ্যের কসম করে বুরানো হয়েছে যে, যালিমরা যেভাবে মু'মিনদের জ্বলে-পুড়ে মরার দৃশ্য বসে বসে দেখে আত্মসাদ লাভ করেছে, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের জ্বলে-পুড়ে শান্তি ভোগ করার দৃশ্য সমস্ত জগতের মানুষ দেখবে ।

فَلَمْ يَعْنَ أَبْ جَهَنَّمْ وَلَمْ يَعْنَ أَبَ الْحَرِيقِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ  
তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে জাহানামের শাস্তি এবং রয়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত  
তীব্র দহনকারী (আগুনের) শাস্তি । ১১. নিচয়ই যারা

أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحِ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে জাহানাতসমূহ,  
যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ঝর্ণাধারা ;

ذِلِّكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۖ إِنَّ بَطْشَ رِبَّكَ لَشَلِّيلٍ ۗ إِنَّهُ هُوَ بِإِلْيَعِ  
এটাই মহা-সফলতা । ১২. নিচয়ই আপনার প্রতিপালকের ধরা বড়ই কঠোর ।

১৩. অবশ্যই তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন

তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে-শাস্তি-জাহানামের ;  
-এবং-অত্যন্ত তীব্র দহনকারী  
(আগুনের) এনেছে ; এবং-অ-الْحَرِيقِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ  
-عَمِلُوا ۖ إِنَّمَّا এনেছে ; এবং-অ-الْأَنْهَرُ  
কাজ করেছে ; -সৎ-অ-الصِّلَاحِ ۖ إِنَّمَّا-  
সমূহ ; -অ-الْأَنْهَرُ-অ-الْأَنْهَرُ-অ-  
ঝর্ণাধারা । ১৩. মহা-অ-কুরআন এনেছে ;  
-বড়-অ-কুরআন এনেছে ; এটাই-অ-কুরআন ;  
-নিচয়ই-অ-কুরআন ; এবং-অ-কুরআন ;  
(অ-শর্দিদ)-অ-কুরআন ; এবং-অ-কুরআন ;  
-বড়ই কঠোর । ১৪. অবশ্যই তিনি ; হু-তিনি ;  
সৃষ্টির সূচনা করেন ;

অতীতের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে গর্তে আগুন জুলে তাতে মু'মিনদেরকে ফেলে  
দিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে । এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে । এসব ঘটনার  
সাথে জড়িত যালিমদের জন্য ধ্রংস এবং এসব ঘটনার শিকার মু'মিনদের কামিয়াবীর কথা  
এখানে ঘোষিত হয়েছে । মুফাস্সিরদের বর্ণিত এসব ঘটনা 'তাফহামুল কুরআনে' বিস্তারিত  
বর্ণিত হয়েছে । কলেবর বৃক্ষের আশংকায় সেসব ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়নি ।

৫. আল্লাহ তাআলার সিফাত তথা গুণবলীসমূহ পরিপূর্ণ । সবগুলো গুণই সর্বোচ্চ মাত্রায়  
বিস্তৃত । এজন্যই এগুলোর মাধ্যমে তাঁর প্রতি ঈমান আনা মানুষের জন্য অপরিহার্য ।  
আল্লাহর জন্য এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত ।

৬. অর্থাৎ তারা যেমন মু'মিনদেরকে আগুনের গর্তে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে,  
তেমনি তাদেরকেও জাহানামের সাধারণ আগুনের চেয়েও তীব্র দাহিকা শক্তি সম্পন্ন আগুনে  
জালিয়ে-পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া হবে ।

وَيُعِينُ ۝ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

এবং পুনরায় (সৃষ্টি) করবেন। ১৪. আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল গভীর প্রেময়।

১৫. আরশের মালিক, মহা মর্যাদাবান।

۝ فَعَالَ لَمَّا يُرِيدُ ۝ هَلْ أَتَكَ حَلِيلَ ۝ جَنْدُ ۝ فِرْعَوْنَ ۝

১৬. তিনি যা চান তা করতে সক্ষম।<sup>১</sup> ১৭. সেনাদলের খবর কি  
আপনার নিকট পৌছেছে? ১৮. ফেরাউন

وَثَمُودٌ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ ۝

ও সামুদ্রে।<sup>২</sup> ১৯. বরং যারা কুফরী করেছে তারা মিথ্যা আরোপ করতেই অভ্যন্ত।

২০. অথচ আল্লাহ তাদের অগোচরে (তাদেরকে)

-(ال+غفور)-الْغَفُورُ ; -هُوَ-তিনি (সৃষ্টি) করবেন।<sup>১৪</sup> -ও-আর ; -يُعِينُ ;  
অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; -ذُو-মালিক ; -الْوَدُودُ-الْعَرْشُ ; -الْمَجِيدُ ; -الْعَرْشُ-  
মহা-মর্যাদাবান।<sup>১৫</sup> -فَعَالُ-তিনি করতে  
সক্ষম ; -আপনার  
(হل+اتি+ك)-হلْ أَتَكُ<sup>১৬</sup> -(ل+মা+িরিদ)-لَمَّا يُرِيدُ ;  
নিকট পৌছেছে কি ; -খবর-  
-فِرْعَوْنَ<sup>১৮</sup> ; -সেনাদলের-  
ফেরাউন ;  
-জন্দু-<sup>১৭</sup> ; -الْجَنْدُ<sup>১৮</sup> ;  
বরং-<sup>২</sup> ; -بَلِ<sup>১৯</sup> ; -الَّذِينَ<sup>১৯</sup> ;  
কুফরী করেছে  
তারা ; -কَفَرُوا<sup>২</sup> ;  
মিথ্যা আরোপ করতেই অভ্যন্ত।<sup>১৩</sup> -অথচ ; -اللَّهُ<sup>২০</sup> ;  
আল্লাহ ;  
(মন+ওরা+হেম)-তাদের অগোচরে ;

৭. অর্থাৎ ‘তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল’ কারণ কোনো ব্যক্তি অপরাধ করে ফেললে অনুত্তম হয়ে তাঁর নিকট তাওবা করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর রহমত লাভ করতে সক্ষম হয়।

‘তিনি গভীর প্রেময়’ কারণ তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টির সাথে কোনো প্রকার শক্রতা পোষণ করেন না। অনর্থক শাস্তি দেয়া তাঁর কাজ নয়। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। শুধুমাত্র বিদ্রোহাত্মক আচরণের কারণেই বান্ধাকে তিনি শাস্তি দেন।

‘তিনি আরশের মালিক; তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিদ্রোহ করে কেউ বাঁচতে পারে না।

‘তিনি মহা মর্যাদাবান’ কাজেই তাঁর প্রতি অশোভন আচরণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হীন মনোভাবের পরিচায়ক।

مِحْيَطٌ بِلَّهُو قَرآن مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

পরিবেষ্টনকারী। ২১. মূলত এটা হলো মহাসম্মানিত কুরআন;

২২. সংরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।<sup>১</sup>

<sup>১</sup>(তাদেরকে) পরিবেষ্টনকারী। ১৩. মূলত ; এটা হলো ; "কুরআন" - "মুক্তি" - "মহাসম্মানিত"। ১৪. ফলকে (লিপিবদ্ধ) ; "সংরক্ষিত" - "মুক্তি" - "মজিদ"।

"তিনি যা চান তা-ই করেন" অতএব তাঁর কোনো কাজের সিদ্ধান্তে বাধা দান করার কোনো শক্তি বিশ্বচরাচরে কারো নেই।

৮. এখানে ফেরাউন ও সামুদ বাহিনীর উল্লেখ করার কারণ হলো—আরবদের নিকট এ দুটো সেনাবাহিনীর খবর ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আল্লাহদ্বারা শক্তিশলোর মধ্যে এরা ছিল চৰম। মূলত সর্বযুগেই কুফরী শক্তি বিভিন্ন কায়দায় হকের বিরোধিতা করেছে। এখানে তাই পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে 'সামুদ' বাহিনী এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে 'ফেরাউন' বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. অর্থাৎ কুরআন মজিদ এমন ফলকে লিপিবদ্ধ আছে, যা অত্যন্ত সুরক্ষিত। সেখানে জিন শয়তান, মানুষ শয়তান বা অন্য কোনো শক্তি তার নিকটেও পৌছাতে পারবে না। তাই কারো পক্ষে এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সম্ভব নয়। এর কোনো অংশ মুছে ফেলা বা বাতিল করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সমগ্র দুনিয়া একজোট হলেও নয়।

### সূরা আল বুরাজের শিক্ষা

১. সুন্দর অতীতেও যারা মু'মিনদের প্রতি যুদ্ধ অত্যাচার করেছিল তারা ধ্বংস হয়েছে। বর্তমানে যারা মু'মিনদের প্রতি যুদ্ধ-অত্যাচারে মেতে আছে, তারাও নিসন্দেহে ধ্বংস হবে। আর অনাগত ভবিষ্যতেও আল্লাহ তাআলার এ স্থায়ী নীতিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন হবে না। অতএব মু'মিনদের উচিত আল্লাহ তাআলার কসম করে বলা কথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা।

২. কেয়ামত দিবসের সময় ও তারিখ সুনির্দিষ্ট। এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ বা ক্ষেত্রেশতারও জানা নেই। এ বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ।

৩. মু'মিনদের প্রতি যুদ্ধকারীদের মধ্যে যারা এ জগন্য অপরাধের জন্য তাওবা করেনি, তাদের জন্য জাহানামের শাস্তি অনিবার্য। তবে তাওবাকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৪. ঈমানদার সত্ত্বকর্মশীলদের জন্য জানাতের সুর্খ-ব্যাক্তিত্ব প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আধেরাতের আল্লাতুর পুরক্ষার লাভ করতে পারাটা সর্বোক সফলতা।

৫. আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। যেহেতু অথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু স্থিতিয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

৬. আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অত্যন্ত ভালবাসেন।
৭. মু’মিনদের কর্তব্য হলো— তাঁর পাকড়াও-এর ভয় অভ্যরণে জাগরুক রেখে জীবন যাপন করা। তাহলেই তাঁর ক্ষমা ও ভালবাসা লাভ করা সম্ভবপর হবে।
৮. আল্লাহ তাআলার মর্যাদাহানীকর কোনো অশোভন ও বিদ্রোহমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।
৯. আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তে বাধা দান করার ক্ষমতা কারো নেই।
১০. অতীতের বৃহৎ শক্তির অধিকারী ফেরাউন ও সামুদ বাহিনী যেমন ধ্বংস হয়েছে, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিদ্রোহীরাও ধ্বংস হবে।
১১. কুরআন মজীদ সকল প্রকার মিথ্যাচার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তথা সকল প্রকার বিকৃতি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মুক্ত থাকবে। কেননা তা সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ এবং আল্লাহ নিজেই তার হেফায়তের দায়িত্ব নিয়েছেন।



**সূরা আত ত্বারিক**  
**আয়াত ৪ ১৭**  
**কুরু' ৪ ১**

**নামকরণ**

প্রথম আয়াতের ‘আত ত্বারিক’ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নামিলের সময়কাল**

মুক্তির কাফেররা যখন ইসলামের দাওয়াতকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছিল—এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বজনস্বীকৃত নির্মল চরিত্রের উপরও একের পর এক মিথ্যা দোষারোপ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে সূরাটি নামিল হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো আখেরাতে আল্লাহর নিকট যে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে, তা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। অতপর আল্লাহ কর্তৃক তাঁর রাসূলকে কাফেরদের বিভিন্নযুক্তি ষড়যন্ত্র ও কৃট-কৌশলের মুকাবেলায় সাজ্জনা দান করাও এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গর্গত।

প্রথমত আসমান ও তাতে দৃশ্যমান উজ্জ্বল তারকাণ্ডলোর কসম করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোনো একটি জিনিসও আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া অন্তিমীল থাকতে পারে না। এরপর মানুষের দৃষ্টিকে তার নিজের সৃষ্টির উপাদানের দিকে আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তিনি এক বিন্দু উক্ত থেকে মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি দ্বিতীয়বারও তাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং তাঁর নিকট থেকে তার কাজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করতেও তিনি সমর্থ। এ পরিগাম থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতেও পারবে না এবং সে নিজেও এ থেকে বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বন পাবে না।

অবশ্যেই বলা হয়েছে যে, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, যমীন ফেটে তা থেকে উদ্দিদের উত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো কোনো হাসি-ঠাপ্পার বিষয় নয়। এগুলো যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি কাফেরদের কৃট-কৌশলের মুকাবেলায় আল্লাহর দীনের বিজয়ও অপরিবর্তনীয়।

সবশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাজ্জনা দান করে এরশাদ করা হয়েছে যে, কাফেরদের সকল চালবাজী ও প্রতারণা অবশ্যই ব্যর্থ হবে, আপনি একটু ধৈর্য অবলম্বন করুন, এসব কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্রের মুকাবেলায় রয়েছে আল্লাহর কৌশল। সুতরাং তাদের ষড়যন্ত্র অবশ্যই ব্যর্থ হবে এবং কুরআনের দাওয়াতই বিজয় লাভ করবে।

কৃত ।

## ৮৬. সূরা আত ত্বারিক-মাক্কী

আয়াত ১৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءُ وَالْطَّارِقُ ۚ وَمَا أَدْرِكَ مَا الْطَّارِقُ ۚ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

১. কসম আসমানের এবং রাতে আঞ্চলিকাশকারীর । ২. আর আপনি কি জানেন—  
রাতে আঞ্চলিকাশকারী কি ? ৩. উজ্জ্বল তারকা ।

① إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۖ فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِنْ خُلْقٍ ۝

৪. এমন কোনো প্রাণ নেই, যার উপর নেই কোনো হিফায়তকারী । ৫. অতএব  
মানুষ ভেবে দেখুক কি (জিনিস) থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ।

①-কসম-আসমানের ; এবং-আল-আঞ্চলিক ; ও-আল-তারকা ; আর-রাতে আঞ্চলিকাশকারীর । ১. আপনি কি জানেন ; মা-কি জানেন ; মা-কি জানেন ; আপনি কি জানেন । ২. আল-আঞ্চলিক-আল-তারকা ; আল-ন্যাচ-আল-ন্যাচ । ৩. উজ্জ্বল-আল-ন্যাচ । ৪. এমন কোনো প্রাণ নেই ; যার উপর নেই ; এমন কোনো হিফায়তকারী । ৫. অতএব মানুষ ভেবে দেখুক কি (জিনিস) থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ।

১. এখানে ‘হাফিয’ বা হিফায়তকারী দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। আসমান ও রাতের আকাশে আঞ্চলিকাশকারী অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের কসম করে বুঝানো হয়েছে যে, এসব গ্রহ-নক্ষত্রের অঙ্গিত্বেই প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার ছোট-বড় সকল সৃষ্টির দেখাওনা, তত্ত্বাবধান ও হিফায়ত করার জন্য এক মহান সত্তা অবশ্যই রয়েছেন। সেই মহান সত্তাই আসমান ও অসংখ্য-অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রকে সৃষ্টি করেছেন। মহাশূন্যে এগুলোকে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন। আর সেই মহান সত্তাই হলেন আল্লাহ তাআলা ।

২. মহান ও সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ আকাশ-জগতের ব্যবস্থাপনা ও হিফায়ত যেমন করছেন, তেমনি মানুষের সৃষ্টি ও ক্রমবৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানও তিনিই করছেন। এখানে মানুষকে নিজ সত্তা সম্পর্কে ভেবে দেখার জন্য আস্মান জানানো হয়েছে। তাকে কি উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? পিতার পিঠ ও পাঁজরের হাঁড়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে সবেগে নির্গত এক ফেঁটা অপবিত্র পানির মধ্যে সন্তুরণশীল কোটি কোটি শুক্রকীট থেকে একটি শুক্রকীট নিয়ে মায়ের গর্ভ থেকে নির্গত অগণিত ডিশের মধ্য

⑥ خُلْقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٌ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَّرَأْبِ ۝

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে। ৭. যা পিঠ ও পাঁজরের হাড়ের মধ্য থেকে নির্গত হয়।<sup>৩</sup>

⑦ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ يَوْمًا تُبْلَى السَّرَّائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ ۝

৮. নিচয়ই তিনি তাকে পুনঃসৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান।<sup>৪</sup> ৯. যে দিন পরীক্ষা করা হবে গোপন বিষয়সমূহ।<sup>৫</sup> ১০. সেদিন থাকবে না তার কোনো ক্ষমতা।

⑥-তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ; منْ-থেকে ; ماءً-পানি ; دافِقٌ-সবেগে নির্গত।

⑦-যা ; مَاءٍ-পিঠ ; مَدْحَى-মধ্য ; بَيْنِ-থেকে ; وَ-ও ;

(علی+رجع+ه)-علی رجعه ; التَّرَأْبِ-التَّرَأْبِ ; -তাকে পুনঃসৃষ্টি করতে ;

-অবশ্যই ক্ষমতাবান।<sup>১</sup> (ل+ قادر)-لَقَادِرٌ ; -يَوْمًا-যেদিন ;

পরীক্ষা করা হবে গোপন বিষয়সমূহ।<sup>৫</sup> ⑩-السَّرَّائِرُ-স্রাইর ;

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ-ফَمَالَهُ-মِنْ قُوَّةٍ ;

থেকে একটি ডিস্বের সাথে সঞ্চিলন ঘটিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার গর্ত সঞ্চার থেকে শুরু করে তার জন্মাত এবং তারপর থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত পর্যায়গুলোর ব্যবস্থাপনা ও হিফায়ত যিনি করছেন, তিনি অবশ্যই মৃত্যুর পরও তার পুনঃসৃষ্টি ও হিসেব গ্রহণে সক্ষম।

৩. 'সুল্ব' দ্বারা মূলত মেরুদণ্ড বুরোনো হয়েছে। হাড়ের মধ্যভাগ থেকে কোমর পর্যন্ত পিঠের মাঝখানের হাড়কে মেরুদণ্ড বলা হয়। আর বুকের উভয় পাশের পাঁজরের হাড়কে 'তারায়িব' বলে। শব্দটি বহুবচনে ; একবচনে 'তারিবাতুন'। মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যকার অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। শরীর-বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী যদি সমস্ত অংগ-প্রত্যঙ্গ থেকে মূল উপাদান বীর্য নির্গত হতো, তাহলে হাত-পা কর্তৃত ব্যক্তির বীর্য দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হতো না। কেননা তখন এমন লোকের বীর্য অসম্পূর্ণ থাকতো। শরীর বিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষের বীর্য শরীরের সকল অঙ্গ থেকে নির্গত হয়ে অঙ্গকোষে একত্রিত হয়। অতপর চরমানন্দের সময় বেগে প্রবাহিত হয়ে নারীর জননেন্দ্রীয়ের অভ্যন্তরে পতিত হয় এবং বীর্যের মধ্যস্থিত অগণিত উক্তকীটের মধ্য থেকে একটি উক্তকীট নারীর ডিস্বের সাথে মিলিত হয়ে জরায়ুতে অবস্থান নেয়। তবে মানুষ সৃষ্টির মূল রহস্য মহান স্রষ্টা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। বিস্তারিত অবগতির জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আত আরিকের ৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

৪. অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) যেমন শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন এবং তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিপালন ও হিফায়ত করেন তেমনি

وَلَا نَاصِرٌ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ ۝

আর না কোনো সাহায্যকারী । ১১. কসম বৃষ্টি ধারণকারী আসমানের ;

১২. আর কসম (অংকুরোদ্ধামকালীন) ফেটে যাওয়া যমীনের ।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ إِنَّمَا يَكِيدُونَ ۝

১৩. নিচয়ই তা (আল-কুরআন) মীমাংসাকারী বাণী (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) ;

১৪. এবং তা বেছদা কথাবার্তা নয় । ১৫. অবশ্য তারা ষড়যন্ত্র করে

—আর ; ۱-না ; ۲-নাস্ত ; ۳-কসম ; ۴-স্মা-আসমানের ;  
 ۵-আর ; ۶-আর+الْأَرْضِ ; ۷-কসম যমীনের ;  
 ۸-বৃষ্টি ধারণকারী । ۹-আর+ال+رَجْعِ-ذাতُ الرَّجْعِ  
 (অংকুরোদ্ধামকালীন) ফেটে যাওয়া । ۱۰-নি-চয়ই তা (আল কুরআন) ;  
 ۱۱-সত্য-মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী । ۱۲-এবং ; ۱۳-নয় ;  
 ۱۴-বেছদা কথাবার্তা । ۱۵-তা (ন+হ)-অবশ্য তারা ;  
 ۱۶-হু-তা (ন+হ)-অবশ্য তারা ; ۱۷-ষড়যন্ত্র করে ;

মৃত্যুর পর তাকে পুনঃ সৃষ্টি করা তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ । সূরা ইয়াসিনের ৭৯ আয়াতে বলা হয়েছে—**فُلِّيْخِيْنَاهَا اُولَى مَرَّةً** (আপনি বলুন—যিনি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন) আরো বলা হয়েছে যে **وَهُوَ اهْوَنُ عَلَيْهِ** (এবং এটা তার জন্য অত্যন্ত সহজ) । সুতরাং পুনরুত্থানকে অঙ্গীকার করা সুস্থ মন্তিকের লক্ষণ নয় ।

৫. ‘গোপন বিষয়’ বলতে মানুষের সেসব কাজ বা কাজের গোপন উদ্দেশ্য ও প্রতিক্রিয়া বুঝানো হয়েছে, যা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে যায় । মানুষ প্রকাশ্যে যেসব কাজ করে তার নিয়ত তথা উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যেরা অবগত থাকে না । আবার মানুষ ভাল বা মন্দ এমন অনেক কাজ করে যার ভাল বা মন্দ প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকালব্যাপী অনেক মানুষের উপর চলতে থাকে । আবার মানুষের দ্বারা এমন অনেক কাজ হয়ে থাকে যার সুফল বা কুফল অগণিত-অসংখ্য মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোগ করতে থাকে—এসব কিছুই গোপন বিষয় হিসেবে হাশরের দিন মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে ।

৬. **وَرَجْعُ دَارَاهُ** বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে । **رَجْعُ** শব্দের অর্থ ফিরে আসা । বৃষ্টি যেহেতু বার বার বর্ষিত হয়, তাই ক্লপক অর্থে এ শব্দ দ্বারা বৃষ্টি অর্থ নেয়া হয়েছে । একই পানি আসমান থেকে বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হচ্ছে—খাল-বিল ও নদী-নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে । আবার সমুদ্র থেকে বাস্পাকারে আসমানে উঠে যাচ্ছে এবং মেঘের আকারে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে পুনরায় বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হচ্ছে । আমরা যেহেতু আসমান থেকেই বৃষ্টি পড়তে দেখি, তাই আসমানকেই ‘বৃষ্টি ধারণকারী’ বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে ।

كَيْلًا ۖ وَأَكِيلَنَ كَيْلًا ۗ فَمَهْلِ الْكُفَّارِنَ أَمْهَلْ رَوِيدَا ۚ

ষড়যন্ত্রের মতো ।<sup>১</sup> ১৬. আর আমিও কৌশলের মতো কৌশল অবলম্বন করি ।<sup>১</sup> ১৭. কাজেই কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে (তাদের অবস্থায়) কিছুকালের জন্য ছেড়ে দিন ।<sup>১</sup> ১৮.

-**কিং**-ষড়যন্ত্রের মতো ।<sup>১</sup> ১৬-**কিং**-আমিও কৌশল অবলম্বন করি ; -**কিং**-  
কৌশলের মতো ।<sup>১</sup> ১৭-**কিং**-কাজেই অবকাশ দিন ; -**কিং**-  
কাফেরদেরকে ; -**কিং**-তাদেরকে (তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন) ;  
-**কিং**-কিছুকালের জন্য ।

৭. অর্থাৎ কুরআন মজীদ যেসব বিষয়ে খবর দিচ্ছে সেসব বিষয়ের সত্যতায় কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই। কারণ আল কুরআনই সত্য-মিথ্যার মধ্যে ফায়সালাকারী একমাত্র আসমানী কিতাব ; যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সারৎসার। আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং যমীন থেকে উন্নিদের উদ্ঘাম যেমন কোনো খেলো ব্যাপার নয়, তেমনি এ কিতাবও কোনো হাসি-ঠাণ্টার বিষয় নয়। সুতরাং মানুষকে এ জীবন শেষে আল্লাহর সামনে নিজের এ জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে দাঁড়াতে হবে— এ মর্মে কুরআনের বক্তব্যও হেসে উড়িয়ে দেয়ার মত বিষয় নয়। এটা অবশ্যই ঘটবে।

৮. অর্থাৎ কুরআনের বিরোধীরা এর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য বিভিন্নমুখী চক্রান্ত করছে ; তারা কুরআন মজীদের বাহক রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে ; তারা কুরআনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে ; তারা ফুঁৎকার দিয়ে সত্যের বাতিকে নিভিয়ে দিতে চাচ্ছে।

৯. অর্থাৎ আমার কৌশল—সত্যের বিরোধীরা এর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য বিভিন্নমুখী চক্রান্ত করছে। সত্যের আলো অবশ্যই এদের সকল জ্ঞানটিকে উপেক্ষা করে অবশ্যই প্রথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সে কৌশলই আমি করছি।

১০. অর্থাৎ আমার কৌশল—সত্যের বিরোধীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশলে লিঙ্গ থাকতে দিন। তারা অচিরেই বুবতে পারবে যে, তাদের সকল পরিশ্রম-ই ব্যর্থ হয়ে গেছে ; সত্য তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে।

### সূরা আত তুরিকের শিক্ষা

১. পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী থেকে নিয়ে সকল প্রাণের সংরক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর হিফায়তের আওতার বাইরে কেউ নেই, কিছু নেই। মুমিনদেরকে এ বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে হবে।

২. মানুষকে অবশ্যই তার নিজের সৃষ্টির পর্যায়গ্রন্থে সম্পর্কে তৈবে দেখতে হবে, তা হলে আবেরাতে তার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস তার অঙ্গে জগত হতে বাধ্য।

৩. এ দুনিয়াতে মানুষের অনেক কর্মকাণ্ড, মানুষের কর্ম-তৎপরতার ভাল প্রতিক্রিয়া বা মন্দ প্রতিক্রিয়া, ভাল-মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়ার দিক ও আওতা ইত্যাদি অনেক কিছুই লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। শেষ বিচারের দিন অবশ্যই এসব গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবে। সুতরাং সেদিনের কথা চিন্তা করেই এখানে জীবন যাপন করা আবশ্যিক।

৪. কুরআন যজীদ যেহেতু সত্য-মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী বাণী, সেহেতু তার বিধানকে খেলা মনে করা মু'মিনের কাজ হতে পারে না। না বুঝে তি঳াওয়াত করে সওয়াব হাসিল করার জন্য এ কুরআন নাযিল করা হয়নি। এটা নাযিল করা হয়েছে এটাকে বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করে তার আলোকে জীবন গড়ার জন্য। অতএব মু'মিনদেরকে অবশ্যই কুরআনকে বুঝে পড়তে হবে এবং তার বিধি-নিষেধ নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. কুরআনের বিরোধীদের কোনো ষড়যন্ত্র বা অপকৌশল কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলার কৌশলের সামনে তাদের সব ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মু'মিনদের কর্তব্য এ বিস্তাসকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করা।

৬. দুনিয়ার জীবনে বিদ্রোহীদেরকে কিছু সময় অবকাশ দেয়া হয়েছে মাত্র। যথাসময়ে তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। সুতরাং তাদের দুনিয়ার ক্ষণিকের বাছন্দময় জীবন দেখে মু'মিনরা বিভ্রান্ত হতে পারে না।



সূরা আল আ'লা  
আয়াত ৪ ১৯  
কুরুক্ষেত্র ৪ ১

### নামকরণ

প্রথম আয়াতের ‘আল আ’লা’ শব্দটিকে সূরার পরিচয়ের জন্য নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

### নামিলের সময়কাল

এ সূরাটিও নবুওয়াতের একেবারে প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। এটি সে সময় নামিল হয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ (স) ওহী আস্ত্ব করতে অভ্যন্ত হয়ে উঠেননি এবং তিনি তখন ওহীর কোনো শব্দ ভুলে যাওয়ার আশংকায় জিবরাইল (আ)-এর সাথে সাথে পড়ার চেষ্টা করতেন। আর তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয় যে, ওহী আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করে দেয়া আমার দায়িত্ব। সূরার ৬ ও ৭ আয়াত থেকেই—সূরাটি নামিলের সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

### আলোচ্য বিষয়

সূরার প্রথমেই একমাত্র সুমহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার কথা বলা হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, যে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার নির্দেশ আপনাকে দেয়া হচ্ছে, তিনি এমন যে, তিনিই বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সেসবের সুসমতা দান করেছেন। তিনি সৃষ্টির ভাগ্য তথা ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের পথ ও পদ্ধা দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষমতার চাকুৰ প্রমাণ তোমাদের সামনে রয়েছে—তিনি যমীনের বুকে গাছপালা ও বিভিন্ন প্রকার উষ্ণিদ উৎপন্ন করে দুনিয়াতে সজীবতা আনয়ন করেন, আবার সেগুলোকে শুক ও প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন মজীদ তথা ওহীর প্রতিটি শব্দ আপনার অন্তরে বসিয়ে দেয়া আমার কাজ। আপনি তা কর্তৃত করার জন্য ব্যক্ত হয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। আমি এমনভাবে তা আপনার মনে গেঁথে দেবো যাতে আপনি তা কখনো ভুলবেন না। তবে আমি যদি কোনো জিনিস আপনার মন থেকে মুছে ফেলতে চাই তা আমি সহজেই মুছে ফেলতে পারবো। কারণ আমি প্রকাশ ও গোপন সবই জানি।

আর কাউকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসাটা আপনার দায়িত্ব নয় ; বরং আপনার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যপথ দেখিয়ে দেয়া। এ সত্য পথের কথা প্রচার করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে—যে ব্যক্তি তা শুনতে ও মানতে চায় তাকেই আপনি সেই পথ দেখাবেন। যে ব্যক্তি

তা শুনতে ও মানতে আঘাতী নয় এবং সত্যপথে চলার উপদেশ যার জীবনে পরিবর্তন  
আনবে না, তার পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। যার মনে মন্দ পথে চলার  
অগ্রসর পরিণামের ভয় থাকবে সে অবশ্যই আপনার কথা শুনবে ও মানবে। আর যে  
আপনার কথা শুনতে ও মানতে রাজী হবে না, সে অবশ্যই দুর্ভাগ্য, জাহানামের শান্তি তার  
ভাগ্যে ভুটবে। সেখানে আর তার মৃত্যু হবে না এবং তার বাঁচাও বাঁচার মত হবে না।

অবশ্যে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত সফলতার জন্য অবশ্যই দুনিয়ার চেয়ে আধ্যেতাতের  
জীবনকেই প্রাধান্য দিতে হবে ; কারণ আধ্যেতাত হলো চিরস্থায়ী—কুফর-শিরক থেকে  
মিজেদেরকে পবিত্র রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদ্বাহকে শরণ রাখতে হবে  
এবং তাঁর নির্দেশের আলোকেই জীবন গড়তে হবে। আর আদায় করতে হবে ‘সালাত’  
তথা নামায। এ নির্দেশগুলো সকল নবী-রাসূলকেই দেয়া হয়েছিল—ইবরাহীম ও মুসা  
(আ)-কে দেয়া কিতাবেও এ নির্দেশগুলো ছিল।



রক্ত' ১

## ৮৭. সূরা আল আ'লা-মাঝী

আয়াত ১৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① سَبِّحْ أَسْمَرَبَكَ الْأَعْلَىٰ ۗ الَّذِي خَلَقَ فَسَوْىٰ ۗ وَالَّذِي

১. (হে নবী) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন।<sup>১</sup>
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং করেছেন সুস্থাম।<sup>২</sup> আর যিনি

①-আপনি পবিত্র মহিমা বর্ণনা করুন-স্বিউ-আপনি পবিত্র মহিমা বর্ণনা করুন; -اسْمَ-নামের; -أَسْمَ-আপনার প্রতিপালকের; ②-الْأَعْلَىٰ-মহান। ③-যিনি-الَّذِي ; ফ+সো-فَسَوْىٰ ; খালق-خَلَقَ ; এবং-وَ-الَّذِي ; এবং-وَ-আর ; আয়াত ;

১. হ্যুরত উকবাহ ইবনে আমের জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সিজদায় ‘সুবহানা রাকিয়াল আ'লা’ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর রক্ত'তে ‘সুবহানা রাকিয়াল আযীম’ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন সূরা আল ওয়াকিআর শেষ আয়াত ‘ফাসারিহ বিসমি রাকিকাল আযীম’ আয়াতের ভিত্তিতে।

তবে এ আয়াতের “আপনার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন।” কথাটি ধারা আরো কয়েকটি নির্দেশও বুঝায়।

- (ক) আল্লাহকে তাঁর উপযোগী নামে স্মরণ করতে হবে।
- (খ) তাঁর জন্য অনুপযোগী, দ্রুটিপূর্ণ, অমর্যাদাকর, শিরকের চিহ্নযুক্ত এবং তাঁর ক্ষমতা ও শুণবালী সম্পর্কে ভুল বিশ্বাসযুক্ত কোনো নামে স্মরণ করা যাবে না।
- (গ) কুরআন যজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় সেসব নামের যথার্থ অর্থবোধক শব্দ যা প্রকাশিত রয়েছে সেসব শব্দই ব্যবহার করাই উচিত।
- (ঘ) আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট শুণবাচক নাম বান্দাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- (ঙ) সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত নাম আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- (চ) যেসব শুণবাচক নাম আল্লাহর জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং বান্দাহর জন্যও ব্যবহার করা বৈধ সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত প্রয়োগ পদ্ধতিতে বান্দার জন্য প্রয়োগ করা যাবে না।
- (ছ) আল্লাহর নাম উচ্চারণের সময় অত্যন্ত ভক্তি-শুদ্ধি ও মর্যাদা সহকারে উচ্চারণ করতে হবে।

قَدْرَ فَهْلِيٍّ ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ غَثَاءً ۝

তাকদীর নির্ধারণ করেছেন<sup>৪</sup> এবং পথ দেখিয়েছেন<sup>৫</sup> ৪. আর যিনি উৎপন্ন করেছেন  
উদ্ভিদ<sup>৫</sup> ৫. অতপর তাকে পরিণত করেন আবর্জনায়—

—তাকদীর নির্ধারণ করেছেন ; ফ-হেলি(ف+هـ)-এবং পথ দেখিয়েছেন (فـ)-فـ-কর্তৃ আর ; الـ-الـ-যিনি ; فـ-أـ-أـ-অতপর তাকে পরিণত করেন ; جـ-غـ-আবর্জনায় ;

(জ) হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা করে অথবা টয়লেট ব্যবহার রত অবস্থায়, অশালীন কাজে রত লোকদের সামনে, এমন লোকদের ঘজলিসে যারা আল্লাহর নাম শুনে উপহাস করতে পারে বা বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে ইত্যাদি পরিস্থিতিতে আল্লাহর নাম মুখে আনা যাবে না।

২. অর্থাৎ সেই সত্ত্বার পরিত্রাতা-মহিমা বর্ণনা করতে হবে এজন্য যে, তিনি দৃশ্য-অদ্রশ্য যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন সবকিছুই সঠিক, সুঠাম ও ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেটাকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তার চেয়ে সুন্দর আকৃতি কল্পনাই করা যায় না। সূরা আস সাজাদার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে : الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ । “যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।” দুনিয়াতে সকল জিনিস সুসম ও যথা অনুপাতে সৃষ্টি করা থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ বিশ্বের স্বষ্টা এক মহাবিজ্ঞ সত্তা। কেননা কোনো আকস্মিক ঘটনাচক্র অথবা অনেক স্বষ্টার দ্বারা এ ধরনের সুন্দর-সুরচিশীল বিষ্ফ-জাহান ও এর অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য সুন্দর সৃষ্টি সম্পর্ক নয়।

৩. অর্থাৎ সেই মহান সত্ত্বা আল্লাহ এ পৃথিবী ও এর মধ্যস্থ কোনো কিছুই কোনো পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যহীন সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-লক্ষ্য প্রয়োগ করেছেন। কোন্ সৃষ্টির কখন পৃথিবীতে আগমন ঘটবে, কোথায় তার অবস্থান হবে, তার কার্যকাল কতদিন হবে, তার খাদ্য-পানীয় কি ও কতটুকু হবে, কখন তার কার্যকাল শেষ হবে, তার কর্মক্ষমতা কতটুকু হবে এবং তার পরিসমাপ্তি কখন কি অবস্থায় হবে—ইত্যাকার সবকিছুই তিনি পূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এটাই হলো ‘তাকদীর’।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জৈব বা অজৈব যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পৌছার জন্য এসব সৃষ্টিকে পথও বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি এসব কিছু সৃষ্টি করে এমনি ছেড়ে দিয়েছেন। উর্ধজগতে চাঁদ, সুরজ, গ্রহ-নক্ষত্র ; যমীনে অগণিত পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ; নদী-সমুদ্রে বিচরণশীল জানা-অজানা অসংখ্য প্রাণী—এসবকে সৃষ্টি করে তাদের চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তারা সে পথেই চলছে। আর মানুষ তো আল্লাহর

أَحْوَىٰ ۖ سَنْقَرِيٰكَ فَلَا تَنْسِي ۗ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ

ধূসর বর্ণের ।<sup>৫</sup> ৬. নিচয়ই আমি আপনাকে (ওহী) পড়িয়ে দেবো, তখন আপনি আর তা ভুলবেন না ;<sup>৭</sup> ৭. তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া ।<sup>৮</sup> অবশ্য তিনি জানেন

ধূসর বর্ণের ।<sup>৯</sup> ১০. -أَحْوَى-ধূসর বর্ণের ।<sup>১০</sup> -سَنْقَرِيٰك- (নিচয়ই আমি আপনাকে পড়িয়ে দেবো ; তখন আপনি আর তা ভুলবেন না ।<sup>১১</sup> ১১-ছাড়া ;<sup>১২</sup> -তা, যা ;<sup>১৩</sup> -শে-চান ;<sup>১৪</sup> -آللًا-আল্লাহ ;<sup>১৫</sup> -إِنْ-অবশ্য ;<sup>১৬</sup> -يَعْلَمُ-জানেন ;

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তার ব্যাপারে একথা কি করে মেনে নেয়া যায় যে, দুনিয়াতে তার চলার জন্য আল্লাহ কোনো পথনির্দেশ দেননি। মানুষের জন্য আল্লাহ দুই পর্যায়ে পথনির্দেশনা দান করেছেন—প্রথম পর্যায়ের নির্দেশনা তার জৈবিক সত্ত্বার সাথে সংশ্লিষ্ট, যাতে রয়েছে মানুষের সকল অংগ-প্রত্যুৎসুক। এ অংগ-প্রত্যুৎসুকের কাজের সাথে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা নেই। এ প্রথম পর্যায়ের নির্দেশনার সাথেই মানুষের শৈশব, কৈশোর, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের পরিবর্তন জড়িত। অংগ-প্রত্যুৎসুক ও মন-মানসিকতার পরিবর্তনের এ কাজের সাথে মানুষের চেতনা-অনুভূতিরও কোনো ভূমিকা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের পথনির্দেশনা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা-জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ পর্যায়ে মানুষকে এক প্রকারের স্বাধীন কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে এ দুনিয়ায় সব জিনিস তোগ-ব্যবহারের স্বাধীনতা। অবশ্য এ স্বাধীনতা দেয়ার সাথে সাথে এ তোগ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি এবং ভ্রান্ত পদ্ধতি ও জানিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে সে (মানুষ) ভ্রান্ত পদ্ধতি পরিহার করে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে পুরকার লাভে সক্ষম হয়।

৫. ‘মারআ’ শব্দের অর্থ তৃণজীবী পশুর বিচরণ ক্ষেত্র ; সব ধরনের শস্য ও ফল-ফলাদি এবং উদ্ভিদ—যা প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূলত মাটি থেকে উৎপন্ন সব ধরনের উদ্ভিদের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র সবুজ-শ্যামল শোভাবিশিষ্ট উদ্ভিদরাজী সৃষ্টি করেই থেমে থাকেন না ; বরং তিনি এ শ্যামল শোভাবিশিষ্ট উদ্ভিদরাজীকে শুকনো ধূসর বর্ণের জঙ্গালে পরিণতও করেন। এর অর্থ মানব জীবনে বসন্তকালের আগমন যেমন ঘটবে তেমনি শীতকালের মুখোমুখিও তাকে হতে হবে। দুনিয়াতে একটি অবস্থার বিপরীত অবস্থাও বিরাজমান। সুতরাং মানুষকে অবশ্যই বিপরীত অবস্থার কথা স্মরণে রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে।

৭. অর্থাৎ (হে নবী) কুরআন মজীদকে আপনার হন্দয়ে বসিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। সুতরাং তা কস্তস্ত করার জন্য আপনার ব্যতিব্যত হওয়ার প্রয়োজন নেই। জিবরাইল (আ) যখন ওহী নিয়ে আসতেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তা ভুলে যাবার আশংকায় বার বার আবৃত্তি করতে থাকতেন এবং জিবরাইল (আ)-এর সাথে সাথে তাড়াহড়ো করে তা

الْجَهْرُ وَمَا يَخْفِيٌ ۖ وَنَيْسَرَكَ لِلْيَسْرِيٍ ۗ فَلَكَرِّ إِنْ نَفْعَتِ

প্রকাশ্য বিষয় এবং যা গোপন থাকে। (তাৰ) ১০. আর আমি আপনার জন্য সরল পথে চলাকে সহজ করে দেবো। ১১. অতএব আপনি উপদেশ দিন—যদি উপকারী হয়

الِّكْرِيٌ ۖ سَيْلَ كَرْ مِنْ يَخْشِيٌ ۖ وَيَتَجَبَّهَا الْأَشْقَىٌ ۗ

উপদেশ। ১০. সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে, যে ভয় করে (আল্লাহকে)। ১১.

১১. আর হতভাগ্যই করবে তাকে উপেক্ষা।

وَ(+) - প্রকাশ্য বিষয় ; وَ- এবং ; م- যা, তাও ; (ال+جهر)-الْجَهْرَ -আর ; -(+) - আমি আপনার জন্য সহজ করে দেবো ; ل-(نيسر+ك)-নَيْسَرَكَ ; س- সরল পথে চলাকে। ১০- অতএব আপনি উপদেশ দিন ; ن- যদি -الْكِرْكِريٌ -সَيْلَ كَرْ -অবশ্যই উপদেশ। ১১- سَيْلَ كَرْ - গ্রহণ করবে ; م- যে -الْأَشْقَىٌ -যদি উপকারী হয় ; وَ- আর -يَخْشِيٌ -যে ভয় করে (আল্লাহকে) ; م- যে -يَتَجَبَّهَا - হতভাগ্যই করবে ; هـ- তাকে উপেক্ষা করবে ; ل- গ্রহণ করবে ; م- যে -يَخْشِيٌ - হতভাগ্যই।

উচ্চারণ করতেন। তখন তাঁকে এ বলে সাম্ভূনা দেয়া হয় যে, আপনার অন্তরে ওহী গেঁথে দেয়া আমার দায়িত্ব, আমি তা আপনাকে পড়িয়ে দেবো এবং তখন আপনি আর তা ভুলবেন না। এর দ্বারা একথা সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ যেমন মু'জিয়া তথা অলৌকিক কিতাব তেমনি তার প্রতিটি শব্দ মু'জিয়া হিসেবে রাস্তারে মনে তা বসিয়ে দেয়া হয়েছে, যার ফলে কুরআন মজীদের কোনো একটি শব্দ রাস্তার স্থান থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বা এক শব্দের বদলে সমার্থক অন্য কোনো শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার কোনো আশংকাই সৃষ্টি হয়নি এবং তা বিষয়তে হওয়ার কোনো সুযোগই আসবে না।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে সমগ্র কুরআনই আপনার সূতি থেকে মুছে দিতে পারেন। সুতরাং কুরআন আপনার সূতিপটে জাগরুক রাখা আপনার জন্য সম্ভব হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকের ফলে। এতে আপনাকে কোনো কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তাআলা সূরা বনী ইসরাইলের ৮৬ আয়াতে বলেন—“আপনাকে ওহীর মাধ্যমে যা দিয়েছি, আমি চাইলে তা নিয়ে যেতে পারি।” সুতরাং স্থায়ীভাবে এ কুরআন আপনার স্থরণে রাখার জন্য আপনার তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই—এ দায়িত্ব আমার। তবে সাময়িকভাবে কখনো কোনো শব্দ বা আয়াত মনে না আসা এ ওয়াদার অঙ্গৰুক্ত নয়; কেননা এ মনে না আসাটা স্থায়ী নয়—একটু পরেই মনে এসে যাবে।

৯. আল্লাহ যেহেতু গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানেন, সেহেতু ভুলে যাওয়ার আশংকায় জিবরাইল (আ)-এর সাথে আপনার কুরআন পড়ার ব্যাপারও আল্লাহ জানেন; তাই আপনাকে এ নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে যে, আপনি ভুলে যাবেন না—কুরআন মজীদ আপনার স্থরণে রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর।

١٨٥ ﴿٤﴾ الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكَبْرِيٰ نُرْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِيٰ

১২. যে প্রবেশ করবে মহা আগুনে। ১৩. অতপর সে সেখানে না মরবে  
আর না বাঁচবে। ১২

١٨٦ ﴿٥﴾ قَدْ أَفْلَمَ مِنْ تَزْكِيٰ وَذَكْرَ اسْمِ رَبِّهِ فَصَلِّ بَلْ تُؤْتِرُونَ

১৪. নিসদেহে সেই সাফল্য লাভ করেছে, যে পরিশুল্কতা অর্জন করেছে; ১৫. এবং নিজ প্রতিপালকের নাম  
স্মরণে রেখেছে; ১৬. আর আদায় করেছে নামায। ১৭. কিন্তু তোমরা তো প্রাধান্য দিয়ে থাকো

١٨٧ ﴿٦﴾ الَّذِي -يَصْلِي ; -النَّارَ -আগুনে ; -الْكَبْرِيٰ -অগ্নি ; -অতপর ; -لَا -যে -প্রবেশ করবে ;  
-فَدْ أَفْلَمَ -সেখানে ; -أَوْ -আর ; -لَا يَحْيِيٰ ; -فِيهَا ; -না বাঁচবে। ১৮. -يَمُوتُ  
নিসদেহে সাফল্য লাভ করেছে; ১৯. -মَنْ -যে -تَزْكِيٰ -পরিশুল্কতা অর্জন করেছে। ২০. -وَ -এবং;  
-سَمْ -স্মরণে রেখেছে; ২১. -نَامْ -নাম ; -رَبْ -বাবু ; -أَسْمُ -নাম ; -ذَكْرَ -কৃতি ;  
আদায় করেছে নামায। ২২. -بَلْ -কিন্তু ; -تُؤْتِرُونَ -তোমরা তো প্রাধান্য দিয়ে থাকো ;

১০. অর্থাৎ দীনের দাওয়াতের ব্যাপারে আপনার জন্য সহজ পথই আমি দেখিয়ে  
দিচ্ছি। আর তাহলো, যে আপনার দাওয়াত শুনতে চায় না তাকে শুনানো এবং যে  
হেদায়াতের পথ পেতে চায় না তাকে সে পথে চালানোর বাধ্যবাধকতা আপনার উপর  
নেই। আপনি শুধু সাধারণ দাওয়াতের কাজ জারী রাখবেন এবং লক্ষ রাখবেন কে আপনার  
উপদেশ গ্রহণ করতে চায় এবং নিজেকে পরিশুল্ক করতে আগ্রহ পোষণ করে। যারা এতে  
আগ্রহী আপনি তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিই বিশেষ নজর দিন। আর যারা আপনার  
উপদেশকে উপেক্ষা করে তাদের পেছনে অথবা সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ ও আখ্রেরাতের ভয় যার অন্তরে আছে, সে নিজেই সঠিক ও  
বেঠিক পথের পার্থক্য নির্দেশকারী এবং সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে উপদেশ দানকারীর  
উপদেশ গ্রহণ করবে।

১২. অর্থাৎ যারা রাসূলের উপদেশের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়েছে এবং মৃত্যুর পূর্ব  
মুহূর্ত পর্যন্ত কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত ছিল—ছিল নাস্তিক্যবাদের উপর অটল তারা  
জাহানামের শান্তি ভোগ করতে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না, তাই তারা শান্তি  
থেকে মুক্তি পাবে না। আবার বেঁচে থাকার মতো বাঁচবেও না, তাই জীবনের যজ্ঞাও তারা  
পাবে না। আর যাদের অন্তরে ঈমান থাকবে, কিন্তু আমলের কারণে তারা জাহানামের  
শান্তি ভোগ করতে থাকবে, তাদের ব্যাপারে হাদীসে আছে যে, শান্তি ভোগের পর তাদের  
মৃত্যু হবে, আল্লাহ তাদের পক্ষে শাফাতাত গ্রহণ করবেন, তাদের আগুনে পোড়া লাশ  
জাহানাতের ঝরণার কিনারে এনে রাখা হবে এবং জাহানাতের পানি তাদের উপর ঢালা হবে।  
অতপর বৃষ্টির পানি পেয়ে উদ্ধিদের জেগে উঠার মতো সেও জীবন্ত হয়ে উঠবে।

الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّ هَذَا

দুনিয়ার জীবনকে ।<sup>১৬</sup> ১৭. অথচ আখেরাতই হলো উৎকৃষ্ট ও চিরস্মন ।<sup>১৭</sup>

১৮. অবশ্যই এটা

لَفِي الصُّحْفِ الْأَوَّلِ ۝ صَحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝

পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতেও ছিল—১৯. ইবরাহীম ও মুসার কিতাবেও ।<sup>১৮</sup>

الْآخِرَةُ ۝ - وَ ۝ (ال+دُنْيَا)-الْدُّنْيَا ۝ ; - (ال+حَيَاة)-الْحَيَاةَ ۝ ;  
আখেরাতই হলো ।<sup>১৯</sup> - অবশ্যই ।<sup>২০</sup> - এটা ।<sup>২১</sup> - অবশ্যই ।<sup>২২</sup> - হাঁ ।<sup>২৩</sup> - চিরস্মন ।<sup>২৪</sup> - ও ।<sup>২৫</sup> - খَيْرٌ ।<sup>২৬</sup> - ও ।<sup>২৭</sup> - (ال+أَوَّلِي)-الْأَوَّلِي ।<sup>২৮</sup> - (ال+فِي+ال+صَحْف)-لَفِي الصُّحْفِ ।<sup>২৯</sup> - (ال+أَوَّلِي)-الْأَوَّلِي ।<sup>৩০</sup> - (ال+فِي+ال+صَحْف)-كিতাবগুলোতেও ছিল—<sup>৩১</sup> পূর্ববর্তী কিতাবেও ।<sup>৩২</sup> - মুসার ।<sup>৩৩</sup> - মুসার ।<sup>৩৪</sup> - অবশ্যই ।<sup>৩৫</sup> - ইবরাহীম ।<sup>৩৬</sup> - মুসার ।<sup>৩৭</sup> - অবশ্যই ।<sup>৩৮</sup>

১৩. পরিশুল্কি অর্জন করার অর্থ—কুফর ও শিরক ছেড়ে দিয়ে ঈমান গ্রহণ এবং পাপের পথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করা। আর সফলতা দ্বারা আসল সফলতা তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সফলতা বুঝানো হয়েছে—দুনিয়ার জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতায় কিছু যায় আসে না।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর নাম সদা-সর্বদা মনে মনে যেমন স্মরণ রেখেছে, তেমনি মুখে উচ্চারণ করার কথাও এখানে বলা হয়েছে। সূরা আ'রাফের ২০৫ আয়াতে বলা হয়েছেঃ  
وَإِنْ كُرْرَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهَرِ مِنَ القَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا  
تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔

“আর (হে নবী!) আপনি স্মরণ করতে থাকুন আপনার প্রতিপালককে সকাল-সন্ধিয়ায় আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রিত অবস্থায়, অনুচ্ছবে এবং আপনি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

১৫. অর্থাৎ মনে মনে এবং অনুচ্ছ শব্দে মুখে যিকর করার সাথে সাথে নামাযের মাধ্যমেও আল্লাহর যিকর করেছে। এর অর্থ-যে আল্লাহকে সে নিজ ইলাহ বলে স্বীকার করেছে, কার্যতও সে তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত আছে এবং সর্বক্ষণ সে আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যবস্থা করেছে।

১৬. অর্থাৎ তোমরা তো দুনিয়া ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ নিয়েই সদা ব্যস্ত। তোমরা মনে করো দুনিয়াতে যা কিছু ধন-সম্পদ অর্জন করা যায় এটাই আসল লাভ এবং এখানে বাস্তিত হওয়াই আসল ক্ষতি।

১৭. অর্থাৎ আখেরাত অগাধিকার পাওয়ার ঘোগ্য এ কারণে যে, দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের সুখ-শান্তি অনেক উন্নতমানের যা দুনিয়াতে কল্পনাও করা যায় না, আবার দুনিয়া অস্থায়ী, আখেরাত চিরস্ময়ী।

১৮. অর্থাৎ মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে কুরআন যে দীন নিয়ে এসেছে তা ইবরাহীম ও মূসা (আ)-এর কিতাবেও ছিল, তিনি নতুন কিছু নিয়ে আসেননি। তোমরা তো ইবরাহীম ও মূসার দীন মেনে চলো বলে দাবী করে থাকো।

### সূরা আল আ'লার শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলাকে সদা-সর্বদা ভক্তি-শিক্ষা সহকারে শ্঵রণ করতে হবে। তাঁর মূল নাম 'আল্লাহ' এবং গুণবাচক নাম যা কুরআন মজীদে এসেছে সেসব নামে।

২. কোনো অশালীন পরিবেশে, হাসি-কৌতুকরত অবস্থায়, প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানো অবস্থায়, বা এমন লোকদের পরিবেশে যাদের নিকট আল্লাহর নাম নিলে বিফুপ করার আশংকা রয়েছে— এসব অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না।

৩. আল্লাহ তাআলাই প্রাণী-অপ্রাণী সবকিছু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের জন্য 'তাকদীর' নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং চলার সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর দেখানো পথেই চলতে হবে।

৪. কুরআন মজীদ সকল প্রকার ক্রটি-বিচুতি ও সন্দেহ-সংশয় থেকে পৰিত্র। কেননা আল্লাহ সহ্য তাঁর রাসূল (স)-কে কুরআন মজীদ পড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর অন্তকরণে তা বসিয়ে দিয়েছেন। ফলে সর্বপ্রকার ভুল থেকে তা নিরাপদ রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হিফায়তের দায়িত্ব আল্লাহই নিজেই নিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে কুরআনের বিধি-বিধান অকাট্যভাবে মেনে নিয়ে সে অনুসারে জীবন গড়তে হবে।

৫. দীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সেসব লোককে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যারা তা জানতে আগ্রহী এবং জানার পর নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যায়।

৬. যেসব লোক দীনের কথা তুলতে রাজী নয় তাদের পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। তবে সাধারণ দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. আল্লাহ ও আব্দেরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে যার জ্ঞান ও বিশ্বাস রয়েছে, সে-ই উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। সুতরাং মানুষের মধ্যে প্রথমত আল্লাহ ও আব্দেরাতের জবাবদিহিতার তর জাগ্রত করতে হবে।

৮. যারা কুরআনকে মেনে নিতে অঙ্গীকার করবে, তাদেরকে অবশ্যই মহা আগুনে প্রবেশ করতে হবে। যেখানে তারা মরবেও না, আর বাঁচার মতো বাঁচবেও না। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সেই মহা আগুন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে।

৯. আব্দেরাতের যহান সফলতা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল কর্তৃক আনীত জীবন ব্যবস্থাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ত্বরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. আল্লাহকে তাঁর সত্ত্বাগত নাম ও গুণবাচক নামে মনে মনে, মৃদু আওয়াজে, কথায় ও কাজে সদা-সর্বদা শ্বরণে রাখতে হবে, তবেই আব্দেরাতের যহান সফলতা অর্জিত হবে।

১১. আখেরাতকে দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দিতে হবে ; কেননা দুনিয়া হলো নিকৃষ্ট, আর আখেরাত হলো উৎকৃষ্ট ; দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী, আর আখেরাত হলো চিরস্থায়ী ।

১২. সকল নবী-রাসূলের দীনের মূলকথা একই ছিল ; কিন্তু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দীনকে তাদের উচ্চতেরা পরিবর্তন করে নিয়েছে । আর শেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর দীন কেয়ামত পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না ; কারণ এ দীনের মূল কিতাবের ইফায়তকারী আল্লাহ নিজেই, অতএব কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেই আমরা আখেরাতে সাক্ষ্য লাভ করতে সক্ষম হবো ।



**সূরা আল গাশিয়াহ**  
**আয়াত ৪ ২৬**  
**রমকু' ৪ ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম 'আল গাশিয়াহ' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে নেয়া হয়েছে।

**নাথিলের সময়কাল**

রাসূলুল্লাহ (স) যখন নবুওয়াতের প্রাথমিককালে দীনের দাওয়াত ব্যাপকভাবে দেয়া শুরু করেন এবং কাফিররাও তাঁর দাওয়াত পেয়ে তাঁর প্রতি উপেক্ষা দেখাতে শুরু করে তখনই সূরাটি অবর্তীণ হয়। সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়াতের প্রথম দিকে অবর্তীণ সূরাগুলোর মধ্যে এ সূরাও অন্যতম।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ ও আখেরাত। রাসূলুল্লাহ (স) মঙ্গা-বাসীদেরকে প্রথমত এ দুটো বিষয়ের দাওয়াতই দিয়েছেন; কিন্তু তারা তাওহীদের পরিবর্তে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী থেকেই যায় এবং আখেরাতের জীবনকে অঙ্গীকার করতে থাকে।

অতপর তাদেরকে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিক্ষয়তা প্রদান করে, তাদের পরিবেশে বিরাজমান প্রাকৃতিক জগতের উদাহরণ দেখিয়ে, তাদের জীবন যাপন প্রণালী যে প্রাণীর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল সেই উটের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তাদেরকে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের প্রতি উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে।

তারপর তাদের মাথার উপর ছেয়ে থাকা আকাশ, যমীনে স্থির দণ্ডয়মান পাহাড়ের সারি এবং পায়ের নিচের সমতল ও সুবিস্তৃত যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি ও বিদ্যমান থাকার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে—এসব কিছু কি একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে না? এসব কিছু কি এটার প্রমাণ নয় যে, তিনি সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী? তিনি যেহেতু এসব সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকেও প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করে তোমাদের নিকট থেকে হিসাব এহেগে সক্ষম। সুতরাং যে সত্তার ক্ষমতা এমন তাঁকে মেনে নিতে তোমাদের অসুবিধা কোথায়?

অবশ্যে রাসূল (স)-কে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, এ কাফেররা যদি আপনার দাওয়াতকে মেনে না নেয়, তাতে আপনার কোনো ক্রটি নেই, তাদের উপর বল প্রয়োগকারী হিসেবে তো আপনাকে পাঠানো হয়নি। আপনি জোরপূর্বক তাদের

বীকৃতি আদায়ও করতে পারেন না। আপনার দায়িত্ব হলো উপদেশ দেয়া। আপনি উপদেশ দিতে থাকুন ; তাদেরকে অবশ্যই আমার নিকট আসতে হবে, তখন আমি তাদের নিকট থেকে যথাযথভাবে হিসাব গ্রহণ করবো। অমান্যকারীদেরকে আমি কঠিন সাজা দেবো।



কক্ষ ১

আয়াত ১১

## ৮৮. সূরা আল গাশিয়াহ-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْفَاسِيَةِ وَجْوَهُ يَوْمِئِنْ خَائِشَةٌ

১. পূর্ণ আচ্ছন্নকারী আযাবের খবর আপনার নিকট এসেছে কি ?

২. সেদিন অনেক চেহারাই হবে ভয়ে অবনত ।

② عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلِي نَارًا حَامِيَةٌ تُسْقِي مِنْ عَيْنٍ أَنِيَةٌ

৩. কঠোর শ্রমরত, বিপর্যস্ত । ৪. প্রবেশ করবে প্রজ্জলিত আগুনে ।

৫. পান করানো হবে তাদেরকে ফুটন্ত ঝরণা থেকে ।

③ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

৬. তাদের জন্য থাকবে না কোনো খাদ্য কাঁটা বিশিষ্ট শুকনো খড় ছাড়া । ৭. তা তাদেরকে মোটা-তাজাও করবে না, আর মেটাবেও না (তাদের) ক্ষুধা ।

الْفَاسِيَةُ ; খবর-খড়িত ? - (হেল+আতি+ক)-হেল অনেক । ১-  
 يَوْمِئِنْ ; অনেক চেহারাই হবে । ২-**وَجْوَهُ** (পূর্ণ)- (আল+উাশিয়া)-  
 -সেদিন ; ভয়ে অবনতজ । ৩-**عَامِلَةٌ**-**نَاصِبَةٌ** ; কঠোর শ্রমরত ;  
 -**تَصْلِي**-**نَارًا**-**حَامِيَةٌ** ; বিপর্যস্ত । ৪-**تُسْقِي**-**مِنْ**-**عَيْنٍ**-**أَنِيَةٌ** ;  
 -প্রবেশ করবে ; । ৫-**أَنِيَةٌ**-**نَارًا**-**حَامِيَةٌ** ; পান করানো হবে  
 তাদেরকে ; । ৬-**لَيْسَ**-**لَهُمْ**-**طَعَامٌ** ; তাদের জন্য থাকবে না ; । ৭-**لَيْسَ**-**لَهُمْ**-  
 -**ضَرِيعٍ** ; কাঁটা বিশিষ্ট শুকনো খড় ছাড়া । ৮-**لَا**-**يَسْمِنُ** ; খাদ্য-  
 -**فুটন্ত** ; । ৯-**لَا**-**يُغْنِي** ; প্রবেশ করবে না ; । ১০-**مِنْ**-**جُوعٍ** ; ক্ষুধা ।

১. ‘আচ্ছন্নকারী আযাব’ বা বিপদ দ্বারা কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে । কেয়ামতের  
 সীমা হলো, এ বিশ্বজগত ধৰ্মস হয়ে যাওয়ার পর থেকে মানুষের পুনর্জীবন লাভ,  
 হিসাব-নিকাশ প্রদান ও প্রতিফল স্বরূপ জান্মাত বা জাহান্নাম লাভ পর্যস্ত ।

২. ‘কিছু চেহারা’ বলে কিছু ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে । চেহারাই হচ্ছে মানব শরীরের  
 প্রধান উল্লেখযোগ্য অংশ । চেহারার মাধ্যমেই মানুষকে পরম্পর থেকে আলাদা করা  
 যায় । এতেই ফুটে ওঠে মনের অবস্থা । তাই ‘কতেক ব্যক্তি’ না বলে ‘কতেক চেহারা’  
 বলা হয়েছে ।

⑩ وَجْهٌ يَوْمَئِنْ نَاعِمَةٌ ۖ لِسْعِيمَا رَاضِيَةٌ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

৮. সেদিন কিছু চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল । ৯. নিজেদের উপার্জনে পরিত্বষ্ট ।<sup>৪</sup>

১০. (তারা থাকবে) সুউচ্চ জান্মাতে ।

⑪ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غَيْرَهُ ۖ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۖ فِيهَا سَرِّ مَرْفُوعَهُ ۝

১১. সেখানে তারা শুনবে না কোনো বাজে কথা ।<sup>৫</sup> ১২. সেখানে থাকবে

প্রবহমান ঝর্ণাধারা । ১৩. থাকবে তাতে উচু উচু আসন ।

⑫ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَهُ ۖ وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَهُ ۖ وَزَرَابِيٌّ مَبْتُونَهُ ۝

১৪. আর (থাকবে) পানপাত্রগুলো প্রস্তুত ।<sup>৬</sup> ১৫. আরও (থাকবে) সারিসারি

সাজানো বালিশ । ১৫. এবং উত্তম শয্যাসমূহ বিছানো (থাকবে)

১. কিছু চেহারা হবে ; ২. -যুক্ত ; ৩. -আনন্দোজ্জ্বল ; ৪. -আনন্দোজ্জ্বল ; ৫. -সেদিন ; ৬. -নাউম্ম ; ৭. -কিছু চেহারা হবে ; ৮. -নিজেদের উপার্জনে ; ৯. -পরিত্বষ্ট ; ১০. -ফী জন্নে -তারা থাকবে ) জান্মাতে ; ১১. -সেখানে তারা শুনবে না ; ১২. -সেখানে ; ১৩. -কোনো বাজে কথা । ১৪. -ফী হা -সেখানে থাকবে ; ১৫. -তাতে প্রবহমান ; ১৬. -ফী হা -ঝর্ণাধারা ; ১৭. -গারীব ; ১৮. -প্রবহমান ; ১৯. -ফী হা -থাকবে ; ২০. -আসন ; ২১. -অকুব ; ২২. -পানপাত্রগুলো ; ২৩. -সর ; ২৪. -আর (থাকবে) ; ২৫. -আরও (থাকবে) ; ২৬. -নমারি ; ২৭. -বালিশগুলো ; ২৮. -আরও (থাকবে) ; ২৯. -সারি সারি সাজানো । ৩০. -এবং -জরাবি ; ৩১. -অকুব ; ৩২. -মিল্লুন্ন -বিছানো (থাকবে) ।

৩. জাহানামবাসীদের খাদ্যের ব্যাপারে কুরআন ঘজীদে অন্য জায়গায় ‘যাকুম’ তথা কাঁটাবিশিষ্ট গাছ এবং ‘গিসলীন’ তথা ক্ষত থেকে নির্গত তরল পদার্থের কথা বলা হয়েছে । আর এখানে বলা হয়েছে কাঁটা বিশিষ্ট ঘাসের কথা । এর অর্থ—এসব দ্রব্যই তাদের খাদ্য হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে । অপরাধের তারতম্য অনুসারে তাদেরকে এসব খাদ্য দেয়া হবে । সুতরাং এসব বর্ণনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই ।

৪. অর্থাৎ যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের কর্মের সফলতা দেখে পরিত্বষ্ট হবে । দুনিয়াতে তারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেছে । তারা কামনা-বাসনার অনুসরণ না করে ইমান, সততা ও তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করেছে ; দীনের উপর চলতে গিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে । বিভিন্ন প্রকারে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে । এখন তারা সেসব কিছুর বিনিময়ে আশাত্তিরিক্ত সুফল পেয়ে পরিত্বষ্ট ।

৫. অর্থাৎ জান্মাতবাসীরা কোনো অনর্থক কথাবার্তা, মিথ্যা আপবাদ, কুফরী কথা, মিথ্যা শপথ বা কোনো প্রকার গালি-গালাজ শুনতে পাবে না । সেখানে তারা যা বলবে হিকমতের সাথে বলবে এবং চিরস্থায়ী নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে থাকবে ।

۱۵۰ ﴿۱۵۰﴾ أَفَلَا يَنْظَرُونَ إِلَى الْأَبْلَى كَيْفَ خُلِقُوا ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ

১৭. তবে কি তারা তাকায় না, উটগুলোর দিকে, কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ?

১৮. এবং আকাশের দিকে কিভাবে

رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ

তা উর্ধে স্থাপন করা হয়েছে ? ১৯. আর পাহাড়সমূহের প্রতি, কিভাবে মযবৃতভাবে  
তা বসিয়ে দেয়া হয়েছে ? ২০. আর যমীনের প্রতি,

كَيْفَ سَطِحَتْ ۖ فَذَكَرْتَ إِنَّمَا أَنْتَ مَذْكُورٌ ۖ لَسْتَ عَلَيْهِمْ

কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে ? ২১. অতএব (হে নবী) আপনি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকুন ;

আপনি তো অবশ্যই একজন উপদেশদাতা । ২২. আপনি তাদের উপরতো নন

بِمُصَيْطِرٍ ۖ إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ ۖ فَيَعْلَمَ اللَّهُ

শক্তি প্রয়োগকারী । ২৩. তবে, যে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফরী করবে ;

২৪. তাকে তো আল্লাহই শান্তি দেবেন—

-أَبْلَى ; -إِلَى ; -دিকে ; -أَفَ+لا ينظرون-(-أَفَلَا يَنْظَرُونَ)

-الْجَبَالِ ; -وَ-এবং-তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে । ১৬-

-الْأَرْضِ ; -কীভ ; -কিভাবে ; -আকাশের ; -وَ-السَّمَاءِ ;

-أَرْضِ ; -কীভ ; -কিভাবে ; -আর ; -প্রতি ; -إِلَى

-মযবৃতভাবে তা বসিয়ে দেয়া হয়েছে । ১৭-আর ; -প্রতি ; -وَ-যমীনের ;

-কীভ ; -الْأَرْضِ ; -কীভ ; -কিভাবে ; -তাকে বিছানো হয়েছে । ১৮-অতএব (হে নবী)

আপনি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকুন ; -أَنْتَ مَذْكُورٌ ; -একজন

উপদেশদাতা । ১৯-আপনি তো নন -تَوَلَّ ; -آتَدِيْهِمْ ; -শক্তি

প্রয়োগকারী । ২০-أَلَّا-তবে ; -وَ-যে ; -مَنْ-تَوَلَّ ; -কীভ

-কুফরী করবে । ২১-أَلَّا-তাকে তো শান্তি দেবেন ; -فَيَعْلَمَ اللَّهُ-আল্লাহই

৬. অর্থাৎ জান্নাতে পানীয়ের পাত্রগুলো সবসময় ভরা থাকবে । কারো নিকট থেকে  
তা চেয়ে নিতে হবে না ।

৭. অর্থাৎ যারা আখেরাতকে অসম্ভব ঘনে করে তারা নিজেদের পরিবেশের বর্তমান  
অবস্থা কি দেখে না ? তাদের মরু অঞ্চলের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল জীব উত্তে

الْعَنَّابَ الْأَكْبَرَ ۝ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّا بَهْرُ ۝ تُمَرِّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ۝

মহাশান্তি । ২৫. নিচয়ই আমার নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন । ২৬. অতপর তাদের হিসেব নেয়ার দায়িত্ব অবশ্যই আমার উপর ।

- آلَيْنَا - আমার নিকট ; - إِلَيْنَا إِيَّا بَهْرُ - নিচয়ই ; - مَهَا - মহা । ২৫-নিচয়ই-(إل+آل)-شান্তি ; - الْأَكْبَرَ - (إل+أكبـر)-عذاب) - العذاب ; - عَلَيْنَا - তাদের প্রত্যাবর্তন । ২৬-অতপর-(إياب+هم)-آيابـهم ; - أَبَهْرُ - অবশ্যই ; - أَنْ - অবশ্যই ; - حِسَابُهُمْ - আমার উপর ; - حِسَابُهُمْ - তাদের হিসেব নেয়ার দায়িত্ব ।

সৃষ্টি, পাহাড়-পর্বতের সারি, বিস্তৃত সমতল পৃথিবী, তাদের মাথার উপরে দৃশ্যমান আকাশ ইত্যাদি কে সৃষ্টি করেছেন ? এ সবের যিনি সৃষ্টি তিনি অবশ্যই জান্নাত, জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং সৎকাজের প্রতিদান হিসেবে জান্নাত ও মন্দ কাজের পরিণাম হিসেবে জাহান্নাম প্রদান করতেও তিনি সক্ষম । চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ এটা অঙ্গীকার করতে পারে না ।

৮. অর্থাৎ যারা যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্যায়সংগত দাবী মানতে রাজী নয়, তাদেরকে জোর-জবরদস্তিভাবে মানানো আপনার দায়িত্ব নয় । আপনার কাজতো শুধু সত্য-মিথ্যা এবং হক ও বাতিল তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা, মানা না মানা তাদের ইখতিয়ার ।

### সূরা আল গাশিয়ার শিক্ষা

১. মানব সমাজকে সত্যের পথে আহ্বান জানানোর প্রাথমিক কাজ হলো, তাদেরকে তাওহীদ ও আখ্রোতে বিশ্বাসী করে তোলা ।

২. দুনিয়াতে যেসব কিছু মানুষের পরিবেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং তার মধ্যে যেসব জিনিস মানুষের সৃষ্টি নয়, সেসব জিনিসের স্বষ্টি সম্পর্কে তাদের অন্তর-জগতে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে দাওয়াতী কাজকে এগিয়ে নিতে হবে ।

৩. এ পর্যায়ে প্রথমেই কেয়ামত সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে এবং সেদিনে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ।

৪. মানুষকে দীনের পথে আনার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল কর্তৃক অবলম্বিত পক্ষতিই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে ।

৫. আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সুসংবাদ দাতা ও তাঁর প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন । এ সূরাতেও কেয়ামতের ভয়াবহতা এবং সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে ।

৬. মানুষকে দীনের পথে আনার জন্য তাদের সামনে উল্লেখিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে উপদেশ দেয়া ছাড়া ‘দায়ি’ তথা আল্লাহর পথের আহ্বানকারীর আর কিছু করণীয় নেই । কোনো মতেই তাদেরকে দীন গ্রহণে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই ।

৭. মানুষের অন্তরে আবাবের ভয় এবং পুরস্কারের আশা জাগিয়ে দেয়ার দায়িত্বই আমাদের পালন করতে হবে । কারণ আশা ও ভয়ের মধ্যেই ঈমানের অবস্থান ।

**সূরা আল ফাজ্র  
আয়াত ৪ ৩০  
কর্কু' ৪ ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাথিলের সময়কাল**

মক্কাবাসীরা যখন মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল তখন তাদের আদ, সামুদ ও ফেরাউনের পরিণতির উদাহরণ পেশ করে সতর্ক করা হয়েছে।

**শান্তেন্দুষ্টুল**

এক সময় আরববাসীরা বলেছিল যে, আল্লাহ তাআলা যদি মানুষকে ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দিতেন তবে দুনিয়াতেই তো তৎক্ষণিকভাবে তা দিয়ে দিতেন। দুনিয়াতে যখন তা দিচ্ছেন না, তখন আখেরাত তথা মৃত্যুর পরেও দেবেন না। পুনরঞ্জীবন, হাশর-নশর, জাহানাত-জাহানাম একটি ভিত্তিহীন কথা ছাড়া কিছুই নয়। আরববাসী কাফেরদের এসব কথার জবাবে সূরা আল ফাজ্র নামিল হয়।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মু'মিন ও কাফের উভয় দলের কর্মের বিবরণ পেশ করা। এ পর্যায়ে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করাও এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মক্কার লোকেরা পরকালে অবিশ্বাসী ছিল।

সূরার প্রথমে ভূমিকারপে কতিপয় জাতির নাম উল্লেখপূর্বক তাদের পাপের শাস্তির আলোচনা করা হয়েছে।

সূচনাতে ফাজ্র, দশ রাত্রি, জোড়-বিজোড় ও চলমান রাতের শপথ করা হয়েছে। অতপর মানব-ইতিহাসের খ্যাতনামা জাতি আদ, সামুদ ও ফেরাউনের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীতে সীমালংঘন ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের ব্যাবস্থাপনা এক মহাজ্ঞানী ও কুশলী সন্তার পরিচালনায়ই সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

এরপর জাহেলী সমাজের দুটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, তারা বন্ধুবাদী মানসিকতার কারণে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান-অসম্মানের মানদণ্ড স্থির করে নিয়েছে। অর্থাৎ ধনাচ্যতা ও দারিদ্র্যতা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। এ ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা-অঙ্গীকৃতি সম্পর্কে

আলোচনা করা হয়েছে। বিভীষিত, জাহেলী সমাজের নীতিহীনতা, পাশবিকতা, ইয়াতীমের মাল আঘাত, দুর্বলদেরকে তাদের অংশ থেকে বণ্টিত করা ইত্যাদি আলোচনা করে মানুষের অন্তরে এ সত্য জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি হিসেবে হিসাব-নিকাশ ও শান্তি-পুরস্কার না দিয়ে তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে না।

সূরার শেষে বলা হয়েছে যে, তোমরা অবশ্যই সেদিন তা বুঝতে সক্ষম হবে, যেদিন চোখের সামনে নেক বান্দাহদের জান্মাতে প্রবেশের জন্য স্বাগত জানানো হবে এবং কফেরদেরকে জাহান্নামে নিষ্কেপের জন্য জাহান্নামকে সম্মুখে উপস্থিত করা হবে ; কিন্তু তখন তো আর শোধরানোর কোনো উপায় থাকবে না।



কৃত ।

## ৮৯. সূরা আল ফাজির-মাঝী

আয়াত ৩০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۚ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۚ وَالشَّفْعِ وَالوَتْرِ ۚ وَاللَّيلِ إِذَا يَسِرَ ۖ

১. কসম উষার ; ২. আর দশ রাত্রি ; ৩. কসম জোড় ও বিজোড়ের ;

৪. এবং রাতের যখন তা বিদায় নিতে থাকে ।

① هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِّنِيْ حِجْرٌ ۚ الْمُرْتَرٌ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ

৫. এর মধ্যে আছে কি কোনো কসম বুদ্ধিমানের জন্য ? ৬. (হে মুহাম্মাদ !) আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক কেমন আচরণ করেছেন 'আদ জাতির সাথে ?

১. (৩)-দশ-عشر ; ২. (১)-আর-লিয়াল ; ৩. (১)-উষার-(ال+فجر)-الفجر : -  
 কসম ; ৪. (১)-ও-الوَتْر-(ال+وت)-الوَتْر ; ৫. (১)+শفيع)-(ال+شفع)-الشَّفْع ;  
 - হেলْ فِي ذَلِكَ ৬. (১)-إِذَا-يَسِرْ-(ال+ليل)-اللَّيل-রাতের ; ৭. (১)-তা-বিদায় নিতে থাকে । ৮. (১)-لَذِي-حِجْرٌ-কৈফَ-কেমন-(ال+مرت)-الْمُرْتَرٌ-আপনি কি দেখেননি ; ৯. (১)-فَعَلَ-কৈফَ-কেমন ; ১০. (১)-أَدَ-আদ-আদ জাতির সাথে ।

১. সূরার শুরুতে ফজর, দশরাত, জোড়-বিজোড় ও বিদায়কালীন রাতের কসম করে যে সত্তাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাহলো—এক মহাশক্তিশালী স্তুষ্টা এ বিশ্ব-জাহানের উপর রাজত্ব করছেন। তাঁর কাজ উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন ও অর্থহীন নয়; বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা রয়েছে।

এখানে উল্লিখিত যে চারটি জিনিসের কসম করা হয়েছে তার সম্পর্কে রাস্তুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা প্রমাণিত নেই। যে কারণে মুফাস্সিরীনে কেরামের এ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। তবে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাফেরদের অবীকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ গেশ ব্রহ্ম উল্লিখিত জিনিসের কসম করা হয়েছে; এর অর্থ হলো—এসব জিনিসের কসম, মুহাম্মাদ (স) এ জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যা কিছু বলছেন তা সবই সত্য। অতপর বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত চারটি জিনিসের কসমের পর মুহাম্মাদ (স)-এর বক্তব্য প্রমাণের জন্য বুদ্ধিমান লোকের ক্ষেত্রে আর কোনো কসমের প্রয়োজন থাকতে পারে না।

# ١ إِنَّمَا تِبْيَانُهُ لِرِبِّ الْجَمَلِ

৭. 'ইরাম' গোত্রের,<sup>৯</sup> যারা ছিল সুউচ্চ স্তরের অধিকারী। ৮. সৃষ্টি করা হয়নি যাদের মতো (শক্তিশালী) কোনো দেশে।<sup>১০</sup>

(১) إِنَّمَا تِبْيَانُهُ لِرِبِّ الْجَمَلِ-সুউচ্চ স্তরের ; (২)-الَّتِي-যাদের ; (৩)-أَرْمَ-ইরাম গোত্রের ; (৪)-ذَات-অধিকারী ; (৫)-الْعِمَاد-সুউচ্চ স্তরের । (৬)-فِي الْبِلَاد-দেশসমূহে । (৭)-الَّتِي-যাদের ; (৮)-مِثْل+হা)-মিঠার মতো ; (৯)-سُنْتِكِرَاه-সৃষ্টিকরা হয়নি । (১০)-مِنْهَا)-মিঠার মতো (শক্তিশালী) কোনো দেশে ।

'ফজুর' বলা হয় সেই সময়কে যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে দিনের প্রথম আলোক পূর্বাকাশে সাদা রেখার মতো প্রকাশিত হয়। 'দশ রাত' দ্বারা মাসের তিবিশ রাতের প্রতি দশটি রাত বুঝানো হয়েছে। 'জোড়-বিজোড়' দ্বারা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস অথবা দিন-রাতের পরিবর্তন বুঝানো হয়েছে। কারণ, বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিস হয়ত 'জোড়' না হয় 'বিজোড়'। আর দিন-রাতের পরিবর্তনও বুঝানো হতে পারে, কারণ, মাসের তারিখ এক থেকে দুই, আবার দুই থেকে তিন এভাবে বিজোড় থেকে জোড়, আবার জোড় থেকে বিজোড়ে পরিবর্তিত হয়ে চলছে। আর রাতের বিদ্যারী মুহূর্তের কসম থেকে একথা বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে যে, সূর্য ভূবে যাওয়ার পর দুনিয়ার বুকে যে অন্ধকার হয়েছিল, তার অবসানে ভোরের আলো প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

এখানে যে চারটি জিনিসের 'কসম' করা হয়েছে, তা দিন-রাত্রির আবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, বিশ্ব-চরাচরে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য কুদরতের নিদর্শন বাদ দিয়ে মানুষ যদি তার সামনে নিত্য ঘটমান দিবা-রাত্রির আবর্তন সম্পর্কেই চিন্তা করে, তাহলে সে অবশ্যই সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার প্রমাণ পেয়ে যাবে। আর যে আল্লাহর বিশ্বব্যবস্থাপনা এমন, তিনি অবশ্যই আবেরাতে মানুষকে তার কাজের শাস্তি ও পুরক্ষার দিতে সক্ষম।

উল্লিখিত আয়াত কয়টির বিভিন্ন ব্যাখ্যা মুফাসিসীনে কিরাম নিজস্ব মতামত অনুযায়ী পেশ করেছেন। এগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

২. এখানে অতীত ইতিহাস থেকে বিখ্যাত কয়েকটি জাতির পরিণাম উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বিশ্ব ব্যবস্থাপনা যে নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের পেছনে একটি নৈতিক নিয়মও এখানে সন্তুষ্য রয়েছে। আর কাজের প্রতিফল তথা সংকাজের পুরক্ষার ও মন্দ কাজের শাস্তি সেই নৈতিক নিয়মেরই অনিবার্য দাবী। অতীত ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ-ই রয়েছে যে, যারা সেই নৈতিক প্রতিক্রিয়াকে অব্ধীকার করে জীবন পরিচালনা করেছে, তারা দুনিয়াতে নিজেরাও বিপর্যস্ত হয়েছে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরূপে চিহ্নিত হয়েছে। আর পরকালীন প্রতিফল তো তাদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতে প্রতিফলিত হয়নি, যুক্তি-বুদ্ধির দাবী অনুযায়ী আবেরাতে তা অবশ্যই সংঘটিতব্য। সুতরাং আবেরাতকে সামনে রেখেই জীবন পরিচালনা করা বুদ্ধিমানের কাজ।

وَمُؤْدِيَنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْلَوَادِ ⑩ وَفَرْعَوْنَ

৯. আর 'সামুদ' জাতির সাথে যারা উপত্যকায় পাথর কেটে বানিয়েছিল ঘর-বাড়ী ।<sup>৯</sup>

১০. আর ফেরাউনের সাথে—

ذِي الْأَوْتَادِ ⑪ الَّذِينَ طَفَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

কীলক-অধিপতি ;<sup>১১</sup> ১১. যারা সারাদেশে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ।

১২. আর তারা বাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে অশান্তি-বিপর্যয় ।

১. -আর-'সামুদ' জাতির সাথে ;<sup>১</sup>-الْذِينَ-যারা ;-جَابُوا-কেটে বানিয়েছিল ;  
-فَرْعَوْنَ ;<sup>১০</sup>-আর-(ب+ال+واد)-উপত্যকায় ;-(ال+صخر)-الصخر  
ফেরাউনের সাথে ;<sup>১১</sup>-الْذِينَ-যারা ;-(ذি+ال+أوتاد)-ذি আওতাদ ;<sup>১১</sup>-الَّذِينَ-যারা ;  
-فَأَكْثَرُوا-(فِي+ال+بلاد)-সারাদেশে ;-طَفَوْ-সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ।<sup>১১</sup>  
-فَأَكْثَرُوا-(ف+ال+بلاد)-আর তারা বাড়িয়ে দিয়েছিল ;-তাতে ;-فِيهَا-অশান্তি-বিপর্যয় ।

৩. 'আদ' জাতি হলো নৃহ (আ)-এর পুত্র সাম-এর পুত্র ইরাম-এর বংশধর । ইরাম-এর নামানুসারে এদেরকে 'আদে ইরাম' বলা হয়েছে । ঐতিহাসিকদের মতে, ঈসা (আ)-এর দুই হাজার বছর পূর্বে আহকাফ নামক স্থানে এরা বসবাস করতো । শারীরিক গঠনাকৃতির দিক থেকে এরা ছিল খুবই শক্তিশালী । কথিত আছে যে, তাদের একজন একবারে একটি উটের গোশত থেতে পারতো এবং এদের দৈর্ঘ্যও ত্রিশ গজের মত ছিল । এরা পাথর কেটে কেটে ঘর-বাড়ি ও উচু উচু শৃঙ্খল-ইমারত নির্মাণ করতো । দুনিয়াতে তারাই সর্বপ্রথম উচু শৃঙ্খলের উপর ইমারত নির্মাণের সূচনা করেছিল ।

৪. কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, 'আদ' জাতির মতো এত শক্তিশালী মানুষ দুনিয়াতে আর সৃষ্টি করা হয় নি । শুধু শারীরিক শক্তির দিক থেকে নয়, ধন-সম্পদেও এরা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ; কিন্তু তারা ছিল পথভ্রষ্ট । আল্লাহ তাআলা তাদের হেদয়াতের জন্য পাঠালেন হুদ (আ)-কে । তিনি তাদেরকে শিরুক পরিত্যাগ করে ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন ; কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো । ফলে তারা ধর্মসন্তুপে পরিণত হলো । তাদের শক্তি-ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও সুউচ্চ ইমারত কোনো কাজেই আসলো না ।

৫. 'ওয়াদী' বা উপত্যকা দ্বারা 'ওয়াদিউল কুরা' তথা 'কুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে । এখানেই তারা পাথর কেটে কেটে গৃহ নির্মাণ করতো ।

৬. ফেরাউনকে 'যুল-আওতাদ' অর্থাৎ 'কীলক অধিপতি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে । 'কীলক' অর্থ খুঁটি বা লোহার পেরেক বা লৌহ-শলাকা । ফেরাউনের সৈন্যদেরকে লৌহ-শলাকার সাথে তুলনা করে তাকে 'কীলক-অধিপতি' নামে

⑩ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رُبُكَ سَوْطَ عَنْ أَبِي ⑪ إِنْ رَبُكَ لِبَالْمِرْصَادِ

১৩. অবশ্যে আপনার প্রতিপালক তাদের উপর আয়াবের কোড়া মারলেন।

১৪. অবশ্যই আপনার প্রতিপালক ঘাঁটিতেই (ওঁত পেতে) আছেন।<sup>۹</sup>

فَمَا الْأَنْسَانُ إِذَا مَا أُبْتَلِهَ رَبِّهِ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَةُ فَيَقُولُ

১৫. আর মানুষ তো<sup>۱۰</sup> এমন যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে দান করেন সম্মান এবং দেন তাকে নিয়ামত, তখন সে বলে—

১১-অবশ্যে মারলেন ; ১২-আপনার প্রতিপালক ; ১৩-কোড়া ; ১৪-আয়াবের ; ১৫-অবশ্যই ; ১৬-আপনার প্রতিপালক ; ১৭-রুক্মি-স্বৃত-কোড়া-আয়াবের ; ১৮-অবশ্যই-আপনার প্রতিপালক ; ১৯-আর মানুষ তো এমন যে, আমা+আল+আন্সান)-আন্সান-বলে ; ২০-আল-যখন ; ২১-আ-যখন ; ২২-আকর্মে-তার প্রতিপালক ; ২৩-আল-রুক্মি-অবশ্যই-আকর্মে ; ২৪-আল-অবশ্যই-আকর্মে ; ২৫-এবং তাকে দান করেন সম্মান ; ২৬-ও-নুম্মে-দেন তাকে নিয়ামত ; ২৭-ফাঁটিতেই (ওঁত পেতে)-তখন সে বলে ; ২৮-ফাঁটিতেই (ওঁত পেতে)-তখন সে বলে ;

অভিহিত করা হয়েছে। অথবা ফেরাউন-সৈন্যদের তাঁবুর সৌহ-শলাকা থেকে তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অথবা, ফেরাউন যাদেরকে শাস্তি দিত, সৌহ-শলাকা বিন্দ করেই শাস্তি দিত। তাই তাকে সৌহ-শলাকাধারী বা ‘কীলক-অধিপতি’ নাম দেয়া হয়েছে। অথবা, মিশরের পিরামিডগুলোকে সৌহ শলাকার সাথে তুলনা করে তাকে ‘কীলক অধিপতি’ নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এ পিরামিডগুলো হাজার হাজার বছর ধরে ফেরাউনের প্রতাপ ও দাপটের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৭. ‘মিরসাদ’ অর্থ ঘাঁটি, যেখানে কোনো লোক তার শক্তির অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে থাকে : শক্তি জানতেই পারে না যে, তার জন্য সেখানে কেউ বসে আছে, তাই সে নিচিতে পথ চলতে থাকে। দুনিয়াতে যেসব যালিম বিপর্যয় সৃষ্টি করে নিচিতে যুল্ম-অত্যাচার করতে থাকে। আল্লাহ যে একজন আছেন তিনি যে তার কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ রাখছেন, এ অনুভূতি তার থাকে না। তারপর যখন সে জীবন-মৃত্যুর সীমান্তে পৌছে যায়, তখন সে আর পিছিয়ে আসতে পারে না। আর সামনে দেখতে পায় আয়াবের বিভীষিকা, তখন আর তার করার কিছুই থাকে না।

৮. এখানে ‘ইনসান’ দ্বারা আয়াতে বর্ণিত বিশেষণে বিশেষিত মানুষ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা হলো পরকালকে অবিশ্বাসকারী এবং প্রতিদান দিবসকে অঙ্গীকারকারী এ লোকেরা মনে করে যে, তাদের কাজকর্মের কোনো হিসেব নেয়া হবে না এবং দুনিয়ার

رَبِّيْ أَكْرَمَنِ ۖ وَأَمَا إِذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ  
আমার প্রতিপালক আমাকে সশানিত করেছেন। ১৬. আর যখন তিনি করেন তাকে  
পরীক্ষা এবং করে দেন তার রিয়্ককে সংকীর্ণ, তখন সে বলে—

رَبِّيْ أَهَانَنِ ۖ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْبَيْتِمِ ۖ وَلَا تَحْضُونَ  
আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করেছেন। ১৭. কক্ষগো নয়; ১৮. বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক  
আচরণ করো না; ১৯. আর তোমরা পরম্পরকে উৎসাহিত করো না।

—আমার প্রতিপালক ; ১৬. আমাকে সশানিত করেছেন। ১৭. আর—  
—যখন ; ১৮. (ف+قدر)-فَقَدَرْ ; (ابتلى+ه)-ابْتَلَهُ ;  
—এবং করে দেন সংকীর্ণ ; ১৯. (ف+ يقول)-فَيَقُولُ ; (رزق+ه)-رِزْقَهُ ;  
—তার উপর ; ২০. (ع+ عليه)-عَلَيْهِ ; ২১. —তাঁর উপর ;  
—তখন সে বলে ; ২২. —আমার প্রতিপালক ; ২৩. —আমানِ—আমাকে হেয় করেছেন। ২৪.  
—কক্ষগো নয় ; ২৫. —তোমরা সম্মানজনক আচরণ কর না ; ২৬. —  
—الْبَيْتِمِ—আর তোমরা পরম্পরকে উৎসাহিত কর না ;  
—ও—আর তোমরা পরম্পরকে উৎসাহিত কর না ; ২৭. —তখন ; ২৮.—আর

কাজকর্মের প্রতিফলও দেয়া হবে না। অথচ তাদের এ ধারণা-বিশ্বাস জ্ঞান-বুদ্ধি ও  
নৈতিকতার অনিবার্য দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

৯. মানুষের মানসিকতা হলো—দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত পেলে সে  
আনন্দিত হয় এবং মনে করে আল্লাহ তাকে মর্যাদাবান করেছেন। আর তা না পেলে মনে করে  
যে, আল্লাহ তাকে লালিত করেছেন। অর্থাৎ তার নিকট ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত পাওয়া  
না পাওয়াই তার নিকট মান-অপমানের মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো—ধন-  
সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত দিয়েও আল্লাহ পরীক্ষা করেন; আবার অভাব-দারিদ্র্যতা দিয়েও  
আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ দেখতে চান যে, ধনী ধন পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  
করে, না অকৃতজ্ঞ হয়। আবার দারিদ্র্য আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থেকে বৈধভাবে তার  
সংকট কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে, না সততা ও নৈতিকতাকে উল্লেখ করে আল্লাহর প্রতি  
দোষারোপ করে। আল্লাহ বলেন : “—وَبِلَوْغِمِ بِالسَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً”—“আমি তোমাদের  
কল্যাণ ও অকল্যাণ দ্বারা পরীক্ষা করবো।”

১০. অর্থাৎ তোমরা যেটাকে কল্যাণ-অকল্যাণ এবং মর্যাদা-অমর্যাদার মানদণ্ড বানিয়ে  
নিয়েছো তা মোটেই ঠিক নয়।

১১. অর্থাৎ তোমরা ইয়াতীমের সাথে তাল আচরণ কর না, অথচ এ ইয়াতীম শিতটি  
তো তোমাদেরই আপনজন। তার পিতা জীবিত থাকাবস্থায় তো তোমাদের আচরণ এহন  
ছিল না। তোমরা তার চাচা-মামা বা ভাই-বেরাদের হয়েও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে:

عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ التِّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا ۝ وَتَحْبُونَ

মিসকীনদের খাদ্য দিতে ;<sup>১২</sup> ১৯. এবং তোমরা খেয়ে ফেল মীরাসী ধন-সম্পদ  
সম্পূর্ণরূপে ;<sup>১৩</sup> ২০. আর তোমরা ভালবাস

الْمَالَ حَبَّا جَمِّعًا ۝ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا ۝ وَجَاءَ

ধন-সম্পদকে অত্যধিক জমা করতে ।<sup>১৪</sup> ২১. কক্ষণা (সংগত) নয়,<sup>১৫</sup> যখন চূর্ণ-  
বিচূর্ণ করা হবে পৃথিবীকে ; ২২. এবং উপস্থিত হবেন

تَأْكُلُونَ ;-খাদ্য দিতে -عَلَى طَعَامِ-মিসকীনদের ।<sup>১১</sup>-এবং -وَ-الْمِسْكِينِ-(ال+مسكين)-المَالِ-  
-তোমরা খেয়ে ফেল ;-أَكْلًا-الْتِرَاثَ-(ال+تراث)-مীরাসী ধন-সম্পদ ;  
-সম্পূর্ণরূপে খাওয়া ।<sup>১০</sup>-আর -تَحْبُونَ-তোমরা ভালবাস ;-وَ-الْمَال-ধন-  
সম্পদকে ;-অত্যধিক ভালবাসা ।<sup>১২</sup>-কক্ষণা (সংগত) নয় ;  
-إِذَا-যখন ;-دُكَّتِ-চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে ;-الْأَرْضُ-পৃথিবীকে ;-دَكَّا-চূর্ণ-বিচূর্ণের  
মতো ।<sup>১৩</sup>-এবং ;-جَاءَ-উপস্থিত হবেন ;

১২. অর্থাৎ নিঃস্ব-মিসকীনদেরকে খাদ্য দানের কোনো রেওয়াজ তোমাদের সমাজে  
নেই । তোমরা নিজেরাও দরিদ্রদের সাহায্য করো না, আর অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে  
উৎসাহিত করো না ।

১৩. আরব সমাজে মেয়েদেরকে মীরাসী সম্পত্তি থেকে মাহলয় করা হতো । তাদের  
ধারণা মতে, সম্পদ ভোগের অধিকার পুরুষের ; কারণ তারাই লড়াই করার ও পরিবারের  
লোকদের হিফায়ত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে । তাছাড়া মৃতের ওয়ারিসদের মধ্যে যে  
প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হতো, সে অন্যদেরকে বঞ্চিত করে নিজেই সব গ্রাস করতো ।  
অন্যের অধিকার প্রদান বা ইনসাফ-এর কথা তারা ভাবার কোনো প্রয়োজনই মনে  
করতো না ।

১৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদের মোহ তোমাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, তার  
চাহিদার শেষ কোনোদিন হবে না । এক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ ও ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-  
বিচার করার অনুভূতিও তোমাদের নেই ।

১৫. অর্থাৎ তোমরা যে মনে করছো, তোমাদের অন্যায়-অবৈধভাবে ধন-সম্পদ অর্জনের  
ব্যাপারে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না, তা কখনো সঠিক হতে পারে না । অবশ্যই  
তোমাদেরকে সে জন্য পাকড়াও করা হবে ।

رَبُّكَ وَالْمَالِكُ صَفَّاقٌ وَجَائِي يَوْمَئِنْ بِجَهَنَّمَةِ  
আপনার প্রতিপালক<sup>১৩</sup> ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে। ২৩. আর সেদিন  
জাহানামকে সামনে আনা হবে;

يَوْمَئِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنِّي لَهُ الِّذِكْرُ<sup>১৪</sup> يَقُولُ يَلِيْتِنِي  
সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে; কিন্তু তার এ বুঝতে পারায় কি (লাভ) হবে? ১৫  
২৪. সে বলবে হায় যদি

قَلْمَتْ لِحَيَاْتِي<sup>১৫</sup> فَيَوْمَئِنْ لَا يَعْذِبُ عَلَى بْنَ أَهْلِ  
আমি আগে কিছু পাঠাতাম আমার জীবনের জন্য। ২৫. অতপর সেদিন তাঁর  
(আল্লাহর) শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না;

وَلَا يُؤْتَقُ وَثَاقَهُ أَهْلَ<sup>১৬</sup> يَأْيَتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ<sup>১৭</sup> ارْجِعِي  
২৬. এবং তাঁর বাঁধার মত কেউ বাঁধতে পারবে না। ২৭. (বলা হবে) হে প্রশাস্ত  
আজ্ঞা! ১৮ ২৮. ফিরে এসো

আপনার প্রতিপালক ; - وَ- رَبُّكَ- ফেরেশতাগণ ; - صَفَّاقٌ- سারিবদ্ধভাবে ।  
- يَوْمَئِنْ ; - جَاهِيَّ- সেদিন ; - بِجَهَنَّمَةِ- সেদিন মানুষকে ; - وَ- كিন্তু- আর ; - لِتَذَكَّرُ- বুঝতে ;  
- الِّذِكْرُ- কি (লাভ) হবে ; - يَلِيْتِنِي- কিন্তু ; - هَـ- হায়, যদি আমি ; - أَهْلِ- আমার ; - لِحَيَاْتِي- আগে ; - (ل+হিয়া+ই)- জীবনের  
জন্য। ১৫- শাস্তি দিতে পারবে না ; - أَهْلِ- (ف+যোমেন্ড)- ফَيَوْمَئِنْ- অতপর সেদিন ;  
- لَا يَعْذِبُ- (ع+ذ+اب)- উ-এবং- বাঁধতে ; - أَهْلَ- (ع+ذ+اب)- عذاب- এবং তাঁর শাস্তির মতো ;  
- وَلَا يُؤْتَقُ- (ع+ذ+اب)- হে- প্রশাস্ত ; - وَثَاقَهُ- (و+ث+াচ)- প্রশাস্ত ; - يَأْيَتْهَا- (ي+أ+ي+ত+হ+া)- প্রশাস্ত  
পারবে না ; - أَهْلَ- (أ+ه+ل)- আল্লাহ- হে- প্রশাস্ত ; - وَثَاقَهُ- (و+ث+াচ)- প্রশাস্ত ; - وَثَاقَهُ- (و+ث+াচ)- প্রশাস্ত  
আজ্ঞা! ১৮- ফিরে এসো ; - ارْجِعِي- (ار+ج+ع+ي)- আর্জিয়ে এসো ; - الْمُطْمَئِنَةُ- (ال+م+ط+م+ئ+ن+ة)- মিশ্রিত মুক্তি

১৬. অর্থাৎ তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা  
হবে। তিনি তোমাদের সামনে প্রকাশিত হবেন। তাঁর সার্বভৌম ব্যবস্থাপনা, প্রতাপ-  
প্রতিপত্তি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। সেদিন তোমরা দেখতে পাবে—তাঁর আদেশ  
পালনকারী ফেরেশতাকুল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডয়মান। তবে তোমাদের অতি প্রিয় পৃথিবী  
তখন বালুর মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

إِلَى رِبِّكَ رَأْصِيَّةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝  
তোমার প্রতিপালকের নিকট<sup>১</sup> সম্মুখ চিত্তে, প্রিয়ভাজন হয়ে। ২৯. অতপর শামিল  
হয়ে যাও আমার বান্দাদের মধ্যে ; ৩০. এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে ।

الـ-নিকট ; -রিক-তোমার প্রতিপালকের ; -মরضيـةـ ; -সম্মুখ চিত্তে ;  
ফـ+عـبـادـ+)-فـ+عـبـادـ(فـ+ادـخـلـ)-فـ+ادـخـلـ(فـ+ادـخـلـ)-جـنـتـ+ـيـ)-ـوـ-এবـংـ(ـوـ-এবـংـ)ـ-ـجـنـتـ+ـيـ)-ـوـ-ـادـخـلـ(ـوـ-ـادـخـلـ)-আমার বান্দাদের মধ্যে । ৩০. -অতপর শামিল হয়ে যাও ; ৩১. এবং প্রবেশ করো ; ৩২. আমার জান্নাতে ।

১৭. অর্ধাং সেদিন তোমাদের সকল কৃতকর্ম তোমাদের অবরণে আসবে, তখন লজ্জায় মুখ  
লুকানোর কোনো স্থান তোমরা পাবে না । তোমরা অনুশোচনা করবে ; কিন্তু তোমাদের এ  
লজ্জা-অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না । এতে তোমাদের অপরাধ কিছুমাত্র ত্রাস  
পাবে না ।

১৮. ‘প্রশান্ত আজ্ঞা’ বলে তাদেরকে সর্বোধন করা হবে, যারা দুনিয়াতে পূর্ণ নিচিততা ও  
আস্থা সহকারে একমাত্র আল্লাহকে নিজ প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং নবী-  
রাসূলগণ যে দীন নিয়ে এসেছেন সেই দীনের বিধান অনুযায়ী জীবন ধাপন করেছে । সেই  
সত্য দীনের জন্য দুনিয়াতে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে এবং পার্থিব সকল লোড-  
লালসা ও স্বার্থকে হাসিয়ুখে বিসর্জন দিয়েছে ; দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাস থেকে  
নিজেকে বর্ধিত রাখার জন্য যাদের ঘনে কোনো প্রকার আক্ষেপ জাগেনি ; বরং সত্য  
পথে চলার সৌভাগ্য লাভের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে বিনত হয়েছে এবং  
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে ।

১৯. আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে মৃত্যুকালীন সময়ে হাশর ময়দানের দিকে যাওয়ার  
সময়, আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হওয়ার সময় এবং জান্নাতে প্রবেশের সময় এভাবে  
বলা হবে যে, তারা আল্লাহর রহমতের দিকেই যাচ্ছে ।

### সূরা আল ফাজিরের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা কসম করে যে কথা বলতে চেয়েছেন তাহলো—হে কাফেররা ! তোমাদেরকে  
অবশাই শাস্তি দেয়া হবে । এতে জানা গেল যে, কাফের-মুশরিকদের পরকালীন শাস্তি সুনিশ্চিত ।

২. যারা আল্লাহ তাআলার কসম করে বলা কথায় সন্দেহ-সংশয় ও অবিশ্বাস করে, অন্য কথায়  
হর কুরআন মজীদকে আল্লাহর বাণী ঘনে করে না, তাদেরকে বিশ্বাস করানোর জন্য হয়ঁ  
আল্লাহর কসম-এর উপর আর কিছুই থাকতে পারবে না ।

৩. আল্লাহ তাআলা যে চারটি জিনিসের নামে কসম করেছেন, সেগুলো মানব-জীবনে অত্যন্ত  
উচ্চ-পূর্ণ বিধায় তিনি সেসব জিনিসের কসম করেছেন । তবে তিনি কসম করে যে কথাগুলো  
বলেছেন, সেটাই যান্মুরের জন্য আসল বিবেচ্য ।

৪. 'ফজর' ওয়াক্ত মু'মিনের জীবনে 'অত্যন্ত শুরুতপূর্ণ' সময়। এ সময় রাতের বিদায়ী ফেরেশতা ও দিনের আগত ফেরেশতা একত্রিত হয় এবং ফজরের নামাযের কুরআন তিলাওয়াত শনে, সুতরাং আমাদেরকে ফজর নামায জামায়াতসহ আদায়ের প্রতি বিশেষ শুরুত দিতে হবে।

৫. 'দশ রাত' ধারা মুফাসিসীনে কিরাম যেসব অর্থ বুঝিয়েছেন, তার সব কয়টিই শুরুতপূর্ণ। আমরা অবশ্যই এসব রাতের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেবো এবং এসব রাতে জেগে থেকে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সহিত অধ্যয়ন ও নফল নামাযের মাধ্যমে এসব রাত থেকে যথাযথ ফায়দা হাসিল করতে হবে।

৬. 'জোড়-বিজোড়' সম্পর্কেও মুফাসিসিরগণ অনেক মতামত পেশ করেছেন, তবে কসমকৃত ৪টি জিনিসের মধ্যে অপর তিনটি যেহেতু সময় এর সাথে সংশ্লিষ্ট সুতরাং 'জোড়-বিজোড়' ধারা ও সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থই বুবানো হয়ে থাকবে বলে অনেকের ধারণা। তবে যশহর অর্থের মধ্যে রয়েছে— (১) যিলহজের নবম ও দশম তারিখ, (২) প্রতিটি সৃষ্টি বস্তু যা হয়ত জোড় নচেত বিজোড় ; (৩) 'জোড়' ধারা সৃষ্টি বস্তু, 'বিজোড়' ধারা আল্লাহর একত্র ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে 'যিলহজের নবম-দশম তারিখ' অর্থ নেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মু'মিনদেরকে অবশ্যই এ দু' রাতের মর্যাদা দান করা কর্তব্য।

৭. রাতের বিদায়কালীন মুহূর্ত মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত শুরুতপূর্ণ সময়। এ সময়ের ইবাদাত-প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ নিচয়তা রয়েছে। সুতরাং উক্ত সময়ে আল্লাহর দরবারে নিজেদের সকল চাহিদা-প্রার্থনা পেশ করা উচিত।

৮. কাফের-মুশারিকদের কর্তৃত পরিগতির বহু প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। তন্মধ্যে বহুল পরিচিত আদ, সামুদ ও ফেরাউনের জাতির পরিগতির উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অতীত ইতিহাসের প্রভাব-প্রতিপিণ্ডালী এসব জাতির পরিগতি থেকে মানুষের শিক্ষা এহণ করা কর্তব্য।

৯. ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ধারা এবং দারিদ্র্যা বা রিয়্কের সংকীর্ণতা ধারা—এ উভয় প্রকারে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরায়কা করেন। সুতরাং ধনীর কর্তব্য হচ্ছে তাকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা তথা আল্লাহর পথে তাঁর দেয়া সম্পদ দান করা। আর দারিদ্র্যের কর্তব্য আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সৃষ্টি থেকে বৈধ ও হালাল পথে রিয়্কের প্রস্তুতার জন্য চেষ্টা করে যাওয়া এবং আল্লাহর নিকট চাওয়া।

১০. গরীব, মিসকীন, অসহায় ও ইয়াতীমের অধিকারের প্রতি ধনীকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তাদের অধিকার আদায় করার মাধ্যমেই তার প্রতি কৃত আল্লাহর অনুগ্রহের শক্তির আদায় সম্ভব।

১১. মু'মিনরা নিজেরা যেমন আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের ব্যবহার আল্লাহর পথেই করবে, তেমনি অন্যদেরকে এ পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করবে।

১২. আমাদেরকে সদা-সর্বদা এটা স্বরূপে রাখতে হবে যে, হাশের ময়দানে অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রদত্ত সম্পদের হিসাব দিতে হবে।

১৩. আমাদের যা কিছু নেক আমল করার, তা মৃত্যুর পূর্বেই করতে হবে। অর্থাৎ এখন এই মৃত্যুর থেকে করতে হবে, কেননা মৃত্যু কখন হবে তা আমাদের জানা নেই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল কাজের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে।

১৪. মৃত্যুর পর যখন মানুষ সবকিছু ঢেকের সামনে দেখতে পাবে তখন সে নবী-রাসূলদের দাওয়াতের সত্যতা বুঝতে সক্ষম হবে, তবে তখন তার বুরাটা কোনো কাজে আসবে না। হায়াত থাকতে বুঝতে হবে এবং বুঝকে কাজে লাগাতে হবে।

১৫. রাসূলের দাওয়াতকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে যারা নিজেদেরকে পরিষৱক করে নিয়েছে। এবং সে অনুসারে জীবন গড়েছে তারাই প্রশান্ত আজ্ঞার অধিকারী। আখেরাতে সকল ক্ষেত্রেই তাদেরকে ‘প্রশান্ত আজ্ঞা’ হিসেবে সংৰোধন করা হবে এবং জাগ্রাতে প্রবেশের আহ্বান জালানো হবে। নিরংকুশ বিশ্বাসের মাধ্যমে ‘প্রশান্ত আজ্ঞার’ অধিকারী ইহুয়ার জন্য আগদেরকে অবশ্যই চেষ্টা করে যেতে হবে এবং আগ্রাহীর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।



সূরা আল বালাদ  
আয়াত ৪ ২০  
রংকু' ৪ ১

### নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল বালাদ' শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে এহণ করা হয়েছে। 'বালাদ' শব্দের অর্থ শহর। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মস্থান পরিত্য 'মক্কা' শহর বুঝানো হয়েছে।

### নাযিলের সময়কাল

সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে জানা যায় যে, এ সূরা কুরআন নাযিলের প্রথম দিকের সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মক্কার কাফেরায় যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরোধিতায় অশোভন আচরণ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, জান্নাত-জাহানামের ব্যাপার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কটাক্ষ এবং আসমানী গম্বকে মিথ্যা মনে করে তা নিয়ে আসার জন্য রাসূলকে বলার মত ধৃষ্টাপূর্ণ কথা বলতে লাগল, তখনই তাদের কথার জবাবে এ সূরা নাযিল হয়েছে।

### আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় হচ্ছে—সূরার দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করা হয়েছে। সূরার প্রথমাংশে সংকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এ সূরাতে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয় দিকের পথই সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। সৌভাগ্যের পথে চলে সে শুভ-পরিণতি লাভ করতে পারে, অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে সে অশুভ পরিণতির ঝুঁকি নিতে পারে। এটা নির্ভর করবে তার কার্য-প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের উপর। সূরা আন নাজম ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে ও আন্ন লাইসান আল মাসুমী অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রচেষ্টার অতিরিক্ত কিছুই নেই।' অতপর মানুষের উপর উচ্চতর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নেই বলে তাদের যে ভুল ধারণা রয়েছে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। মানুষ যে তার ধন-সম্পদ ও ব্যয়-ব্যবহারের আধিক্যের অহংকার করে সে সম্পর্কে আল্লাহর নিকট তার জবাবদিহির সম্মুখীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষের সামনে ভাল-মন্দ দুটো পথই খুলে দেয়া হয়েছে, সে ইচ্ছা করলে ভাল পথেই চলতে পারে। তবে এতে রয়েছে কষ্ট। আবার সে চাইলে মন্দ পথেও চলতে পারে, এ পথে চলার জন্য তাকে তেমন কষ্ট করতে হবে না, শুধুমাত্র একটু গা এলিয়ে দিলেই নিম্নমুখী এ পথের সর্বনিম্ন স্তরে গিয়ে পৌছা যাবে।

এরপর বলা হয়েছে যে, মানুষ গর্ব-অহংকার পরিত্যাগ করে তার ধন-সম্পদ ইয়াতীম নিঃব অসহায়দের জন্য ব্যয় করার মাধ্যমে ভাস্ত পথ তথা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে সে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত দীন ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিযুক্ত রাখে এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, তবে সে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে। অন্যথায় তাকে জাহানামের আগনে জুলতে হবে। যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।



রকু' ১

## ১০. সূরা আল বালাদ-মাঙ্কী

আয়াত ২০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقْسِرُ بِهِنَّ الْبَلَىٰ وَأَنْتَ حَلِّ بِهِنَّ الْبَلَىٰ وَوَالِّ

১. না, 'আমি কসম করছি এ শহরের। ২. আর (হে মুহাম্মদ!) আপনাকে এ শহরে হালাল করে নেয়া হয়েছে। ৩. আর (কসম) জন্মাদাতার

১. (ল)-না ; কসম করছি - (ال+بلد)-الْبَلَى ; -এই-(ب+هذا)-بِهِنَّ ; -আর ; -আপনাকে ; ২. (ل)-حل' ; -হালাল করে নেয়া হয়েছে ; -এই ; -الْبَلَى ; -بِهِنَّ ; -ও-আর (কসম) ; -وَالِّ ; -জন্মাদাতার ;

১. মানুষের ধারণা, দুনিয়ার জীবন হলো—খাও-দাও ফৃত্তি করো এবং হেসে-খেলো জীবনটাকে উপভোগ করো। মৃত্যু যখন আসবে, তখন তো আর উপভোগ করার সময় পাওয়া যাবে না। আর মৃত্যুর পরতো সবাই মাটি হয়ে যাবে। কুরাইশ কাফেরদের ধারণাও এমনটিই ছিল। তারা মনে করতো মুহাম্মদ (স) যা বলছে তা সঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা তাদের এমন ধারণার প্রতিবাদ স্বরূপ 'না' শব্দ দ্বারাই সূরাটি শুরু করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়।

২. 'আল-বালাদ' দ্বারা পবিত্র মক্কা শহরকে বুবান হয়েছে। মক্কা শহরের কসম করার কারণ এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না; কারণ মক্কার মর্যাদা ও শুরুত্ব সবারই জানা ছিল।

আল্লাহ তাআলা মক্কাকে সম্মানিত ও নিরাপদ করেছেন। তিনি মসজিদে হারামকে প্রাচ্য ও পাচাত্যের কিবলা নির্ধারণ করেছেন। এখানেই রয়েছে মাকামে ইবরাহীম। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সেখানে হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও মক্কার অনেক শুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৩. মুফাস্সিরগণ এ আয়াতটির কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এর সবক'টি অর্থ অথবা যে কোনো একটি অর্থ এখানে প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে স্বরূপ রাখা প্রয়োজন যে, যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত আছে, সেসব আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরীনে কিরামের মধ্যে মতভেদ নেই; কিন্তু একে না পাওয়া গেলে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করেছেন, এতে করে কিছু কিছু স্থানে মতভেদ হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। অতি আয়াতের ব্যাখ্যায় ও মুফাস্সিরীনে কিরামের ঢটি মত পাওয়া যায়—

(ক) 'আনতা হিল্লুন' অর্থ-'আপনি (এ শহরে) মুকীম তথা স্থায়ী অধিবাসী—

وَمَا وَلَنْ ۝ لَقَنْ خَلَقْنَا إِلَّا إِنْسَانٌ فِي كَبَّلٍ ① أَيْحَسَبْ

এবং যে (সত্তান তার ওরসে) জন্ম নিয়েছে তার। ৪. আমি নিসদেহে সৃষ্টি করেছি মানুষকে কষ্ট কাঠিন্যের মধ্যে। ৫. সে কি ধারণা করে রেখেছে-

—এবং ; মা-যে (সত্তান তার ওরসে) ; ও-জন্ম নিয়েছে তার। ৬-(+) لَقَدْ خَلَقْنَا فِي مِنْهُ ۝ -فِي- (ال+إِنْسَان)-إِلَّا إِنْسَانٌ-آمِنْ-ক্ষেত্রে ; —কষ্ট-কাঠিন্যের । ৭-(+) أَيْحَسَبْ-كَبَّلٍ-أَيْحَسَبْ-সে কি ধারণা করে রেখেছে;

মুসাফির নম।' আপনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার কারণে এ শহরের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) এ শহরে যুদ্ধ-বিগ্রহ 'হারাম' বা নিষিদ্ধ হলেও কিছু সময়ের জন্য এখানে যুদ্ধ করা আপনার জন্য 'হালাল' বা বৈধ হবে।

(গ) এ শহরে মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জীবন সবই নিরাপদ। কেননা এখানে মানুষ হত্যা বা জীব-জীবন শিকার নিষিদ্ধ; কিন্তু কাফেররা আপনার সাথে এমনই শক্রতা পোষণ করে যে, এখানে তাদের কাছে আপনার নিরাপত্তা নেই। তারা সুযোগ পেলেই এ পবিত্র শহরে আপনাকে কষ্ট দিতে বা হত্যা করতে দিখা করবে না।

৪. 'জন্মাতা ও যে (সত্তান) জন্মাত করে'-এর দ্বারা হ্যারত আদম (আ) ও বনী আদম তথা কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে জন্ম লাভ করবে তাদের সকলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা গোটা মানব জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। এদের 'কসম' করার কারণ হলো—বনী আদম সৃষ্টির সেরা, তাদের আছে কথা বলার শক্তি, আছে বৃক্তি-বিবৃতি দেয়ার যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য। এছাড়াও তাদের নিকট রয়েছে জানের অনেক উপায়-উপকরণ; তাদের মধ্য থেকেই নবী-রাসূল ও দীনের পথে আহ্বানকারীগণ জন্ম লাভ করেন। দুনিয়ার সকল সৃষ্টি ও তাদের জন্মই সৃষ্টি। এদিক থেকে বনী আদম সম্মানিত সৃষ্টি। সূরা বনী ইসরাইলের ৭০ আয়াতে আল্লাহ বলেন ৪—"আমি আদম সত্তানকে সম্মানিত করেছি।"

৫. 'ফী কাবাদ' অর্থ কষ্ট-কঠোরতা। অর্থাৎ মানুষকে কষ্ট-কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথাটি পূর্ববর্তী কসম-এর জবাব অর্থাৎ এ কথাটি বলার জন্মই পূর্বে কসম করা হয়েছে। একথার তাৎপর্য হলো—মানুষকে শুধু এ দুনিয়াতে মজা-আনন্দ উপভোগ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; প্রকৃতপক্ষে এ দুনিয়া পরিশ্রম ও কষ্ট-কাঠিন্য ভোগ করার স্থান। প্রত্যেককে তা ভোগ করতে হয়। মানুষকে মায়ের গর্ভে স্থান লাভ করা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পদেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। আমরা দুনিয়াতে যত বড় বড় সম্পদশালী বা ক্ষমতাধর ব্যক্তি দেখতে পাই তারাও যখন মায়ের গর্ভে ছিল, তখন প্রতি মুহূর্তে তাদের মৃত্যুর আশংকা ছিল, প্রসবকালে তার জীবনের ছিল বিরাট ঝুঁকি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যে তার দৈহিক ও মানসিক যেসব পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তাতেও তুল

أَنْ لَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۚ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لِلْبَدَأِ ۝

যে, কেউ তার উপর কথনে শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না । ৬. সে বলে—আমি  
প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি ।<sup>১</sup>

أَيَحْسَبُ أَنَّ لِرِبَّةِ أَحَدٍ ۚ أَنَّ الَّمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝

৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখতে পায়নি ? ৮. আমি কি সৃষ্টি করিনি ।  
তার জন্য দুটো চোখ ?

‘أَنْ-যে ; -কথনে শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না ; -তার উপর ; ‘أَحَدٌ-  
কেউ । ৬.-সে বলে ; ‘أَهْلَكْتُ-আমি উড়িয়ে দিয়েছি ; ‘لِبَدَأ-ধন-সম্পদ ;  
‘الَّمْ-প্রচুর । ১.-সে কি মনে করে ; ‘أَنْ-যে, ‘لَمْ بَرَأَ-তাকে দেখতে  
পায়নি ; ‘أَحَدٌ-কেউ । ৮.-আমি কি সৃষ্টি করিনি ; ‘لِ-তার  
জন্য ; ‘عَيْنَيْنِ-দুটো চোখ ।

পরিবর্তনের কারণে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা ছিল। মানুষ পার্থির বা  
পারলৌকিক সাফল্যের জন্য নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। দুনিয়াতে যারা রাজ  
তথ্যে আসীন, তারাও পরিতৃষ্ণ বা আশংকামুক নন। আরও বেশি ক্ষমতা, আরও অধিক  
সম্পদ ও নিরাপত্তার জন্য তারাও কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের  
জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা, পূর্ণ পরিতৃষ্ণ কোনো মতেই সম্ভব নয়, এটা একমাত্র আবেরাতেই সম্ভব।

৬. অর্থাৎ মানুষ সম্পদ ও ক্ষমতার অহংকারে মন্ত হয়ে আছে ; সে মনে করছে তার  
উপর কর্তৃত্ব করার মতো কোনো উচ্চতর শক্তি নেই, তা ঠিক নয়। কেননা তার চোখের  
সামনেই তো অনেক উদাহরণ । মানুষের তাকদীরের উপর অন্য একটি শক্তির কর্তৃত্ব ।  
সেই শক্তির সামনে মানুষের সকল চেষ্টা-সাধনা ও কলা-কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ।  
আল্লাহর শক্তির তুলনায় তার ক্ষমতা কতটুকু ? আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক  
দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদির সামনে মানুষ নিতান্ত অসহায়  
হয়ে পড়ে, তখন মানুষের করার কিছুই থাকে না । এমতাবস্থায় মানুষ কি করে ভাবতে  
পারে যে, তার উপর কর্তৃত্বশীল কেউ নেই ।

৭. ‘বুবাদ’ শব্দ দ্বারা অধিক সম্পদ বুঝানো হয়েছে । ‘أَهْلَكْتُ مَا لِلْبَدَأِ’-এর  
অর্থ—‘আমি স্তুপ স্তুপ সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছি’। এখানে ‘খরচ করেছি’ বলা হয়নি, বলা  
হয়েছে—ধ্বংস করে দিয়েছি বা উড়িয়ে দিয়েছি । এতে বুঝা যায় যে, একথাটি যে  
বলেছে, সে গর্ব-অহঙ্কার করে বলেছে যে, উড়িয়ে দেয়া সম্পদ আমার সম্পদের  
সামান্য অংশ মাত্র । এর জন্য সে কোনো দ্বিধা করে না ।

⑤ وَلِسَانًا وَشَفَتِينِ ۖ ۗ وَهُنَّ يَنْهَا النَّجْلَ يُبَيِّنُ ۗ فَلَا أَقْتَحِمْ

৯. আর একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট ۱۰. আর দেখিয়ে দেইনি কি তাকে দুটো  
আলোকিত পথ ۱۱. তবে সে তো অবলম্বন করেনি

الْعَقْبَةَ ۗ ۗ وَمَا أَدْرِكَ مَا الْعَقْبَةَ ۗ ۗ فَلَكَ رَقْبَةٌ ۗ ۗ أَوْ اطْعِمْ

- বঙ্গুর গিরিপথটি ۱۲. আর কিসে আপনাকে জানাবে বঙ্গুর গিরিপথটি কি ?

১৩. (তাহলো) দাস মুক্ত করণ । ১৪. অথবা খাদ্য দান করা

هَذِبْنَهُ ; وَ-আর ; ۹.-একটি জিহ্বা ; ۱۰.-ও ; ۱۱.-দুটো ঠোঁট ; ۱۲.-লিঙ্গান ; ۱۳.-  
الْجَدِينَ-(ال+جَدِين)-দুটো আলোকিত পথ । (هـ+دِين)-  
(ال+عَقْبَة)-الْعَقْبَةَ ; ۱۴.-ف+لا অভ্যর্থনা-فَلَا أَقْتَحِمْ । (۱۵)-  
বঙ্গুর গিরিপথটি । ۱۶.-আর ; ۱۷.-কিসে ; ۱۸.-(দরি+ك)-أَدْرِكَ-আপনাকে জানাবে ;  
-কি ; ۱۹.-الْعَقْبَةَ-বঙ্গুর গিরিপথটি । ۲۰.-فَلَكَ-(তা হলো) মুক্ত করণ । ۲۱.-  
অথবা ; ۲۲.-أَوْ-আপনাকে জানাবে ; ۲۳.-খাদ্যদান করা ;

আরবের কাফেরগণ তাদের বিস্ত-বৈত্তবের প্রদর্শনীর লক্ষে জুয়া খেলায়, বিবাহ-শান্তীতে,  
আনন্দ মেলায়, তোষামোদকারী কবিদের পুরস্কার প্রদানে প্রচুর অর্থ অপচয় করতো ।  
গোত্রপতিরা উপযুক্ত কাজে প্রতিযোগিতা করতো । ফলে তাদের প্রশংসা-স্তুতিমূলক  
কবিতা ও গান রচিত হতো এবং তা জনসমাবেশে আবৃত্তি করা হতো । এজন গোত্রপতিগণ  
নিজেরাও অন্যদের নিকট নিজেদের গর্ব-অহংকার প্রকাশ করতো—এটাই অত্র আয়াতের  
রাশি রাশি ধন-সম্পদ উড়ানোর পটভূমি ।

৮. অর্থাৎ এ অহংকারী ব্যক্তি কি মনে করে যে, তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ কোনো  
থবর রাখেন না ? তার কথা অনুসারে সে যদি অর্থের এমন অপচয় করেও ধাকে, তা  
কি আল্লাহর সামনে তার কোনো কাজে আসবে কি ? অথবা, সেতো মিথ্যাবাদী, আসলে  
কিছুই খরচ করেনি । তাই আল্লাহ বলেন, সে কি ধারণা করে—তার খরচ করা না করা সম্পর্কে  
আল্লাহ কোনো থবর রাখেন না ; বরং আল্লাহ সবই দেখছেন এবং সে যা বলছে তার  
বিপরীত গোপন তথ্য আল্লাহ ভাল করেই জানেন ।

৯. অর্থাৎ তাকে দুটো চোখ দেয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে প্রকৃত সত্যের নির্দর্শন দেখে  
সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝে নেবে । তাকে দুটো ঠোঁট দেয়া হয়েছে যা দ্বারা সে  
সত্যের অনুকূলে কথা বলবে । তার চোখ তো চতুর্পাদ প্রাণীর চোখ নয় যে, সে শুধু দেখেই  
যাবে, দেখার দ্বারা সে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেনা ।

১০. অর্থাৎ মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেই নিজের পথ নিজে খুঁজে নেয়ার  
জন্য ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সঠিক ও ভুল দুটো পথই তাকে  
দেখিয়ে দেয়া হয়েছে । সে যে পথ ইচ্ছা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে নিতে পারে ।

فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَامَقَرَبَةٍ ۝ أَوْ مَسْكِينًا

ক্ষুধা-কাতর দিনে। ১৫. ইয়াতীম আস্থীয়-স্বজনকে।

১৬. অথবা এমন নিঃস্ব-মিসকীনকে—

ذَامَقَرَبَةٍ ۝ ثُرَكَانَ مِنَ الَّذِينَ أَمْنَوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ধুলোই যার সম্বল।<sup>১২</sup> ১৭. অতপর শামিল হওয়া তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে<sup>১৩</sup>

এবং তারা পরম্পরাকে উপদেশ দেয় ধৈর্যের

فِي يَوْمٍ ۝-ক্ষুধা-কাতর।<sup>১৫</sup> -يَتِيمًا-ইয়াতীম ; ।<sup>১৬</sup> -ক্ষুধা-কাতর।<sup>১৫</sup>-يَتِيمًا-আস্থীয়-স্বজনকে।<sup>১৫</sup>-أَوْ-মَسْكِينًا ; ।<sup>১৬</sup>-এমন নিঃস্ব-মিসকীনকে ; ।<sup>১৭</sup>-أَمْنَوا-ঈমান এনেছে ; ।<sup>১৭</sup>-তَوَاصَوْا-তারা পরম্পরাকে উপদেশ দেয় ; ।<sup>১৭</sup>-بِالصَّبْرِ-(ব+ال+চৰ)-ধৈর্যের ;

১১. অর্থাৎ মানুষকে যে দুটো পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে তার একটি উপরের দিকে গিয়েছে ; কিন্তু তা অত্যন্ত দুর্গম গিরিপথ। এ পথে চলতে তাকে প্রাণপণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে ; নিজ কামনা-বাসনা এবং প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করেই এ পথে ঢিকে থাকতে হয় ; তবে এ পথই হলো সাফল্যের পথ। তার অপর পথটিতে চলা খুবই সহজ। এ পথটি নিম্নমুখী, তা চলে গেছে অঙ্ককার গহ্বরের মুখে। এ পথে কোনো কষ্ট-শ্রম নেই, শুধুমাত্র প্রবৃত্তির ইচ্ছানুসারে গা এলিয়ে দিলেই চলে। তবে এ পথের শেষ প্রান্তে রয়েছে অনিবার্য ধ্বংস। এ দুটো পথই মানুষকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। সে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে।

১২. অর্থাৎ যে পথটি উর্ধে উঠে গেছে, সে পথে চলতে গেলে, তাকে প্রবৃত্তির ইচ্ছার নিরুলঙ্ঘনে গিয়ে যে কাজগুলো করতে হবে, তাহলো-(ক) মানুষকে সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি দানে সংগ্রাম করতে হবে। এতে প্রকাশ্য দাস-দাসীরা ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বও শামিল রয়েছে। (খ) দুর্ভিক্ষের দিনে ক্ষুধার্ত ও অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তির ঘাড় থেকে ঋণের বোৰার ভার লাঘব করতে হবে। কোনো নিকটাস্থী বা প্রতিবেশী ইয়াতীম অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হবে, যাকে দরিদ্রতা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এসব কাজে প্রবৃত্তির কোনো সুখবোধ না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এসব কাজই উর্ধমুখী দুর্গম পথে চলার পাথেয় এবং এ পথেই সফলতা অর্জন সম্ভব।

১৩. ইতিপূর্বে বর্ণিত শুণাবলীর সাথে সাথে অবশ্যই মানুষকে মু'মিন হতে হবে। ঈমান ছাড়া কোনো সৎকর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না। কুরআন মজীদে অনেক

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۖ أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَالَّذِينَ  
আর উপদেশ দেয় পরম্পরকে (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করার ।<sup>১৪</sup> ১৮. তারাই ডান পাশের  
(ডান পছী) । ১৯. আর যারা

كَفَرُوا بِإِيمَانِهِمْ أَصْحَبُ الْمَشْئَمَةِ ۖ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ  
অঙ্গীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে তারাই বাম পাশের (বামপছী) ।<sup>১৫</sup>  
২০. তাদের উপর ছেয়ে থাকবে অবরুদ্ধ আগুন ।<sup>১৬</sup>

(সৃষ্টির  
প্রতি) দয়া করার । ১৭-আর-উপদেশ দেয় পরম্পরকে ;-  
- (সৃষ্টির  
প্রতি) দয়া করার । ১৮-তারাই-অঙ্গীকার করেছে ;-  
- (অঙ্গীকার করেছে ;-  
- আর-অঙ্গীকার করেছে ;-  
- আর-অঙ্গীকার করেছে ;-  
- আর-অঙ্গীকার করেছে ;-  
- আর-অঙ্গীকার করেছে ;-

স্থানেই বলা হয়েছে যে, ঈমান সহ যেসব সৎকাজ করা হয়, একমাত্র সেসব কাজই  
মুক্তির উপায় হিসেবে পরিগণিত হবে । সূরা নাহলের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে :  
“পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, সে যদি সৎকাজ করে এবং মুমিন হয় তাহলে আমি  
তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং এ ধরনের লোকদেরকে তাদের কাজ অনুযায়ী  
সর্বোত্তম প্রতিদান দেবো ।”

১৪. অর্থাৎ সাফল্যে, পৌছার জন্য অপর যে দুটো কাজ মানুষকে করতে হবে,  
তাহলো পরম্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দান এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন ।  
কুরআন মজীদে ‘সবর’ বা ধৈর্য অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । মুমিনের সমগ্র  
জীবনেই ধৈর্যের পরীক্ষা চলে । ঈমান গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই এ পরীক্ষা শুরু হয়ে যায় ।  
আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত ইবাদাতসমূহ আদায়ে ধৈর্যের প্রয়োজন । তাঁর আদেশ-  
নিষেধসমূহ পালনে ধৈর্য অপরিহার্য । তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা ধৈর্য ছাড়া  
কোনোমতেই সম্ভব নয় । নৈতিক অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা এবং পবিত্র জীবন যাপন  
ধৈর্যের বলেই সম্ভবপর হয় । মোটকথা ঈমানী জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা অনঙ্গীকার্য ।

অপর শুণ হলো—আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন । আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ,  
পশু-পাখি, জীবজগ্নি ইত্যাদি সবই শামিল । আর এ কাজ আল্লাহর রহমত পাওয়ার  
উপায় হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে । বলা হয়েছে—“দুনিয়াতে যারা আছে, তাদের প্রতি  
দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন ।”

১৫. 'ডান পাশের সহচর' দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জান্নাতের বিবিধ সুখ-সৌন্দর্যের অধিকারী ।

আর 'বাম পাশের সহচর' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেসব লোককে, যারা জাহানামের বিবিধ শাস্তি ভোগ করবে ।

১৬. অর্থাৎ জাহানামের গভীর স্তরবিশিষ্ট আগুন বামপাশীদেরকে এমনভাবে ঘিরে থাকবে যে, তারা তা থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না ।

### সূরা আল বালাদের শিক্ষা

১. কাফের-মুশারিকরা যুদ্ধিনদের ব্যাপারে কোনো নীতি-বৈতিকতা মেনে চলে না । সুতরাং তাদের মৌখিক ওয়াদা-চুক্তির উপর নিরংকুশ বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না ।

২. দুনিয়াতে নিরংকুশ শাস্তি বলতে কিছুই নেই । কারণ, মানুষের সৃষ্টি তথা জন্মগত ও প্রবৃক্ষ কষ্ট-কাঠিন্যের মধ্যেই হয়েছে । সুতরাং কি ধনী, কি দারিদ্র ; কি রাজা, কি প্রজা ; কি শাসক, কি শাসিত কারোই কষ্ট-কাঠিন্য থেকে রেহাই নেই ।

৩. মানুষ সমাজস্তরের যে পর্যায়ে অবস্থান করতে না কেন, কোনো না কোনো ব্যাপারে দৃঢ়িত্বা, আশংকা ও নিরাপত্তাহীনতার ঝুকি নিয়েই বেঁচে থাকতে হয় । আর এটা মৃত্যু পর্যন্তই মানুষের সংগ্রাম । সুতরাং এটাকে সাভাবিকতা ধরে নিয়েই দুনিয়াতে দায়িত্ব পালন করতে হবে ।

৪. আল্লাহ প্রদত্ত দুটো পথের উর্ধগামী কষ্ট-কাঠিন্যের পথটাই সাফল্যের পথ । সুতরাং এর মধ্য দিয়ে দীনী দায়িত্ব পালন করে মৃত্যু পরবর্তী হায়ী সফলতা অর্জনের জন্য আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে ।

৫. বৈষয়িক উন্নতির ছৃঢ়ান্ত পর্যায়ে অবস্থানরত মানুষের পক্ষেও আল্লাহ তাআলা'র শক্তি-ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । এটাকে ব্যতিঃসিদ্ধ জেনে অঙ্গের দৃচ্যুল রেখেই মানুষকে জীবন পরিচালনা করতে হবে ।

৬. অর্থসম্পদ ও ক্ষমতা-কৃত্ত্বের বড়াই করা মানুষের পক্ষে কোনো মতেই সঠিক হতে পারে না ।

৭. অর্থ-সম্পদ উপার্জনের উৎস ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সবই দেখছেন ও জানেন এবং তিনি অবশ্যই এ সম্পর্কে হিসেব নেবেন । অতএব একথা যন্তে করে বৈধ পথেই উপার্জন করতে হবে আর ব্যয়-ও করতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ।

৮. আল্লাহ মানুষকে দুটো চোখ দিয়েছেন, চোখ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশন ও সত্য পথ দেখে সে পথেই চলতে হবে । আল্লাহ জিব্বা ও দুটো ঠোঁট দিয়েছেন, এগুলোর দ্বারা সত্য বলতে হবে এবং সত্যের আওয়াজ বুলবুল করার কাজেই ব্যবহার করতে হবে ।

৯. উর্ধগামী পথে চলে সাফল্য লাভের জন্য মানুষকে অবশ্যই—

(ক) মানবতাকে সর্বপ্রকার গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামে পরিণত করার জন্য সংগ্রাম-সাধনা করে যেতে হবে ।

- (খ) দৃতিক্ষ ও অনাহার-ক্লিষ্ট দিনে ক্ষুধার্তকে পানাহার করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।  
 (গ) আঢ়ীয় বা প্রতিবেশী ইয়াতীম-অনাথদের সাহায্য করতে হবে।  
 (ঘ) নিঃশ্ব-মিসকীনদের সঞ্চাব্য সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দান করতে হবে।

১০. উপযুক্ত সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে গৃহীত ইওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো—মানুষকে অবশ্যই মু'মিন তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী হতে হবে, কারণ ঈমান ছাড়া কোনো সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

১১. মু'মিনদের অপরিহার্য দুটো বৈশিষ্ট্য হলো—(ক) তারা সকল পরিস্থিতিতে পরম্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেবে এবং (খ) তারা পরম্পরের প্রতি দয়ার্ত্র আচরণের উপদেশ দেবে এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। সুতরাং আমাদের অবশ্যই উল্লিখিত গুণ নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে।

১২. অত্য সূরায় উল্লিখিত পথ ও পছায় নিজেদেরকে পরিশুল্ক করে নিতে পারলে আমরা অবশ্যই 'ডান পার্শ্ব-সহচর' তথা ডানপছ্তীদের দলে স্থান লাভ করতে পারবো।

১৩. আর যারা উল্লিখিত পথ ও পছায় নিজেদেরকে পরিশুল্ক করতে অস্বীকৃতি জানাবে, তারা হবে বাম পার্শ্বের সহচর তথা বামপছ্তী।

১৪. বামপছ্তীদের স্থান হবে নিশ্চিত জাহানামে। জাহানামের আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, যেখান থেকে তারা বের হওয়ার কোনো পথই খুঁজে পাবে না।



সূরা আশ শামস  
আয়াত ৪ ১৫  
রহস্য ৪ ১

### নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটিকেই তার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

### নায়িলের সময়কাল

সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে বুঝা যায় যে, রাসূলগ্রাহ (স)-এর মাঝী জীবনের প্রথম দিকে যখন বাতিলের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করেছিল, তখনই এ সূরা নায়িল হয়েছে।

### আলোচ্য বিষয়

পাপ ও পুণ্য এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝানোই সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য বিষয়ের আলোকে সূরাটিকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম আয়াত থেকে দশম আয়াত পর্যন্ত একটি অংশ। এতে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এক : চাঁদ-সুরুষ, দিন-রাত ও আসমান-যমীন যেমন প্রভাব ও ফলাফলের দিক থেকে পরম্পর বিরোধী, তেমনি পাপ-পুণ্য এবং ন্যায়-অন্যায়ও প্রভাব এবং ফলাফলের দিক থেকে পরম্পর বিরোধী। উভয়ের প্রকৃতি যেমন ভিন্ন, তেমনি ফলাফলও ভিন্ন হতে বাধ্য।

দুই : আল্লাহ মানুষকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-বিবেক দান করে এক অনুভূতিহীন জীব হিসেবে সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি; বরং তার মধ্যে পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে যেন ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়ার সুফল-কুফল বুঝতে পারে।

তিনি : মানুষের মধ্যে তিনি ভাল-মন্দের পার্থক্যবোধ দিয়ে সে অনুসারে সংকল্প ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাও তাকে দিয়েছেন, যেন সে স্বেচ্ছায় তার মধ্যকার সৎ প্রবণতাকে জাগিয়ে দিয়ে এবং অসংপ্রবণতাকে দমিয়ে রেখে নিজের আত্মাকে পরিত্ব করতে পারে, যা তার সফলতার পূর্বশর্ত এবং যার উপর তার ভবিষ্যত নির্ভরশীল। আর যদি মানুষ অসংপ্রবণতাকে জাগিয়ে দিয়ে সৎ প্রবণতাকে দমিয়ে দেয় তা হলে সে ব্যর্থ।

একাদশ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সূরার দ্বিতীয় অংশ। এ অংশে ইতিহাস খ্যাত একটি জাতির উদাহরণ পেশ করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতিগত জ্ঞান থাকার পর হেদায়াত তথা সঠিক পথ পাওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শক হিসেবে নবী-রাসূলের প্রয়োজন রয়েছে। নবী-রাসূলগণ মানুষের প্রকৃতিগত জ্ঞানকে

তাদের ওয়াইর জ্ঞান দ্বারা সাহায্য করার মাধ্যমে সঠিক পথের সঞ্চান দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সৎপথ, ভাস্তু পথ এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন।

নবী-রাসূলের এ ধারাবাহিকতায় সালেহ (আ)-কে সামুদ্র জাতির নিকট পাঠানো হয়েছিল। তারা নবীকে মানতে অঙ্গীকার করলো। অবশেষে তারা নবীর নিকট মুজিয়া দাবী করলো : তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে মুজিয়া স্বরূপ সালেহ (আ) মু'জিয়া স্বরূপ একটি উটনী উপস্থাপন করে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন—তারা যেন এর অধৰ্যাদা না করে ; কিন্তু তারা উটমীকে হত্যা করে নিজেদের ধ্বংস ভেকে আনলো।

সামুদ্র জাতির ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে মক্কার কুরাইশদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে তোমাদের অবস্থার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে; সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন না কর, তবে তোমাদের পরিণতিও তাদের মতো হতে পারে। অতএব সময় থাকতে সাবধান হয়ে যাও।



রক' ১

আয়াত ১৫

## ৯১. সূরা আশ শাম্স-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضَحَّمَاٰ ۚ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا

কসম সূর্যের এবং তার রোদের। ২. কসম চাঁদের যখন সে আসে তার (সূর্যের) পরে। ৩. কসম দিনের যখন

جَلَّهَا ۚ وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشِيَ ۚ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَهَا ۚ وَالْأَرْضَ

সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে। ৪. কসম রাতের যখন সে তাকে (সূর্যকে) ঢেকে ফেলে। ৫. কসম আসমানের এবং যিনি তাকে (আসমানকে) বানিয়েছেন তাঁর। ৬. কসম যমীনের

(১)-কসম-(ضحي+ها)-ضحىها ; و- (ال+شمس)-الشمس ; و- (ال+شمس)-সূর্যের ;  
(২)-কসম-(تلى+ها)-تلىها ; و- (ال+قمر)-القمر ;  
(৩)-কসম-(ال+نهار)-النهار ; و- (ال+ليل)-الليل ; و- (ال+هـ)-هـ ;  
(৪)-কসম-(ال+سماء)-السماء ; و- (يغشى+ها)-يغشىها ;  
(৫)-কসম-(بنى+ها)-بنىها ; و- (آبـ+ها)-آبـ ; و- (آسـ+ها)-آسـ ;  
(৬)-কসম-(ال+أرض)- الأرض ; و- (ال+yer)-yer ;

১. 'দুহা' শব্দ দ্বারা সূর্যের আলো ও তাপ উভয়ই বুঝায়। তবে চাশতের সময় তথা সূর্য যখন বেশ কিছুটা উপরে উঠে এবং তার আলো বৃক্ষের সাথে সাথে তাপও বেড়ে যায়, সেই সময়টাকে আরবীতে 'দুহা' বলা হয়। এটাই শব্দটির পরিচিত অর্থ সূতৰাং শব্দটির অর্থ 'আলো' না বলে 'রোদ' করাটাই যথার্থ, কারণ 'রোদ' শব্দের দ্বারা আলো ও তাপ উভয়ই বুঝায়।

২. রাত কর্তৃক সূর্যকে ঢেকে ফেলার অর্থ রাতের অগমনে সূর্য আড়াল হয়ে যায়। আমাদের চার দিকে পৃথিবীর যে দিগন্ত রেখা দেখা যায়, সূর্য তার নীচে নেমে গেলেই রাত নেমে আসে। কারণ, এর ফলে যে অংশে রাত হয় সে অংশে সূর্যের আলো পৌছতে পারে না।

৩. এখানে দু' প্রকারের অর্থ হতে পারে—(ক) আসমানের ও তাকে বানানোর কসম। যমীন ও তাকে বিছানোর কসম, মানবাদ্যা ও তাকে সুবিন্যস্ত করার কসম। এ অর্থ পরবর্তী বাক্যগুলোর সাথে মেলে না বিধায় মুফাস্সিরীনে কেরাম এ বাক্য তিনটির মাঝে কে মির্জান্দী অর্থে ব্যবহার করে বাক্য তিনটির অর্থ করেছেন—

وَمَا طَحِّهَا ① وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا ② فَاللَّهُمَّ افْجُورْهَا وَتَقْوِهَا ③

এবং যিনি তাকে বিছিয়েছেন তাঁর। ৭. কসম মানবাদ্বার এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। ৮. অতপর তার প্রতি ইলহাম করেছেন তার গুনাহসমূহ ও (তা থেকে) বাঁচার উপায়।<sup>৯</sup>

قل أَفْلَئِ مِنْ زَكْهَا ⑩ وَقَدْ خَابَ مِنْ دَسْهَا ⑪ كَذَبَتْ ⑫

৯. নিসদেহে সে সফল হয়েছে যে নিজেকে পরিশুद্ধ করে নিয়েছে; ১০. আর সেই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।<sup>১১</sup> ১১. মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল

—এবং ; ১—যিনি ; ২—(خطي+ها)-তাকে বিছিয়েছেন তাঁর। ৩—কসম ; ৪—নَفْسٍ-و-  
মানবাদ্বার ; ৫—এবং ; ৬—যিনি ; ৭—(سوى+ها)-সَوَّهَا-তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর।  
৮—فُجُورْهَا-অতপর তার প্রতি ইলহাম করেছেন ; ৯—(ف+الهم+ها)-فَالْهَمَّهَا  
—জরুর+)-فُجُورْهَا-তার গুনাহসমূহ—(تقوهَا)-تَقْوِهَا-তা থেকে বাঁচার উপায়।<sup>১০</sup>  
—নিসদেহে সে সফল হয়েছে ; ১১—যে ; ১২—زَكْهَا-(زকি+ها)-زَكْهَا-নিজেকে পরিশুদ্ধ করে  
নিয়েছে।<sup>১১</sup> ১২—আর—  
—মেন—যে ; ১৩—(دَسِ+ها)-دَسْهَا-ই ব্যর্থ হয়েছে ; ১৪—মেন—যে ; ১৫—(دَسِ+ها)-  
নিজেকে কলুষিত করেছে।<sup>১৫</sup> ১৬—কَذَبَتْ—মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ;

(খ) কসম আসমানের এবং যিনি তাকে বানিয়েছেন তাঁর। কসম যমীনের এবং যিনি তাকে বিছিয়েছেন তাঁর। কসম মানবাদ্বার এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। তাঁদের মতে, এ অর্থই পরবর্তী কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

৪. এখানে 'নাফস'-এর মধ্যে মানুষ ও জিন উভয়ই শামিল রয়েছে। আঘাতে সুবিন্যস্ত করার অর্থ—তাকে একটি দেহ দান যা সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট ; তাকে হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি যথোপযোগী স্থানে সংযোজন করেছেন। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও দ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। তাকে চিঞ্চা ও বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি, যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করার শক্তি, কল্পনা শক্তি, শৃঙ্খলা শক্তি, ভাল-মন্দ পার্থক্য করার শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, সংকলনে দৃঢ়তা অবলম্বনের শক্তি ইত্যাদি দান করেছেন যার ফলে সে মানুষের উপযোগী কাজ করতে সমর্থ হয়েছে। এর মধ্যে এ অর্থও শামিল রয়েছে যে, তিনি মানুষকে জন্মাগত পাপী তৈরি না করে সহজ-সরল ও স্বাভাবিক প্রকৃতি ও স্বভাবসম্মত করে সৃষ্টি করেছেন।

৫. 'ইলহাম' শব্দমূল থেকে 'আলহামা' শব্দটি গৃহীত। এর অর্থ তিনি মানুষের অন্তরে পাপ-পুণ্যের ধারণা ও ঝৌকপ্রবণতাকে বন্ধমূল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর তাআলা সৃষ্টিকালেই মানুষের স্বত্বাব-প্রকৃতিতে ও অবচেতন মনে পাপ-পুণ্যের ধারণা ও প্রবণতাকে রেখে দিয়েছেন। এটা প্রত্যেক মানুষই নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। তার নেতৃত্বে চরিত্রে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়-এর প্রবণতা বিদ্যমান। পাপ খারাপ এবং পরহেয়গারী

ثُمَّوْدٌ بِطَغْوِهَا ۝ إِذْ أَنْبَعْتَ أَشْقَهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ

সামুদ জাতি<sup>১</sup> নিজেদের বিদ্রোহের কারণে । ১২. যখন ক্ষেপে গেলো তাদের মধ্যকার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য

লোকটি ; ১৩. তখন তাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সালেহ) বললেন—

سَامُودٌ-সামুদ জাতি ; (ب+طغوی+ها)-বিদ্রোহের কারণে । ১২. ই-  
যখন ; (أشقي+ها)-আশক্ষেপে গেল ; (آشقها)-তাদের মধ্যকার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য  
লোকটি । ১৩. (ف+قال)-তখন বললেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; رَسُولُ-রাসূল ; اللَّهُ -  
আল্লাহর ;

ভাল-এর মানব প্রকৃতি পরিচিত । তবে এ স্বভাবজাত ইলহাম প্রত্যেক প্রাণীকেই তাদের সৃষ্টিগত মর্যাদা ও স্বরূপ অনুযায়ী দিয়েছেন । এ দিক থেকে মানুষের স্থান সর্বোচ্চে । এজন্য মানুষের সত্ত্বার মধ্যে জৈবিকতার সাথে সাথে নৈতিকতাও বিদ্যমান সুতরাং মানুষকে শুধুমাত্র জৈবিক প্রাণী ধরে নিয়ে তার জন্য কোনো বিধান তৈরি করা যথোর্থ হতে পারে না ।

৬. সূরার শুরু থেকে যেসব জিনিসের কসম করা হয়েছে সেগুলো পরম্পর বিরোধী । যেমন—সূর্য-চন্দ্র, দিন-রাত ও আসমান-যমীন । একইভাবে মানব প্রকৃতিতে ভাল-মন্দ দুটো পরম্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । আল্লাহ তাআলা মানুষকে উল্লিখিত ভাল-মন্দের কোনো একটি গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন । এখন সে যদি ‘ভাল’কে গ্রহণ করে নিজে কে পরিশুল্ক করে নেয়, তাহলে সফল হয়ে গেল । আর যদি মন্দকে গ্রহণ করে, তাহলে সে নিজেকে ধৰ্মসের মধ্যে ফেলে দিল ।

৭. এখানে আল্লাহ তাআলা সামুদ জাতির পরিণতি উল্লেখ করে যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তাহলো—মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে যদিও পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও সঠিক পথ, ভ্রান্ত পথ সম্পর্কে ইলহামী তথা চেতনালক্ষ জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন, তথাপি এ জ্ঞান ব্যক্তির চলার পথের বিস্তারিত নির্দেশনা লাভের জন্য যথেষ্ট নয় । তাই আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বাছাই করা মানুষের উপর ওহী প্রেরণ করে মানুষকে বিস্তারিত পথনির্দেশনা দান করেছেন । ওহীর মাধ্যমে তিনি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ‘ফুজুর’ বা দুর্ভুতি কি, যা থেকে মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে । আর ‘তাকওয়া’ বা আল্লাহভীতি-ই বা কি, যা মানুষকে অর্জন করতে হবে এবং এর সাথে তাকওয়া অর্জনের উপায়ও জানিয়ে দেয়া হয়েছে । মানুষ যদি ওহীর মাধ্যমে প্রাণ বিস্তৃত নির্দেশনা গ্রহণ না করে, তাহলে সে দুর্ভুতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না এবং তাকওয়া অবলম্বনের উপায়ও সে পাবে না ।

সামুদ জাতির উদাহরণ পেশ করে বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের নবী সালেহ (আ)-এর মাধ্যমে আগত আল্লাহর ওহীর নির্দেশনাকে অমান্য করার কারণে দুনিয়াতেই তাদের উপর ধৰ্ম অবধারিত হয়েছে ; আর আখেরাতের শাস্তিতে নির্ধারিত রয়েছে । সুতরাং সর্বশেষ নবী হ্যরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে আগত ওহীভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থার প্রতিও যে কেউ উপেক্ষা দেখাবে এবং অঙ্গীকৃতি জানাবে, তাদের পরিণতিও ‘সামুদ’ জাতির মতই হবে ।

نَاقَةَ اللَّهِ وَسَقَيْهَا ۖ فَكُلْ بِوَهْ فَعَرَوْهَا ۖ فَلَمْ

আল্লাহর উটনী। তাকে পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থেকো ;<sup>১</sup> ১৪. কিন্তু তারা তাকে (রাসূলকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং তাকে (উটনীটিকে) হত্যা করলো ;<sup>২</sup> ফলে সমূলে ধৰ্ম করে দিলেন

عَلَيْهِ رَبِّهِمْ بْنِ نِبِيِّهِ فَسَوْبِهَا ۖ وَلَا يَخَافُ عَقْبَهَا ۖ

তাদেরকে, তাদের প্রতিপালক—তাদের শুনাহের কারণে এবং (মাটিতে) তাদেরকে মিশিয়ে দিলেন। ১৫. আর তিনি তো ভয় করেন না তার পরিণামকে।<sup>৩</sup>

تَائِهٌ - উটনী ; - آللَّهِ - سَقَيْهَا ; - وَ - سَتَرْكَ - তাকে পান করানোর ব্যাপারে।<sup>৪</sup> - (ف+কিন্তু)- تَأْكِيدَرْبِرْ - তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ; এবং হত্যা করলো তাকে (উটনীটিকে) ; - (ف+ক্ষুণ্ণ)- فَعَرَوْهَا ; - (ف+ধর্ম)- فَدَمْدَمَ - তাদেরকে ; - عَلَيْهِمْ - (ب+ভুক্ত)- بَذَنْبِهِمْ ; - (রব+হম)- رَبِّهِمْ - তাদের প্রতিপালক ; তাদের শুনাহের কারণে ; - (ف+সুই+হা)- فَسَوْبِهَا ; এবং তাদেরকে (মাটিতে) মিশিয়ে দিলেন।<sup>৫</sup> - وَ - آর ; - لَا - تিনিতো ভয় করেন না ; - عَقْبَهَا - তার পরিণামকে।

৮. অর্থাৎ সামুদ্র জাতি হ্যরত সালেহ (আ)-এর নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদের হেদায়াতের জন্যই তাকে পাঠানো হয়েছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কার্যক্রম শুরু করলো। তাদের দাবী অনুসারে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দশন আসার পরও তারা বিদ্রোহুলক আচরণ ত্যাগ করলো না।

৯. সামুদ্র জাতির লোকেরা হ্যরত সালেহ (আ)-এর নবুওয়াতের সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিয়া দাবী করলো। অতপর নবী আল্লাহর হৃকুমে পাথরের মধ্য থেকে একটি জীবন্ত উটনী তাদের সামনে হায়ির করলেন। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর এ উটনী নিজ ইচ্ছামত ঘূরে বেড়াবে। একদিন সে একা কৃপের পানি পান করবে, অন্য দিন তোমরা তোমাদের পশু সমেত কৃপের পানি পান করবে। খবরদার, তোমরা তার গায়ে হাত লাগাবে না; যদি তার ব্যতিক্রম করো তাহলে তোমাদের উপর কঠিন আঘাব বর্ষিত হবে। তারা কিছুদিন সালেহ (আ)-এর সতর্কতা মেনে চললো; কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা তাদের সরদার বড় শয়তানকে ডেকে উটনীটিকে শেষ করে দেয়ার জন্য বললো। আর সে উটনীটিকে হত্যা করলো। ফলে তাদের উপর আপত্তি হলো আল্লাহর আঘাব। এক বিকট বজ্রখনিতে তারা নিজ গৃহেই মরে পড়ে থাকলো।

১০. তারা উটনীকে হত্যা করার পরও অনুশোচনার পরিবর্তে সালেহ (আ)-এর কাছে দাবী করলো যে, যে আঘাবের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখিয়েছিলে, তা কোথায়, নিয়ে এসো। সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন—তিন দিন তোমরা নিজ গৃহে আরাম-আয়েশে

কাটাও, এটা এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা হবার নয়। সূরা আ'রাফের ৬৫ ও ৭৭। আয়াতে এ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সবার উপর কর্তৃত্বশীল। সুতরাং কোনো জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গিয়ে তার পরিগাম সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কারণ সামুদ্র জাতির উপর আপত্তিত শাস্তির প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে এমন কোনো শক্তিতো নেই।

### সূরা আশ শাম্সের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা এ সূরায় অথবাত আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিনিয়ত প্রকাশমান ছয়টি জিনিসের ক্ষম করে যে পরবর্তী কথাটি বলছেন, তা অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কথাটির শুরুত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্যই এখানে উল্লিখিত জিনিসগুলোর ক্ষম করেছেন। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই তার শুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

২. ছিতীয়ত, 'নাফ্স' তথা মানুষের ব্যক্তি সত্ত্ব ক্ষম করে সেই শুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রকৃতিতে তিনি দুটো বিপরীতমূর্খী বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা সৃষ্টিগতভাবে ইলহাম করে (চেলে) দিয়েছেন। সুতরাং প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ দুটো যোগ্যতা-প্রবণতা বিদ্যমান। আর তাহলো—পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দের পার্থক্যবোধ ও তা করার যোগ্যতা-প্রবণতা।

৩. উল্লিখিত ক্ষমসমূহের জবাব তথা সিদ্ধান্ত হলো—পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দের পার্থক্যবোধ যেহেতু মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, সেহেতু মানুষ এ বোধ তথা অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে পুণ্য করা ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে নিজেকে পরিষেব করে আখেরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে। অতএব আমাদেরকে আখেরাতের সফলতার জন্য উল্লিখিত পথেই অহসর হতে হবে।

৪. আমরা যদি পাপ থেকে বেঁচে থেকে পুণ্যে পথে এগিয়ে যেতে না পারি তাহলে আখেরাতে আমাদেরও ব্যর্থতা অনিবার্য। সুতরাং আমাদেরকে এ ব্যাপারে সদা-সচেতন থাকতে হবে।

৫. মানুষের ব্যক্তিসম্মত পাপ-পুণ্যের কৌক-প্রবণতা ও যোগ্যতা-ক্ষমতা থাকলেও পাপ থেকে বেঁচে থেকে পুণ্য কাজে নিয়োজিত হওয়া সম্ভব নয়; কেননা পাপ বা পুণ্যের বিস্তারিত জ্ঞান তার মধ্যে নেই। আর তাই মানুষ আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত ওহীর প্রতি মুখ্যাপেক্ষী। সুতরাং আমাদেরকেও পাপ-পুণ্যের সুবিস্তৃত জ্ঞানের জন্য ওহীর শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

৬. ওহীর শিক্ষা তথা আল্লাহর কিভাব ও রাসূলের সুন্নাহর শিক্ষা অর্জন ও অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে অধিবা তার বিরোধী হলে অতীতের জাতিসমূহের মত দুনিয়ার জীবনে বিপর্যয় এবং আখেরাতের চূড়ান্ত ব্যর্থতা অনিবার্য। অতএব আল্লাহর কিভাব আল কুরআন ও রাসূলের হাদীসের জ্ঞান অর্জন ও সে অনুসারে আমাদের জীবন গঠিতে হবে।

৭. 'সামুদ' জাতি যেমন ওহীর শিক্ষা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে; অধিকস্তু তাদের নবীর বিদ্রোহী হয়ে গিয়ে নবীকে কষ্ট দিয়েছে, পরিগামে দুনিয়াতে তাদের উপর নেমে এসেছে বিপর্যয়, আর পরকালীন অস্তীন শাস্তিতো রয়েছেই। আমাদেরকে সামুদ জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৮. সুতরাং দুনিয়ায় শাস্তি লাভ ও আখেরাতের কঠিন আব্যাব থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে হলে ওহীর শিক্ষা তথা নবী-রাসূলদের আন্তী শিক্ষা অর্জন করে সে অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিষেব করার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

**সূরা আল লাইল**  
**আয়াত ৪ ২১**  
**কুণ্ডু' ৪ ১**

**নামকরণ**

‘লাইল’ অর্থ রাত। সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

সূরা আশ শামস ও অত্র সূরার বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। তাই বলা যায় উভয় সূরার নাযিলের সময়কালও একই। উভয় সূরাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মুক্তায় নাযিল হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয়**

পূর্ববর্তী সূরার মত—মানব জীবনের দুটি ভিন্ন পথের পার্থক্য এবং উক্ত পথ দুটিতে চলার পরিণাম ফলের ভিন্নতা বর্ণনা করাই এ সূরারও মূল আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য বিষয়ের আলোকে সূরাটিকে দু’ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম থেকে একাদশ আয়াত পর্যন্ত একটি ভাগ; আর দ্বাদশ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত অপর ভাগ। প্রথম ভাগে বলা হয়েছে যে, মানুষের সার্বিক প্রচেষ্টা ও কর্ম-তৎপরতা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমনই পরম্পর বিরোধী যেমন রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের একটি অপরাদির বিরোধী। অতপর মানুষের বিশাল প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা থেকে পরম্পর বিরোধী তিনটি করে বৈশিষ্ট্য উদ্বাহরণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। যেমন—(ক) দান-সদকা, (খ) আল্লাহ ভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন এবং (গ) সংবৃতিকে কল্যাণকর বলে মেনে নেয়া। এর বিপরীতে রয়েছে (ক) কৃপণতা, (খ) আল্লাহর অসঙ্গোষ সম্পর্কে বেপরওয়া হওয়া এবং (গ) ভাল কথা ও কাজকে মিথ্যা গণ্য করে অমান্য করা। উপরোক্ত প্রথম তিনটি নৈতিক গুণের বিপরীতে রয়েছে পরবর্তীতে উল্লেখিত তিনটি নৈতিক গুণ। প্রথমোক্ত শুণগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত যেমন শেষোক্ত শুণগুলো তেমনি এগুলোর ফলাফলও বিপরীত হতে বাধ্য। প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জনকারীদের জন্য আল্লাহ ভাল পথে চলাকে সহজ করে দেন; অপরদিকে শোষোক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জনকারীদের জন্য বাঁকা পথে চলাকে তিনি সহজ করে দেন। অর্থাৎ কৃপণতা, আল্লাহর অসঙ্গোষের ব্যাপারে বেপরওয়া এবং ভাল কথা ও কাজকে মিথ্যা গণ্য করার কারণে তাদের জন্য ভাল কাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। তাদের আবেরাতের জীবন ধৰ্মস হয়ে যাবে; আর তখন তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য কোনো কাজেই আসবে না।

দ্বিতীয় ভাগেও অনুরূপ তিনটি মৌলিক তত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষাক্ষেত্রে সঠিক পথ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। দুই,

ইহকাল ও পরকাল উভয়ের নিরংকুশ মালিকানা আল্লাহর। মানুষ এ দু'য়ের যেটাই চাইবে, আল্লাহ তা-ই দেবেন। এখন মানুষ নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, সে আল্লাহর নিকট ইহকাল চাইবে, না পরকাল চাইবে। তিন, আল্লাহ তা-আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে কল্যাণকর পথ দেখিয়েছেন, যে দুর্ভাগ্য তাকে মিথ্যা গণ্য করে উল্লে পথে চলবে তার জন্য জাহান্নাম প্রতীক্ষারত। পক্ষান্তরে, যে মুস্তাকী আল্লাহর সজ্ঞাষ লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জ্ঞান-মাল আল্লাহর পথে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং সেও তাঁর দান পেয়ে পরিতৃষ্ঠ হবে।



রকু' ১

## ৯২. সূরা আল লাইল-মাঝী

আয়াত ২১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشِيٌ ۗ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ٢ ۗ وَمَا خَلَقَ اللَّذِكَرَ

১. কসম রাতের যখন তা (সব কিছু) দেকে ফেলে । ২. কসম দিনের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয় । ৩. কসম তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন নর

وَالْأَنْثَىٰ ۗ إِنْ سَعَيْكُمْ لَشَتِيٌ ۗ فَآمَامَ مِنْ أَعْطِيٍ وَآتَقِيٌ ۗ

ও নারী । ৪. অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা (পরম্পর) বিভিন্ন প্রকারের ।

৫. অতএব যে লোক দান করেছে (ধন-সম্পদ) এবং ভয় করেছে (আল্লাহকে) ;

وَصَدَقَ بِالْحُسْنِيٌ ۗ فَسَنِيسِرَةَ لِلْيُسْرَىٰ ۗ وَآمَانَ

৬. আর উত্তম ও সুন্দরকে সত্যরূপে গ্রহণ করেছে ; ৭. আমি সুগম করে দেবো তার সহজ পথে চলাকে । ৮. আর যে

- ①-কসম -তা (সব কিছু) দেকে ফেলে । ②-কসম -দিনের ; ③-যখন ; ④-আলোকোজ্জ্বল হয় । ⑤-কসম -তাঁর যিনি ; ⑥-নর ; ⑦-অবশ্যই ; ⑧-সৃষ্টি করেছে ; ⑨-সৃষ্টি করেছে ; ⑩-অন্থি ; ⑪-আলোকোজ্জ্বল হয় । ⑫-কসম -সৃষ্টি করেছে ; ⑬-অন্থি ; ⑭-সৃষ্টি করেছে ; ⑮-আলোকোজ্জ্বল হয় । ⑯-অন্থি ; ⑰-সৃষ্টি করেছে ; ⑱-আলোকোজ্জ্বল হয় । ⑲-অন্থি ; ⑳-আলোকোজ্জ্বল হয় । ⑲-আলোকোজ্জ্বল হয় । ⑳-আলোকোজ্জ্বল হয় । ১-অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা বিভিন্ন প্রকারের । এটাই হলো উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের কসমের জবাব । অর্থাৎ একথাটি বলার জন্যই উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের কসম করা হয়েছে । রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ; আর এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যেমন ভিন্ন প্রকৃতির তেমনি মানুষের চেষ্টা-সাধনাও একে অপরের থেকে ভিন্ন পথে এবং ভিন্ন লক্ষে হয়ে থাকে । অতএব তাদের চেষ্টা-সাধনার ফলাফলও ভিন্ন হতে বাধ্য ।

১. 'অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা বিভিন্ন প্রকারের ।' এটাই হলো উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের কসমের জবাব । অর্থাৎ একথাটি বলার জন্যই উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের কসম করা হয়েছে । রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ; আর এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যেমন ভিন্ন প্রকৃতির তেমনি মানুষের চেষ্টা-সাধনাও একে অপরের থেকে ভিন্ন পথে এবং ভিন্ন লক্ষে হয়ে থাকে । অতএব তাদের চেষ্টা-সাধনার ফলাফলও ভিন্ন হতে বাধ্য ।

## بَخِلَ وَأَسْتَغْفِنِي ۝ وَكَلَّ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنِيهِرَةُ الْعَسْرِيُّ

কৃপণতা করেছে এবং বেগেরওয়াভাব দেখিয়েছে ; ১. আর উত্তম ও সুন্দরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ;

১০. আমি সুগম করে দেবো তার কঠিন পরিণামের পথে চলাকে ।<sup>৫</sup>

১. কৃপণতা করেছে ; ২.-এবং-বে-পরওয়াভাব দেখিয়েছে । ৩.-আর-বখ-কৃপণতা করেছে ; ৪.-এবং-বে-পরওয়াভাব দেখিয়েছে । ৫.-আর-কঢ়-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; ৬.-আল-উত্তম ও সুন্দরকে । ৭.-আল-লেফ্সীর-আমি সুগম করে দেবো তার কঠিন পরিণামের পথে চলাকে ।

২. উল্লেখিত ৫ ও ৬ আয়াতে মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সকল গুণাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে । প্রথম হলো—মানুষ যেন অর্থের মোহে পড়ে অর্থলিঙ্গায় ডুবে না যায় ; বরং সে যেন নিজের অর্থ-সম্পদ সাধ্যমত আল্লাহর দীনের পথে এবং আল্লাহর বান্দাহদের কল্যাণে ব্যয় করে । দ্বিতীয়ত, সে যেন দুনিয়ার জীবনে সকল কাজে সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয় মনে রেখে জীবন যাপন করে । তৃতীয়ত, সে যেন উত্তম ও সুন্দরকে সত্য বলে মেনে নেয় । এটা অত্যন্ত ব্যাপক কথা । বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কাজ—এ তিনটিই এর অন্তর্ভুক্ত । বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উত্তম ও সুন্দরকে সত্য বলে মানা হলো—শিরক, কুফর ও নাস্তিক্যবাদ ত্যাগ করে তাওহীদ রিসালাত ও আখ্বেরাতকে মেনে নেয়া ; আর নৈতিক চরিত্র ও কাজের ক্ষেত্রে উত্তম ও সুন্দর হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে পদ্ধতি দিয়েছেন তা । অতএব এ ক্ষেত্রে মানুষকে মানব রচিত সকল নৈতিকতা ও কর্মনীতিকে বাদ দিয়ে উক্ত পদ্ধতিকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে ।

৩. ‘সহজ পথ’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে মানুষের স্বতাব-প্রকৃতির সাথে যিল রয়েছে এমন পথকে । কারণ এ পথে চলতে নিয়ে বিবেকের সাথে দন্ত-সংগ্রামে লিঙ্গ হতে হয় না । এমন কি মানুষের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরও জোর খাটোনোর প্রয়োজন পড়ে না, কেননা দেহ ও অংগ-প্রত্যঙ্গকে এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে । পাপ-পূর্ণ জীবনে যেমন প্রতি পদে সংঘাত-সংঘর্ষ ও অনিষ্টয়তা-আশংকা থাকে এ পথে চলতে মানুষকে তেমন ধরনের বাধা-সংঘাতের মুখোমুখি হতে হয় না ; বরং মানুষের সমাজে প্রতি পদে সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রেম-ভালবাসা ও সম্মান লাভ করা যায় । ‘সহজ পথ’ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে । যারা এপথে চলেছে তারাই এটা বুঝতে পেরেছে ।

আর এ পথে চলাকে সুগম করে দেয়ার অর্থ হলো—মানুষ যখন এ উত্তম ও সুন্দর পথকে সত্য বলে মেনে নিয়ে এ পথে চলা শুরু করে তখন আল্লাহ তার এ পথ চলাকে সুগম করে দেন । সে যখন আর্থিক কুরবানী ও ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে দীনের পথে এগিয়ে চলে, তখন সামনে কোনো কষ্ট-কাঠিন্য ও প্রতিবন্ধকতা যা-ই আসুক না কেন তা সে সহজেই উপড়ে ফেলে তার লক্ষ্যপাণে এগিয়ে যেতে পারে । এটা তাঁর নিকট কোনো কঠিন মনে

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَىٰ فِي أَنَّ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ إِنْ

১১. আর তার ধন-সম্পদ কোনু কাজে আসবে যখন সে (জাহানামের) খাদে পড়ে যাবে ?<sup>৩</sup> ১২. নিচয়ই পথের দিশা দেখানো আমার দায়িত্ব ।<sup>৭</sup>

①-আর ; ৮-কোন ; ৯-কাজে আসবে ; ১০-তার ; ১১-(মাল+)-তার ধন-সম্পদ ; ১২-যখন ; ১৩-তর্দায় সে (জাহানামের) খাদে পড়ে যাবে । ১৪-নিচয়ই ; ১৫-আমার দায়িত্ব ; ১৬-লহুন্দী(ল+হুন্দী)-পথের দিশা দেখানো ।

হয় না । অবশ্য এ পথে চলতে শুরু করার পূর্বে শয়তান এ পথে চলাকে বিপদজনক, ভীতিপ্রদ ও অসম্ভব বলে তার সামনে তুলে ধরে ; কিন্তু মানুষ যখন শয়তানের সকল প্রকার কূট-কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে এ পথে যাত্রা শুরু করে, তখন শয়তানের প্রচারণা মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয় ।

৪. বিভীষ পথটি হলো সেই পথ যার পরিগাম অত্যন্ত কঠিন । যেসব লোক এ পথে চলার চেষ্টা-সাধনা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের এ পথে চলাকে সহজ করে দেন । যারা এ পথের যাত্রী তারা আল্লাহর পথে, জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করতে চায় না । তারা পাপাচারে আল্লাহর অস্তুষ্টিকে ভয় করে না । তারা সত্য ও সুন্দরকে সত্য বলে মেনে নেয় না । অপরদিকে তারা নিজের আরাম-আয়েস ও বিলাসিতায় যাছেতাই অনর্থক অর্থ ব্যয় করতে রাজী নয় । আর যদিও বা কিছু ব্যয় করতে রাজী হয়, তবে তাতে নিহিত থাকে বৈষয়িক নাম-শব্দ-খ্যাতি লাভের গোপন ইচ্ছা । আল্লাহর সন্তুষ্টি-অস্তুষ্টির কোনো তোয়াক্তাই তারা করে না । এসব লোককে আল্লাহ তাদের ইচ্ছানুসারে চলতে সুযোগ করে দেন, যাতে করে তারা এ কঠিন পরিগামের পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং তার বিষময় ফল ভোগ করতে পারে ।

৫. এ পথকে কঠিন বলা হয়েছে এজন্য যে, এ পথ আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক বিধানের বিরোধী । এ পথের পথিককে সদা-সর্বদা আইন, ন্যায়-নীতি, সততা, বিশৃঙ্খলা, চরিত্রিক পবিত্রতা এবং সমাজ-পরিবেশের সাথে যুক্ত-সংঘর্ষে লিঙ্গ থাকতে হয় । তার দ্বারা মানবজাতির কল্যাণের পরিবর্তে তার নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ হয় । সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ করে, ফলে সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিগত হয় । সে দুর্বল হলে এসব কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের অপমানকর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয় । আর সফল হলে মানুষ তাকে অন্তর থেকে সম্মান করে না । প্রকাশ্যে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির সামনে মাথা নত করলেও অন্তরে তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে একজন বজ্জাত ও দর্বৃত্ত হিসেবে ঘৃণা করে । এ পথ শিরক ও কুররের পথ । সর্বোপরি এটা জাহানামের পথ ।

আর এ কঠিন পথে চলা সুগম করে দেয়ার অর্থ সৎপথে তথা সহজ পথে চলার সুযোগ তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে । অসৎপথে চলার জন্য অসংখ্য দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হবে, যা তার একান্ত কাম্য ।

وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ⑩ فَانْذِرْ تَكْرَنَارًا تَلَظِي ⑪

১৩. আর অবশ্যই আমারই অধিকারে পরকাল ও ইহকাল । ১৪. তাই আমি  
লেলিহান আগুন সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি ।

لَا يَصْلِهَا إِلَّا الْأَشْقَى ⑫ الَّذِي كَلَبَ وَتَوَلَّ ⑬

১৫. তাতে প্রবেশ করবে না সেই হতভাগ্য ছাড়া ; ১৬. যে মিথ্যা আরোপ করেছে  
(নবীর প্রতি) এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (ঈমান আনা থেকে) ।

وَ ⑭-আর ; অন- ⑮-আমারই ; অধিকারে ; لِلْآخِرَةِ ⑯-পরকাল । -ও ⑭-  
-ও ⑮-(ف+اندرت+كم)-فَانْذِرْ تَكْم ⑯-(ال+ولى)-اَلْأُولَى । ⑭-তাই । ⑮-আমি  
তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি ; ⑯-আগুন-تَلَظِي । ⑯-লেলিহান ।

لَا ⑭-اَلْشَقَى ⑯-لَا يَصْلِهَا । ⑭-তাতে প্রবেশ করবে না ; لَا-ছাড়া । ⑯-  
ال(+)-اَلْشَقَى । ⑯-যে-كَذَبَ । ⑯-মিথ্যা আরোপ করেছে (নবীর প্রতি) ;  
-এবং-মুখ ফিরিয়ে, নিয়েছে (ঈমান আনা থেকে) ।

৬. অর্থাৎ তাকে তো মরতে হবে । সেতো আর চিরজীব নয় । তখন তার স্থান হবে  
জাহানামের গর্তে । তখন তার ধন-সম্পদ ও দালান-কোঠা তার কি কাজে লাগবে ?  
এগুলো নিয়ে তো আর সে কবরে যেতে পারবে না । আর এসব সেখানে অচল গণ্য ।

৭. অর্থাৎ মানুষের স্মষ্টা যখন আমি, তখন তাদেরকে পথের সঙ্কান দেয়াও আমার  
দায়িত্ব । তাই আমি যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছি । কোনু পথ  
সঠিক, কোনু পথ ভুল ; কোন্টি নেক কাজ, কোন্টি শুনাহের কাজ ; কোন্টি হালাল,  
কোন্টি হারাম—এসব কিছুই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ।

অর্থাৎ বাঁকা পথ যখন রয়েছে, তখন সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই  
নিয়েছেন ।

৮. এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই সঠিক ও যথার্থ—

(ক) দুনিয়া থেকে আবেরাত পর্যন্ত তুমি আমার হাতের মুঠোয় বন্দী । কোনো একটি  
পর্যায়েও তুমি তা থেকে মুক্ত নও ; কেননা উভয়টির মালিক আমি ।

(খ) তোমরা আমার দেখানো পথে চল আর নাই চল, তাতে আমার কোনো লাভ-  
ক্ষতি নেই । কারণ আমার মালিকানা ও পরকাল বিস্তৃত । তোমরা যদি এ পথে চল, তাহলে  
তোমাদেরই কল্যাণ । আর যদি ভুল পথে চল তোমরাই খৎস হয়ে যাবে । তোমাদের মান  
আর না মানায় আমার মালিকানায় বৃদ্ধি-ঘাটতি হবে না ।

(গ) উভয় জগতের মালিক যেহেতু আমি, তাই তোমরা দুনিয়া চাইলেও তা পেতে  
পার ; আর পরজগত চাইলে তাও এখান থেকে অর্জন করে নিতে পার ।

وَسِيْجِنِبَهَا الْأَتْقَىٰ ۝ الَّذِي يُؤْتَىٰ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝

১৭. আর তা থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে প্রম মুত্তাকীকে ;<sup>১০</sup> ১৮. যে আঘাতদ্বি  
লাভের উদ্দেশ্যে তার সম্পদ দান করে ।

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝ إِلَّا بِتَغْاءِ وَجْهٍ ۝

১৯. আর নেই কারো তার প্রতি কোনো অনুগ্রহ, যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে ;  
২০. তবে (সে করেছে) সন্তুষ্টি লাভের আশায়

### رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسْوَفَ يَرْضِىٰ ۝

তার মহান প্রতিপালকের ।<sup>১১</sup> ২১. আর অচিরেই তিনি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন ।<sup>১২</sup>

الْأَتْقَىٰ ;-(সিজিন্ব-হা)-তা থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে ;  
(-এ+হ)-মাল-يُؤْتَىٰ ;-(ال-এ)-প্রম মুত্তাকীকে ।<sup>১৩</sup>-যে-আল-এ-ত্তাকী)-  
সম্পদ ;-(এ+হ)-লাহ-ম-নেই ;-(এ+হ)-আর-ম-কারো ;-(এ+হ)-অনুগ্রহ ;-(এ+হ)-অনুগ্রহ-যার প্রতিদান  
তাকে দিতে হবে ।<sup>১৪</sup>-তবে (সে করেছে) ;-(এ+হ)-আশায় ;-(এ+হ)-ও-আর-মহান ।<sup>১৫</sup>-  
লস্বফ ;-(এ+হ)-মহান ।<sup>১৬</sup>-আর ;-(এ+হ)-আল-এ-আলী ;-(এ+হ)-আলী-আর-র-  
সন্তুষ্টি-অচিরেই তিনি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন ।

৯. এখানে ‘আশকা’ দ্বারা চরম হতভাগ্য এবং ‘আত্কা’ দ্বারা পরম পরহেয়গার বুবানো  
হয়েছে । এ দুটো চরিত্র পরম্পর বিরোধী । এ দুটোকে পাশাপাশি উল্লেখ করে এ দুটোর  
পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে । এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমস্ত শিক্ষাকে অমান্য-  
উপেক্ষা করে চলে, তার পরিণাম তো জাহান্নামই হবে । আর যে জাহান্নামবাসী হবে  
সে চরম হতভাগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে । অপর ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত  
পথে চলে নিঃস্বার্থভাবে তাকে দেয়া সম্পদ সে পথে ব্যয় করে নিজেকে পরিশুল্ক করে নেয়,  
সে-ই তো প্রম মুত্তাকী, তার পরিণম তো আর হতভাগ্য মত হতে পারে না । অবশ্যই সে  
জান্নাতের অধিকারী হবে ।

১০. এখানে প্রম মুত্তাকী ব্যক্তির সুস্পষ্ট বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে । মুত্তাকী  
ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদ যাদের কল্যাণে ব্যয় করে, তাদের নিকট সে পূর্ব থেকে তার  
উপর কৃত কোনো অনুগ্রহ জালে আবদ্ধ নয়, যার বদলা সে এখন দিচ্ছে । অথবা ভবিষ্যতে  
তাদের নিকট থেকে কোনো স্থার্থ উদ্ধার হবে, সেজন্য তাদেরকে উপহার-উপটোকন  
দিচ্ছে—ব্যাপার এমনও নয় ; বরং সে তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই নিজের  
ধন-সম্পদ দৃঢ় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে । আল্লাহর সন্তোষই তার একমাত্র লক্ষ ।

এ ধরনের কাজের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক—  
নির্যাতিত গোলাম ও বাঁদীদের আযাদ করা, সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে  
মুক্তির কাফের ধনিক শ্রেণী অসহায় গোলাম-বাঁদীদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন  
চালাচ্ছিল তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দানের জন্য হযরত আবু বকর (রা) নিজের অর্থ-  
সম্পদ অকাতরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছিলেন।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ অবশ্যই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অথবা, অচিরেই আল্লাহ  
তাঁকে এমন কিছু দেবেন যার ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এ দুটো অর্থই এখানে হতে  
পারে, আর দুটোই সঠিক।

### সূরা আল লাইলের শিক্ষা

১. অত্ত সূরায় আল্লাহ তাআলা রাত ও দিন এবং নর ও নারী—এ চারটি জিনিসের কসম করে  
পরবর্তীতে ৪নং আয়াতে বর্ণিত কথাটির গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। সূতরাং আমাদেরকে ৪নং আয়াতে  
বর্ণিত কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

২. সমগ্র মানব জাতির চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শ্রম-সাধনা দুটো পরম্পর বিরোধী পথে পরিচালিত। পথ  
যেহেতু দুটো এবং বিপরীত দিকে চলে গেছে; সূতরাং এ দু' পথের পথিকরা একই গতিব্যো পৌছবে  
না, পৌছতে পারে না। অতএব আমাদেরকে এখান থেকেই আমাদের গন্তব্যস্থল স্থির করে নিতে হবে।

৩. একটি পথের যাত্রীদের বৈশিষ্ট্য হলো—যারা তাদেরকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির  
উদ্দেশ্যে আল্লাহর দেখানো খাতে ব্যয় করে, সর্বকাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির ভয় মনে রাখে,  
আর যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতে উত্তম ও সুন্দর তাকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। অতএব  
আমাদেরকেও এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে হবে।

৪. উল্লিখিত পথে চলার পূর্বে পথাটিকে যতই কঠিন ও দুর্গম মনে হোক না কেন, অকৃতপক্ষে এ  
পথে চলাই সহজ ও সর্বদিক থেকে নিরাপদ। কারণ আমরা যদি এ পথে চলার জন্য নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে  
এগিয়ে চলি, তবে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং এ পথে চলাকে সহজ করে দেবেন। আমাদেরকে  
শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যাত্রা শুরু করতে হবে।

৫. বিপরীত পথের যাত্রীদের বৈশিষ্ট্য হলো—তারা তাদেরকে দেয়া ধন-সম্পদ আল্লাহর দেখানো  
জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে; নিজেদের কোনো কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির  
কোনো পরওয়া করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত উত্তম ও সুন্দর বিষয়গুলোকে সত্য  
বলে মেনে নেয় না; অবশ্যই এ পথে চলতে চাইলে তাও আল্লাহ সুযোগ করে দেবেন। আমাদেরকে  
সতর্ক থাকতে হবে যেন এসব বদগুণ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়; আর পূর্ব থেকে এসব যদি  
আমাদের মধ্যে থেকেও থাকে, তাহলে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৬. আমাদেরকে শরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়ার সম্পদের আবেরাতে কোনো কানাকড়িও মূল্য  
নেই। সম্পদ যদি আবেরাতের চিরতন জীবনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষাই না করতে  
পারে, তা হলে তা কোনো কাজেই আসবে না। বরং তখন তা শাস্তির মাঝা বাঢ়িয়ে দেবে।

৭. শরণ রাখতে হবে ইহকাল-পরকাল উভয়ের একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহর। সূতরাং তাঁর  
আওতা ছেড়ে অন্য কোথাও পালাবার কোনো পথ নেই। পথতো শুধুমাত্র উল্লিখিত দুটোই। সূতরাং  
সময় থাকতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথেই চলা সর্বদিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজ।

৮. শরণ রাখতে হবে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মত হতভাগ্য আর কেউ হবে না। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে, যেন এ ধরনের হতভাগ্য আমাদের না হতে হয়।

৯. যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সেই হতভাগ্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে; অপর দিকে যে সকল প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করবে, সেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি অর্জন করবে।

১০. এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন এবং আল্লাহ তাঁকে এমন নিয়ামত দান করবেন যাতে সেও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।



**সূরা আদ বোহা**  
**আয়াত ৪ ১১**  
**অক্তু' ৪ ১**

**নামকরণ**

অন্য অনেক সূরার মত এ সূরারও প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাঝী জীবনের প্রথম দিকে এ সূরা নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ক্রমাগত ওহী আসতে থাকলে তাঁর স্বামু তা সহ্য করতে সক্ষম হতো না ; তাই আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিলের ধারাবাহিকতায় কিছুটা বিরতি দেয়ার মাধ্যমে তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কয়েক দিন ওহী নাযিল বন্ধ রাখলেন ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে আশংকা সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ বুঝি তাঁর কোনো কাজে অসম্ভুষ্ট হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য তাঁকে সাম্মনা দেয়ার উদ্দেশ্যে এ সূরা নাযিল হয়েছে। নবুওয়াতের প্রথম দিকে এ অবস্থার উন্নত হয়েছিল।

**আলোচ্য বিষয়**

ওহী নাযিলের ধারাবাহিকতায় মাঝখানে কয়েক দিনের বিরতীর কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মনে যে পেরেশানী সৃষ্টি হয়েছিল, সে জন্য তাঁকে সাম্মনা দেয়াই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাম্মনা দিয়ে এরশাদ করেছেন যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি তিনি অসম্ভুষ্টও নন। দীনের দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে আপনি যেসব সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন, ত্রুমারয়ে পরবর্তীতে আপনি অবশ্যই উন্নত অবস্থায় পৌছবেন। কিন্তু দিনের মধ্যেই আল্লাহ আপনাকে এমন ফলাফল দেখাবেন যাতে আপনি খুশী হয়ে যাবেন।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বক্তু মুহাম্মাদ (স)-কে বলেন, আপনি পেরেশান হবেন না, আপনার প্রতি অসম্ভুষ্ট হওয়া বা আপনাকে পরিত্যাগ করার মত কোনো কাজই আপনি করেননি। আপনার জন্মের দিন থেকেই তো আপনার প্রতি আমার রহমতের বারি বর্ষিত হয়ে আসছে, আপনি তো ইয়াতীম ছিলেন, আমিই তো আপনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। আপনি তো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না, পথের সকান তো আমিই আপনাকে দিয়েছি। আপনি তো নিঃশ্ব ছিলেন, আপনাকে আমি সম্পদশালী করেছি। অতএব, আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না ; সাহায্যপ্রার্থীদের প্রতি ঝুঢ় ব্যবহার করবেন না। আপনার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

কুরুক্ষেত্র

আয়াত ১

## ৯৩. সূরা আদ ঘোহা-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفُصْحَىٰ ۚ وَالْبَلِيلٍ إِذَا سَجَىٰ ۖ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۖ

১. কসম আলোকোজ্জ্বল দিনের । ২. কসম রাতের যখন তা গাঢ় আঁধারে ছেয়ে যায় । ৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে মোটেই ছেড়ে যাননি এবং না তিনি বেজার হয়েছেন ।

وَلَلَّا خِرَةٌ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأَوَّلِ ۖ وَلَسْوَفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ

৪. আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় অধিক উত্তম হবে পূর্ববর্তী সময় থেকে । ৫. আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত দেবেন যে,

(১)-**الْأَبْلِيلُ** ; (২)-**কসম**-(আলোকোজ্জ্বল দিনের) ; (৩)-**الْفُصْحَى**-(অঁধি) ; (৪)-**মাদুع**-(মাদুক)-**الْبَلِيلُ**-**রাতের** ; (৫)-**تَা**-**গাঢ়** আঁধারে ছেয়ে যায় ; (৬)-**رَبُّكَ**-(ক)-**আপনাকে** মোটেই ছেড়ে যাননি ; (৭)-**رَبُّكَ**-(রব+ক)-**আপনার** প্রতিপালক ; (৮)-**مَা**-**না** তিনি বেজার হয়েছেন । (৯)-**آর**-**وَلَلَّا**-**خِرَةٌ**-**خَيْرٌ** ; (১০)-**مِنَ**-**الْأَوَّلِ** ; (১১)-**أَدْ**-**পরবর্তী** সময় ; (১২)-**مِنَ**-**الْأَوَّلِ** ; (১৩)-**أَدْ**-**অধিক** উত্তম হবে ; (১৪)-**لَكَ**-**আপনার** জন্য ; (১৫)-**مَা**-**মাছিলি**-(অল+এল)-**অবশ্যই**-(পূর্ববর্তী সময়) ; (১৬)-**أَرْ**-**أَصিরেই**-(অল+এল)-**অচিরেই**-(পূর্ববর্তী সময়) ; (১৭)-**أَرْ**-**يَعْطِيكَ**-(অল+এল)-**আপনাকে** এত দেবেন যে ; (১৮)-**رَبُّكَ**-(রব+ক)-**আপনার** প্রতিপালক ;

১. ‘ঘোহা’ শব্দ দ্বারা উজ্জ্বল দিন বুঝানো হয়েছে । কেননা এর বিপরীতে রয়েছে অঙ্ককারাঙ্কন নিরব-নিশ্চিতি রাত ।

২. ‘সাজা’ দ্বারা গাঢ় আঁধারে ছেয়ে যাওয়া নিরব-নিশ্চিতি রাত বুঝানো হয়েছে, যখন মানুষ গভীর ঘুমে আঙ্কন্তু থাকে ।

৩. হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মোটামুটি একটি দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ওই নায়িল বন্ধ থাকে । এ দীর্ঘ সময়টির পরিমাণ নিয়ে মুহাম্মদসীনে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । সে যা-ই হোক, এ সময়টা এতটুকু দীর্ঘ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) মানসিভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন । ওদিকে কাফেররাও এ নিয়ে ঠাণ্ডা-বিদ্রূপ করা জরুর করেছিল । কারণ কোনো নতুন সূরা নায়িল হলেই তিনি তা লোকদের শনাতেন । তাই বেশ কিছুদিন থেকে তিনি যখন কোনো নতুন সূরা শনাতে পারছেন না, তখন কাফেররা ভাবলো যে, মুহাম্মদ (স)-এর নিকট এ কালাম যেখান থেকে আসতো তার উৎস বন্ধ হয়ে গেছে । এমনকি মুশরিকরা এও বলতে শুরু করলো যে, ‘মুহাম্মদের রব তাকে পরিত্যাগ করেছে ।’

## فَتَرْضِي ۖ أَلْمَرْبِحُكَ يَتِيمًا فَأَوْى ۖ وَجَدَكَ ضَالًا

আপনি তখন খুশী হয়ে যাবেন ।<sup>৪</sup> ৬. তিনি কি আপনাকে পাননি ইয়াতীম হিসেবে, অতপর তিনিই (আপনার) আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন ।<sup>৪</sup> ৭. আর তিনি তো আপনাকে পথ তালাশকারী হিসেবে পেয়েছেন ।

-আপনি তখন খুশী হয়ে যাবেন ।<sup>৫</sup> ৮-তিনি কি আপনাকে পাননি ; অতএব তিনিই (আপনার) আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন ।<sup>৫</sup> ৯-আর ; ও-জডক- (ও-জড+ك)-তিনি তো আপনাকে পেয়েছেন ; <sup>৫</sup> ১০-পথ তালাশকারী হিসেবে ।

কেউ কেউ বলতে লাগলো যে, 'তাঁর রব তাঁর উপর বেজার হয়ে গেছে ।' এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন । তখন আল্লাহ তাআলা সূরাটি নাযিল করে তাঁকে সাম্মান দান করে এরশাদ করেছেন যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিভ্যাগ করেননি, আর না তিনি আপনার প্রতি বেজার হয়েছেন । ওহী নাযিল বঙ্গ হওয়ার সাথে আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই । বরং মানুষের কল্যাণে যেমন দিনের পর রাত আসে, তেমনি ওহী নাযিলের ধারাবাহিতায়ও বিরতির প্রয়োজন বিধায় শুধুমাত্র বিরতি দেয়া হয়েছে । সুতরাং এতে আপনার মনোকূপ হওয়ার প্রয়োজন নেই ।

৪. এটি একটি আগাম সুসংবাদ । যখন সমগ্র আরব জাতি ছিল নবী করীম (স)-এর বিরোধী ও শক্তি । সত্যের এ অভিযানের সফলতার কোনো চিহ্নও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না ; একাতে নিভু নিভু করে জুলা ক্ষীণ আলোকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য চারদিক থেকে প্রবল ঝড় উঠেছিল । এ সময়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে ভবিষ্যদ্বাণী শোনান যে, আপনার এ দীনী দাওয়াতের প্রবর্তী প্রতিটি পর্যায় তার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নত হবে । আপনার শক্তি, সম্মান ও জনপ্রিয়তা ক্রমাগতে বৃদ্ধি পাবে । সাথে সাথে এখানে আল্লাহর এ ওয়াদাও শামিল রয়েছে যে, পরকালে রাসূলুল্লাহ (স) যে মর্যাদা লাভ করবেন, তা এ দুনিয়াতে প্রাপ্ত মর্যাদা থেকে অনেক বেশি হবে ।

৫. এ আয়াতে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনকালেই বাস্তবায়িত হয়েছিল । আরবের দক্ষিণের সমুদ্র-উপকূল থেকে উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সিরিয়া ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাক পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে নিয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র আরব দেশ ইসলামী শাসনাধীনে চলে আসে । আরব ইতিহাসে সর্বপ্রথম এ ভূখণ্ডে একটি সুসংবন্ধ আইন ও শাসনের আওতাধীন আসে । কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর আওয়াজে সমগ্র জনপদ মুখরিত হয়ে উঠে । মুশরিকরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের শিরকী ব্যবস্থা চালু রাখতে পারেনি । এতে করে ইসলামের বিজয়ের সামনে গণমানুষের আনুগত্যের মন্তক-ই অবনত হয়নি ; বরং তাদের মন-মগজেও এক বিরাট বৈপ্লাবিক পরিবর্তন আসে । জাহেলিয়াতের চরম অঙ্ককারে ডুবে থাকা একটি জাতি মাত্র

فَهُدٌۤ وَّجَلَكَ عَائِلًا فَاغْنِيۤ ۤفَامَاۤ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهِرُۤ

তখন তিনিই তো আপনাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। ১৮. আর তিনি তো আপনাকে পেয়েছেন নিঃশ্ব হিসেবে,  
তারপর তিনি আপনাকে সম্পদশালী করেছেন। ১৯. অতএব আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না।

(ف+هدى)-তখন তিনিই তো আপনাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। (ج+ـ)-আর ;  
-فَاغْنِيۤ-তিনি তো আপনাকে পেয়েছেন ; (عـ+ـ)-নিঃশ্ব হিসেবে ;  
-الْيَتِيمَ-(ف+اغنى) -তারপর তিনি আপনাকে সম্পদশালী করেছেন। (ـ+ـ)-অতএব ; (ـ+ـ)-আপনি কঠোর হবেন না।

তেইশ বছরে একাপ পরিবর্তিত হতে পারে এমন আর একটি দৃষ্টিগৰ্ভ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া  
যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্ডোকালের পরও বিজয়ের এ ধারা সামনে অগ্রসরমান  
ছিল। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের এক বিরাট অংশে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড়োন  
হয়েছিল। তৎকালীন দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ  
তাআলা তাঁর রাসূলকে তাঁর ওয়াদামত দুনিয়াতেই এটা দান করেছেন। আর পরকালে  
তো অবশ্যই তাঁকে এতকিছু দান করবেন যে, তা পেয়ে তিনি পরিতৃষ্ণ হবেন ; যা দুনিয়ার  
মানুষ কল্পনাও করতে সক্ষম নয়।

৬. অর্থাৎ আপনার প্রতি অস্তুষ্ট হওয়ার মত কোনো কাজই আপনি করেননি। আপনি  
যখন ইয়াতীম অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন করেন, তখন থেকেই তো আপনার প্রতি আমি  
দয়া-অনুগ্রহ করে আসছি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের ৪ মাস পূর্বে তাঁর পিতা ইন্ডোকাল  
করেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর মেহময়ী আশ্মাজানও ইন্ডোকাল করেন। অতপর আট বছর  
বয়স পর্যন্ত তাঁর দাদার মেহহায়ায় তিনি প্রতিপালিত হন। তারপর থেকে নবুওয়াত লাভের  
পরও দশ বছর পর্যন্ত চাচা আবু তালিব পাহাড় সম দৃঢ়তা নিয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন।  
তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি এমন মেহশীল ছিলেন যে, কোনো পিতার পক্ষেও এর  
চেয়ে অধিক মেহশীল হওয়া সম্ভব নয়। সমগ্র জাতি যখন দীনের দাওয়াত দানের কারণে  
তাঁর শক্ত হয়ে গিয়েছিল তখন আবু তালিব তাঁর সাহায্য-সহায়তায় সুদৃঢ় প্রাচীরের মত  
দাঁড়িয়ে ছিলেন। অত্র আয়াতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

৭. ‘মদ্দান’ পথের সন্ধানরত অবস্থা। অর্থাৎ আপনি সঠিক পথটির সন্ধান করে  
ফিরছিলেন, আমিই তো সঠিক পথের সন্ধান আপনাকে দিয়েছি। এর অর্থ কোনো ঘতেই  
'পথভ্রষ্টতা' হতে পারে না ; কারণ শৈশব থেকে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত তিনি কখনো  
মূর্তীপূজা, শিরক বা নাস্তিক্যবাদে বিশ্঵াসী ছিলেন না। ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ  
পাওয়া যায় না যে, তিনি কোনো একটি দিনও মুশরিকদের বিশ্বাস ও কর্মে শরীক  
হয়েছিলেন। মুশরিকদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড যে সুস্পষ্ট ভাবে শৈশব থেকেই তিনি তা  
বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১০) وَأَمَا السَّائِلُ فَلَا تَنْهِرْ ۝ وَأَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

১০. আর প্রার্থীকে তিরক্ষার করবেন না ।<sup>১০</sup> ১১. আর আপনি জানিয়ে দিন আপনার প্রতিপালকের (আপনাকে প্রদত্ত) নিয়ামত সম্পর্কে ।<sup>১১</sup>

(১)-আর-(প্রার্থীকে) ; (ف+لَا+تَنْهِرْ)-তিরক্ষার করবেন না । (ال+سَائِل)-الসَّائِل ; (وَأَمَا)-(ب+نِعْمَة)-নিয়ামত সম্পর্কে ; (رَب+ك)-রَبِّكَ ; (وَأَمَا)-(রব+ক)-আর আপনার প্রতিপালকের (ف+حَدِّث)-আপনি জানিয়ে দিন ।

৮. রাসূলুল্লাহ (স) গৈত্রীক সূত্রে একটি উটনী ও একজন বাঁদীর মালিক হয়েছিলেন। দারিদ্রের মধ্য দিয়েই তাঁর শৈশব ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়। যৌবনে আরবের সবচেয়ে ধনী মহিলা খাদীজা (রা) তাঁর সততা ও আমানতদারীর সুখ্যাতি জেনে তাঁকে নিজ ব্যবসায়ের অংশীদার করে নেন। পরবর্তীতে খাদীজা তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বভার রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে তুলে দেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মুখাপেক্ষীহীন করেন। তবে রাসূলের ধনাচ্যতা শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রীর সম্পদের উপরই নির্ভরশীল ছিল না; বরং ব্যবসার উন্নতিতে তাঁর নিজ শোগ্যতা ও পরিশ্রম-ই অধিক ভূমিকা রাখে।

৯. অর্থাৎ আপনি ইয়াতীয় ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে অতি উন্নতভাবে সহায়তা দান করে আপনার অবস্থার উন্নয়ন করেছেন। সুতরাং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা হিসেবে আল্লাহর ইয়াতীয় বান্দাহর প্রতি আপনি সদাচরণ করবেন এবং তাদের প্রতি এমন আচরণ দেখাবেন যাতে তারা অন্তরে ব্যথা না পায়।

১০. ‘প্রার্থী’ দ্বারা দু’ ধরনের প্রার্থী হতে পারে—(ক) কোনো দরিদ্র সাহায্য প্রার্থী, (খ) দীনের কোনো বিষয়ে জানতে আগ্রহী। এখানে দুটো অর্থই নেয়া যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে অভাবমুক্ত করে ধনী করেছেন, তার জবাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি সাহায্য প্রার্থীকে তিরক্ষার করবেন না। আর তিনি পথের সঙ্ঘানকারী তাঁর নবীকে জ্ঞান দিয়ে পথের সঙ্ঘান দিয়েছেন। তার জবাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি কোনো লোক সে যত অঙ্গ-মূর্খই হোক না কেন এবং দীনের কোনো বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়ে যে ধরনের প্রশ্নই সে করুক না কেন, আপনি তাকে তিরক্ষার করবেন না।

১১. ‘নিয়ামত’ শব্দ দ্বারা এমন সব নিয়ামত বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দান করেছেন। আর তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকরিয়া আদায় করেছেন এবং তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মহানবী (স) তাঁর পবিত্র যবানের মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, তাঁকে যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা সবই আল্লাহর অনুগ্রহের ফসল। তাঁর উপার্জনের ফল এসব নয়। তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব নবুওয়াতরূপে নিয়ামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে। তাঁর উপর নাযিলকৃত

কুরআনকুপ নিয়ামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে  
আলোকিত করে। পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে গিয়ে অবগন্নীয় দুঃখ-কষ্ট  
ভোগ ও অপরিসীম সবর অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর হেদায়াত লাভের মত নিয়ামতের প্রকাশ  
ঘটিয়েছেন। ইয়াতীমদের অভিভাবকত্ব ঝরণের মাধ্যমে ইয়াতীম হিসেবে তাঁর প্রতি  
কৃত আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের  
মাধ্যমে মানুষের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অগণিত-অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া শুরুপ  
মৌখিকভাবে ও ব্যবহারিকভাবে তাঁর প্রকাশ করার নির্দেশ এ আয়াতে দান করেছেন।

### সূরা আদ দোহার শিক্ষা

১. মানব জীবনে সুদিন ও দুর্দিন উভয়ই মানুষের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ  
করে দিয়েছেন। রাত ও দিন যেমন মানব কল্যাণেই নির্ধারিত, তেমনি সুখ ও দুঃখ আল্লাহ  
তাআলার একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং সুখের সময় যেমন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে  
হবে, দুঃখের সময়ও আল্লাহর নিকট তাওবা-ইন্তিগফার করতে হবে—তেও পড়া যাবে না।

২. সকল অবস্থায়ই দীনের দাওয়াতের কাজ জারী রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার একনিষ্ঠতার  
সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন।  
আমাদেরকে নিরাশ হলে চলবে না।

৩. দুঃসময়ের কথা শ্বরণে রেখে সুসময়ের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

৪. ইয়াতীমদের প্রতি কোমল আচরণ দেখাতে হবে এবং যথাসাধ্য সাহায্য-সহায়তা দান করতে  
হবে।

৫. প্রার্থীকে সে সাহায্যপ্রার্থী হোক বা দীন সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে অগ্রহী কোনো লোক  
হোক—বিরক্তি প্রকাশক কোনো কথা বলা যাবে না; তাঁর প্রার্থীত জিনিস দেয়া সম্ভব না হলে  
বিনয়ের সাথে অক্ষমতা তাকে জানাতে হবে।

৬. আল্লাহ প্রদত্ত অগণিত নিয়ামতের শুকরিয়া সকল অবস্থায় মৌখিক ও ব্যবহারিকভাবে  
প্রকাশ করে নিয়ামতের হক আদায় করতে হবে।



**সূরা আল ইনশিরাহ**  
**আয়াত ৪৮**  
**অনুকূল ৪১**

**নামকরণ**

‘আলাম নাশরাহ’ কথাটি সূরার প্রথম বাক্যের অংশ এবং এটাকেই সূরাটির নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের উপলক্ষ্ম**

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় গরীব, অসহায় দাস-দাসী ও নিরীহ নর-নারীগণই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আরবের উল্লেখযোগ্য ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা তখনো ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসেনি। এমতাবস্থায় মুশরিকরা মুসলমানদের দারিদ্র ও দুরবস্থা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, যাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও মু'মিনগণ সংকোচ বোধ করতেন। আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাযিল করে তাঁদের মানসিক দুর্বলতা দূর করেছেন এবং তাঁদেরকে সাত্ত্বনা দান করেছেন।

**আলোচ্য বিষয়**

রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাত্ত্বনা দান করাই এ সূরার উদ্দেশ্য ও মূল আলোচ্য বিষয়। যে মহান ব্যক্তি সুনীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তৎকালীন আরব সমাজে অত্যন্ত বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাভাজন মানুষ হিসেবে মশহুর ছিলেন, সেই একই ব্যক্তিত্ব নবুওয়াত লাভ ও ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর সমাজের শক্রতে পরিণত হয়ে গেলেন। পথে-ঘাটে ও হাটে-বাজারে, আঞ্চীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশির নিকট তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানজনক আচরণ পেতে লাগলেন। অথচ ইতিপূর্বে এসব লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতো। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিল। প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর নিকট এটা খুবই কঠিন ও নিরুৎসাহব্যাঙ্গক মনে হতো। এজন্য এ সূরার মাধ্যমে তাঁকে সাত্ত্বনা-বাণী শুনানো হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা আদ দ্বোহায়ও তাঁকে অনুরপণ্ডাবে সাত্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন যে, আল্লাহ আপনাকে তিনটি বড় বড় নিয়ামত দান করেছেন। অতএব নিরুৎসাহ ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হবার কোনো কারণ নেই। সেই তিনটি জিনিস হলো—(১) শরহে সদর বা বক্ষ-বিদারণ-এর নিয়ামত। (২) নবুওয়াত-পূর্বকালীন দৃষ্টিভা থেকে ওহী নাযিলের মাধ্যমে তাঁকে মুক্তিদানের মতো নিয়ামত। (৩) তাঁর যিকর তথা স্মরণকে উচ্চ ও ব্যাপক করার নিয়ামত, যা ইহকাল-পরকালে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি।

অতগর আল্লাহ এ বলে তাঁকে সাম্রাজ্য দান করেন যে, বর্তমানের এ দুঃসময় খুব শীত্র কেটে  
যাবে ।

সুতরাং সূরার শেষাংশে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক অবস্থার এসব সংকটের  
মুকাবিলায় তাঁকে একটি কাজ করতে হবে, আর তাহলো—যখনই তিনি দৈনন্দিন  
ব্যক্ততা থেকে মুক্ত হবেন, তখনই তিনি ইবাদাত-বন্দেশীতে নিমগ্ন হয়ে যাবেন । আর  
সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক গড়ে তুলবেন ।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৌরব-মহস্ত্রের সর্বোচ্চম বিবৃতিই এ সূরার বিশেষত্ব । সেই সাথে  
তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অনুপম নৈতিক ও দৈহিক পুরিতার বিষয়ও  
এ সূরায় বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে । তিনি যে প্রকৃত অর্থেই সাইয়েদুল মুরসালীন তথা  
নবীগণের সরদার, এ সকল নির্দর্শনই তাঁর প্রমাণ ।



কু' ১

## ৯৪. সূরা আল ইনশিরাহ-মাঝী

আয়াত ৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۰۷. الْمَرْسَحُ لَكَ صَلَرَكَ ۖ وَوَضَعَنَاعْنَكَ وَزَرَكَ ۖ ۗ الَّذِي أَنْقَضَ

১. (হে নবী!) আমি কি প্রশ্ন করে দেইনি আপনার জন্য আপনার বক্ষদেশকে ?<sup>১</sup> ২. আর আমি অপসারণ করেছি আপনার উপর থেকে আপনার বোৰা। ৩. যা ভেঙে দিচ্ছি

ظَهِيرَكَ ۖ وَرَفِعَنَالَّكَ ذِكْرَكَ ۖ ۖ فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ سَرَّاً ۖ ۖ إِنْ

আপনার পিঠকে।<sup>২</sup> ৪. আর আপনার জন্যই আপনার খ্যাতিকে আমি করেছিসমুন্নত।<sup>৩</sup> ৫. সুতরাং কষ্টের সাথেই রয়েছে নিশ্চিত স্বত্ত্ব।<sup>৪</sup> নিচয়

۱)-الْمَرْسَحُ-(আমি কি প্রশ্ন করে দেইনি) ; -الْلَّمْ نَشَرَخ-(আপনার জন্য) ;

۲)-أَرَأَيْتَ-(আপনার বক্ষদেশকে) ; ۳)-وَضَعَنَاعْنَكَ-(চৰ+ক)-চৰ্দরক ;

۴)-وَزَرَكَ-(অৰ+ক)-ওৰ্দরক ; ۵)-عَنْكَ-(অৰ+ক)-অৰ্দেনক ; ۶)-الَّذِي أَنْقَضَ-

-আমি করেছি ; ۷)-فَإِنْ-(আপনার জন্যই) ; ۸)-رَفِعَ-(অৰ+ক)-ৰফুৰক ;

-আপনার সমুন্নত করেছি ; ۹)-وَسَرَّاً-(অৰ+ক)-ডক্রক ; ۱۰)-وَسَرَّاً-(অৰ+ক)-ৰফুৰক ;

-আপনার খ্যাতিকে আমি করেছি ; ۱۱)-إِنْ-(আপনার জন্যই) ; ۱۲)-الْعُسْرِ-(সুতরাং) ;

-সাথেই রয়েছে নিশ্চিত ; ۱۳)-فَإِنْ-(আপনার জন্যই) ; ۱۴)-سَرَّاً-(অৰ্দেন) ;

-স্বত্ত্ব ; ۱۵)-إِنْ-(নিশ্চয়) ; ۱۶)-يَسْرَأً-(সুর) ; ۱۷)-وَ-(কষ্টের) ; ۱۸)-أَنْ-(নিশ্চিত) ;

১. ‘শারহে সদর’-এর অর্থ ব্যক্তির বুকে প্রবল সাহস ও বলিষ্ঠ মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয়া। যেন সে বড় বড় অভিধান পরিচালনা ও দুঃসাধ্য কাজ সম্পাদনে এক বিন্দু কৃষ্টাবোধ না করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ‘শারহে সদর’-এর অর্থ নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনে তাঁর অন্তরে সুদৃঢ় মানসিকতা সৃষ্টি করা। এ সুদৃঢ় মানসিকতা ও অপূর্ব সাহসিকতার সাহায্যেই তিনি চরম মূর্খ ও বর্বর মুশরিক সমাজে নিভিকভাবে একাই ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

২. ‘বিযরুন’ অর্থ দুর্বহ বোৰা। এর দ্বারা তাঁর নিজের জাতির মূর্খতা ও জাহেলী কর্মকাণ্ড করে দেন। প্রশ্নবোধক বাক্যাকারে আল্লাহ তাআলা সেদিকেই ইঁগীত করেছেন।

৩. ‘বিযরুন’ অর্থ দুর্বহ বোৰা। এর দ্বারা তাঁর নিজের জাতির মূর্খতা ও জাহেলী কর্মকাণ্ড

# مَعَ الْعُسْرِيْسَرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۗ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

কষ্টের সাথেই স্বত্ত্ব রয়েছে । ৭. কাজেই যখনই আপনি অবসর পাবেন, (ইবাদাতের জন্য) কঠোর সাধনায় তখনই আস্থানিয়োগ করুন । ৮. আর আপনার প্রতিপালকের দিকে তখনই মনোনিবেশ করুন ।<sup>১</sup>

-مع-সাথেই রয়েছে ; ) ۷-فَإِذَا( -فَادَا)-الْعُسْرِيْسَرًا ۖ -كষ্টের ; ) ۸-فَإِلَى( -فَارْغَبْ ۝ -কাজেই যখনই ; -আপনি অবসর পাবেন ; -কঠোর সাধনায় আস্থানিয়োগ করুন । ) ۸-أَلٰى( -আর ; ) ۸-رَبِّكَ( -আপনার প্রতিপালকের ; -فَارْغَبْ ۝ -তখনই মনোনিবেশ করুন ।

দেখে তাঁর মন যেভাবে দৃঃখ-বেদনা, দুঃচিন্তা ও মর্মবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তাই এখানে বুঝানো হয়েছে । তাঁর জাতি যেভাবে মৃত্যুপূজা, শিরক, কুসংস্কার, নির্লজ্জতা, যুল-ম-নিপীড়ন, নিজেদের মধ্যকার প্রতিশোধমূলক লড়াই এবং মেয়েদেরকে জীবন্ত করার দেয়া ইত্যাদিতে তুবে আছে, তা থেকে জাতিকে রক্ষা করার কোনো পথ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না । এ কঠিন দুর্বহ চিন্তার বোৰা তাঁর পিঠকে ভেঙে দিছিল । আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত দানের মাধ্যমে হেদায়াতের পথ দেখিয়ে তাঁর উপর থেকে এ চিন্তার বোৰা নামিয়ে দিয়েছেন । নবুওয়াত পাওয়ার পর তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর ঈমান এবং তার আলোকে জীবনকে সংশোধন করে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান । আর এটাই তাঁর উপর থেকে মানসিক দুঃচিন্তার দুর্বহ বোৰার ভার হালকা করে দিয়েছিল । আল্লাহ তাআলা এখানে সেদিকেই ইংগিত করেছেন ।

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর যশ-খ্যাতিকে সমন্বিত করা একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী । যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে, একজন নিঃসঙ্গ লোক যার সাথে হাতেগোণা মুষ্টিমেয় গরীব ও সহায়-সহলহীন লোক রয়েছে, তার সুনাম-সুখ্যাতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে । আল্লাহ তাআলা আচর্যজনকভাবে এ সুসংবাদটি বাস্তবায়ন করেছেন ।

এ ‘রাফই যিকুর’ তথা যশ-খ্যাতি সমন্বিত হওয়া চারটি স্তরে হয়েছে :

এক : তাঁর শক্তদের সাহায্যেই আল্লাহ তাআলা তাঁর খ্যাতিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন । নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে মুক্তায় হজ্জ করতে আসা লোকদের নিকট মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বদনাম গেয়ে বেড়াতে, যাতে কেউ তাঁর অনুসারী না হয় ; কিন্তু এতে ফল হলো বিপরীত । বিরুদ্ধবাদীদের মুখে তাঁর নাম যত্নে প্রচার হতে লাগলো । তিনি একজন আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে গেলেন । মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে জানার কৌতুহল সৃষ্টি হলো । তাঁকে জানার জন্য যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসলো তাদের বেশীর ভাগই দীনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো ।

দুই : রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখনও এ

বিবরণ্দবাদীরা তাঁর দুর্নাম রঠাতে থাকলো। অথচ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, সামাজিক ন্যায়-নীতি, সাম্য, সততা ও সর্বোত্তম সামাজিকতা এ নবগঠিত রাষ্ট্রের মূলনৈতি হওয়ার কারণে এর প্রতি গণমানুষের মন ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। যার ফলে তাঁর নাম-যশ মানুষের মুখে মুখে আরও ছড়িয়ে পড়লো।

তিনি ৪ : খিলাফতে রাশেদার আমলে এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাঁর নাম-যশ ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

চার ৪ : সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত সারা দুনিয়ার দেশে দেশে মুসলমানগণ অত্যন্ত ভক্তিশুদ্ধা সহকারে তাঁর নাম উচ্চারণ করে এবং কেয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এ ধারা চালু থাকবে। তাছাড়া যখনই আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় তখনই তাঁর নামও উচ্চারিত হয়। আর এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নামের খ্যাতিকে সমুল্লত করেছেন।

৪. ‘কষ্টের সাথেই স্বত্তি রয়েছে’—একথাটি পরপর দুবার বলা হয়েছে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে আস্তুন্ত করা হয়েছে যে, কষ্ট-কাঠিন্যের পরপরই স্বত্তির অবস্থান। আর এ দুটো এমনই কাছাকাছি যে, কষ্টকে স্বত্তি থেকে আলাদা করা যায় না।

৫. অর্থাৎ নিজের নিত্য-নৈমিত্তিক ও প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততা থেকে আপনি যখন অবসর পাবেন—তা ইসলামী দাওয়াত ও প্রচারমূলক ব্যস্ততা হোক, অথবা ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণমূলক কাজের ব্যস্ততা হোক, কিংবা হোক তা নিজের পারিবারিক ও ঘর-সংসার কাজ-কর্মের ব্যস্ততা—তা থেকে অবসর পেলেই আপনি আর একটি ইবাদাতের প্রস্তুতি নিয়ে নেবেন যাতে কোনো সময়ই বিনা ইবাদাতে চলে না যায়।

### সূরা আল ইনশিরাহের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা এ সূরার মাধ্যমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে সাব্রনা দান করেছেন। মানবিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বজন স্বীকৃত সর্বোত্তম মানুষ, তথাপি আল্লাদ্বোধী শক্তি তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে এর একমাত্র কারণ ছিল—মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। তাই আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য এ পথের বিকল্প পথ নেই, এটাই চিরস্তন শিক্ষা।

২. বর্তমান কালেও দেখা যায় যে, সার্বিক দিক থেকে সমাজের একজন ভাল লোক যখনই দীনের দাওয়াতের কাজে আস্থানিয়োগ করে, তখনই তার বিবরণ্দে শয়তানী শক্তির পক্ষ থেকে শুরু হয়ে যায় নালাক্রপ মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও বড়যজ্ঞ। সত্যের দাওয়াতের সত্য হওয়ার প্রমাণ হলো বাতিলের বিরোধিতা।

৩. দুনিয়াতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-কষ্ট অথবা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেই। দুঃখ-কষ্ট ও শান্তি-স্বত্তি একই মুদ্রার এপিট ওপিট। সুতরাং দুঃখের পরই আসে সুখ। আবার সুখের পরও রয়েছে দুঃখের অবস্থা।

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম ও তাঁর স্বরগকে সমুল্লত করার যে ভবিষ্যতবাণী এ সূরায় আল্লাহ তাআলা করেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানকালেও তাঁর নাম দুনিয়াতে সবচেয়ে

“অধিক শ্রবণ করা হচ্ছে ; এমনকি কোনো একটি মুহূর্তও এমন যায় না যে মুহূর্তে তাঁর নামে  
উচ্চারিত হয় না । কেয়ামত পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে ।

৫. মু'মিনদেরকে সদা-সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শ্রবণকে মনে জাগরুক রাখতে হবে ।  
সকল কাজের ফাঁকে বা একটি ইবাদাত শেষ হওয়ার পর যখন অবসর পাওয়া যাবে তখনও সে  
সময়টাকে আল্লাহর শ্রবণে ব্যয় করতে হবে ; যাতে জীবনের কোনো একটি মুহূর্তও ইবাদাতইন  
অবস্থায় না কাটে ।

৬. মু'মিনদেরকে অবশ্যই নিজের সকল দুনিয়াদারীকে দীনদারীতে পরিবর্তিত করতে হবে, তা  
হলেই আল্লাহ তাআলার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে ।



**সূরা আত ত্বীন**  
**আয়াত ৪৮**  
**অক্ষর ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম শব্দটি দ্বারাই তার নামকরণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

কিছু কিছু মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিককালের সূরাগুলোর অন্যতম। ‘হায়াল বালাদিল আমীন’ (এ নিরাপদ শহরটি) কথাটি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ হলে মক্কা সম্পর্কে ‘এ শহরটি’ বলা হতো না। তাছাড়া সূরার বিষয়বস্তুও মাঝী সূরাসমূহের নিয়মবস্তুর সাথেই সামঞ্জস্যশীল।

**আলোচ্য বিষয়**

তিনটি প্রধান ধর্ম ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের ধর্ম-কর্মের উৎপত্তি ও বিকাশস্তুল তিনটি শহরের এবং সিনাই পর্বতের কসম করে আল্লাহ তাআলা তাল কাজের সুফল ও মন্দ কাজের কুফল সম্পর্কে এ সূরায় আলোচনা করেছেন। ‘তীন’, ‘যায়তুন’ ও ‘বালাদিল আমীন’-এ তিনটি শহর হলো নবী-রাসূলদের আবির্ভাব ও বিকাশের স্থান। আর সিনাই পর্বতে মূসা (আ) আল্লাহর ওহী লাভ করেছিলেন এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা শহর তিনটি ও সিনাই পর্বতের কসম করে বলছেন যে, তিনি মানুষকে অতি উত্তম আকার-আকৃতি বিশিষ্ট ও সুস্থাম করে সৃষ্টি করেছেন। নবুওয়াতের মত অতি উচ্চ পদমর্যাদায় মানুষকেই অভিষিক্ত করেছেন।

অতপর বলা হয়েছে যে, এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষই মন্দ কাজে নিজেকে জড়িয়ে নৈতিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে পৌছে যায় যে, এতো নিম্নস্তরে অন্য কোনো সৃষ্টি পৌছতে পারে না। তবে যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে, তারাই একমাত্র এ অধঃপতন থেকে রক্ষা পেয়ে নিজেদের উচ্চমর্যাদার রক্ষা করতে পারে। মানুষের সমাজে এ দু' ধরনের বাস্তব অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধী এ দু' স্বভাবের মানুষ রয়েছে, তখন মানুষের কর্মফলকে কিভাবে অঙ্গীকার করা যেতে পারে? অধপতনের নিম্ন স্তরে পতিত লোকদের কাজের কোনো শাস্তি এবং

ঈমান ও সৎকর্মের কোনো পুরস্কার যদি নাই দেয়া হয়। তাহলে আল্লাহর আদান্তে বে-ইনসাফী অবিচার প্রমাণিত হয় ; অথচ আল্লাহ তো ‘আহকামুল হাকেমীন’ তথা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ।

অতএব এটাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা অধিপতিতদেরকে যথাযথ শান্তি দেবেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের দ্বারা উচ্চ মর্যাদায় অভিযিঙ্গদেরকে যথাযথ পুরস্কার দান করবেন ।



কুরু' ১

আয়াত ৮

## ৯৫. সূরা আত তীন-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْتَّيْنِ وَالرَّبِيعِ وَطُورِ سِينِينِ وَهَذَا الْبَلِ الْأَمِينِ

১. কসম তীন ও যায়তুনের। ২. কসম তূরে সাইনার।

৩. কসম এ নিরাপদ নগরীর।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ

৪. নিচয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে। ৫. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে নেই হীনতম রূপে—হীনতাগত্ত্ব ব্যক্তিদের থেকেও।

(১)-কসম-দামেশ্ক শহরের অথবা 'তীন' নামক ফলের ; ও-  
 -الزَّيْتُونُ ; -و-  
 -الْرَّبِيعُ ; -و-  
 -বায়তুল মাকদিসের অথবা 'যায়তুন' নামক ফলের। (২)-কসম-সিলাই-  
 -طুর্স-সিনিন ; -و-  
 -(ال+امين)-الْأَمِينُ ; -(ال+بلد)-الْبَلِ ; -هذا ; -এই। (৩)-কসম-  
 -নিরাপদ ; -(ال+إنسان)-الْإِنْسَانُ ; -(মানুষকে)-  
 -ثُمَّ-تَقْوِيمٍ ; -(ফি+احسن)-فِي أَحْسَنٍ ; -(انسان-)  
 -তারপর ; -আমি তাকে ফিরিয়ে নেই ; -রَدَدْنَاهُ-  
 -أَسْفَلَ-হীনতমরূপে ;  
 -سَفَلِينَ-হীনতাগত্ত্ব ব্যক্তিদের থেকেও।

১. 'তীন' ও 'যায়তুন' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন—এ দুটো শব্দ দ্বারা দুটো ফলের নাম বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন—'তীন' দ্বারা দামেশ্ক ও 'যায়তুন' দ্বারা বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, এ শব্দসমষ্টি দ্বারা তীন ও যায়তুন ফল উৎপাদন-এলাকা তথা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে। এসব মতপার্থক্যের কারণ হলো—রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেয়া ব্যাখ্যার পরে অন্য কোনো মতামত পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। এসব মতামতের মধ্যে যে মত পরবর্তী কথার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল সেটাই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। আর তাহলো 'তীন' ও 'যায়তুন' ফল উৎপাদন এলাকা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন। 'তীন' দ্বারা সিরিয়া এবং 'যায়তুন' দ্বারা ফিলিস্তীন উদ্দেশ্য। তবে পরবর্তী দুটো কসমকৃত স্থান তথা 'তূরে সাইনা' ও 'এ নিরাপদ শহরে' মুক্তার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল অর্থ এটাই মনে হয় যে, 'তীন' দ্বারা দামেশ্ক শহর যা অনেক নবীর উৎপত্তি ও বিকাশস্থান।

٦٠ ﴿٦﴾ أَلَا إِنَّ يَسَنَ أَمْنَوْا عِمَلًا وَالصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

৬. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে (এমন) পুরস্কার—(যা) নিরবচ্ছিন্ন।<sup>৫</sup>

(৫) অ-তবে ; -الذينَ-যারা ; أَمْنَوْ-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمَلُوا-করেছে ; الصَّلِحَتِ-সৎকাজ ; فَلَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; أَجْرٌ-এমন পুরস্কার ; غَيْرُ مَمْنُونٍ-নিরবচ্ছিন্ন।

আর ‘যায়তুন’ দ্বারা বায়তুল মাকদিস—এটা ও অনেক নবীর আবির্ভাব ও বিকাশ লাভের স্থান হিসেবে সুপরিচিত।

২. ‘তুরে সীনীন’ দ্বারা সিনাই উপদ্বীপ বুঝানো হয়েছে। এটাকে ‘তুরে সাইনা’ও বলা হয়। ‘তুরে সীনীন’ ও তার অপর একটি নাম। তুর পর্বত এউপদ্বীপেই অবস্থিত।

৩. যে কথাটি বলার জন্য তীন, যায়তুন, তুরে সীনীন ও নিরাপদ শহর-এর কসম করা হয়েছে তাহলো “নিচয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।” মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শারীরিক গঠন-কাঠামো, চিন্তা-উপলক্ষ ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে তাকে অন্য সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। নবুওয়াতের মতো শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদায় ভূষিত করাই তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। নবী-রাসূলদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের কসম করার মাধ্যমে মানুষের সর্বোক্তম ও সুন্দরতম কাঠামোয় সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব ছান্দণ করার দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর কালামকে তথা আল্লাহর বিধানকে অন্য সকল বিধানের উপর প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে নিজেদের জীবন কুরবান করেছেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল এ মিশনকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাই কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের মধ্যে যারাই শ্রেষ্ঠ নবীর এ মিশনের পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাবে তারাই নিজেদের সুন্দরতম সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে; সক্ষম হবে মানব জন্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জন করতে। অন্যথায় তারা মীচতা ও ইনতার নিম্নতরে পৌছে যাবে।

৪. অর্থাৎ মানুষকে অভীব উন্নত কাঠামোয় সৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ যখন তার দেহ ও মনের সমস্ত শক্তিকে অন্যায় ও পাপের পথে প্রয়োগ করে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতায় নিজেকে নিয়োজিত করে, তখন আল্লাহ তাকে সেই খারাপ ও পাপ কাজেরই সুযোগ করে দেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এ পথে নীচের দিকে নামাতে নামাতে অধিপতনের এক চরম পর্যায়ে পৌছে দেন। যে নিম্নতরে কোনো সৃষ্টিই পৌছতে পারে না। বর্তমান মানব সমাজের দিকে লক্ষ করলে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

① فَمَا يَكِنْ بَكَ بَعْدَ بِالِّيْنِ ۖ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحَقُّ الْحِكْمَيْنَ ۝

৭. সুতরাং (হে নবী!) এরপরও কিসে আপনাকে অবিশ্বাসী করে কর্মফল সম্পর্কে ?<sup>৬</sup>

৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন ?<sup>৭</sup>

② فَمَا يُكَذِّبَكَ (ف+ما+يُكَذِّب+ك)-সুতরাং (হে নবী!) কিসে আপনাকে অবিশ্বাসী করে ? ③ أَلَيْسَ (ب+ال+دِين)-কর্মফল সম্পর্কে । ④ بَعْدُ-এরপরও ; ⑤ بِالِّيْنِ-আল-বিচারকদের মধ্যে ।

৫. অর্থাৎ মানুষের সমাজে যেমন সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কিছু লোক নৈতিক অধিপতনে যেতে যেতে এতই নিষ্ঠারে পৌছে যায় যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে পারে না, তেমনি কিছু লোক এমনও দেখা যায় আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের প্রতি ইমান আনে এবং আল্লাহ ও রাসূল প্রদর্শিত সীমারেখার মধ্যে থেকে সংকর্মে নিজেদেরকে নিয়োজি ত রাখে । এরাই পতনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে । এরা সেই সুন্দরতম গঠন কাঠামোর উপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয়েছে, যে কাঠামোতে আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করেছেন । আর এর প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন পুরস্কারে ভূষিত করবেন, যা তাদের প্রকৃত পাওনার চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং যার ধারাবাহিকতাও হবে অবিচ্ছিন্ন ও অশেষ ।

৬. অর্থাৎ হে নবী! একদল মানুষের নৈতিক অধিপতনের নিষ্ঠারে পৌছে যাওয়া এবং অপর একদলের নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে সুন্দরতম কাঠামোয় তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য-লক্ষ পূরণ করে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার লাভ করা ইত্যাদি বিষয় মানুষের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও কর্মফল লাভের অনিবার্যতাকে মানুষ কিভাবে মিথ্যা বলে ধারণা করতে পারে ? তাদের জ্ঞান-বিবেক-বৃদ্ধি কি একথা বলে যে, উভয় ধরনের মানুষের পরিণাম একই রকম হবে । তাদের কাজের কোনো প্রতিদান আদৌ দেয়া হবে না, অথবা দেয়া হলেও উভয় শ্রেণীর একই সমান প্রতিদান দেয়া হবে ! এমন কথা ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না ।

৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে ছোট-বড় যত বিচারক রয়েছে । সকল বিচারকের বড় বিচারক —বিচারকদের বিচারক । তোমরা তো দুনিয়ার ছোট থেকে ছোট বিচারকের নিকটও এ আশাই পোষণ করে থাকো যে, সে প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দেবে এবং ভালো কাজের বদলে পুরস্কার দেবে । তাহলে যিনি সকল বিচারকের বিচারক, তাঁর নিকট তোমরা এ আশা কিভাবে করতে পারো ? যে, তিনি ভালো ও মন্দকে একই পর্যায়ে ফেলবেন ? তোমরা কি মনে করো যে, তাঁর রাজত্বে যারা সবচেয়ে মন্দ এবং যারা সবচেয়ে ভালো এ উভয় দলই মরে মাটি হয়ে যাবে । তাদের কোনো হিসাব নেয়া হবে না ? ভালো কাজেরও কোনো পুরস্কার দেয়া হবে না ; আর মন্দ কাজের সাজাও দেয়া হবে না ?

**সূরা আত ঝীনের শিক্ষা**

১. আল্লাহ তাআলা মানুষকে সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সুতরাং ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে মানুষকে অবশ্যই এ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

২. মানুষ যদি এ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং ঈমান ও নেক আমলের পরিবর্তে কুফর, শিরক ও নিফাকের পথে চলে—নিজেদেরকে পাপের কালিয়ায় জড়িয়ে ফেলে, তা হলে তার ঠিকানা এমন নিকৃষ্ট স্থানে হবে, যেখানে কোনো সৃষ্টি করনো পৌছবে না।

৩. ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে সম্মুত রাখবে, তাদের পুরক্ষার হবে আশাত্তিরিক ও নিরবচ্ছিন্ন। অতএব আমাদেরকে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উচ্চ মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

৪. আল্লাহ তাআলা যেহেতু ‘আহকামুল হাকেমীন’ তথা বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, সুতরাং তিনি সৎকর্মের পুরক্ষার ও পাপের শাস্তি অবশ্যই দেবেন। তবে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা পাপকাজের ক্ষমা লাভ করার আশা করা যায়। তাই আমাদের পাপের জন্য আল্লাহর নিকট সদা-সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৫. সু'মিনদেরকে তাদের নেক আমলের জন্য আল্লাহর নিকট পুরক্ষারের আশা রাখতে হবে। অপরদিকে নিজেদের পাপ কাজের ব্যাপারে আল্লাহর শাস্তির ভয় অভ্যর্তে জাগরুক রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে আশা ও ডয়ের মাঝেই ঈমানের অবস্থান।



**সূরা আল আলাক**  
**আয়াত ৪ ১৯**  
**রক্ত ৪ ১**

**নামকরণ**

দ্বিতীয় আয়াতের শেষ শব্দ ‘আলাক’ শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা ছাড়াও ‘ইকরা’ ও ‘কালাম’ নামেও এ সূরার অপর দুটো নাম রয়েছে। আলাক অর্থ রক্ত অথবা রক্তের ঘনীভূত অবস্থান। এটা মানুষ সৃষ্টির একটি মূল উপাদান।

**আলোচ্য বিষয়**

সর্বসম্মত মতানুসারে এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার অন্তিমদূরে হেরো পর্বতের গুহায় এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ওহী নাযিলের সূচনা হয়। ষষ্ঠ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন হারাম শরীফে নামাযে রত ছিলেন, তখন আবু জাহেল তাঁকে ধমক দিয়ে নামায থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই সময়ই ষষ্ঠ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।

এ সূরাতে সংক্ষিপ্তভাবে মানুষ সৃষ্টির রহস্য, অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং মহান আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করা হয়েছে। নবী করীম (স)-এর দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকে রিসালাতের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (স) দিবালোকের মত সুস্পষ্ট পথনির্দেশ পেয়েছেন। সূরার শেষ দিকে কাফেরদের দ্রাষ্ট তৎপরতার নিশ্চিত পরিণতির দিকে ইঁগিত করা হয়েছে। অবশেষে সকল পরিস্থিতিতে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।



কুরুক্তি ১

আয়াত ১৯

## ১৬. সূরা আল আলাক-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

১. পড়ুন ;<sup>১</sup> আপনার প্রতিপালকের নামে,<sup>২</sup> যিনি সৃষ্টি করেছেন।<sup>৩</sup> ২. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রজপিণি থেকে।<sup>৪</sup>

② إِقْرَا وَرَبَّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَرِ ④ عَلِمَ الْإِنْسَانَ

৩. পড়ুন, আর আপনার প্রতিপালক বড়ই সম্মানিত।<sup>৫</sup> ৪. যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন।<sup>৬</sup> ৫. তিনি শিখিয়েছেন মানুষকে

①-একটি পড়ুন-আপনার প্রতিপালকের-(রব+ক)-রবক ; (ব+اسم)-বাস্ম ;  
 ②-আর-আপনার প্রতিপালক বড়ই সম্মানিত।<sup>১</sup> ৩-তিনি সৃষ্টি করেছেন ;  
 ৪-খুল্লে-খুল্লে মানুষকে ;  
 ৫-এবং-ঘনীভূত রজ ;  
 ৬-অরুণ-আর-ু-উল্লে-মন-থেকে ;  
 ৭-আর-আপনার প্রতিপালক ;  
 ৮-অত্যন্ত মাহীয়ান।<sup>২</sup> ৯-যিনি-জ্ঞান দান করেছেন ;  
 ১০-আল-আক্রম-আল-ক্রম-অক্রম-অত্যন্ত মাহীয়ান।<sup>৩</sup> ১১-কলমের সাহায্যে-কলম-বিচারণ করেছেন ;  
 ১২-আল-আন্সান-আল-ক্লেম-বিচারণ করেছেন ;  
 ১৩-আল-আন্সান-মানুষকে ;

১. ‘ইকরা’ শব্দের অর্থ ‘পড়ুন’। আদেশসূচক কথা। একথা থেকে বুঝা যায় যে, জিবরাইল (আ) ওহীর কথাগুলো লিখিত আকারে নবী করীম (স)-এর সামনে পেশ করেছিলেন, তাই লিখিত জিনিসই পড়তে বলেছেন। কারণ, জিবরাইল (আ)-এর কথার অর্থ যদি এই হয় যে, আমি যেভাবে বলছি সেভাবে বলুন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে হতো না যে, ‘আমি পড়তে জানি না।’ কেননা লিখিত জিনিস পড়তে না জানলেও কারো মুখে মুখে উচ্চারণ করা যে কোনো নিরক্ষর লোকের পক্ষেই সম্ভব।

২. এখানে ‘আপনার প্রতিপালকের নামে পড়ুন’ বলে একথা বুঝানো হয়েছে যাকে আপনি প্রতিপালক হিসেবে জানেন তাঁর নামেই পড়ুন। এর দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, নবুওয়াত আসার আগেও রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে জানতেন। এজন্যই তাঁর ‘রব’ বা প্রতিপালকের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয়নি।

৩. অর্থাৎ যিনি দ্শ্য-অদ্শ্য সকল কিছুর স্রষ্টা সেই প্রতিপালকের নামে পড়ুন। এখানে সাধারণভাবে ‘প্রতিপালক’ ‘স্রষ্টা’ বলাতে এটা বুঝা যায় যে, বিশ্ব-জাহান ও তার মধ্যস্থ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। কেননা এখানে আল্লাহকে কোনো বিশেষ সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি।

مَالِمْ يَعْلَمُ ۖ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَيْطَفِيٌّ ۗ أَنْ رَاهَا سْتَغْنَىٰ ۝

যা সে জানতো না ।<sup>৬</sup> ৬. কক্ষগো নয়,<sup>৭</sup> অবশ্যই মানুষ সীমালংঘন করে থাকে ।

৭. কেননা, সে নিজেকে মনে করে—সে অভাবমুক্ত

۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِيٌّ ۗ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَنِّي ۝ إِذَا صَلَّىٰ ۝

৮. আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়া সুনিশ্চিত । ৯. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বাধাদান করে—১০. এক বান্দাহকে যখন সে নামায পড়ে ।<sup>১০</sup>

মু়া-যা ; ১. -সে জানতো না । ২. -لَمْ يَعْلَمْ-কক্ষগো নয়; ৩. -أَنْ-অবশ্যই ; ৪. -لَمْ يَعْلَمْ-সীমালংঘন করে থাকে । ৫. -أَنْ-কেননা ; ৬. -رَاهَا-অবশ্যই-কৈবল্য সীমালংঘন করে থাকে ; ৭. -أَنْ-সুনিশ্চিত ; ৮. -إِلَىٰ-নিকট ; ৯. -رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; ১০. -الَّذِي-ফিরে যাওয়া । ১১. -أَرَأَيْتَ-আপনি কি দেখেছেন; ১২. -تَ-তাকে যে; ১৩. -عَنِّي-বান্দাহকে ; ১৪. -إِذَا-যখন ; ১৫. -يَنْهَىٰ-বাধাদান করে । ১৬. -عَبْدِي-এক বান্দাহকে ; ১৭. -صَلَّى-সে নামায পড়ে ।

৪. সাধারণভাবে (বিশ্বজাহানের) সকল কিছুর সৃষ্টির কথা বলার পর এখানে মানুষকে সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করেছেন। শুক্র মাত্রগতে স্থান লাভ করার পর রক্তে পরিবর্তিত হয়, অতপর সেই রক্ত ঘনিষ্ঠৃত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, ‘আলাক’ দ্বারা রক্তের সেই ঘনিষ্ঠৃত বা জমাট বাঁধা অবস্থাকে বুঝান হয়েছে। তারপর তা গোশ্তের আকৃতি ধারণ করে এবং পর্যায়ক্রমে তা মানুষের আকৃতি লাভ করে ।

৫. অর্থাৎ তিনি মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন করেই সৃষ্টি করেননি, তাকে কলম ব্যবহারের সাহায্যে লেখার কৌশলও শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, বংশ প্রস্তরা জ্ঞানের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইতিহাস সংরক্ষণ ইত্যাদির একমাত্র মাধ্যম হলো ‘কলম’। আল্লাহ তাআলা যদি ইলহামী চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে এ কলমের ব্যবহার শেখাতেন তা হলে মানুষের জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারের যাবতীয় যোগ্যতা-প্রতিভা সম্পূর্ণ স্থিতির ও অকার্যকর হয়ে যেতো ।

৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ে যে কয়টি আয়াত নাযিল হয়েছিল তা এ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। অর্থাৎ সূরা আলাকের প্রথম থেকে ‘মা লায ইয়ালাম’ পর্যন্ত এ পাঁচটি আয়াতই সর্বপ্রথম ওহী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এ পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ আসলে ছিল জ্ঞানহীন। যা কিছু জ্ঞান সে লাভ করেছে তা আল্লাহই তাকে দান করেছেন। তবে তিনি যে পর্যায়ে যতটুকু জ্ঞান দিতে চেয়েছেন, ততটুকু জ্ঞানই মানুষ অর্জন করতে পেরেছে। কারণ “তাঁর জ্ঞান থেকে যতটুকু জ্ঞান তিনি দিতে ইচ্ছে তার বেশী মানুষ লাভ করতে পারে না ।”

⑤ أَرِئْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَوْمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ فَأَرِئْتَ

১১. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, সে (বান্দাহ) যদি সঠিক পথে থাকে । ১২. অথবা,  
তাকওয়ার নির্দেশ দান করে ; ১৩. আপনি কি মনে করেন—

إِنْ كَذَبَ وَتَوْلَىٰ فَالْمَرْيَعْلَمْ بِإِنَّ اللَّهَ يَرِىٰ فَكَلَا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ

সে (বাধাদানকারী) যদি যিথ্যা আরোপ করে (নবীকে) এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় ; ১৪. সে কি জানে না যে,  
আল্লাহ অবশ্যই (তাকে) দেখছেন ?؟ ১৫. কক্ষগো নয় !<sup>۱۲</sup> সে যদি বিরত না হয়

⑥ أَرِئْتَ-আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ; إِنْ-যদি (বান্দাহ) থাকে ;  
عَلَىٰ-সে (বান্দাহ) থাকে ; ⑦-কান-إِنْ-যদি (বান্দাহ) থাকে ;  
أَوْ-أَمْرَ-(عَلَىٰ+الْهُدَى)-الْهُدَى-সঠিক পথে ; ⑧-أَمْرَ-আথবা ;  
أَنْ-আপনি কি মনে করেন । ⑨-أَرِئْتَ-আপনি কি মনে করেন ;  
كَذَبَ-সে (বাধাদানকারী) যিথ্যা আরোপ করে ; و-এবং-মুখ ফিরিয়ে নেয় ।  
⑩-أَرِئْتَ-আপনি কি জানে না ; ⑪-لَمْ يَعْلَمْ-(ا+لَمْ يَعْلَمْ)-  
অবশ্যই (তাকে) । ⑫-كَلَا-কক্ষগো নয় ; ⑬-لَئِنْ-যদি ;  
لَمْ يَنْتَهِ-বিরত না হয় ;

৭. অর্থাৎ পরম অনুগ্রহশীল আল্লাহর মানুষের প্রতি এত বড় ও অসামান্য অনুগ্রহ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে মূর্খতাবশত কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা মানুষের জন্য উচিত হতে পারে না—যে আচরণের কথা সামনে বলা হয়েছে ।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যা সে চেয়েছে তাই তাকে দেয়া হয়েছে ; অথচ সে এর জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে ।

৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে সে যা কিছুই করুক না কেন, অবশ্যে তাকে আপনার প্রতিপালকের সামনে হাজির হতে হবে । তখন সে তার বিদ্রোহমূলক আচরণের পরিণাম ভোগ করবে । এটা থেকে কোনো মতেই রেহাই পাবে না ।

১০. ‘আব্দ’ বা বান্দা বলে এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুঝানো হয়েছে । তাঁকে আব্দ বলে অভিহিত করা তাঁর প্রতি আল্লাহর স্বেচ্ছা-ভালবাসার একটি বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি । কুরআন মজিদের আরও কয়েক জায়গায় তাঁকে ‘আব্দ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে । তাছাড়া এখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি ইঁগিত রয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স) নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হলেও তিনি একজন মানুষ, তিনিও আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত একজন বান্দাহ ।

এখান থেকে আরও একটি বিষয় জানা যায় যে, কুরআনকাপে যে ওহী আমাদের নিকট পৌছেছে, শুধুমাত্র তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ওহী হিসেবে নাযিল হয়নি, এর

لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٌ كَادِبَةٌ خَاطِئَةٌ ۝ فَلِيدُ نَادِيَهُ ۝

তবে আমি তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবো কপালের চুল ধরে। ১৬. সেই চুল—মিথ্যাবাদী—পাপিষ্ঠের  
(কপালের) ।<sup>১০</sup> ১৭. অতপর সে ডেকে নিক তার সভাসদদেরকে।<sup>১১</sup>

—কপালের চুল ধরে—(ب+ال+ناصية)-بالناصية- তবে আমি টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবো ;  
—সেই চুল—مিথ্যাবাদী—পাপিষ্ঠের (কপালে) ।<sup>১২</sup>  
—(নাদী+ه)-নাদِيَه—অতপর সে ডেকে নিক ;  
—(ف+لبدع)-فَلِيدُ-অতপর সে ডেকে নিক ;  
—(أ+نادي)-نَادِيَه—তার সভাসদদেরকে।

বাইরেও ওহীর মাধ্যমে অনেক বিষয় তাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা যে পদ্ধতিতে আমরা নামায আদায় করি তা কুরআন মজীদের কোথাও নেই ; নামায পড়ার পদ্ধতি ‘অপঠিত ওহী’র মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সুতরাং কুরআন মজীদ ছাড়াও তার উপর ওহী নাযিল হতো।

১১. ‘আপনি কি দেখেছেন’ দ্বারা নবী করীম (স)-কে সম্মোধন করার মাধ্যমে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকেও সম্মোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি একজন নামাযরত আল্লাহর বান্দাকে বাধাদান করে, সেই বান্দাহ সঠিক পথে থাকার এবং লোকদেরকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেয়ার পরও—আপনি কি তাকে দেখেছেন, সেই লোক সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আপনি লক্ষ করেছেন কি, তার কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তার কার্যকলাপ দেখছেন—একথা সে জানে না। তার জেনে রাখা উচিত যে, যেহেতু আল্লাহ তার মত যালিমের কর্মনীতি এবং সে যে নিষ্ঠাবান বান্দাহর উপর যুল্ম করছে এসব কিছুই দেখছেন। আর আল্লাহর দেখাই যালিমের শাস্তি ও নামাযরত বান্দাহর প্রতিদানকে অনিবার্য করে তুলছে।

১২. ‘কক্ষগোও নয়’ শব্দটি ধরক দেয়ার জন্য। বাহ্যত আবু জাহেলকে বুঝান হলেও মূলত এ ধরনের চরিত্রের প্রত্যেকটি যালিমকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ যালিম যদি লোকদেরকে আল্লাহর ইবাদাতে বাধাদান করা, মূর্তির উপাসনা করতে বাধ্য করা, আল্লাহর নেক বান্দাহদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার দুরাশা মনে পোষণ করা ইত্যাদি অপকর্ম থেকে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের চুল ধরে টেনে-হেঁচড়ে তার লাশ নবী করীম (স)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১৩. ‘নাসিয়া’ দ্বারা কপালের চুল এবং কপাল দুটোই বুঝায়। এখানে এর দ্বারা আবু জাহেল ও তার মত চরিত্রের প্রত্যেক বদ লোককে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে— বদরের প্রান্তরে নিহত আবু জাহেলের কপালের লস্বাচুল ধরে টেনে-হেঁচড়ে তার লাশ

নবী করীম (স)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১৪. আবু জাহেল তার সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যের বড়াই করতো। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছিল—‘হে মুহাম্মদ! তুমি কোন্ শক্তির জোরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে! এ

سَنْدَعُ الرَّبَّانِيَّةِ ﴿١٦﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُنْ وَاقْتِرِبْ

১৮. আমিও ডেকে নেই জাহানামের পাহারাদারদেরকে ।<sup>১৫</sup> ১৯. কক্ষগো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না  
এবং আপনি সিজদা করুন ও (আপনার প্রতিপালকের) নৈকট্য লাভ করুন।<sup>১৬</sup>

(১৬)-সন্দেশ-আমিও ডেকে নেই ; (ال+زبانية)-الزنانيَّةَ ; -জাহানামের পাহারাদারদেরকে ।

(১৭)-কক্ষগো নয় ; -(أ+لـ+طـ+عـ)-لَاطْفَعْ ; -আপনি তার অনুসরণ করবেন না ;

-এবং ; -আপনি সিজদা করুন ; -ও- ; -এস্জুন- ; -অ্যাক্টর্ব- ; (আপনার প্রতিপালকের)  
নৈকট্য লাভ করুন ।

উপত্যকায় আমার সমর্থক সবচেয়ে বেশি।' তার কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা  
বলছেন যে, 'তার সমর্থক-সভাসদদেরকে সে ডেকে নিক। আমিও জাহানামের প্রহরী  
ফেরেশতাদেরকে ডেকে নেবো।'

১৫. 'যাবানিয়াহ' শব্দ দ্বারা পুলিশ বা লাঠিধারী পাইক-পেয়াদা বুঝায়, যারা রাজা-  
বাদশাহদের দরবারে থাকে এবং যাদের প্রতি রাজা-বাদশাহগণ নারাজ হন তাদেরকে  
হাঁকিয়ে বা টেনে-হেঁচড়ে দরবারে নিয়ে আসে। এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে,  
আবু জাহেল তার সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যের বড়াই করে—সে তার সমর্থকদের ডেকে  
নিক, আমিও আমার পুলিশবাহিনী আয়াবের ফেরেশতাদের ডেকে নেই ; তখন তার  
বড়াই কোথায় থাকে দেখা যাবে ।

১৬. এখানে 'সিজদা করুন' দ্বারা নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে। কারণ পরপরই  
বলা হয়েছে নৈকট্য অর্জন করার কথা। আর বান্দাহ সিজদারত অবস্থায়ই আল্লাহর  
সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জন করে ।

### সূরা আল আলাকের শিক্ষা

১. কুরআন মজীদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ 'পড়ুন' অর্থাৎ  
পড়তে শেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করুন। এ নির্দেশ সকল মানুষের জন্য। সুতরাং পড়া-শেখা শেখার  
দ্বারা এ নির্দেশ কার্যকর করা আমাদের উপর ফরয ।

২. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ফোঁটা জমাট বাঁধা নাপাক রক্ত থেকে। সুতরাং মানুষের গর্ব-  
অহংকার করার কিছু নেই। অতএব আমাদেরকে অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে ।

৩. প্রথম 'পড়ুন' দ্বারা ওহীর শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ এবং দ্বিতীয় 'পড়ুন' দ্বারা ওহীর শিক্ষা প্রচারের  
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব আমাদেরকে ওহীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতপর তা মানুষের  
নিকট প্রচার করতে হবে ।

৪. আল্লাহ কলমের সাহায্যে শিক্ষাদানের চেতনা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ  
যদি তা না করতেন তা হলে মানুষের জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান-বিস্তার এবং যাবতীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা।

সম্পূর্ণরূপে স্থবির হয়ে যেতো। অতএব আমাদেরকে তার যথাযথ সম্মতিহার করতে হবে এবং  
আল্লাহর দরবারে উকরিয়া জানাতে হবে।

৫. সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত। যাকে আল্লাহ দীনের  
জ্ঞান দান করেছেন, তাকে প্রতৃত কল্যাণ দান করেছেন। মানুষ যা জানতো না, তা ইসলামী চেতনার  
মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি-অগ্রগতি আল্লাহ প্রদত্ত  
— এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

৬. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দয়া করে সৃষ্টি করেছেন। অতপর দয়া করে দুনিয়াতে চলার জন্য  
প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেছেন। অতএব আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ থেকে  
আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। আর আমরা তো আসলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁর কোনো  
ক্ষতিই করতে পারবো না।

৭. আল্লাহদ্বারা মানুষকে অবশ্যই একধা স্বরূপ রাখতে হবে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে অবশ্যই  
হাজির হতে হবে এবং তাদের কাজের প্রতিফল তোগ করতে হবে।

৮. ভাল কাজের পুরকার ও মন্দ কাজের শাস্তি পাওয়া বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির ঐকাত্তিক দাবী। নচেৎ  
ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ সবই সমান হয়ে যায়। অতএব আমাদেরকে পুরকার ও শাস্তির প্রতি দৃঢ়  
বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সে হিসেবে জীবন গড়তে হবে।

৯. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া হেদায়াত যে গ্রহণ না করবে তার বৈষম্যিক জ্ঞান যত  
বেশীই থাকুক না কেন তা মূর্খতার নামান্তর। অতএব বৈষম্যিক জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে ওহীর জ্ঞান  
অর্জন করা আমাদের কর্তব্য। কারণ বৈষম্যিক জ্ঞান ধারণীয় আর ওহীর জ্ঞান অকাট্য ও সন্দেহাতীত।

১০. আল্লাহদ্বারা শক্তির বিরোধিতা যত তীব্রই হোক না কেন, কোনো ক্রমেই দীনের পথ থেকে  
সরে যাওয়া যাবে না। সকল অবঙ্গাতেই আল্লাহর প্রতি অনুগত এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে  
যেতে হবে—সকল পরিস্থিতিতে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টায় রত থাকতে  
হবে।



## সূরা আল কাদর

### আয়াত ১৫

মানুষ চাহাত হ্যাঁ ! তন্ম চাহাত নাও চাহাত প্রাণের জন্ম।

### আয়াত ১৬

মানুষ চাহাত হ্যাঁ ! তন্ম চাহাত হ্যাঁ চাহাত নাও চাহাত প্রাণের জন্ম।

চাহাত হ্যাঁ ! তন্ম চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ

। চাহাত হ্যাঁ ! তন্ম চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ

### নামকরণ

চাহাত হ্যাঁ ! তন্ম চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ

পঞ্চম আয়াতের 'আল-কাদর' শব্দটি সূরা সূরার নামকরণ করা হয়েছে। চাহাত হ্যাঁ

চাহাত হ্যাঁ ! তন্ম চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ চাহাত হ্যাঁ

### আলোচ্য বিষয়

কুরআন মাঝীদের মর্যাদা, মূল্য ও পুরুত বুঝানোই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরাটি মাঝী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতপূর্ণ কথা কথাও এবং আলোচ্য রিমেয়ের আলোকে এটা মাঝী বলেই প্রতীয়মন হয়।

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা এবং সূরার আমিন সামগ্রী করেছিল এটা মুহাম্মদ-এর নিজস্ব কোনো রচনা নয়। আমি কদরের বাস্তে এটা নামিল করেছি। এয়াত অত্যন্ত সামান্য মর্যাদাবান রাতে এ রাতের মর্যাদা বুঝাতে শিখে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছিলে, এরাতের মর্যাদা এটা বেশি হয়। হাজার মাসও এক সমান নয়। এরাতেই স্তোকনীয়ের ফায়সালা হয়। অর্থাৎ ভালো নির্বাচন করা হয়। এরাতে এই কিতাব নামিল করা হয়েছে—মৌখিক সেই কিতাবের মাধ্যমে মমৰ জাতিকে দেয়া হয়েছে, তা শুধুমাত্র কুরআইশ ও আরুক জাতি সময় ব্যতীত সমস্ত মৌলিক যারাই এ কিতাবের বিধানকে অনিজেনের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবস্থাপন করবে তাদের সবার ভাগ্যই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

সূরার শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ তথা জিবরাইল (আ) আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সব ধরনের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান নিয়ে অবর্তীর্ণ হয়। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এ রাতে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। অর্থাৎ এ রাতে কোনো অগুড় বিষয় মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা যা কিছুই নামিল করেন তা মানুষের কল্যাণের জন্যই করেন। এমন কি কোনো জাতিকে ধৰ্মসের ফায়সালা করলেও তা মানব জাতির কল্যাণের জন্যই করেন।



কুর' ১

আয়াত ৫

## ১৭. সূরা আল কাদর-মাল্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

১. নিচয়ই আমি তা (কুরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি। ২. আর কদরের  
রাত কি, তা কিসে আপনাকে জানাবে!

① নিচয়ই আমি -আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি ;  
 -انزلنا+هـ-انزلنہ ; ② -آর-কদরে ; (فی+ليلة)-ليلة ;  
 -أدرک-مـ ; -কিসে ; (ال+قدر)-القدر ; -ما-রাত ; (ادری+ك)-  
 -আপনাকে জানাবে ; -কি-ليلة ; -القدر-القدر ; -কদরের

১. ‘আনযালনাহ’ অর্থ ‘আমি তা নাযিল করেছি’। ‘তা’ দ্বারা কুরআন মজীদের দিকে  
ইশারা করা হয়েছে। কুরআন মজীদের নাম উল্লেখ না করলেও আগে-পরের আলোচনা  
থেকে এটা অনুধাবন করা যায় যে, উল্লেখিত ‘তা’ শব্দ দ্বারা কোন্ দিকে ইঙ্গিত করা যায়।  
কুরআন মজীদেই এর অনেক উদাহরণ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করছেন যে, আমি এ কিতাব কদরের রাতে নাযিল করেছি।  
 ‘কদরের রাত’-এর দুটো অর্থ হতে পারে—দুটো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক : এটা  
 সে রাত যা অত্যন্ত সশ্রান্তি ও মর্যাদাবান। এর রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। এ রাতে  
 সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য যে কিতাবটি নাযিল করা হয়েছে তা কেয়ামত পর্যন্ত  
 মানব জাতিকে পথ দেখাবে। আর এমন একটি কল্যাণকর কাজ হাজার মাসেও করা হয়নি।  
 দুই : এটা সে রাত যে রাতে ভাগ্যসমূহের ফায়সালা করে দেয়া হয়। এ রাতে যে কিতাব  
 নাযিল করা হয়েছে তা সমগ্র মানব জাতির পরিবর্তন করে দেবে। যে এ কিতাবের বিধান  
 অনুসারে জীবন ধাপন করবে তার ভাগ্যের কল্যাণকর পরিবর্তন হবে। আর যে এ  
 কিতাবের বিধান অনুসরণ করবে না, অথবা এর বিরোধিতা করবে তার ভাগ্যের পরিবর্তন  
 হবে বিপর্যয়কর।

শব্দে কদর বা কদরের রাত কোন্টি সে সম্পর্কে অনেক মত থাকলেও অধিকাংশ  
 মুফাস্সির, কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে এটা জানা  
 যায় যে, সে রাতটি রম্যান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো একটি বেজোড় রাত।  
 আবার এর মধ্যে বেশির ভাগ স্লোকের মত অনুসারে ২৭ রম্যানের রাত। চান্দ্র মাসের  
 নিয়ম অনুসারে রাত যেহেতু আগে আসে। তাই বলা হয় ২৭ রম্যানের পূর্ব রাতটি  
 সেই মহা মর্যাদাবান কদরের রাত।

٧. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا

৩. কদরের রাত হাজার মাস থেকেও উভয় । ৪. ফেরেশতারা এবং রূহ ।  
(জিবরাইল) তাতে অবতীর্ণ হয়—

بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ① سَلَّمَتْ هَنِيَّ مَطْلَعَ الْفَجْرِ

তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি বিষয়ে নির্দেশ নিয়ে ।<sup>৪</sup>

৫. শান্তিময় সেই রাত ফজর উদয় পর্যন্ত ।<sup>৫</sup>

شَهْرٌ ; - شَهْرٌ ; - مَنْ ; - مَنْ ; - الْفَدْرُ ; - الْفَدْرُ ; -  
মাস । ①-অবতীর্ণ হয় ; - এবং ; - অবতীর্ণ হয় ; -  
(ال+ملائكة)-الْمَلَائِكَةُ ; - এবং-তَنَزَّلُ ; -  
(رب+هم)-رَبِّهِ ; - অনুমতিক্রমে ; - বিষয়ে ; -  
তাদের প্রতিপালকের ; - অনুমতিক্রমে ; - অবতীর্ণ হয় ; -  
সেই রাত ফজর উদয় পর্যন্ত ; - ফজর ; - হনী ; -  
শান্তিময় ; - প্রত্যেকটি বিষয়ে ; - স্লَّمَ ; - প্রত্যেকটি বিষয়ে ; -  
স্লَّمَ ; - অবতীর্ণ হয় ; - ফজর ; - হনী ; -  
সেই রাত ফজর উদয় পর্যন্ত ; - ফজর ।

২. কদরের রাতকে হাজার মাস থেকে উভয় বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ রাতের নেক কাজ হাজার মাসের নেক কাজ অপেক্ষা উভয়। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন যে, যে লোক কদরের রাতে ঈমানের সাথে ও আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের আশায় ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়েছে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহই মাফ করে দেয়া হয়েছে।

এখানে 'হাজার মাস' দ্বারা গুণে গুণে এক হাজার মাস বুঝানো হয়নি; বরং সংখ্যার বিপুলতা বুঝানোর জন্য আরববরা একুশ হাজার শব্দ ব্যবহার করতো, সে হিসেবে আল্লাহ তাআলা ও শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

৩. এখানে 'রূহ' দ্বারা জিবরাইল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। এটাই সবচেয়ে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য মত। সমস্ত ফেরেশতার কথা উল্লেখ করার পর জিবরাইল (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর বিশেষ মর্যাদা বুঝানোর জন্য। মনে হয় যেন বলা হয়েছে —সমস্ত ফেরেশতারা একদিকে আর জিবরাইল (আ) একদিকে।

৪. অর্থাৎ ফেরেশতারা দুনিয়াতে নিজেদের উদ্যোগে অবতরণ করে না; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়।

৫. অর্থাৎ ফজর উদয় পর্যন্ত সমস্ত রাতই শান্তি আর শান্তি বিরাজ করতে থাকে। ফেরেশতারা এবং জিবরাইল (আ) সে রাতে দুনিয়াতে অবতরণ করে ইবাদাতে রত প্রত্যেক নর-নারীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম তথা গুভেঙ্গা বাণী জ্ঞাপন করেন। আল্লাহ তাআলা সে রাতে বড়-তুফান বা ভূমিকম্প থেকে দুনিয়াকে মুক্ত রাখেন।

**সূরা আল কাদরের শিক্ষা**

১. কুরআন মজীদ আল্লাহর নাথিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। অতপর মানুষের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো কিতাব নাথিলের প্রয়োজন হবে না—একথা আমাদেরকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এ কিতাবের বিধান অনুসারে আমাদেরকে জীবন গড়তে হবে।

২. রম্যান মাসের শেষ দশদিনের মধ্যেকার যে কোনো একটি রাতে এ মহাত্ম্য আল কুরআন নাথিল হয়েছে। সেই রাতকে ‘লাইলাতুল কাদর’ বলা হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদেরকে এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৩. ‘লাইলাতুল কাদর’কে আমরা ‘বে কদর’ বলে থাকি, যার অর্থ—‘ভাগ্য রজনী’ বা ‘মহিমাবিত রাত’। এ রাতের মর্যাদা—এ রাত হজার মাস থেকে উত্তম। সুতরাং কুরআন নাথিলের রাত হিসেবে আমাদেরকে এ রাতে ইবাদাত-বৰ্কীগীর মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করতে হবে।

৪. এ রাতে প্রতি বছর জিবরাইল (আ) আন্যান্য ফেরেশতাসহ দুনিয়াতে অবতরণ করেন, কারণ এ রাতেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রথম ওই নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, যে ওহীর মাধ্যমে অক্ষকার বিশ্ব আলো ঝলমল হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আমাদেরকে এ রাতের সম্মান করতে হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা এ রাতকে গোপন রেখেছেন, যাতে মানুষ এ রাতের অনুসঙ্গানে রম্যানের সকল রাতে ইবাদাতে মশাল থেকে অশেষ পুরক্ষারের ভাগী হতে পারে। অতএব আমাদেরকে রম্যান মাস থেকে পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করার লক্ষ্যে পুরো রম্যান মাসকে ইবাদাতের মাস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৬. ‘লাইলাতুল কদর’ রাতে ফজর পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করতে থাকে। সুতরাং আমাদেরকে এ রাতে ইবাদাতের মাধ্যমে সেই শান্তির অংশীদার হওয়ার জন্য আগ্রাহ চেষ্টা করতে হবে।

৭. শেষ কথা হলো—কুরআন মজীদের কারণে ‘লাইলাতুল কদরের’ মর্যাদা আর লাইলাতুল কদরের জন্যই রম্যান মাসের মর্যাদা। সুতরাং কুরআন মজীদকে বাদ দিয়ে বা তার প্রতি অবহেলা দেবিয়ে কোনো সুফল পাওয়া যেতে পারে না। অতএব আমাদেরকে একমাত্র কুরআন মজীদের বিধান বাস্তবায়ন করেই সকল সুফল লাভে কর্মতৎপর হতে হবে।



**সূরা আল বাইয়েনাহ**  
**আয়াত ৪৮**  
**অক্তু' ৪১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম আয়াতের শেষের **البِيْنَ** শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাখিল হওয়ার সময়কাল**

সূরাটি মাঝী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ আলেম ও মুফাস্সিরের মতে সূরাটি হিজরতের পরে মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরার আলোচ্য বিষয়কে দুটো অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশ, প্রথম আয়াত থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত। এ অংশে আহলি কিতাব ও মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের পূর্বে আহলি কিতাব ও মুশরিকরা কুফরীতে নিমজ্জিত ছিল। আর রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক উপস্থাপিত ইসলামী জীবনাদর্শ আসার পরও তারা সেই কুফরীতেই ঢুবে থাকল। অথচ ইসলামই হল সহজ-সরল এবং মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল জীবন ব্যবস্থা। আর সকল নবীর আনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামই ছিল। সুতরাং আহলি কিতাব ও মুশরিকদের একনিষ্ঠভাবে ইসলামী বিধান অনুসরণ করেই আল্লাহর ইবাদাত করা উচিত।

দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আনীত জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পূর্বের মত কুফরীতেই ঢুবে রয়েছে, অথবা ভবিষ্যতে যারা উক্ত জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শিরক-কুফরীতে ঢুবে থাকবে তারা সৃষ্টি জীবের মধ্যে অপদার্থ ও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহানাম। আর যারা তা গ্রহণ করে ঈমানদার হবে এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী স্বর্কর্ম করে যাবে, তারা হবে সৃষ্টির সেরা। এমন কি তারা ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে। তাদের পুরক্ষার হলো চিরস্থায়ী জান্নাত। আখেরাতে আল্লাহ তাঁদের কৃতকর্মের জন্য তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাঁরাও থাকবেন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।



কৃত ১

## ৯৮. সূরা আল বাইয়েনাহ-মাঝী

আয়াত ৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَرَبِّكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ

১. আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে থেকে যারা কুফরী করেছে—অরাব হয়েন্না  
(তাদের কুফরী থেকে)

নং মাত্রকৌ

১. -**لَمْ يَكُنْ** **مِنْ** **مُسْلِمِي** **الَّذِينَ** **كَفَرُوا**; **لَمْ يَكُنْ** **مِنْ** **مُسْلِمِي** **الَّذِينَ** **أَهْلُ الْكِتَبِ** **وَالْمُشْرِكِينَ**;

১. ‘আহলি কিতাব’ দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। আহলি মুশরিককে দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে যারা কোনো আসমানী কিড়াবেন্তু অবসরী ছিল না। ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরিকদেরকে এখানে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও আহলি কিতাব তথা ইহুদী-খৃষ্টানরাও শিরকে লিপ্ত ছিল। ইহুদীরা হযরত উয়ারুল আলোচনা করে আল্লাহর পুত্র বলে শিরক করতো; আর খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে শিরক করতো। এছাড়া খৃষ্টানরা ‘তিন খোদা’ মেনেও শিরক করতো। এতদ্বয়েও আহলি কিতাব তাওরাত ও ইনজীলের কিছু কিছু বিধান মেনে চলতো। আহলে তারাতে তাওরাতের অনুসারীই ছিল। পরবর্তীতে তারা আসমানী কিতাবে পরিবর্জন-পরিবর্জন করে নিয়েছিল। আর মুশরিকরা তো তাওরাতকে চূড়ান্তভাবে অঙ্গীকার করতাছিল। আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যকার এ পার্থক্য শুধুমাত্র পারিভাষিক ছিল না। বরং শব্দসমূহেও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। আহলি কিতাব আল্লাহর নামে কোনো হালাল পণ্ড সঠিকভাবে যবেহ করলে তা মুসলমানদের জন্য হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের হয়েন্নেদেরকৈ বিয়ে করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। অপরদিকে মুশরিকদের যবেহ করা প্রশ্না হালালত নয় এবং তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি নেই।

২. ‘আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে—এর অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্য থেকে কুফরী করেনি এমন লোকগুলুর বর্তমান ছিল। এখানে কাফারু শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার কুফরী এর মধ্যে শামল রয়েছে। ‘মিন’ শব্দটি ‘কতক’ বা ‘কিছু সংখ্যক’ অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছি। বরং ‘মিন’ শব্দটি বর্ণনামূলক। এর অর্থ কুফরীতে লিপ্ত দুটো দল ছিল—এক, আহলি কিতাব; দুই, মুশরিক। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল, যারা আল্লাহকে আমেরি সীমাবদ্ধ করতাছিল। আল্লাহকে কেউ ছিল আল্লাহকে মানতো, কিন্তু একমাত্র মাঝে বুদ্ধি হিসেবে সীমাবদ্ধ করতাছিল। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বা ক্ষমতায় অন্যদেরকে অধিসীমাবদ্ধ করতাছিল। আল্লাহকে কেউ ছিল আল্লাহকে স্বীকার করতো; কিন্তু অঞ্চল সমীকে মনে করতাছিল। আল্লাহকে কেউ ছিল আল্লাহকে স্বীকার করতো; কিন্তু অঞ্চল সমীকে মনে করতাছিল। এক নবীকে মানতো-তো অন্য নবীকে সীমাবদ্ধ করতাছিল। অঞ্চল বেঁকুড়ি করতাছিল।

مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبَيْنَةُ ۚ ① رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتَلَوَّ وَأَصْحَافًا

বিরত ।<sup>৩</sup> যতক্ষণ না আসে তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ । ২. আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল<sup>৪</sup> (যিনি) পড়ে শুনাবেন সহীফাসমূহ (গ্রন্থ) —

مُطَهَّرَةٌ ۖ ② فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ ۖ ۗ وَمَا تَفَرَّقَ النِّينَ أَوْ تَوَالَّ كِتَبٌ

পবিত্র ।<sup>৫</sup> ৩. তাতে থাকবে লিখিত সত্য-সঠিক বিধানসমূহ ৪. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা তো বিভেদে সৃষ্টি করেনি —

الْبَيْنَةُ -বিরত ; যতক্ষণ না ; -تَأْتِيْهم- (تাতি+هم)- تَأْتِيْ -হ্যান্তি ;  
-সুস্পষ্ট প্রমাণ । ①-الله- رَسُولٌ -একজন রাসূল ; مِن- পক্ষ থেকে ;  
-আল্লাহর ; । ②-يَتَلَوَّ - (যিনি) পড়ে শুনাবেন ; صَحْفًا - প্রমুখ ; । ③-تَوَالَّ -তাতে থাকবে ; كُتُبٌ -লিখিত বিধানসমূহ ; قِيمَةٌ -সত্য-সঠিক । ④-আর -তারা তো বিভেদে সৃষ্টি করেনি ; أَوْ تَوَالَّ -দেয়া হয়েছিল ; ال+)-الْكِتَبُ -কিতাব ;

ধরন ছিল তার সবগুলোই এখানে বুঝানো হয়েছে। কারণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও পূর্ণাংশ দীন আসার পর পূর্ববর্তী সকল নবীর উদ্ঘাতকে এ নবীর এ দীনই মেনে নিতে হবে। তা না হলে অর্থাৎ এ নবী ও তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থা মেনে নিতে যারাই অধীকার করবে, তারাই কুফরীতে লিঙ্গ হয়ে পড়বে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃষ্টান সকলেই কুফরীতে লিঙ্গ রয়েছে। কেননা তারা মুহাম্মদ (স)-এর দীনকে মেনে নেয়নি।

৩. ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’ আসার অর্থ এমন প্রমাণ যার দ্বারা কুফরীর কুফল ও সত্যের কল্যাণ তাদের সামনে পেশ করবে। এছাড়া এ কুফরী থেকে তাদের বের হবার কোনো পথ নেই। তবে এর অর্থ এমন নয় যে, এরূপ প্রমাণ এসে গেলে তারা সকলেই কুফরী ত্যাগ করে মু'মিন হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হলো—এ প্রমাণটি ছাড়া তাদের কুফরী থেকে বের হয়ে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর সেই প্রমাণটি যখন এসে গেছে, তখন কুফরীর ওপর তাদের প্রতিষ্ঠিত থাকার দায় তাদের নিজেদের ওপরই বর্তাবে। তাদের আর কোনো অভ্যুত্থাত থাকল না। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত দানের যে দায়িত্ব ছিল তা তিনি পালন করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন : “হেদায়াত দান আমারই দায়িত্ব।”

৪. ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’ বলতে মুহাম্মদ (স)-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ তাঁর মত একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে কুরআন মজীদের মত কিতাব রচনা করে মানুষের সামনে পেশ করা, তাঁর শিক্ষার প্রভাবে মু'মিনদের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়া, তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বেকার ও পরের জীবন, তাঁর নিষ্কলৃত চরিত্র, কথা ও কাজের সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রমাণ করে যে তিনি যথার্থই আল্লাহর রাসূল! তাঁর শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়ন

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهْرِيرَ الْبَيْنَةِ ④ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ مُخْلِصٌ

তাদের প্রতি সুম্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর ছাড়া । ৫. আর তাদেরকে তো হকুম দেয়া হয়নি এ ছাড়া যে, তারা যেন ইবাদাত করে—একনিষ্ঠভাবে

لَهُ الِّيَنَ هُنَفَاءُ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُورَةَ وَذَلِكَ

দীনকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে ; এবং (যেন) কায়েম করে  
নামায ও দেয় যাকাত ; আর এটাই

۱۔-ছাড়া-(م+جا، ت+هم)-মা جَاءَ نَهْمٌ ; منْ بَعْدٍ ;  
۲۔-সুম্পষ্ট প্রমাণ(④)-أَمْرُوا ; تَهْرِيرَ-তাদেরকে তো হকুম দেয়া হয়নি ;  
۳۔-الْبَيْنَةِ-آর-مُخْلِصٌ ; لِيَعْبُدُوا-আল্লাহর ; آللَّهُ-নির্দিষ্ট  
করে ;  
۴۔-তাঁর জন্য-خَنْفَاءَ-একনিষ্ঠভাবে ;  
۵۔-الِّيَنَ-এবং (যেন) ;  
۶۔-دَيْنَ-কায়েম করে ;  
۷۔-وَ-যুত্তো ;  
۸۔-الصَّلَاةَ-নামায ;  
۹۔-وَ-দেয় ;  
۱۰۔-يُؤْتُوا-যাকাত ;  
۱۱۔-وَ-আর ;  
۱۲۔-ذَلِكَ-এটাই ;

করার মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এটা সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৫. ‘সহীফা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—‘লিখিত পাতা’। কুরআন মজীদে ‘সহীফা’ বলে নবীদের ওপর নাযিলকৃত কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। আর পবিত্র সহীফা অর্থ এমন কিতাব যাতে কোনো প্রকার বাতিল ও নৈতিক অপবিত্র কথার মিশ্রণ নেই। কেউ যদি কুরআন মজীদের পাশাপাশি বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তাহলে তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সেসব কিতাবে এমন সব কথাও লিখিত রয়েছে যা সত্য ও ন্যায়ের বিরোধী এবং সেসব কথা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও বিরোধী। অপর দিকে কুরআন মজীদের কথাগুলো অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, সেসব কিতাবে আল্লাহর বাণীর সাথে মানুষ নিজেদের কথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আল্লাহর কিতাবের পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়েছে।

৬. আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে হেদায়াত দানের ব্যাপারে কোনো একার অপূর্ণতা রাখেননি ; কিন্তু আহলি কিতাবরা আল্লাহর কিতাবে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত পরিবর্তন করে নিয়েছিল এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং তাদের শুরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। অতপর যেহেতু তাদের সহীফাগুলোর শিক্ষা সত্য ও পবিত্র ছিল না, তাই আল্লাহ তাআলা একজন রাসূল ও একটি পূর্ণাংগ ও সত্য-সঠিক কিতাব পাঠিয়ে তাদের জন্য প্রমাণ পূর্ণ করে দিলেন। এখন তারা আল্লাহর সামনে

دِيْنُ الْقَيْمَةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ  
সত্য-সঠিক দীন । ৭. আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য  
থেকে যারা কুফরী করেছে

فِي نَارِ جَهَنَّمِ خَلِيلٌ يَسَّنَ فِيهَا أُولَئِكَ هُرْشَ الْبَرِّيَّةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ  
তারা নিশ্চিত জাহান্নামের আগনে চিরদিন অবস্থানকারী হবে ;  
তারাই হবে সৃষ্টির অধম । ৮. নিশ্চিত যারা

- كَفَرُوا ; যারা -الْذِينَ ; সত্য-সঠিক (৭)-নিশ্চিত ; دِيْنُ-  
কুফরী করেছে ; وَ- আহলি কিতাব ; من- মধ্য থেকে ;  
- أَفْلَى الْكِتَبِ ;  
- خَلِيلٌ يَسَّنَ ; আগনে ; فِي نَارِ-জَهَنَّمَ ;  
- جَهَنَّمَ ; জাহান্নামের ;  
- أُولَئِكَ هُمْ ; তাতে ; فِيهَا ;  
- شَرٌّ-অধম ; তারাই হবে ;  
- أَوْلَئِكَ هُمْ ; তাতে ; فِيهَا ;  
- الْبَرِّيَّةِ । (৮)-নিশ্চিত ; যারা -الْذِينَ ;  
- সৃষ্টির অধম ।

কোনো অজুহাত পেশ করতে পারবে না, ফলে তাদের পথপ্রস্তাতার দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদের ওপরই বর্তাবে ।

৭. অর্থাৎ মুহাম্মদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন তাই সত্য-সঠিক দীন। আহলি কিতাবের নিকট যে সকল রাসূল ও কিতাব এসেছিল তাও একই দীন ছিল; কিন্তু তারা নিজেরাই পরবর্তীকালে বাতিল আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে বিভিন্ন ধর্ম-গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যার কোনো হকুম কোনো নবী-রাসূল দেননি। সর্বকালে সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত দীন একটিই ছিল। আর তাহলো—ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। তাঁর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো ইবাদাতের মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। সর্বদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর অনুগত হতে হবে, নামায কায়েম করতে হবে এবং যাকাত ভিত্তিতে অর্থনীতি গড়ে নিতে হবে। আর এটাই হলো ‘দীনুল কায়িয়াহ’ অর্থাৎ সত্য-সঠিক দীন।

৮. অর্থাৎ আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অঙ্গীকার করেছে। তাদের পরিণাম হবে চিরস্তন জাহান্নাম।

৯. অর্থাৎ এসব লোক আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধম। এরা এমন কি পক্ষে চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ পক্ষের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি দান করা হয়নি। আর এরা বিবেক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সত্য দীনকে অঙ্গীকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ۝ أُولَئِكَ هُرَبُرَيْرَةُ جَرَاوِهِمْ  
ঈমান এনেছে এবং করেছে সৎকাজ ; তারাই হবে সৃষ্টির সেরা ।<sup>১০</sup>

৮. তাদের পুরকার রয়েছে

عِنْ رَبِّهِمْ جَنَتٌ عَلَيْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلٍ يَنْفِيهَا  
তাদের প্রতিপালকের নিকট চিরস্থায়ী জান্নাত—প্রবহমান তার তলদেশ দিয়ে  
বর্ণাধারা, তারা সেখানে চিরদিন অবস্থানকারী—

أَبَدَ أَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبِّهِ  
অনন্তকাল ; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি ;  
এসব তার জন্য যে ভয় করে তার প্রতিপালককে ।<sup>১১</sup>

- أَوْلَئِكَ هُمْ ;-ঈমান এনেছে ;-এবং -عَمِلُوا ;-الصَّلِحَتِ ;  
তারাই হবে -عِنْ رَبِّهِمْ-(جزাও+هم)-جَرَاوِهِمْ-الْبَرَيْرَةُ ;-সৃষ্টির ।<sup>১০</sup>  
عِنْ دِنِ ;-নিকট ;-(রব+হেম)-رَبِّهِمْ ;-عِنْ دِنِ-জান্নাত ;  
-চিরস্থায়ী ;-প্রবহমান ;-منْ تَحْتِهَا ;-তার তলদেশ দিয়ে ;  
-ابد ;-সেখানে ;-فِيهَا ;-তারা চিরদিন অবস্থানকারী ;-الْأَنْهَرُ  
-অনন্তকাল ;-রَضُوا ;-اللَّهُ ;-আল্লাহ ;-عَنْهُمْ ;-এবং ;  
তারাও সন্তুষ্ট ;-তাঁর প্রতি ;-لِمَنْ ;-তার জন্য, যে -خَشِيَ  
করে ;-তার প্রতিপালককে ।-رَبَّهُ ;-(রব+হে)

১০. অর্থাৎ যারা মুহাম্মাদ (স)-কে মেনে নিয়ে তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থা অনুসারে  
জীবন গড়ে নিয়েছেন তাঁরা সৃষ্টির মধ্যে সর্ব সেরা । এমন কি তারা ফেরেশতাদের চেয়েও  
উত্তম । কেননা ফেরেশতাদেরকে তো আল্লাহর নাফরমানী ও স্বাধীন কর্ম-ক্ষমতা দেয়া  
হয়নি, এদেরকে এসব ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এরা আল্লাহর আনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে ।

১১. অর্থাৎ এরা দুনিয়াতে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে ।  
তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য পুরকার হলো এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে  
বর্ণাধারা প্রবাহিত । তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ।

**সূরা আল বাইয়েনাহ্ শিক্ষা**

১. ইহুদী, খ্রিস্টান এবং অন্য যত মুশর্রিক দল-উপদল বর্তমান দুনিয়াতে আছে—এক কথায় সকল মানুষের জন্য একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।
২. ইহুদীরা তাওরাতকে বিকৃত করেছে এবং শিরকে লিঙ্গ হয়েছে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানরা ও ইনজীলকে বিকৃত করেছে এবং শিরকে লিঙ্গ হয়েছে। সুতরাং সত্য-সঠিক দীনের অনুসারী হতে হলে একমাত্র ইসলামের দিকেই ফিরে আসতে হবে।
৩. আল কুরআন সকল প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে নিরাপদ আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ধাকবে; কেননা এর হিফায়তের দায়িত্ব নিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ।
৪. দুনিয়ার শান্তি ও আধ্যেরাতে মুক্তি পেতে হলে মানব জাতিকে অবশ্যই সালাত ও ধাকাত ভিত্তিক সমাজ, রাষ্ট্র ও অধ্যনীতি গড়ে তুলতে হবে। এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।
৫. ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থায় মানুষ দুনিয়াতে প্রকৃত শান্তি পাবে না—পেতে পারে না। আর আধ্যেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জাহানাম।
৬. যারা একনিষ্ঠভাবে ইসলামকে ঘেনে তদনুযায়ী জীবন গড়ে নেবে, তাদের জন্য দুনিয়াতেও ধাকবে শান্তি, আর আধ্যেরাতেও তাদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে অনাবিল শান্তির আবাস জাহানাত। তারা সেখানে ধাকবে অনন্ত কাল।
৭. এদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট, আর এরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট—কারণ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এরা আল্লাহকে ডয় করেই জীবন পরিচালনা করেছে।



**সূরা আয় যিলযাল**  
**আয়াত ৪ ৮**  
**অক্ষু' ৪ ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম আয়াতের ‘যিলযালাহ’ শব্দ থেকে ‘যিলযাল’-কে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

সূরাটি মাঝী জীবনে নাযিল হয়েছে, না কি মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে এ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে অনুমিত হয় যে, সূরাটি মাঝী জীবনেই নাযিল হয়েছে। কারণ মাঝী সূরাগুলোতেই ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। আর এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সূরাটি মাঝী জীবনের প্রাথমিক দিকে নাযিল হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয়**

সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় আখেরাতের জীবন। অবশ্যই দুনিয়ার জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রমের রোজ-নামচা মানুষের সামনে পেশ করা হবে। মানুষের সকল তৎপরতার পরিবেশে ভাসমান রয়েছে। কোনো ক্ষুদ্রাত্মক্ষুদ্র তৎপরতাও বিলীন হয়ে যায় না। মহামহিম সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর কুদরতে সবই সংরক্ষণ করে রাখছেন। মানুষ কঞ্চনাও করতে পারে না যে, এ নিষ্প্রাণ পরিবেশ থেকে মানুষের সকল তৎপরতার সাক্ষাত তাঁর সামনে ছায়ির করা হবে। আল্লাহর নির্দেশে কে, কি কাজ, কখন, কিভাবে করেছে তাঁর পৃথ্বানুপৃথ্ব নামায়ে আমল সেদিন তাঁর সামনে সে উপস্থিত দেখতে পাবে। বালুকণা পরিমাণ ডাল কাজের হিসাব যেমন বাদ থাকবে না, তেমনি অণু পরিমাণ ঘন্দ কাজের হিসাবও বাদ থাকবে না। সকল কিছুর সচিত্র প্রতিবেদন সে দেখতে পাবে।

সেদিন তাকে বলা হবে—আপন কাজের প্রতিবেদন নিজেই পড়ো, তোমার নিজের হিসাব নেয়ার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। সুতরাং মানুষের সদাসতর্ক অবস্থায় জীবন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনঙ্গীকার্য।



ক্ষেত্র ১

আয়াত ৮

## ১৯. সূরা আল আয় যিলযাল-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① إِذَا زَلَّتِ الْأَرْضُ زِلَّتِ الْمَاءُ ۚ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

১. যখন যমীন নিজ কম্পনে ভীষণভাবে প্রকল্পিত হবে ;

২. আর বের করে দেবে যমীন

أَثَقَالَهَا ۖ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۖ يَوْمَئِنْ تُحَدِّثُ

তার বোঝাসমূহ ; ৩. এবং মানুষ বলবে-এর হলো কী ?

৪. সেদিন সে বলে দেবে

১) । এ-যখন - র্ল-ল-ভীষণভাবে প্রকল্পিত হবে ; যমীন - অ-অর্প ;  
 ২) । ম-নিজ কম্পনে । ৩) । আ-র-অর্প ; ৪) । ম-যমীন ;  
 ৫) । অ-অর্প ; ৬) । এবং - ও-বলবে ; ৭) । অ-অন্সান - মানুষ ;  
 ৮) । ম-ল-হ-এর হলো কি ? ৯) । য-ম-দ-সেদিন ; ১০) । ম-ল-হ-এর হলো কি ?

১. 'যুল যিলাতিল আরদু' অর্থ যমীন প্রচণ্ডভাবে প্রকল্পিত হবে । কেয়ামত তথা মহা ধ্বংসের সূচনা হবে ভূমিকম্পের মাধ্যমে । এ ভূমিকম্প দুনিয়ার কোনো একটি অংশে সীমাবদ্ধ হবে না ; বরং সমগ্র দুনিয়া-ই প্রচণ্ডভাবে প্রকল্পিত হবে এবং এর মাধ্যমে দুনিয়ার যাবতীয় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে । অতপর দ্বিতীয়বার প্রকল্পনের মাধ্যমে দুনিয়ার আগে-পিছের সকল মানুষ জীবিত হয়ে হাশের ময়দানে একত্রিত হবে । অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে দ্বিতীয় প্রকল্পনের কথাই বলা হয়েছে । কারণ পরবর্তী আয়াত এটাই প্রমাণ করে ।

চাহুন্দী ১।  
 নচার্তি-চাহুন্দী দুনিয়ার মাটির গর্তে যত মানুষ, মানুষের যাবতীয় কথা, কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ-প্রমাণের স্তুপ সবকিছুই যমীন তার বাইরে নিষ্কেপ করবে । মুফাস্সিরদের মতে— এছাড়া ভূগর্তে যত সম্পদ আছে তা-ও সেদিন যমীন উগরে দেবে । মানুষ দেখবে যে সম্পদের জন্য তারা দুনিয়াতে মারামারি-হানাহানি করেছে ; যে সম্পদের মোহে পড়ে তারা দুনিয়াতে কর্তৃত অসৎ পছ্হা অবলম্বন করেছে সেসব সম্পদ এখন তাদের সামনে উপস্থিত ; কিন্তু এসব সম্পদের এখন কানাকড়ি মূল্যও নেই । অর্থাৎ এর জন্যই তো তারা ভাইয়ে-ভাইয়ে, প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে ঝগড়া-বিবাদ করেছে ; দেশে-দেশে ও জলে-স্থলে কত যুদ্ধ-বিঘাই করেছে । তারা একে অপরকে কত নির্মম নির্দয়ভাবে খুন করেছে ; কিন্তু এখনতো এসব সম্পদ তাদের কোনো কাজেই লাগছে না । এ সবগুলো

# أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنْ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا ۝ يَوْمَئِنْ يَصْدُرُ

তার যাবতীয় খবর।<sup>৪</sup> ৫. কেননা আপনার প্রতিপালক তাকে (এরপরই)

আদেশ করবেন। ৬. সেদিন বের হবে

- (رب+ك)-رَبَكَ-(ب+ان)-بِأَنْ-(أ+خبار)-أَخْبَارَهَا-আপনা ; - (لـ+هـ)-لَهـ-আদেশ করবেন (এরপ); - (يـ+وـ+مـ+ئـ+نـ)-يَوْمَئِنْ-তাকে ; - (سـ+েـ+دـ+رـ)-سَيْصَدُرـ-বের হবে ;

সম্পদ দিয়েও একজন মানুষকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না ; বরং এসব উট্টো তাদের আযাবের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

৩. এখানে 'মানুষ' দ্বারা সকল মানুষই বুঝানো হতে পারে ; কারণ সকলেই খ্রিস্ট ও পুনরুদ্ধানের বিশ্বকর কাণ্ড দেখে অবাক বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়বে। তবে যারা কেয়ামত ও পুনরুদ্ধানে বিশ্বাস করতো না, তারা সবিশ্বয়ে দেখবে যে, যে বিশ্বকে অসম্ভব বলে তারা অবিশ্বাস করেছে এবং স্বেচ্ছাচারী হয়ে জীবন পরিচালনা করেছে সেটাইতো তাদের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। সে জন্য মু'মিনদের চেয়ে তাদের বিশ্বয়ের মাত্রা হবে অনেক বেশি। তারা এতে পেরেশান ও ভীত-সন্ত্রন্ত হয়ে পড়বে। মু'মিন তো যে, এ রকমটাই হবে এবং তারা এতে বিশ্বাস করেই জীবন যাপন করেছে। তাদের আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ীই এসব হচ্ছে। এ রকমটাই যে হবে সেই ওয়াদা তো দয়াময় আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদেরকে দিয়েছেন ; তারাতো সেই ওয়াদাতে বিশ্বাসী ছিল। আর তাই তাদের পেরেশানী অবিশ্বাসীদের মত হবে না।

৪. অর্থাৎ মানুষ এ দুনিয়াতে যখন, যে অবস্থায় ভাল-মন্দ যত কাজ করেছে তার পরিবেশ-প্রতিবেশে তার প্রমাণ রয়েছে হাশের ময়দানে এসব প্রমাণ তার সামনে প্রকাশমান হয়ে উঠবে। 'আলিমুল গায়েব' আল্লাহ তাআলাতো সবকিছুই জানেন, তারপরও 'কিরামান কাতেবীন' সবকিছু সংরক্ষণ করছেন। সর্বোপরী দুনিয়াতে মানুষের সকল কর্মের প্রতিচ্ছায়া বিদ্যমান থাকছে। যা মুছে ফেলার সাধ্য করো নেইও আল্লাহ তাআলা যেহেতু ন্যায়বিচার করবেন, তাই মানুষের ভাল-মন্দ সকল কাজের সাক্ষাৎ প্রমাণ তাদের সামনে তিনি উপস্থিত করবেন। সুতরাং সেদিন কেউ তা অঙ্গীকার করিষ্যে পরিষেবা কর্তৃত কর্তৃত করেন।

মানুষের চারপাশের প্রতিবেশে যে মানুষের কাজের সাক্ষ-প্রমাণ থাকছে এটা অতীতে যদিও প্রমাণিত ছিল না কিন্তু বর্তমানে পদার্থ বিদ্যায় অভিবর্মীয় উন্নতির ফলে এটা সকলের সামনেই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যেখানে মানুষের পক্ষে তাদের সকল কাজের সাক্ষ-প্রমাণ সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব, সেখানে সকল কিছুর পক্ষে অবাস্থাই আল্লাহর জন্য তা কিছুমাত্র কঠিন নয়। সেদিন মানুষের সকল অস্তিত্বাত্মক তো তাত্ত্ব কাজের সাক্ষ নেবে। মানুষ নিজের প্রতিটি কাজকর্মের প্রতিচ্ছবি নিজের চোখেই দেখেক্ষে, নিজের কাজের প্রতি নিজের কানেই শুনবে। এমন কি তাদের অস্তিত্বে যে ইস্লাম অক্ষময়তা ছিল, তবে

النَّاسُ أَشْتَانَاهُ لِبِرَوْا أَعْمَالَهُمْ ⑥ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  
মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ;<sup>৫</sup> যাতে দেখানো যায় তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম ।

৭. অতএব কেউ যদি করে অণু পরিমাণ

خَيْرًا بِرَه ⑦ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا بِرَه ⑧

নেক কাজ সে তা দেখতে পাবে । ৮. আর কেউ অণু পরিমাণ বদ  
কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে ।<sup>৯</sup>

النَّاسُ-মানুষ-ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ;-لِبِرَوْا-যাতে দেখানো যায়  
তাদেরকে ;-(ف+من)-فَمَنْ-(أعمال+هم)-أَعْمَالَهُمْ ; ⑥-অতএব  
কেউ যদি ;-(ك-র)-خَيْرًا-নেক কাজ ;-يَعْمَلْ-অণু ; ⑦-আর  
(ه+و)-شَرًّا-অণু ;-(ك-র)-و-مَنْ-কেউ ;-يَعْمَلْ-করলেও ; ⑧-  
مِثْقَالَ-পরিমাণ ;-(ب-ر)-شَرًّا-বদ কাজ ;-(ب-ر)-مَنْ-সে তা দেখতে পাবে ।

গোপন নিয়তে বা উদ্দেশ্যে সে কোনো কাজ করেছে তাও তার চোখের সামনে এনে  
রেখে দেয়া হবে । আর তাই সেদিন তার নিজের পক্ষ থেকে কোনো ওয়র পেশ করার  
সুযোগই থাকবে না ।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে হাজার হাজার বছর থেকে মানুষ যে যেখানে মরে পড়ে আছে  
সব মানুষই দলে দলে সেখান থেকে বের হয়ে হাশর ময়দানে একত্রিত হবে । প্রত্যেক  
ব্যক্তিই তার ব্যক্তিগত অবস্থা ও অবস্থানে থাকবে । দুনিয়ার পরিবার, গোষ্ঠী, জেট,  
দল বা জাতি সম্প্রদায় ভেঙে সেখানে ছুরমার হয়ে যাবে ।

৬. অর্থাৎ মানুষকে তার ভাল-মন্দ সকল কর্ম-তৎপরতা দেখানো হবে । ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র  
কেন্দ্রে কথা বা কাজও তাকে দেখানো থেকে বাদ যাবে না । কেননা তার আমলনামা  
যখন তার হাতে দেয়া হবে, তখন সে নিজেই তার ছোট-বড় সকল কাজকর্ম দেখতে  
পাবে । দুনিয়াতে হক ও বাতিলের দন্দ-সংঘাতে কার কি ভূমিকা ছিল, সে নিজেই তা  
দেখতে পাবে । সত্যের পথের সংগ্রামী মানুষ তার সংগ্রামী তৎপরতা স্বচোক্ষে দখবে ।  
অপর দিকে সত্যের মোকাবিলায় বাতিলের অনুসারীরাও সত্যকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য  
যেসব ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা চালিয়েছিল, তা তারা স্বচোক্ষে দখবে । হাশর ময়দানে  
উপস্থিত সকল মানুষই তা দেখতে পাবে ।

৭. অর্থাৎ মানুষ তার ছোট-বড় সকল কাজই সংরক্ষিত দেখতে পাবে এর অর্থ এটা  
নয় যে, তার সকল কাজের প্রতিফল-প্রতিদান তাকে আখেরাতে দেয়া হবে । এমন নয়  
যে, তার সকল পাপের শান্তি তাকে দেয়া হবে এবং তার সকল পুণ্যের প্রতিদান তাকে  
সেখানে দেয়া হবে । বরং এর অর্থ হলো—সকল কাজই সংরক্ষিত থাকবে । নচেৎ এর  
অর্থ হবে যে, কোনো উচ্চ পর্যায়ের মুমিন বান্দাও কোনো ক্ষুদ্রতম গুনাহের শান্তি থেকে

বিক্ষা পাবে না এবং কোনো জগন্যতম কাফের ও অত্যাচারী ব্যক্তিও কোনো ক্ষুদ্রতম সৎকাজের পুরক্ষার থেকে বঞ্চিত হবে না।

তবে এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে যা জানা যায় তাহলো—

১. কাফের, মুশারিক ও মুনাফিকরা তাদের ভাল কাজগুলোর প্রতিদান দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। আবেরাতে তারা এর জন্য কোনো প্রতিদান পাবে না। কারণ তারা তো আবেরাতের প্রতি যথাযথ বিশ্বাস করতো না।

২. গুনাহের শাস্তি যাদের দেয়া হবে তাদেরকেও গুনাহের সমপরিমাণ শাস্তি-ই দেয়া হবে। অপর দিকে সৎকাজের বিনিময় দেয়া হবে অনেক বেশি; যেমন কোথাও বলা হয়েছে দশগুণ, কোথাও বলা হয়েছে যে, সৎকাজের বিনিময় আল্লাহ নিজ ইচ্ছামত বাড়িয়ে দেবেন।

৩. মু'মিনরা যদি কবীরা তথা বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবে তাদের সকল ছোট গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

৪. নেককার মু'মিন বাল্দাহদের নিকট থেকে আল্লাহ তাআলা সহজ হিসাব নেবেন। তাদের ছোট ছোট গুনাহগুলোকে তিনি এড়িয়ে যাবেন। নেক আমলগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাকে প্রতিদান দেবেন।

### সূরা আয় যিলযালের শিক্ষা

১. কেয়ামত তথা মহাক্ষেত্রের পর ভূমির মহাক্ষেত্রের মাধ্যমে দুনিয়ার আদি-অঙ্গ সকল মানুষের পুনরুত্থান হবে।

২. পৃথিবী তার ভূগর্ভস্থ সকল (সমাহিত) মানুষ, জীবজীব ও সম্পদরাজি উগ্রে দেবে।

৩. এসব ঘটনা আল্লাহর নির্দেশেই ঘটবে।

৪. কাফের, মুশারিক ও মুনাফিকরা তাদের অবিশ্বাস্য ঘটনার বাস্তবায়ন দেখে ভীত সংজ্ঞান হবে; আর মু'মিনরা তাদের বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখে স্বাভাবিকভাবে অবাক হবে।

৫. মানুষ পরিবার, দল, গোষ্ঠী, জোর্ট ও জাতি নির্বিশেষে তাদের সমাহিত স্থান থেকে বের হয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

৬. মানুষ তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহ বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নেক কাজ ও তার চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

৭. মানুষ তার সকল কৃতকর্মের পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণও প্রতিচ্ছায়াকণে তার সামনে উপস্থাপিত দেখতে পাবে।

৮. মানুষের কৃতকর্মের এমনসব সাক্ষ-প্রমাণ সেখানে উপস্থাপন করা হবে যে, এসব অপরাধের কোনো অংশই অঙ্গীকার করার বিন্দুমাত্রও সুযোগ থাকবে না।

৯. অতএব সেই অবশ্যজ্ঞাবী দিনের কথা সদা-সর্বদা অন্তরে জাগরুক রেখেই দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করতে হবে।

১০. সেই মহাভ্যূক্তির দিনের কথা শ্বরণে রেখে জীবন যাপন করলেই মানুষের দুনিয়ার জীবন হবে শাস্তিময় ও সুন্দর, আর সেইদিন সে লাভ করতে পারবে আল্লাহর ক্ষমা ও মহান প্রতিদান ক্ষরণ চিরসুখময় জাম্মাত।

**সূরা আল আদিয়াত  
আয়াত ৪ ১১  
কৰ্মকৃ ৪ ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম শব্দ ‘আল ‘আদিয়াত’ দ্বারা এর নামকরণ হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

পূর্ববর্তী সূরার মত এ সূরারও নাযিলের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গিতে সূরাটি মাঝী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে বলে সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয়।

**আলোচ্য বিষয়**

মানুষের আধ্যেতাত অবিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণাম, মহাবিচারের দিনে মানুষের সকল আমলসহ মনের গভীরে লুকায়িত গোপন ইচ্ছা-বাসনা ও উদ্দেশ্য এবং বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে এ সূরায় আলোচিত হয়েছে।

প্রথম থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত পটভূমিকা হিসেবে বলা হয়েছে যে, তদানিষ্ঠন মুক্ত আরবের মানুষের যুলুম-অত্যাচার হানাহানি, সামাজিক জীবনে মানুষের দুর্ভোগ, এক গোত্রের প্রতি অপর গোত্রের রাতের অন্ধকারের আক্রমণ, ধন-সম্পদ লুঠন, নারী অপহরণ ও ধর্ষণ, অপহরণকৃত নারীদেরকে দাসী বানানো, যুদ্ধ-বিদ্ধি ও নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদির একমাত্র কারণ আধ্যেতাত তথা পরকালে অবিশ্বাসের ফলশ্রুতি। অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁর নিয়ামতের না-শোকরী করছে। তারা সম্পদের মোহে অঙ্গ হয়ে পড়েছে। তাদের জেনে রাখা উচিত—তাদেরকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সংরক্ষিত সাক্ষ-প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। এসব সাক্ষ-প্রমাণের পক্ষপাতহীন চূলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে। সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে, কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না। সুতরাং মানুষের উচিত সেদিনের কথা স্মরণে রেখে দুনিয়ার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা ; নচেতে সেদিন তাদেরকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে।



কৃত ।

## ১০০. সূরা আল আদিয়াত-মাঝী

আয়াত ১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعُنْيِتِ ضَبَّحَا ۚ فَالْمُورِيٰ قَلْحًا ۚ فَالْمُغَيْرِتِ

১. কসম হাঁপানোর শব্দ সহকারে সবেগে দৌড়িরত ঘোড়াগুলোর ;<sup>১</sup> ২. (যারা) ক্ষুরাঘাতে আগুনের ফুলকী বিছুরণকারী ;<sup>২</sup> ৩. অতপর অভিযানকারী

صَبَّحَا ۚ فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا ۚ فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ

- প্রভাতকালে ;<sup>৩</sup> ৪. যার দ্বারা তারা ধূলি উড়ায় ৫. অতপর তার মাধ্যমে ঢুকে পড়ে কোনো জনপদে । ৬. অবশ্যই মানুষ

- ①-কসম-সবেগে দৌড়িরত ঘোড়াগুলোর ; প্রভাত-ঠাণ্ডা ; ১. কসম হাঁপানোর শব্দসহকারে ।  
 ②-(ف+ال)-মুরিত-ক্ষুরাঘাতে বিছুরণকারী ; ২. আগুনের ফুলকী ।  
 ③-فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا ۚ -অন্তর্ভুক্ত-প্রভাতকালে । ৩. অতপর অভিযানকারী ; ৪. (ফ+ال+মুরিত)-ক্ষুরাঘাতে আগুনের ফুলকী বিছুরণকারী ।  
 ④-فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا ۚ -ধূলিকণা । ৫. যার দ্বারা ; ৬. যার দ্বারা ; ৭. প্রভাতকালে । ৬. অবশ্যই মানুষ ;  
 ৮. যার দ্বারা তারা ধূলি উড়ায় । ৭. অতপর ঢুকে পড়ে ; ৮. অবশ্যই মানুষ ; ৯. আগুনের ফুলকী বিছুরণকারী । ১০. অবশ্যই মানুষ ;

১. ‘আল ‘আদিয়াত’ অর্থ ‘দ্রুত দৌড়িরত’ বা ‘সবেগে ধাবমান’ । এর দ্বারা ধাববান কি ? তা বুবা না গেলেও পরবর্তী বাক্যগুলো থেকে অনুমান করা যায় যে, এখানে ঘোড়ার কথাই বলা হয়েছে । কারণ ঘোড়াই দৌড়ানোর সময় হাঁপানোর শব্দ করে ; ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতেই আগুনের ফুলকী ঝরে ; খুব ভোরে কোথাও অভিযান চালানো একমাত্র ঘোড়ার দ্বারাই সম্ভবপর । আর আরবদের মধ্যে এটাই প্রচলিত ছিল ।

আল্লাহ তাআলা সবেগে ধাবমান ঘোড়ার কসম করেছেন এজন্য যে, জাহেলী যুগের মারামারি, কাটাকাটি, ধন-সম্পদ লুঞ্ছন, এক গোত্র কর্তৃক অন্য গোত্রের নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ এবং তাদেরকে দাসী বানিয়ে রাখা ইত্যাদি অসামাজিক কর্মকাণ্ড একমাত্র ঘোড়ার সাহায্যেই করা হতো । উল্লেখিত ন্যাক্তারজনক কাজগুলোর প্রতি ইংগিত করেই আল্লাহ তাআলা ‘সবেগে ধাবমান’ ঘোড়ার কসম করেছেন ।

২. রাত্রিকালে যখন ঘোড়া সবেগে দৌড়ায় তখন তার ক্ষুরের আঘাতে যে আগুনের ফুলকী ঝরে সে কথাই এখানে বলা হয়েছে । আর জাহেলী যুগের অন্যায় আক্রমণগুলো সাধারণত রাতের বেলায়ই সংঘটিত হতো । এটা থেকেও তখনকার সামাজিক অবস্থার প্রতি ইংগিত পাওয়া যায় ।

لَرِبِّهِ لَكَنُودٌ ۚ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۗ وَإِنَّهُ لَحُبَّ الْخَيْرِ

তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ ;<sup>৫</sup> ৭. এবং নিশ্চিত এ বিষয়ে সে নিজেই  
অকাট্য সাক্ষী ;<sup>৬</sup> ৮. এবং নিশ্চিত সে সম্পদের মোহে

لَشَيْئِنْ ۖ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۗ وَحَصَلَ

খুববেশী মত ;<sup>৭</sup> ৯. সে কি জানে না, কবরসমূহে যাকিছু আছে তা যখন বের করে  
আনা হবে ;<sup>৮</sup> ১০. এবং প্রকাশ করা হবে

وَلَرِبِّهِ لَكَنُودٌ ۚ -বড়ই অকৃতজ্ঞ ;<sup>১</sup> -কনুদ-(L+K+নু+ড)-Lকনুদ-  
-এবং-Lশহিদ-<sup>২</sup>-এ বিষয়ে ;<sup>৩</sup> -L+)-L-<sup>৪</sup>-নিশ্চিত সে নিজেই ;<sup>৫</sup> -A+)-A-<sup>৬</sup>-A-  
-L-<sup>৭</sup>-অকাট্য সাক্ষী ;<sup>৮</sup> -A-<sup>৯</sup>-নিশ্চিত সে ;<sup>১০</sup> -L-<sup>১১</sup>-অকৃতজ্ঞ-  
-শহিদ-<sup>১২</sup>-অক্তজ্ঞ-<sup>১৩</sup>-অক্তজ্ঞ-<sup>১৪</sup>-অক্তজ্ঞ-<sup>১৫</sup>-অক্তজ্ঞ-  
-খুব বেশি মত ;<sup>১৬</sup> -A+L+<sup>১৭</sup>-A-<sup>১৮</sup>-ফ-<sup>১৯</sup>-L-<sup>২০</sup>-F-<sup>২১</sup>-L-<sup>২২</sup>-  
-A-<sup>২৩</sup>-যখন-<sup>২৪</sup>-B-<sup>২৫</sup>-B-<sup>২৬</sup>-যাকিছু আছে তা ;<sup>২৭</sup> -A+Q+<sup>২৮</sup>-Q-<sup>২৯</sup>-Q-<sup>৩০</sup>-  
-কবরসমূহে ;<sup>৩১</sup> -A+Q+<sup>৩২</sup>-Q-<sup>৩৩</sup>-Q-<sup>৩৪</sup>-Q-<sup>৩৫</sup>-Q-<sup>৩৬</sup>-Q-<sup>৩৭</sup>-Q-<sup>৩৮</sup>-  
-এবং-Q-<sup>৩৯</sup>-প্রকাশ করা হবে ;<sup>৪০</sup>

৩. আরবরা কোনো জনপদে হামলা করার জন্য গভীর রাত অথবা খুব তোরের  
আলো-আঁধারের সময়টাকে বেছে নিত। কারণ এ সময় সাধারণত মানুষ গভীর ঘুমে  
থাকার কারণে আক্রমণকারীদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় পেতো না।

৪. ‘অবশ্যই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।’—একথাটি বলার জন্যই  
‘রাতের আঁধারে সবেগে দৌড়িরত’ ‘ক্ষুরের আঁধাতে আগুনের ফুলকী বিছুরণকারী’ এবং  
‘প্রভাতকালে কোনো জনপদে আক্রমণকারী ঘোড়ার’ কসম করেছেন।

জাহেলী যুগ তথ্য অজ্ঞতার যুগে রাতগুলো হতো ভয়ংকর। জনপদগুলো তখন আশংকা  
নিয়ে রাত কাটাতো। রাতের বেলা তারা সারাক্ষণ ভীত-সন্ত্রন্ত থাকতো—নাজানি কোন  
মুহূর্তে আক্রমণ আসে। আক্রমণকারীরা এসে হত্যা ও লুটন চালিয়ে সবকিছু নিয়ে যেতো।  
যেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করতো ও দাসী বানিয়ে রাখতো। মানুষের অকৃতজ্ঞতার  
প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তাআলা এগুলো পেশ করছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা এ শক্তি-  
সামর্থ এজন্য দেননি। আল্লাহর দেয়া শক্তির উপকরণ—আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় ও  
অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ দেননি। দুনিয়াতে শান্তি ও কল্যাণের কাজে ব্যয়  
করার জন্যই আল্লাহ এগুলো তাদেরকে দিয়েছেন।

৫. অর্থাৎ মানুষ যে বড়ই অকৃতজ্ঞ এটা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা  
রাখে না। কেননা সে আঘাতীকৃত অকৃতজ্ঞ। মানুষের মধ্যে অনেক কাফের নিজ মুখেই  
প্রকাশ্যে এ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এসব কাফেরের মতে আদতে আল্লাহ নামের  
কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই। সেক্ষেত্রে তার নিজের প্রতি কৃত আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য  
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

مَّا فِي الصُّورِ إِنْ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِنْ لِغَيْرِهِ

মনের গভীরে যা কিছু আছে তাও ;<sup>৮</sup> ১১. নিচয়ই সেইদিন তাদের সম্পর্কে তাদের প্রতিপালক সরিশেষ অবগত থাকবেন।<sup>৯</sup>

৫. ‘খাইর’ শব্দটি দ্বারা ভাল ও নেক কাজও বুঝায় ; কিন্তু এখানে ‘খাইর’ দ্বারা ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতায় এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ‘খাইর’ দ্বারা সম্পদ বুঝানো হয়েছে ; কারণ যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ, তার নিকট থেকে ভাল ও নেক কাজের প্রতি মোহ বা আসঙ্গির আশা করা যায় না।

৭. অর্থাৎ দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ যে যেখানে মরে পড়ে আছে বা থাকবে ; তাদের সকলকেই জীবিত করে সশরীরে দাঁড় করানো হবে।

৮. অর্থাৎ মানুষের বাহ্যিক কাজ দেখেই আল্লাহর আদালতে বিচার করা হবে না ; বরং তার মনের গভীরে কাজের পেছনে কি উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল, তাও সেদিন সবার সামনে প্রকাশ করে দেয়া হবে। সূরা আত্-তারিকেও একথাটি এভাবে বলা হয়েছে যে, ‘ইয়াওমা তুবলাস্স সারায়ির’ অর্থাৎ সেদিন গোপন তত্ত্ব অর্থাৎ কাজের উদ্দেশ্য পরিখ করা হবে। এরপ সূক্ষ্ম বিচার একমাত্র মহান আল্লাহর আদালতেই সম্ভব। কারণ মানুষের আদালতে ব্যক্তির স্বীকৃতি ছাড়া মনের মধ্যে লুকায়িত নিয়ত বা উদ্দেশ্য বের করা সম্ভব নয়।

৯. অর্থাৎ কে কোন্ কাজে কোন্ ধরনের শাস্তি বা পুরক্ষারের যোগ্য তাতো তিনি ভাল করেই জানেন ; আর সেদিন সকল মানুষের জানবে যে, যারা যে পুরক্ষার বা শাস্তির যোগ্য হয়েছে, তারা যথার্থই সেই পুরক্ষার বা শাস্তির উপর্যুক্ত বটে।

### সূরা আল আদিয়াতের শিক্ষা

১. আল্লাহর দেয়া শারীরিক, মানসিক শক্তি ও সহায়-সম্পদ আল্লাহর ইচ্ছার বিকলকে ব্যবহার করা চরম অকৃতজ্ঞতা।
২. যাকে যে পরিমাণ শক্তি ও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ আল্লাহ দিয়েছেন, তার ব্যয়-ব্যবহার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথেই করতে হবে।
৩. অরণ রাখতে হবে যে, সকল ভাল কাজের ভাল প্রতিদান পাওয়াও নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। নিয়ত বা উদ্দেশ্য ঠিক না থাকলে ভাল কাজের প্রতিদান পাওয়া যাবে না। সুতরাঁ সকল ভাল কাজের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন।

৪. দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহে পড়ে মানুষ আখেরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনকে ভুলে যায়। অতএব সদা-সর্বদা আখেরাতকে স্মরণে রেখেই দুনিয়ার সকল কাজ আঞ্চাম দিতে হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা 'আলিমুল গায়ব'; তিনি দৃশ্য-অদ্রশ্য সকল কিছুর খবর জানেন। তাঁর অঙ্গাতে কোনো কিছুই ঘটে না। মানুষের অভ্যরের গভীর কোণে কি লুকায়িত আছে তাও তিনি জানেন। অতএব সার্বক্ষণিকভাবে একথা স্মরণ রাখতে হবে।

৬. দুনিয়ার কল্যাণের চেয়ে আখেরাতের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে নেক নিয়তে নেক কাজ করে যেতে হবে। তাহলে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ অর্জন করে চির সুখময় জান্মাত লাভ করা যাবে।



**সূরা আল কারিয়াহ**  
**আয়াত ৪ ১১**  
**কুরুক্ষু' ৪ ১**

**নামকরণ**

‘কারিয়াহ’ দারা কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। আর সূরার আলোচ্য বিষয়ও তাই। সে মতে সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দকে এর নাম এবং আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

মুফাস্সিলীনের ঐকমত্যে এ সূরা মাঝী। আর মাঝী জীবনের তথা নবুওয়াতের প্রথম দিকেই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয়**

সূরার আলোচ্য বিষয় কেয়ামত তথা অবশ্য সংঘটিতব্য মহাধৃৎস, আখেরাতে পুনর্জীবন লাভ, দুনিয়ার জীবনের হিসাব দেয়া এবং প্রতিদান গ্রহণ করার জন্য মানুষের উপস্থিতি।

সূরার শুরুতেই এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মানুষ আতঙ্কিত হয়। ‘কারিআ’র শাব্দিক অর্থ ‘মহাদুর্ঘটনা’। ‘মহাদুর্ঘটনা’ বলে মানুষকে ‘আতঙ্কগ্রস্ত’ করে দেয়া হয়েছে। অতপর ‘মহাদুর্ঘটনা কি’ একথা বলে মানুষকে সে সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহাবিত করা হয়েছে। তারপর কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে মানুষ ধারণা করতে পারে যে, সেই দিনটি কত ভয়ংকর হবে। এরপর বলা হয়েছে যে, মানুষের দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব নেয়ার জন্য আল্লাহর আদালত বসবে। সেখানে যাদের নেক কাজের পাল্লা ভারী হবে, তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী সন্তোষজনক জীবন। আর যাদের বদ কাজের পাল্লা ভারী হবে, তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত দুঃখজনক ও যর্মান্তিক। তাদের স্থায়ী বাসস্থান হবে চিরদুঃখয় জাহান্নাম।



ক্রকৃ' ১

আয়াত ১১

## ১০১. সূরা আল কারিয়াহ-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ۚ مَا الْقَارِعَةُ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۚ يَوْمٌ

১. করাঘাতকারী । ২. করাঘাতকারী কী ! ৩. আর আপনি কি জানেন সেই  
‘করাঘাতকারী’ কি ? ৪. সেদিন

يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَّاشِ الْمَبْثُوتِ ۚ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

মানুষ হয়ে যাবে বিক্ষিণু পতঙ্গের মত ; ৫. এবং পাহাড়গুলো হয়ে যাবে

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۚ فَمَا مَنَ تَقْلَتْ مَوَازِينَهُ

(রং-বেরংয়ের) ধূনিত পশমের মত । ৬. তখন<sup>৩</sup> ভারী হবে যার (নেকের) পাল্লা ;

- ১.-করাঘাতকারী । ২.-কী-القارعة ; ৩.-কী-القارعة-القارعة ।  
আর ; ৪.-কী-القارعة ; ৫.-কী-আপনি জানেন ; ৬.-কী-করাঘাতকারী ।  
সেই করাঘাতকারী ; ৭.-কী-ধূনিত ; ৮.-কী-হয়ে যাবে ; ৯.-কী-হয়ে যাবে  
(ক+ال+فراش)-কাল্ফরাশ ; ১০.-الناس ; ১১.-কী-কী-হয়ে যাবে ; ১২.-  
মত ; ১৩.-الجبال ; ১৪.-কী-হয়ে যাবে ; ১৫.-এবং-বিক্ষিণু-পতঙ্গের  
পশমের মত ; ১৬.-ক+ال+عهن)-কالعهن ; ১৭.-ক+ال+منفوش)-المنفوش ;  
১৮.-ভারী হবে ; ১৯.-ক+ال+منفوش)-المنفوش ; ২০.-ক+ال+মوازين)-  
মوازিনে ।

১. ‘কারিয়াহ’ শব্দের অর্থ—আঘাতকারী, বিধ্বংসকারী, চূর্ণ-বিচূর্ণকারী । বলা যায়—  
মহাদুর্ঘটনা যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয় । এখানে এর দ্বারা কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় বুঝানো  
হয়েছে । তবে কেয়ামতের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই এখানে আলোচিত হয়েছে ।

২. কেয়ামতের প্রথম পর্যায়ের অবস্থা এখানে বলা হয়েছে । যখন সেই মহাদুর্ঘটনা  
ঘটতে শুরু হয়ে যাবে, তখন মানুষগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এমনভাবে ছুটাছুটি করতে  
থাকবে, যেমন আলো দেখে পতঙ্গরা বিক্ষিণুভাবে উড়তে থাকে । আর পাহাড়গুলোর রং  
বিভিন্ন হওয়ার কারণে সেগুলোও বিভিন্ন রংঙের ধূনিত পশমের মত উড়তে থাকবে । কারণ  
তখন দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে ।

৩. অতপর মানুষ যখন পুনরায় জীবিত হয়ে আম্বাহর সামনে হায়ির হবে, তখন থেকে

① فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۖ وَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينَهُ ۝

৭. সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে ; ৮. আর তখন

হালকা হবে যার (নেকের) পাল্লা ;<sup>৪</sup>

② فَامْهَدْ هَاوِيَةً ۗ وَمَا أَدْرِكَ مَا هِيَهُ ۝ نَارَ حَامِيَةً ۝

৯. তার বাসস্থান হবে 'হাবিয়া' (জাহানামে) ।<sup>৫</sup> ১০. আর আপনি কি জানেন

সেটা কি ? ১১. উত্তপ্ত আগুন ।<sup>৬</sup>

③ - وَمَا مَنْ - سন্তোষজনক । ৮. - فِي عِيشَةٍ - জীবনে ; ৭. - فَهُوَ - সেতো থাকবে ;

আর তখন ; ৮. - শার ; ৯. - (মোর্সিন+ه)- মোর্সিনে ; ১০. - মَنْ - নেকের ) পাল্লা ।

④ - তার বাসস্থান হবে ; ১১. - আর - আর কি ; ১২. - আপনি জানেন ; ১৩. - কি ; ১৪. - সেটা । ১৫. - আগুন ; ১৬. - নার । - উত্তপ্ত ।

কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে । এ আয়াত থেকে সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা শুরু হয়েছে ।

৪. 'মাওয়ায়ীন' ভারী হওয়া বা হালকা হওয়া দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের মন্দকাজের তুলনায় নেককাজ বেশি হওয়া বা কম হওয়া । সেখানে যাদের বদীর পাল্লার চেয়ে নেকীর পাল্লা ভারী হবে তারাই সেখানে সফলকাম হবে ; আর যাদের বদীর পাল্লার চেয়ে নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেখানে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ।

এখানে একথাটি জানা থাকা দরকার যে, কুফরী তথা আঙ্গীকার করা সবচেয়ে বড় অসৎকাজের অন্তর্ভুক্ত । যা দ্বারা শুনাহের পাল্লা অনিবার্যভাবে ভারী হয়ে যায় । আর কাফেরের নেকীর পাল্লা ভারী হওয়ার মত কোনো নেকই থাকে না ; কেননা কুফরীর কারণে তার কোনো নেক আমলই গৃহীত হয় না । অপরদিকে মু'মিনের নেকীর পাল্লায় তার নেকীর ওয়নের সাথে ঈমানের ওয়নও যোগ হওয়ার কারণে তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যেতে পারে । তার শুনাহগুলো শুনাহের পাল্লায় রাখলেও তার সাথে যেহেতু অন্য কোনো ওয়ন যোগ হয় না তাই নেকীর পাল্লা ভারী হবার সং�াবনাই বেশি থাকে ।

৫. 'উত্থু হাবিয়াহ' আয়াতাংশের শান্তিক অর্থ হলো—'তার মা হবে হাবিয়াহ' অর্থাৎ ঠিকানা হবে হাবিয়াহ । শব্দটির অর্থ হলো—গভীর গর্ত বা খাদ । জাহানাম হবে অত্যন্ত গভীর । জাহানামীদেরকে উপর থেকে সেই গভীর অগ্নিময় গর্তে ফেলে দেয়া হবে । মায়ের কোলে যেমন শিশুর অবস্থান, তেমনি জাহানামীদের অবস্থান হবে জাহানামের সেই গভীর গর্তে ।

৬. অর্থাৎ জাহানাম শুধুমাত্র একটি গভীর গর্তই হবে না ; বরং তা হবে উত্তপ্ত আগুনের গর্ত ।

### সূরা আল কারিয়াহুর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে সৃষ্টি থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত বড় ও মর্মান্তিক দুষ্টিনা বা বিপর্যয় ঘটুক না কেন, কেয়ামতের মহাপ্রলয় হবে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মর্মান্তিক বিপর্যয়।
২. কেয়ামতের সময় আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রাখিত করে দেবেন, ফলে দুনিয়ার প্রাকৃতিক সকল ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে এবং সমস্ত কিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলোর মত হয়ে যাবে।
৩. কেয়ামতের হিতীয় পর্যায়ে মানুষ নিজ সমাহিতস্থান থেকে উঠে দাঁড়াবে; অতপর আল্লাহর সামনে হায়ির হবে বিচারের জন্য।
৪. কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় অতপর পুনরুত্থান এবং আল্লাহর আদালতে বিচার শেষে জান্মাত বা জাহানাম পাওয়া—এ বিষয়গুলোতে বিশ্বাসস্থাপন করা ঈমানের মৌলিক উপাদানের অঙ্গরূপ। আমাদেরকে অবশ্যই এগুলোতে শতাধীন বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।
৫. আমাদেরকে অবশ্যই সৎকাজগুলো বিতর্ক নিয়তে একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে। তা হলেই বিচার দিবসে আমাদের নেককাজগুলো আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে এবং ওয়নের সময় আমাদের নেকীর পাণ্ডা ভারী হবে।



**সূরা আত তাকাছুর**  
**আয়াত ৪৮**  
**অংকৃ ৪১**

**নামকরণ**

প্রথম আয়াতের শব্দ ‘আত তাকাছুর’-কে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটির তিনটি অর্থ—কোনো কিছু পাওয়ার জন্য অতিমাত্রায় নিমগ্ন থাকা, কোনো বস্তু পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নামা, কোনো বস্তু অন্যের বেশি থাকার জন্য গর্ব-অহংকার করা।

**নাবিলের সময়কাল**

মুফস্সিরিনীনে কেরামের দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকলের মতেই এ সূরা মাঝী। শুধু তাই নয়, এটা মাঝী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো—দুনিয়া পূজা, দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় ভালবাসা পোষণ, দুনিয়ার সম্পদ অর্জনে পরম্পর প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদির পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। বৈষম্যিক উপায়-উপকরণ তথা সহায়-সম্পদ বেশি বেশি লাভ করাকে মানুষ জীবনের উন্নতি ও মাপকাঠি ধরে নিয়েছে। যার ফলে জীবনের আসল মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গ থেকে তারা বহু দূরে সরে গিয়েছে। তারা এ দিকটার প্রতি মনোযোগ দেয়ার কোনো সুযোগই পাচ্ছেনা এবং তার প্রয়োজনীয়তাও তাদের সামনে স্পষ্ট নেই। এ সূরায় এ অগুর চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব জাগতিক সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিঙ্গ তা তোমাদের নিয়ামতই নয় ; বরং এসব পরীক্ষারও উপকরণ। আবেরাতে অবশ্যই তোমাদেরকে এসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সেদিন তোমরা যদি এসব সম্পদ অর্জন ও ব্যয় সম্পর্কে যথাযথ উত্তর দিতে না পার, তবে তোমাদের জাহান্নাম অবশ্যই দর্শন করতে হবে।



কুরু' ১

## ১০২. সূরা আত তাকাছুর-মাঝী

আয়াত ৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۰۲. الْمُكَمِّرُ التَّكَاثِرُ ۚ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

১. বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে ;
২. যতক্ষণ না তোমরা কবর পর্যন্ত গিয়ে পৌছ ;
৩. কক্ষণে (এটা সংগত) নয়। শীত্রই তোমরা তা জানতে পারবে ।

(১) **الْمُكَمِّرُ**-**التَّكَاثِرُ** -**الْمَقَابِرَ** -**كَلَّا** -**سَوْفَ** -**تَعْلَمُونَ** ।  
 ১. বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা-তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে ;  
 ২. যতক্ষণ না তোমরা গিয়ে পৌছ ;  
 ৩. কক্ষণে (এটা সংগত) নয়।  
**شیتّرই** তোমরা তা জানতে পারবে ।

১. 'আল হা-কুমুত তাকাসুর' অর্থ 'বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা' তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে। এখানে কথাটি আমভাবে বলার কারণে এর আওতায় প্রশংসন্তা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ কাদেরকে, কি জিনিস পাওয়ার প্রতিযোগিতা, কিসে থেকে গাফিল করে রেখেছে এটা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। যার ফলে 'তোমাদেরকে' দ্বারা সর্বকালের মানুষ ; 'বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা' দ্বারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ, গর্ব-অহংকারের উপকরণ, প্রভাব-প্রতিপত্তি আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার উপায়-উপকরণ ইত্যাদি পাওয়ার প্রতিযোগিতা এবং 'গাফিল করে রেখেছে' দ্বারা সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্য আখেরাত থেকে গাফিল করে রেখেছে—এ রকম অর্থ করা ব্যাপকতা তথ্য প্রশংসন্তা এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ হে দুনিয়ার মানুষ! বেশি বেশি ধন-সম্পদ অর্জনের চেষ্টা, ধন-সম্পদের দিক দিয়ে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ; ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে অধিকতর শুরুত্বপূর্ণ যে আখেরাত তথ্য মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবন, তা থেকে বেখেয়াল করে রেখেছে। আর এ সরোধনের আওতায় যেমন এক ব্যক্তি ও একটি সমাজ আসতে পারে, তেমনি একটি জাতি এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষ এ সরোধনের আওতাভুক্ত হতে পারে। বস্তুত সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের মধ্যে এ প্রবণতা বিদ্যমান ।

২. অর্থাৎ তোমাদের পুরো জীবনটাই তোমরা এ কাজে নিয়োজিত করে রেখেছ ; এমন কি মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও তোমরা এ চিন্তাতেই ব্যস্ত রয়েছ ।

৩. অর্থাৎ তোমরা যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং তা অর্জন করার জন্য পরম্পর প্রতিযোগিতায় লিঙ্গ হয়েছ ; আর এটাকেই সফলতার মানদণ্ড ধরে নিয়েছ, এটা সঠিক নয়। তোমরা ভুল পথে আছ । তোমাদের ভুলের মধ্যে থাকার ব্যাপারটা তোমরা মৃত্যুর

① ْثُرَكَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

৪. আবারও (শুনে নাও) কঙ্গো (এটা সংগত) নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৫. কঙ্গো নয়, যদি তোমরা নিচিত জানের মাধ্যমে জানতে—(তবে এমন প্রতিযোগিতা করতে না)

② ۝ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ۝ ۝ ثُرَلَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

৬. তোমরা অবশ্য অবশ্যই জাহানাম দেখতে পাবে। ৭. আবারও (শুনে নাও), অবশ্য অবশ্যই তোমরা তা সুনিচিতভাবে চোখে দেখতে পাবে।

③ ۝ ثُرَلَتَسْئِلَنَ يَوْمَنِ عَيْنِ النَّعِيمِ ۝

৮. অতপর সেদিন সেই নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্য অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।<sup>৪</sup>

④ ۝ -أَبَدٌ-আবারও (শুনে নাও) ; ۝ كَلَّا-কখনো (এটা সংগত) নয়! ۝ -سَوْفَ تَعْلَمُونَ-শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ۝ لَوْ-যদি-تোমরা জানতে ; ۝ تَعْلَمُونَ-কঙ্গো নয়! ۝ -عَيْنَ-তোমরা জানের মাধ্যমে ; ۝ الْيَقِينِ-নিচিত ; ۝ لَخَرَوْنَ-তোমরা অবশ্য অবশ্যই দেখতে পাবে। ۝ الْيَقِينِ-অবশ্য ; ۝ الْجَحِيمَ-আবারও (শুনে নাও); ۝ -أَبَدٌ-আবারও অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ۝ لَتَرَوْنَهَا-অবশ্য অবশ্যই তোমরা তা দেখতে পাবে ; ۝ عَيْنَ-চোখে ; ۝ الْيَقِينِ-নিচিতভাবে। ۝ لَسْتَلَنْ-অবশ্য অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে ; ۝ عَنْ-সেদিন ; ۝ بَعْدَ-যুম্নি ; ۝ -النَّعِيمِ-নৃণাম ; ۝ يَوْمَنِ-সেই নিয়ামত।

পরপরই জানতে পারবে। অথবা শেষ বিচারের দিন তোমাদের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্বরণযোগ্য যে, দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে শেষদিন পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় তা আমাদের নিকট খুব দীর্ঘ মনে হতে পারে; কিন্তু মহান আল্লাহ 'আলিমুল গায়ব'-এর নিকট তা সময়ের একটি সামান্য অংশমাত্র। কেননা তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞান দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র কালব্যাপী প্রসারিত। অতএব তাঁর নিকট মানুষের জন্য থেকে মৃত্যু অথবা আখেরাতের বিচার দিবস পর্যন্ত সময় একান্তই সামান্য সময়।

৪. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে। এক ধরনের নিয়ামত আল্লাহ তাআলা সরাসরি সকল মানুষকে দিচ্ছেন, যার মূল্য পরিমাপ করা বা দেয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আলো, বাতাস, পানি, তাপ ইত্যাদি এ ধরনের নিয়ামত। আবার বিপুল সংখ্যক নিয়ামত আল্লাহ মানুষকে তার উপার্জনের মাধ্যমে দিচ্ছেন। নিজের উপার্জিত নিয়ামতগুলো সে কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে সেগুলো ব্যয় করেছে সেজন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি যে নিয়ামত সে পেয়েছে তা কিভাবে ব্যয় করেছে

এবং সেই নিয়ামতগুলোর মুষ্টার প্রতি শীক্ষিত শুকরিয়া জাগন করেছে কিনা সেমতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ জিজ্ঞাসাবাদ শুধু কাফেরদেরকেই করা হবে না ; বরং মুমিনরাও এ জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। মানুষের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের সংখ্যা অসংখ্য ও অসীম। আল্লাহ বলেন—“তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতগুলো গুণতে চাও, তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।”—সূরা ইবরাহীম : ৩৪

### সূরা আত তাকাছুরের শিক্ষা

১. আখেরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনকে সুখময় করার প্রতি শুরুত্ব দেয়া মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ; অথচ তা থেকে মানুষকে গাফিল করে রেখেছে বেশি বেশি ধন-সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা। অতএব এ সর্বনাশ প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করতে হবে।

২. এ অসংগত প্রতিযোগিতা যে সঠিক নয়, তা দুনিয়ার হাতে-গোণা কয়েক বছরের জীবনকাল শেষ হওয়া মাঝই জানা যাবে ; তবে তখন জানা গেলেও এ ভুল শোধরাবার কোনো উপায় থাকবে না ; অতএব এখন থেকেই এ ভুল শুধরে নিতে হবে।

৩. আল্লাহ তাআলা বারবার তাকীদ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে যে কথাগুলো বলেছেন, তাকে যথাযথ শুরুত্ব না দেয়া কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। সুতরাং জাহানামের কঠিন শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হলে আখেরাতমুক্তি জীবন গড়তে হবে।

৪. যেহেতু বৈধ পথে অর্জিত সম্পদ-এর ব্যয়-ব্যবহার সম্পর্কেও আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ; আর অবৈধ পথে অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ তো হবে অত্যন্ত কঠোর ; তাই অধিক সম্পদ আখেরাতে কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে—এ ধারণা পরিত্যাগ করা উচিত।

৫. দুনিয়াতে মোটামুটি সাদাসিদে সরল জীবন যাপনে যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন তার বেশি অর্জনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করাই আবিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁদের যথার্থ অনুসারী মহান ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা।



**সূরা আল আসর  
আমাত ৪ ৩  
কুকু' ৪ ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ 'আল আসর'-কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সমझকাল**

সূরাটি মাঝী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মুফাস্সিরীনে কিরামের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এর সংক্ষিঙ্গ ব্যাপক অর্থবোধক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা মাঝী হওয়ার সাক্ষ বহন করে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য মাঝী সূরাসমূহের মধ্যেই পাওয়া যায় ; সুতরাং সূরাটিকে মাঝী সূরা হিসেবে অভিহিত করা যায়।

**আলোচ্য বিষয়**

'আল আস্র' সূরাটি অতিশয় ছোট হলেও এর বঙ্গব্য অত্যন্ত ব্যাপক। বলা যায় যে, এতে 'বিদ্যুতে সিঙ্গু' লুকিয়ে আছে। মানব-জীবনের আসল নীতি-আদর্শ ও কর্মগত ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা এ ছোট সূরাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী জীবন-চরিত্রের একটি সংক্ষিঙ্গ রূপ এতে অংকন করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এ জন্যই বলেছেন যে, কোনো মানুষ এ সূরাটিকে নিয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে তার হেদায়াতের জন্য এ সূরাটিই যথেষ্ট। আর এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের দু'জন যদি একত্রিত হতেন, তাহলে একে অপরকে সূরাটি না শনিয়ে পরম্পর বিচ্ছিন্ন হতেন না।

আল্লাহ তাআলা—মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার চারটি মূলনীতি এখানে পেশ করেছেন। সে চারটি মূলনীতি হলো—(১) ঈমান, (২) আমলে সালেহ তথা নেক আমল, (৩) পারম্পরিক সত্যের উপদেশ দান, (৪) পারম্পরিক ধৈর্যের উপদেশ দান। এ চারটি মূলনীতি থেকে সরে পড়লে ইহকাল-পরকালে মানুষের ধৰ্মস অনিবার্য।



কৃতঃ ১

## ১০৩. সূরা আল আসর-মাঝী

আয়াত ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرُ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

১. কসম সময়ের । ২. অবশ্য অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে (রয়েছে) । ৩.

৩. (তবে) তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে,

(১)-কসম-الإنسان-সময়ের । (২)-অবশ্য-العصير ; (৩)-কসম-অবশ্য-মানুষ ; (৪)-অবশ্যই-রয়েছে ; (৫)-তবে, ছাড়া-خسیر-ক্ষতির মধ্যে । (৬)-তবে, ছাড়া-آمَنُوا-ঈমান এনেছে ;

১. আল্লাহ তাআলা এখানে সময়ের কসম করেছেন। সময় মানব জীবনে একটি শুরুত্তপূর্ণ বিষয়। সময়ের শুরুত্ত বুঝানোর জন্যই তিনি সময়ের কসম করেছেন। কারণ সামনে যে কথগুলো বলা হয়েছে তার নীরব সাক্ষী সময়। সময় বলতে এখানে অতীত সময়ও হতে পারে, আবার হতে পারে বর্তমান বা চলিত সময়। ভবিষ্যত সময়টা খুব দ্রুত বর্তমানের মধ্য দিয়ে অতীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যত আমাদের হাতে নেই, আমাদের হাতে আছে বর্তমান ; কিন্তু বর্তমানটার অস্তিত্ব আমাদের কাছে একেবারেই অল্প। কেননা বর্তমানটা দ্রুত অতীতে চলে যাচ্ছে। তবে সামনে বলা কথাটার সাক্ষী যেহেতু অতীত তথা ইতিহাস ; তাই আল্লাহ অতীতের কসম করে বলেছেন। আর আল্লাহ বর্তমানের কসম করে বলেছেন, যেহেতু বর্তমানটা এমন একটি সময় যা মানুষ কাজে লাগাতে পারে। আর বর্তমান সময়টাই মানুষের পুঁজি। যা কিছু করতে হবে তা এ সময়ের মধ্যেই করতে হবে। নচেতে বরফ বিক্রেতার পুঁজি বরফ যেমন গলে গলে শেষ হয়ে যায় তেমনি মানুষের পুঁজি সময়ও তেমনি গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইমাম রায়ি (র) বলেছেন—“একজন বরফ বিক্রেতার নিকট থেকে আমি ‘সূরা আসর’-এর অর্থ বুঝেছি; সে বাজারে জোরে জোরে বলছিল—‘তোমরা এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করো যার পুঁজি গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে’—আমি এটা শুনে বললাম যে, এটা সূরা আল-আসর-এর প্রকৃত মর্ম। মানুষকে জীবন হিসেবে যে সময় দেয়া হয়েছে তা বরফের মত গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটাকে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় অথবা তুলপথে খরচ করা হয় তাহলে এটাই মানুষের জন্য চরম ক্ষতি।”

২. ‘আল-ইনসান’ তথা ‘মানুষ’ দ্বারা ‘মানুষ জাতি’ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। অতপর চারটি শৃণসম্পন্ন লোকদেরকে তা থেকে আলাদা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ চারটি শৃণ যাদের মধ্যে রয়েছে তারা উদ্ধিষ্ঠিত ক্ষতি থেকে মুক্ত। এ শৃণগুলো কোনো ব্যক্তির মধ্যে থাকলে, সে ক্ষতি থেকে মুক্ত ; কোনো

وَعَمِلُوا الصِّلْحَىٰ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّٰ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

এবং সৎকাজ<sup>৪</sup> করেছে ; আর একে অপরকে সত্য পথে চলার উপদেশ দিয়েছে<sup>৫</sup>

এবং দিয়েছে একে অপরকে সবর করার উপদেশ।<sup>৬</sup>

—এবং-কাজ ; -عَمِلُوا-و-—(الصلحت)-الصلحت ; -و-—(ال+صلحت)-الصلحت ; -آর-—(ب+الحق)-بالحق ; -آর-—(ب+ال+صبر)-بالصبر ; —(ب+ال+صبر)-সবর করার উপদেশ।

সমাজের সকল মানুষের মধ্যে থাকলে তারা ক্ষতি থেকে মুক্ত ; আবার কোনো দেশের সকল মানুষের মধ্যে গুণগুলো পাওয়া গেলে সেই দেশ ক্ষতি থেকে মুক্ত ; এমনিভাবে দুনিয়ার যেসব লোকের মধ্যে গুণগুলো পাওয়া যাবে, তারা সকলেই ক্ষতি থেকে মুক্ত হবে । ক্ষতি বা লোকসান দ্বারা লাভের বিপরীত অর্থ বুঝায় । ‘লাভ’ মানে সাফল্য আর ক্ষতি মানেই ব্যর্থতা । কুরআন মজীদে সাফল্য বলতে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য বুঝানো হলেও মূলত আখেরাতের সাফল্যের উপরই দুনিয়ার সফলতা নির্ভরশীল । যে ব্যক্তি আখেরাতের সাফল্য অর্জন করেছে সে দুনিয়াতেও সাফল্য অর্জন করছে ধরে নিতে হবে, কেননা সেখানকার সফলতাই ছড়াতে পারে । অপরদিকে যে ব্যক্তি আখেরাতে ব্যর্থ হয়েছে, সে দুনিয়াতেও ব্যর্থ ; যদিও দুনিয়াতে সে যেসব বিষয়কে সফলতার মাপকাঠি ধরে নিয়ে নিজেকে দুনিয়াতে সফল বলে ধারণা করুক না কেন এবং দুনিয়ার মানুষও তাকে সফল মানুষ বলে প্রচার করুক না কেন ; কেননা সে ছড়াতে পরীক্ষায় ব্যর্থ । তাছাড়া যেসব বিষয়কে দুনিয়ার সফলতা বলে মনে করে, সেগুলো যে আসল সফলতা নয় এবং সেগুলো যে দুনিয়াতেই ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না । সুতরাং কুরআন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী উল্লিখিত চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ছাড়া ‘সকল মানুষই বিরাট ক্ষতির মধ্যে রয়েছে’—এটাই ছড়াতে পারে । আর সফলতা অর্জন করতে হলে উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করার বিকল্প নেই ।

৩. যে চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ক্ষতি থেকে মুক্ত, তার প্রথমটি হলো ‘ইমান’ । ঈমান ছাড়া কোনো সৎকাজ তথা কল্যাণকর কাজ করা হোক না কেন, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, তাকদীর, কেয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান—এ সাতটি বিষয়ের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কার্যত ইগায়ণকেই কুরআন মজীদ ‘ইমান’ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে । এ সাতটি বিষয়কে তিনটি শিরোনামের অঙ্গভূক্ত করা যায় ; যেমন—(১) তাওহীদ, (২) রিসালাত ও (৩) আখেরাত । তাওহীদের অর্থ—আল্লাহকে এমনভাবে মানতে হবে যে, তিনিই একমাত্র প্রভু ও ইলাহ ; তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোনো অংশীদার নেই ; তিনিই মানুষের ইবাদাত-বন্দেগী ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী । তাকদীরের ভাল-মন্দের স্তুতাও এককভাবে তিনি । তিনিই হৃকুম দানকারী এবং নিষেধকারী । তিনি যে কাজের হৃকুম দেন এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন তা মেনে চলা বাস্তাহর ওপর ফরয । তিনিই সবকিছু দেখেন ও শনেন । প্রকাশ

‘অপ্রকাশ্য’ এমনকি মনের গভীরে যে নিয়ত বা উদ্দেশ্য লুকায়িত তাও তিনি জানেন। মোটকথা আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় ‘সিফাত’ সহকারে মুখের স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কার্যে ঝুঁপায়ণই হলো ঈমান।

ঈমানের দ্বিতীয় পর্যায় রাসূলকে মান। অর্থাৎ রাসূলকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও একমাত্র নেতা হিসেবে মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কার্যে ঝুঁপায়ণ হলো ঈমানের দ্বিতীয় পর্যায়। তাঁকে এমনভাবে মানতে হবে যে, তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন এবং তা সবই অবশ্যই সত্য গ্রহণযোগ্য। ফেরেশতা, অন্যান্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিভাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনা রাসূলের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে শামিল। কেননা তিনিই এগুলো শিক্ষা দিয়েছেন।

ঈমানের তৃতীয় পর্যায় আখেরাতের প্রতি ঈমান। মানুষের এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়; বরং মৃত্যুর পরে মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তখন মানুষকে অবশ্যই এ জীবনের সকল কার্যক্রমের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। তখন যে যথার্থ অর্থে মু'মিন বলে গণ্য হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যে মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে না সে চিরস্থায়ী আয়াবে নিপত্তি হবে। এটাই হলো আখেরাতের প্রতি ঈমান।

৪. ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো ‘সৎকাজ’। এটাকে ‘আমলে সালেহ’ বলা হয়েছে। ‘সৎকাজ’ দ্বারাই ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। বীজ ও চারার মধ্যে যে সম্পর্ক ঈমান ও আমলের মধ্যে সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। বীজ মাটিতে রোপণ করার পর যদি চারা না গজায়, তাহলে বুঝতে হবে এ বীজ সঠিক বীজ নয়, অথবা বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। অনুরূপ ঈমান আনার পর যদি তা সৎকাজ রূপে প্রকাশিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ঈমান যথার্থ অর্থে ঈমান নয়। আবার ঈমান ছাড়াও কোনো সৎকাজ গ্রহণীয় নয়। কেননা ঈমান আনার পরেই সৎকাজের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারে ঈমান আনার পরের সৎকাজ। সুতরাং ঈমানবিহীন সৎকাজ দ্বারা যেমন ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না, তদ্বপ্র সৎকাজ বিহীন ঈমান দ্বারাও ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

৫. বাতিলের বিপরীতে ‘হক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ‘হক’-এর একটি দিক হলো—সত্য, সঠিক, ন্যায়-ইনসাফ এবং ঈমান-আকীদার অনুকূল কথা ও কাজ। আর এটাই হলো প্রকৃত হক। ‘হক’-এর অপর দিক হলো—আল্লাহ ও বান্দার অধিকার সম্পর্কিত, যা আদায় করা মানুষের জন্য ওয়াজিব। ‘হক’-এর দ্বিতীয় হলো—হকের বিরুদ্ধে বাতিলের পক্ষ থেকে যে প্রতিবন্ধকতা আসবে তা দূর করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আর এ কাজ একা একা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব নয়। ‘হক’-পছ্টীদের পারম্পরিক সহযোগিতা, পারম্পরিক উপদেশ-এর মাধ্যমে এটা সম্পাদন হতে পারে। আর আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এটা তৃতীয় শর্ত। মানুষের সমাজে এ ব্যবস্থা না থাকলে সেই সমাজ সামগ্রিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে বাধ্য। ‘হক’-এর ভূলুক্তি হতে দেখেও হক পছ্টীরা যদি নীরের দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তাহলে তারা সেই মহাক্ষতি থেকে

বাচতে পারবে না । এটাই এ আয়াতের মূল বক্তব্য । আর এজন্য সৎকাজের আদেশ তো অসৎ কাজকে প্রতিরোধ করাকে মুসলিম উচ্চাহর ওপর অবশ্য কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে ।

৬. মহাক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চতুর্থ শর্ত হলো—পরম্পর সবর বা ধৈর্যের উপদেশ প্রদান । অর্থাৎ ‘হক’-এর পক্ষ অবলম্বন, হক-কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যেসব বাধা-বিপত্তি, কষ্ট-পরিশ্রম, বিপদ-আপদ এবং ক্ষতি-ব্যবনার সম্মুখীন হতে হয়, তাতে একে অপরকে অবিচল ও দৃঢ় থাকার উপদেশ প্রদান করতে হবে । সবর বা ধৈর্যের সাথে এসব কিছুকে মোকাবিলা করার জন্য একে অপরকে সাহস যোগাতে থাকবে । মহাক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ সূরাতে যে চারটি শর্ত উল্লিখিত হয়েছে, এগুলো যথাযথ পালিত হলেই সেই ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে, অর্জিত হবে দুনিয়া ও আর্থেরাতের সাফল্য ।

### সূরা আল আসরের শিক্ষা

১. মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান হলো তার জীবনকাল । অন্য কথায় তার মূল্যবান পুঁজি হলো তার জীবনের সুনিদিষ্ট সময়টুকু । সুতরাং এ সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদেরকে সদা-সচেতন থাকতে হবে ।

২. এ সময়টুকুকে কাজে লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধা হলো—ঈমান, সৎ কাজ, ‘হক’ পথ ও পদ্ধা অবলম্বনের পারম্পরিক সদৃশদেশ দান এবং এ পথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তিতে, দৃঢ়-দৈন্যতায় অবিচলভাবে দৃঢ়তা নিয়ে টিকে থাকার জন্য পারম্পরিক সদৃশদেশ দান ।

৩. ঈমান আনতে হবে সর্বপ্রথম আল্লাহর ওপর—তাঁর যাবতীয় সিফাত তথা গুণাবলী সহকারে । এটাই হলো তাওহীদের ওপর ঈমান ।

৪. দ্বিতীয়ত ঈমান আনতে হবে রিসালাত তথা সকল নবী-রাসূলের ওপর এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর । আর আনুগত্য করতে হবে তাঁর আনীত বিধানের ওপর ।

৫. ঈমান আনতে হবে সকল আসমানী কিতাবের ওপর এবং সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদের উপর । আর বিধান অনুসরণ করতে হবে সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদের ।

৬. ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলা বিশেষ সৃষ্টি ফেরেশতাদের ওপর ।

৭. ঈমান আনতে হবে কেয়ামত তথা শেষ বিচার দিনের উপর ।

৮. ঈমান আনতে হবে তাকদীরের ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে—এ কথার ওপর ।

৯. ঈমান আনতে হবে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করে শেষ বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ওপর ।

১০. ঈমানের পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথ ও পছাড় করে যেতে হবে সৎকাজ । স্বর্গীয় যে, ঈমান ছাড়া কোনো সৎকাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয় এবং রাসূল নির্দেশিত পথ ও পছাড় ছাড়া অন্য কোনো প্রকারের সৎকাজও গ্রহণীয় নয় ।

১১. অতপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব বিষয়কে হক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সেসব বিষয়ে পারম্পরিক সদৃশদেশ দানের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে নিজেদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ।

১২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথ ও পথ্যায় জীবন পরিচালনা করতে শিয়ে যখন যে পরিষ্কৃতি সামনে আসবে, তখন সে সকল পরিষ্কৃতিতে সর্বোচ্চ ধৈর্য ও ইস্লাম-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সাফল্যের ছড়ান্ত সীমায়।

১৩. উপরোক্ত পথে চলতে পারলেই আমাদের জীবন হবে শাভজনক পুঁজি; অন্যথায় সম্মুখীন হতে হবে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মহাকুতির।



**সূরা আল হমায়াহ**  
**আয়াত ৪৯**  
**রমকু' ৪ ১**

**নামকরণ**

ইতিপূর্বেকার কয়েকটি সূরার মত এ সূরার নামও সূরার প্রথম আয়াতের একটি শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। আয়াতের ‘আল হমায়াহ’ শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাখিলের সময়কাল**

সকল মুফাসুসিরের একমত্যে সূরাটি মাঝী। তাছাড়া সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা ধারার আলোকেও সূরাটি মাঝী জীবনের প্রথম দিকের সূরা বলেই সুপষ্ঠভাবে অনুমিত হয়।

**আলোচ্য বিষয়**

দুনিয়ার ধনিক শ্রেণীর লোকদের গর্ব-অহংকার, অন্যদের পেছনে নিন্দাবাদ করা, যে কোনো উপায়ে হোক অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করা ও তা হিসাব করে করে আঘাত্তি লাভ করা এবং সেসব সম্পদ চিরস্থায়ী মনে করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ সময় এসব লোকের উল্লিখিত মানসিকতা ও কর্মচরিত্রের প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে এসব নিন্দাকারীদের খংস অনিবার্য। তারা তাদের ধন-সম্পদের গর্ব-অহংকারে বেছাচারী আচরণ দেখিয়ে চলেছে। তারা মনে করছে যে, তাদের ধন-সম্পদ চিরস্থায়ী। কক্ষণে নয়, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। ‘হ্তামা’ নামক আঙুনের গর্তে তাদেরকে তাদের ধন-সম্পদসহ নিষ্কেপ করা হবে, যে আঙুন তাদের কলিজা ছেদ করে যাবে। তারা সেখানে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেখান থেকে তাদের পালাবার কোনো পথ থাকবে না।



কৰ্ত্ত' ১

## ১০৮. সূরা আল হুমায়াহ-মাঝী

আয়াত ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيَقُولُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِمَزَةٍ ۝ إِلَّىٰ جَمِيعِ مَا لَا

১. খৎস এমন প্রত্যেক লোকের জন্য, যে পেছনে লোকের অপবাদ রটায়—সামনে (মানুষকে) অপমানিত-লাঞ্ছিত করে; ২. যে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে

وَعَدَهُ ۝ يَكْسِبَ أَنَّ مَالَهُ أَخْدَانَ ۝ كَلَّا

এবং তা শুণে শুণে রাখে। ৩. সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তার কাছে চিরদিন থাকবে। ৪. কক্ষগো নয়!

لَيْبَدَّلَ نَفْلَنِ فِي الْحُطْمَةِ ۝ وَمَا أَدْرِكَ مَا الْحُطْمَةُ ۝

সে অবশ্যই নিষ্কিণ্ড হবে<sup>৫</sup> ‘হৃতামা’ নামক আওনের গর্তে।<sup>৬</sup>

৫. আপনি কি জানেন সেই ‘হৃতামা’ কি?

①-ওয়েল-খৎস-এমন প্রত্যেক লোকের জন্য ; যে লোকের পেছনে অপবাদ রটায় ;-সামনে (মানুষকে) অপমানিত-লাঞ্ছিত করে। ②-إِنَّ الَّذِي -যে ; এবং-ধন-সম্পদ ;-ও ;-এবং-(عَدَهُ)-তা শুণে শুণে রাখে। ③-سے মনে করে ;-তার ধন-সম্পদ ;-أَنَّ-যে ;-মাল-তা কাছে চিরদিন থাকবে। ④-كَلَّا-কক্ষগো নয় ;-لَيْبَدَّلَ-সে অবশ্যই নিষ্কিণ্ড হবে ;-فِي+الْحُطْمَة-‘হৃতামা’ নামক আওনের গর্তে। ⑤-و-আর ;-ম-কি ;-আপনি জানেন ?-ম-কি ;-أَدْرِيك-আপনি কি জানেন ?-م-কি ;-أَدْرِيك-সেই ‘হৃতামা’।

১. ‘হুমায়াহ’ ও ‘লুমায়াহ’ শব্দ দুটো সমার্থবোধক। শব্দ দুটো এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলো—সে কাউকে পেছনে দূর্নীম রটায়, তুচ্ছ-তাঞ্ছিল্য করে ; কাউকে অংগুলি নির্দেশ করে এবং কাউকে চোখের ইশারায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কারো মুখের উপর অসংগত কথা বলে আবার কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়। কারো বিরুদ্ধে কানকথা লাগিয়ে বক্সুত্তে ফাটল ধরায়। কোথাও আবার তাইয়ে-তাইয়ে শক্রতা সৃষ্টি করে দেয়। এমনকি এসব করা তার অভ্যাসে পরিগত হয়েছে।

২. অর্থাৎ সে এসব করে তার ধন-সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়ে। কেননা তার আছে প্রচুর

⑥ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَنَةُ ۖ ۗ إِلَّيْ تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۚ

৬. আল্লাহর জ্বালানো আগুন ;<sup>৩</sup> ৭. যা অন্তঃস্থল পর্যন্ত ভেদ করবে।<sup>১</sup>

⑦ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ۖ ۗ فِي عَمَلِهِمْ لَدَّةٌ ۚ

৮. নিচয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টনকারী হবে।<sup>৮</sup>  
৯. সুউচ্চ থামের সাথে (তারা বাঁধা থাকবে)।<sup>৯</sup>

⑨-الْتَّوْ—আগুন ;-الله—আল্লাহর ;-الْمُوْقَدَة—(আল+মুক্তি)-الْمُوْقَدَة ;-إِنَّمَا—আগুনে, প্রজ্ঞালিত ;-آتَ—আল্লাহর জ্বালানো, প্রজ্ঞালিত ;-إِلَّيْ—অন্তঃস্থল ;-أَفْئِدَة—অন্তঃস্থল ;-أَلَّا—অন্তঃস্থল ;-أَنَّهَا—আগুন ;-أَنَّهَا—আগুন ;-أَنَّهَا—আগুন ;-أَنَّهَا—আগুন ;-فِي—অন্তঃস্থল ;-عَلَيْهِمْ—পরিবেষ্টনকারী হবে।<sup>১</sup> ১০. নিচয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টনকারী হবে।<sup>৮</sup> ১১. সুউচ্চ থামের সাথে (তারা বাঁধা থাকবে)।<sup>৯</sup>

সম্পদ যা সে বখীলির কারণে ব্যয় করে না ; বরং গুণে গুণে রেখে দেয় এবং এতে সে আঘাতৃত্ব অনুভব করে।

৩. অর্থাৎ সম্পদ জমা করা ও তা গুণে গুণে রাখার মধ্যে সে এতই মশগুল যে, সে যে মরবে, সে কথাও তার মনে হয় না। তার ভাবধান এমন যে, সে চিরদিন এখানে থাকবে—এসব ছেড়ে তাকে বিদায় নিতে হবে—একথা তার ভুলেও মনে জাগে না।

৪. ‘লাইউশ্বায়ান্না’ শব্দের অর্থ তুচ্ছ ও ঘৃণ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি দুনিয়াতে ধন-সম্পদের অহংকারে মন্ত হয়ে নিজেকে অনেক বড় মনে করলেও আখেরাতে সে তুচ্ছ ও ঘৃণিত হয়ে জাহান্নামে নিষিঙ্গ হবে।

৫. ‘হতামা’ জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার আগুনের একটি প্রকার। এর শাব্দিক অর্থ ভেঙে চুরমারকারী। এ প্রকার আগুনের নাম ‘হতামা’ রাখার কারণ হলো এ আগুন দেহের হাড়গুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়। তাছাড়া যা কিছুই তাতে ফেলা হোক না কেন, সেসব কিছুকেই ভেঙে চুরমার করে তার গভীরে ফেলে রাখবে।

৬. ‘আল্লাহর প্রজ্ঞালিত আগুন’ বলা দ্বারা এ আগুনের ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে। কুরআন মজীদের অন্য কোথাও জাহান্নামের আগুনকে এ নামে অভিহিত করা হয়নি। এতে একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে অহংকারে মেতে উঠে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন। আর তাই তাদেরকে কেয়ামতের দিন অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সহকারে ‘হতামা’ নামক আগুনে ফেলে শাস্তি দেবেন।

৭. অর্থাৎ এ আগুন এমন যে, তা অন্তরের গভীর কোণ পর্যন্ত পৌছে যাবে, যেখান থেকে মানুষের ভুল আকীদা-বিশ্বাস, মন্দকাজের ইচ্ছা-বাসনার জন্য হয়। তাছাড়া এ

আগুন অপরাধী ও নিরাপরাধ সবাইকে জ্বালাবে না এবং সকল অপরাধীকে সমানভাবেও জ্বালাবে না ; বরং অপরাধীর হন্দয়ের মধ্যস্থলে পৌছে অপরাধের মাত্রা নির্ধারণ করে সে অনুসারে তার জ্বালানোর পরিমাণ নির্ধারণ করবে। হন্দয়ে পৌছার কথা এজন্যই বলা হয়েছে যে, হন্দয় বা অঙ্গরাই হলো কুফরী ও অসৎ চিন্তা-চেতনার মূল উৎস।

৮. অর্থাৎ 'হৃতামা' নামক আগুনের গর্তে ফেলে দেয়া হলে অপরাধী সেখানে বাঁধা থাকার কারণে নড়াচড়াও করতে পারবে না এবং সেখান থেকে বের হওয়ার মত কোনো ছিদ্রপথও তাতে থাকবে না।

৯. মুফাস্সিরীনে কিরাম 'কী আমাদিম মুমান্দাদাহ'-এর কয়েকটি অর্থ বলেছেন—  
(১) জাহানামের দরযাঞ্চলো বন্ধ করে দিয়ে সেখানে সুউচ্চ থাম পুতে দেয়া হবে। (২) অপরাধীরা আগুনের মধ্যে স্থাপিত উঁচু উঁচু থামের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। (৩) আগুনের শিখাঞ্চলো সুউচ্চ থামের মত উপরের দিকে উঠতে থাকবে।

### সূরা আল হুমায়াহৰ শিক্ষা

১. যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদের অহংকারে মত হয়ে অন্যদের পেছনে অপবাদ রটায় বা অন্যদেরকে তুষ্ণ-তাছিল্য করে সামনে মুখের ওপর অগ্মান ও লাঙ্ঘনাদায়ক কথাবার্তা বলে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধর্মসের সতর্কবাণী।

২. যে কোনো উপায়ে হোক না কেন অর্থ-সম্পদকে কৃপণতার মাধ্যমে কুক্ষিগত করে রাখা এবং সময়ে সময়ে তা হিসেব করে করে আঘাতিতি লাভ করা হীন মানসিকতার পরিচায়ক। এ ধরনের মানসিকতা পরিত্যাজ্য।

৩. আখেরাতে তো বটেই, দুনিয়াতেও এসব সংক্ষিত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়কারীর শাস্তির উপকরণ না হয়ে অশাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অধিক সম্পদ কুক্ষিগত করে না রেখে মানুষের উপকার সাধনে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪. আখেরাতের কঠিন আয়াবের কথা স্বরণ করে তা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের সার্বিক শক্তি-সামর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথে নিয়োজিত করা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। কারণ সেখানে আয়াব থেকে রেহাই পাওয়াই চূড়ান্ত সফলতা।



সূরা আল ফীল  
আয়াত ৪৫  
অক্ষু' ১

### নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'আসহাবিল ফীল' বাক্যাংশের 'ফীল' শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

### নাযিলের সময়কাল

মুফাসিসিরীনে ক্রোমের সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাঝী। সূরাটি নাযিলের পটভূমির প্রতি দৃষ্টি দিলেও এটাকে মাঝী জীবনের প্রথম দিকের সূরা হিসেবে অনুস্মিত হয়।

### আলোচ্য বিষয়

আল্লাহ তাআলা 'সূরা ফীল'-এ 'আসহাবে ফীল'-এর কথা সংক্ষিপ্তভাবে ইংগিত করেই সূরাটি শেষ করে দিয়েছেন। ইয়ামনের খৃষ্টান বাদশাহ আবরাহা ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে ৬০ হজার সৈন্য ও ১৩টি হাতীরবহর নিয়ে মক্কায় কাঁবা ঘর ধ্রংস করার জন্য এসেছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর ঘরকে ধ্রংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে আগমনকারী বাহিনীকে নির্মূল করে দিয়ে অলৌকিকভাবে তাঁর ঘরের হিফায়ত করেছেন। এটা ছিল এমন এক যুগান্তকারী ঘটনা, যা ছিল আরবদের নিকট দীর্ঘদিন পর্যন্ত আলোচনার বিষয়বস্তু। তাই ঘটনার ৪০ বছর পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবৃত্যাতের প্রথম দিকেও এ ঘটনা মানুষের মুখে মুখে ছিল। মক্কার আবাল-বৃক্ষ-বনিতা সবাই এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা সেই যুগান্তকারী ঘটনার দিকে ইংগিত করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এ ঘটনার দিকে ইংগিত করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের তো জানা আছে যে, আমি আমার ঘরকে ক্ষমতাদর্পী আবরাহার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা থেকে হিফায়ত করেছি। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, মুহাম্মাদ (স) তোমাদেরকে যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তোমরা যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র কর, কিংবা তাঁর দাওয়াতকে ব্যর্থ করার অসৎ কোনো প্রচেষ্টা কর, তাহলে হাতীর অধিপতি আবরাহার মত তোমরাও ধ্রংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাঁর রাসূল, তাঁর দীন এবং দীনের আহ্বানকারীদেরকে রক্ষা করবেন। তখন আবরাহার মত তোমাদেরও কোনো কিছুই করার থাকবে না।

অপরদিকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দাওয়াতে সাড়াদানকারীদেরও এ বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, যখন কা'বাকে রক্ষা করার কেউ ছিল না, তখন যেমন আল্লাহ অলৌকিকভাবে তা হিফাযত করেছেন, সেভাবে তাঁর রাসূল, তাঁর দীন এবং দীনের অনুসারীদেরকেও হিফাযত করবেন। সুতরাং তোমাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণই নেই।



কক্ষ ১

আয়াত ৫

## ১০৫. সূরা আল ফীল-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① أَلْرَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

১. আপনি কি দেখেননি ; আপনার প্রতিপালক হাতীর  
মালিকদের সাথে কেমন করেছেন ?<sup>১</sup>

② أَلْرَمْ يَجْعَلُ كَيْلَ هَمِّيْ فِي تَضْلِيلٍ ③ وَأَرْسَلَ

২. তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্রকে<sup>২</sup> ব্যর্থ করে দেননি ?<sup>৩</sup> ৩. আর তিনি পাঠালেন

১. -رِبُّكَ ; -فَعَلَ ; -করেছেন ; -কীভাবে ; -কেমন ; -أَلْرَمْ (الْمَرْ) -تَرَكَيْفَ -আপনি কি দেখেননি ; -أَصْحَابِ -কেমন ;  
 ২. -الْفِيلِ ; -بِأَصْحَابِ -আপনার প্রতিপালক ; -رَبُّكَ (রবুক) ;  
 ৩. -হাতীর । ④ -أَلْمَ يَجْعَلُ ; -كَيْلَ هَمِّيْ (কীল হেম) ; -كَيْلَ هَمِّيْ -তিনি কি করে দেননি ;  
 ৪. -أَرْسَلَ ; -ব্যর্থ । ⑤ -فِي تَضْلِيلٍ ; -ব্যর্থে । ৫. -আর -তিনি  
পাঠালেন ;

১. আল্লাহ তাআলা ‘আলাম তারা’ তথা ‘আপনি কি দেখেননি’ বলে তাঁর রাসূলকে  
সঙ্গে সঙ্গে মূলত আরববাসীদেরকে বলাটাই মূল উদ্দেশ্য। কুরআন মজীদে  
অনেক স্থানেই রাসূলকে সঙ্গে সঙ্গের মাধ্যমে অন্যদেরকে সঙ্গে সঙ্গে করা হয়েছে। আর  
'দেখেননি' শব্দ এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, তখনো এমন অনেক লোক মক্কায় জীবিত  
ছিল, যারা এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাটি নিজ চোখে দেখেছেন। কারণ ঘটনাটি ছিল  
তখন থেকে মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের। তাছাড়া ঘটনাটি লোকমুখে  
এমনভাবে প্রচারিত ছিল যে, শোনাটাও দেখার মত হয়ে গিয়েছিল।

২. হাতীর মালিকদের কোনো পরিচয় আল্লাহ তাআলা এখানে এজন্য দেননি, কারণ  
'হাতীর মালিক' কারা ছিল এটা সবার জানা ছিল।

৩. 'কাইদাহম' অর্থ তাদের ষড়যন্ত্র বা গোপন কৌশল ; আবরাহা বাদশাহ কা'বা  
আক্রমণের কারণ হিসেবে যা প্রকাশ করেছে তা ছিল—আবরাহা তাদের গীর্জার  
অপমান করেছে, সেজন্য তারাও কা'বা ধৰ্মস করে দিয়ে তার প্রতিশোধ নেবে ; কিন্তু  
এটা তো গোপন ছিল না। তাহলে আল্লাহ তাআলা 'গোপন ষড়যন্ত্র' বলে কি বুঝাতে  
চেয়েছেন ? এতে বুঝা যায় যে, আবরাহার প্রকাশ্যে ঘোষিত উদ্দেশ্য আসল নয়—আসল  
উদ্দেশ্য অন্য একটা ছিল। আর তা ছিল আবরদেশ থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আবরদের বিশাল  
ব্যবসার ক্ষেত্র নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসা। তারা খোঁড়া একটা অজুহাতে মক্কা

عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ① تَرْزِيمِهِمْ بِحَجَرٍ

তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ;<sup>৪</sup> ৪. যারা নিষ্কেপ করে তাদের ওপর পাথর

مِنْ سِجِّيلٍ ② فَجَعَلَهُمْ كَعْصَفَ فِي مَأْكُولٍ

পোড়া মাটির।<sup>৫</sup> ৫. অতপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির মত করে দেন।<sup>৬</sup>

تَرْزِيمِهِمْ ③ ـ تَرْزِيمِهِمْ ـ (على+هم)-علينهم  
 مَنْ ـ (ب+حجارة)-حجارة  
 (ترمي+هم) ـ (ترمي+هم)  
 (ف+جعل+هم)- يجعلهم ④ ـ (من+سجل)-سجل  
 (ك+عصف+هم)-عصف ـ (ك+عصف)-عصف  
 تَرْزِيمِهِمْ ـ تَرْزِيمِهِمْ ـ (على+هم)-علينهم  
 تাদেরকে করে দেন।

আক্রমণ করে আবরণেরকে হেস্তনেষ্ট করে দিয়ে বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ নিজেদের দখলে নিয়ে আসবে। আর এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের ‘ষড়যন্ত্র’কে ‘গোপন কৌশল’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. ‘তাদলীল’ অর্থ লক্ষ্যভূষ্ট করে দেয়া। তাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়া। আল্লাহ তাআলা আবরাহার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

৫. ‘আবাবীল’ শব্দের অর্থ ‘ঝাঁকে ঝাঁকে’। পাখিদের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দলকে ‘আবাবীল’ বলা হয়। শব্দটি বহুবচন। একবচনে ‘ইবালাতুন’। পাখিগুলো এসেছিল সোহিত সাগরের দিক থেকে। তবে এ ধরনের পাখি সেসব অঞ্চলে এ ঘটনার পূর্বে বা পরে আর দেখা যায়নি। আসলে এটা আল্লাহর সাহায্যের বাস্তব রূপ।

৬. ‘হিজারাতুন’ অর্থ পাথর কণা। আর ‘সিজীল’ অর্থ কাদামাটি পুড়িয়ে বানানো। অর্থাৎ আবরাহার ওপর পাখিরা যে পাথর কণা নিষ্কেপ করেছিল সেগুলো ছিল কাদামাটি দিয়ে বানিয়ে পোড়ানো ছেট ছেট কণা। বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেকটি পাখির নিকট তিনটি করে কণা ছিল। একটি ঠোঁটে আর অপর দুটি দুই পাঞ্জায়। পাথরগুলো যার যেখানে পড়তো, বিপরীত দিক থেকে তা বের হয়ে যেতো। নাওফাল ইবনে মুয়াবিয়া বলেন—আবরাহা-বাহিনীর উপর নিষ্কিঞ্চ পাথরগুলো আমি দেখেছি; সেগুলো ছিল কিছুটা কাল ও লাল রঙের এবং আকার ছিল মটরের দানার মত। কারো মতে ছাগলের লেদীর মত। তবে বিভিন্ন মতামতের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পাথরগুলোর রং ও আকার একই রকম ছিল না।

৭. ‘আসফিম মা’কূল’ অর্থ ভক্ষিত বা চর্বিত ভূষি। পশুর ভক্ষিত বা চাবানো ভূষি যেমন কিছু গলে যায় আবার কিছু আধা-চিবানো অবস্থায় থাকে, আবরাহা-বাহিনীকেও আল্লাহ তাআলা সেরূপ করে দিয়েছিলেন।

সূরা আল ফীলের শিক্ষা

১. ইহনী, খৃষ্টান এবং অন্যান্য সকল মুশরিকী শক্তি মুসলমানদের চিরশত্রু। কখনো তারা প্রকাশ্যে কোনো একটা অজুহাত খাড়া করে শক্ততা উন্নত করে; কিন্তু গোপনে তাদের উদ্দেশ্য থাকে অন্যটা। আবার কখনো বঙ্গভূতের ভান করে শক্ততা করে। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ হলো— তাদেরকে কখনো বঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

২. ইহনী, খৃষ্টান, মুশরিক ও কুফরী শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে একই নীতিতে বিশ্বাসী। এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে ঘেরন ছিল, বর্তমানেও এর কোনো হেরফের হয়নি এবং তবিষ্যতে এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

৩. বাতিল শক্তি যতই শক্তিধর কৃটনীতিতে পারদর্শী হোক না কেন, তাদের কৃটকোশল ও শক্তি অবশ্যেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে আল্লাহ আছেন। তবে শক্ত হলো মুসলমানদেরকে সঠিক অর্থে মুসলমান হতে হবে।

৪. ক'বা আল্লাহর ঘর; কিন্তু তার সেবায়েতরা এবং তার উকুরা ছিল মূর্তীপূজক মুশরিক; এতদস্বেও আল্লাহ তাঁর ঘর অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন এবং যালিমদেরকে খংস করে দিয়েছেন। অদ্যপ মুসলমানরা যদি আল্লাহর দীন ও আল্লাহর কিতাবের হিফাযতের দায়িত্বে গাফলতি দেখায়, তাহলেও আল্লাহ তাঁর দীন ও কিতাবের হিফাযত করবেন; কিন্তু তখন মুসলমানরাই আল্লাহর রহমত থেকে মাহলুম হয়ে যাবে। অতএব এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সচেতনতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে।



**সূরা আল কুরাইশ  
আয়াত ৪ ৪  
অক্রূ' ৪ ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম আয়াতের ‘কুরাইশ’ শব্দ দ্বারাই এর নামকরণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

অধিকাংশ মুফাসিসের মতে, সূরাটি মাঝী সূরার ৩ আয়াত—“সুতরাং তারা ইবাদাত কর্মক এ ঘরের প্রতিপালকের”—ঘারাও সূরাটি মাঝী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ সূরাটি মাদানী হলে কা'বা ঘর স্পর্শকে বলতে গিয়ে ‘এ ঘরের’ (هذا) (البَيْتِ) বলাটা উপযোগী হয় না। সূরাটি মাদানী হলে কা'বাঘর যেহেতু মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তাই ইংরিজিবাচক বিশেষ্য ‘হায়া’ না বলে ‘যালিকা’ বলাই যথোর্থ ছিল। যেহেতু ‘হায়া’ দ্বারা নিকটে অবস্থিত জিনিস বুঝায়, তাই সূরাটি মাঝী হলেই ‘হায়া’ তখা ‘এই’ বলাটা যথোর্থ হয়। সুতরাং সূরাটিকে ‘মাঝী’ বলেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ মত পেশ করেছেন।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কুরাইশ কাফেরদেরকে মৃত্যুপূজা পরিত্যাগ করে কা'বার প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানানো।

রাসূলল্লাহ (স)-এর আগমনের অনেক আগে থেকেই মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় মৃত্যুপূজার মত জগন্য মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল। স্বয়ং কা'বা ঘরেই তারা ৩৬০টি দেব-দেবীর মৃত্যু স্থাপন করেছিল। তাছাড়া তারা বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কুসংস্কারেও লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কুরাইশরা দেব-দেবীর মৃত্যুকে ‘আল্লাহ’ বলতো না—তা মনেও করতো না ; তবে তারা যা বলতো, তাহলো—‘এসব দেব-দেবীর মৃত্যু পূজা দ্বারা তাদের দয়া-অনুগ্রহই আমরা পেতে চাই, যাতে করে এরা আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করে।’ এ আশায় তারা এদের নিকট প্রয়োজন পূরণ তখা অভাব-অভিযোগ পূরণ করার প্রার্থনা জানাতো। অথচ সময় আরবদের মধ্যেই কুরাইশদের বংশীয় অভিজাত্য, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপন্থি ও ধন-সুনাম সর্বজন স্বীকৃত ছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল—তারা আল্লাহর ঘর কা'বার সেবায়েত ও পৃষ্ঠপোষক। এ কা'বার বদৌলতেই তারা আবরাহার হাতী-বাহিনীর আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাঁর বহুবিধ বদান্যতা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ করেছেন যে—হে কুরাইশরা! তোমরা শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ব্যবসায়িক সফরে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছ। তোমরা দেশ থেকে দেশান্তরে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে ব্যবসায়িক সফরে

যাতায়াত করতে পারছো । এটা আল্লাহর ঘরের ধিদমত ও সেবা করারই ফলশ্রুতি ।  
 সুতরাং তোমাদের উচিত এসব দেবদেবীর পূজা-উপাসনা বাদ দিয়ে একমাত্র এ ঘরের  
 প্রতিপালকের ইবাদাত করা । তোমাদের সকল অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন পূরণের  
 জন্য একমাত্র তাঁর নিকটই প্রার্থনা জানানো । তিনিই তোমাদেরকে ক্ষুধায় আহার ও  
 বিপদে-আপদে নিরাপত্তা দিয়েছেন । তোমরা যেখানেই যাও সেখানে আল্লাহর ঘরের  
 খাদেম হিসেবে সম্মান-মর্যাদা পাও । এমনকি আরবের চোর-ডাকাতরাও তোমাদের  
 ধন-সম্পদ লুঠতরায় করে না, তোমাদের শপর হামলা করে না । তোমাদের প্রতি  
 আল্লাহর এসব দয়া-অনুগ্রহ তোমরা কিভাবে ভুলে যেতে পার । অতএব তোমাদের  
 উচিত—এসব দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদাত করা, নচেত  
 তোমাদের নিকট থেকে এ নিয়ামত তিনি কেড়ে নিয়ে গেলে তোমরা পদে পদে অপমানিত  
 ও জালিত হতে থাকবে ।



রহ্ম ۱

## ১০৬. সূরা আল কুরাইশ-মাঝী

আয়াত ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي قُرْبَتِنِي ۚ إِلَفَ رَحْلَةَ الشَّيْءَ

১. যেহেতু কুরাইশদের রয়েছে আসক্তি । ২. তাদের আসক্তি  
রয়েছে সফরের—শীতকালে

وَالصَّيفِ ۖ فَلَيَعْبُدُنَّ وَرَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

ও গরম কালে । ৩. অতএব তাদের উচিত ইবাদাত করা এ ঘরের প্রতিপালকের ।

الفَهْمِ ① - قُرْبَشِ ; - (ل+إلف)-لَا إلَفُ ①  
 -(أَل+شَيْءَ)-الشَّيْءَ ; - سَرْحَلَةَ ; - (أَل+هَم)-  
 شীতকালে । ৩. - (أَل+صَبَف)-الصَّبَفِ ; - وَ- (أَل+هَدَى)-هَذَا-  
 অতএব তাদের উচিত ইবাদাত করা ; - رَبُّ- (ل+بَدَّ)-بَدَّ-এ ;  
 - (أَل+بَيْت)-البَيْتِ ।

১. 'লি-ইলাফ'-এর মধ্যে প্রথম 'লাম' অক্ষরটি বিশ্বয় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ;  
 আর 'ইলাফ' অর্থ আসক্তি, অভ্যন্তর ইত্যাদি । সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়—কুরাইশদের  
 আচরণ বিশ্বয়কর, তাদের শীত-গ্রীষ্মের সফরের আসক্তি-চাহিদা পূরণ আল্লাহ সহজ  
 করে দিয়েছেন, তারপর তারা আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে মূর্তীপূজায় লিঙ্গ ।

২. অর্থাৎ শীতকালে তারা গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল দক্ষিণ আরবের দিকে ব্যবসায়িক সফর  
 করতো এবং গ্রীষ্মকালে শীতপ্রধান দেশ সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের দিকে ব্যবসায়িক সফর  
 করতো ।

৩. অর্থাৎ তাদের উচিত এ ঘরের মালিকের ইবাদাত করা । কারণ এ ঘরের সেবক  
 হওয়ার কারণেই তারা সর্বত্র মর্যাদা পেয়ে আসছে । তাদের ব্যবসায়িক সফরগুলো নিরাপদে  
 সমাধা হচ্ছে । নচেতে এ ঘরের সেবক হওয়ার পূর্বে তো আরবের এখানে সেখানে অন্যান্য  
 গোত্রের মত বিক্ষিপ্ত ও মর্যাদাহীন অবস্থায় ছিল । অতএব যে ঘরের অসীলায় তাদের  
 জীবন ব্রহ্মন্দ সেই ঘরের মালিকের ইবাদাতই তো তাদের করা উচিত ।

উল্লেখ্য, কা'বা ঘরে যে ৩৬০টি প্রতিমা ছিল, সেগুলোকে তারা এ ঘরের মালিক মনে  
 করতো না ; কেননা আবরাহা যখন ঘরটি ধ্বংস করতে ছুটে এলো, তখন তাদের মূর্তীগুলোর  
 কথা একবারও মনে হয়নি যে, এগুলোর কা'বা রক্ষা করার মত কোনো শক্তি আছে ; বরং

⑧ الَّذِي أَطْعَمَهُ مِنْ جَوْعٍ وَأَمْنَهُ مِنْ خَوْفٍ

৪. যিনি তাদেরকে দিয়েছেন ক্ষুধায় আহার<sup>৪</sup> এবং দিয়েছেন  
তাদেরকে নিরাপত্তা ভয়-ভীতি থেকে।<sup>৫</sup>

⑧)-যিনি ; -أَطْعَمَهُمْ-(اطعم+هم)-تَادِئِرَكَ দিয়েছেন আহার ; -مِنْ جَوْعٍ-(+ من)-جَوْعٍ-وَأَمْنَهُمْ-(امن+هم)-نِيرَابَطَّا দিয়েছেন তাদেরকে ; -مِنْ ; -خَوْفٍ-وَ-بَيْرَقَ-بَيْتِيْتِي থেকে ;

ঘরের আসল মালিক আল্লাহর কথাই তাদের মনে হয়েছে এবং তারা তাঁর নিকটই কা'বাকে হিফায়ত করার প্রার্থনা জানিয়েছে।

৪. হ্যরত ইবরাহীম (আ) কা'বা পুনর্গঠন করে যে দোয়া করেছিলেন তা অঙ্করে অঙ্করে পূর্ণ হয়েছে। কা'বার আশেপাশে যাদের বসতি রয়েছে তাদের পানাহারের কোনো ঘাটতি ইতিপূর্বেও হয়নি বর্তমানেও হচ্ছে না। আর আশা করা যায় আল্লাহ চান তো ভবিষ্যতেও হবে না। কা'বার পাশে বসতি স্থাপনের পূর্বে কুরাইশদের অবস্থা ভাল ছিল না। তারা অন্যসব গোত্রের মত আরবদের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কা'বার খাদেম হওয়ার পরেই তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাদের পানাহারের অভাব দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এখানে সেদিকেই ইংগিত করেছেন। হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়াটি ছিল—“হে আল্লাহ তোমার মর্যাদাশালী ঘরের নিকটে খাদ্য-পানীয় বিহীন একটি উপত্যকায় আমার সন্তানদের একটি অংশের বসতি স্থাপন করে দিয়েছি, যাতে তারা নামায কার্যে পারে; অতএব আপনি মানুষের মনকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করুন।”—সূরা ইবরাহীম : ৩৭

৫. অর্থাৎ আরবের সর্বত্র যেখানে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজমান সারাদেশে এমন এলাকা নেই যেখানে লোকেরা নিচিতে রাতে ঘুমাতে পারে ; সবাই যেখানে সবসময় আশংকায় থাকে যে, কখন কোন মুহূর্তে তাদের ওপর দস্যুদলের হামলা এসে পড়ে ; নিজের গোত্রের এলাকা ছাড়া অন্যত্র একাকী যেতে যেখানে কেউ সাহস করে না ; কোনো ব্যবসায়িক কাফেলা নিরাপদে ফিরে আসবে এমন নিচ্যতা যেখানে একেবারেই কম, সেখানে কা'বার খাদেম হারাম শরীফের এলাকার লোক হওয়ার কারণে কুরাইশদের নিরাপত্তা ছিল নিশ্চিত। তাদের ব্যবসায়িক কাফেলাগুলো নিরাপদ বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করতো ; তাদের উপর দস্যু-ভাকাত জেনেওনে হামলা করতো না। আর কোনো দস্যুদল অজ্ঞাতে তাদের ওপর হামলা করতে আসলেও ‘আমি বা আমরা হারাম শরীফের লোক’ বলা মাত্রই দস্যুদের হাত সেখানেই থেমে যেত। এরপ ছিল কুরাইশদের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা। আর আল্লাহ তাআলা এ সূরার শেষ আয়াতাংশে সে দিকেই ইংগিত করেছেন।

### সূরা আল কুরাইশের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা কুরাইশদেরকে একমাত্র আল্লাহর ঘর কা'বার অসীলায় আরবদেশ এবং দেশের বাইরেও সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। কারণ সম্মান ও মর্যাদা দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা—যারা তাঁর ঘরের শুধুমাত্র তত্ত্বাবধানকারী ও পৃষ্ঠপোষক, আল্লাহ তাদেরকে মুশারিক হওয়া সত্ত্বেও সম্মানের অধিকারী করেছেন এবং অর্থনৈতিক ব্রহ্মচন্দ দিয়েছেন। অতএব যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে তাঁর দীনের প্রতিষ্ঠাকল্পে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, আল্লাহ তাদের অবশ্যই সম্মান-মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সঙ্গতি দান করবেন।
২. মানুষের উপর আল্লাহর অগভিত-অসংখ্য নিয়ামত প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে, যার শক্রিয়া আদায় করা মানুষের সাধ্যাতীত। অতএব মানুষ আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া অন্য কোনো শক্তির প্রজা-অর্চনা করতে পারে না। একপ করা চরম অকৃতজ্ঞতা।
৩. দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে যতই বাঢ়ছে, এ ক্রমবর্ধমান মানুষের পানাহারের ব্যবস্থা তো তিনিই করেছেন; মানুষ তো খাদ্যের একটি কণাও তৈরি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং ইবাদাত বা দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।
৪. সকল বিপদ-আপদ, ভয়-ভীতি, রোগ-জরা ও দুঃখ-দারিদ্র্য মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল আল্লাহর দরবার। সুতরাং মানুষ তাঁর ইবাদাত ছাড়া অন্য কোনো শক্তির দাসত্ব করতেই পারে না।
৫. মানুষের জীবন আল্লাহর রহমতের অনুপম দান তাই প্রত্যেকের উচিত তাঁর নিজের ওপর আল্লাহর যেসব নিয়ামত বা অনুমত রয়েছে সেগুলো সদা-সর্বদা শ্রবণে রাখা। তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার পথ সহজ ও সাবলীল হবে।



সূরা আল মা'উন  
আয়াত ৪ ৭  
রংকু' ৪ ১

### নামকরণ

সূরার সর্বশেষ শব্দ 'আল মা'উন' শব্দটি এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ নিজ প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী ছোট ছোট দ্রব্যসামগ্ৰী।

### নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটিও মাস্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সূরার আলোচনায় এমন সাক্ষ বিদ্যমান রয়েছে যার দ্বারা এটা মাদানী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সূরায় নামাযের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী নামাযী এবং লোক দেখানো নামায আদায়কারীদের সম্পর্কে কঠোর অভিসম্পাত-বাণী উচ্চারিত হয়েছে; এর দ্বারা মুনাফিকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের আবির্ভাব মদীনাতেই হয়েছিল। সুতরাং সূরাটি মাদানী হওয়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক।

### আলোচ্য বিষয়

পুরকালে অবিশ্বাসী লোকদের নীতি ও চরিত্র আল্লাহ তাআলা এ সূরায় তুলে ধরেছেন। এসব লোকের চরিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এরা ইয়াতীম-অসহায়দের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তা গ্রাস করে। ইয়াতীমরা তাদের অধিকার দাবী করলে তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। এদের চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এরা কখনো দরিদ্র-মিসকীনদেরকে খাদ্য-পানীয় কিছুই দেয় না। আর অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। এসব লোকের তৃতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হলো এরা নামাযের ব্যাপারে গাফিল; তবে মুসলিম সমাজের সুযোগ লাভের জন্য নামাযী সেজে জামায়াতে হায়ির হতেও তাদেরকে দেখা যায়। এভাবে তারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। আসলে এরা নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নামায আদায় করে না; বরং নামাযের প্রতি তাদের অবজ্ঞা-উদাসীনতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা এমন নামাযীদের প্রতি অভিসম্পাত ঘোষণা করেছেন। কারণ তারা লোকদেখানো কাজ করে।

এসব লোকের অপর প্রধান একটি চরিত্র বৈশিষ্ট্য হলো এরা নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট গৃহস্থালীর সরঞ্জাম; যেমন দা, খস্তা, কোদাল ইত্যাদি প্রতিবেশীদেরকে ব্যবহার করতে দেয় না।



কৃত ১

১০৭. সূরা আল মাউন-মাঝী

আয়াত ৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① أَرْعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّيْلِ إِنِّي ۖ فَذِلِّكَ الَّذِي

১. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মিথ্যা মনে করে কর্মফলের দিনকে ?

২. সেতো এমন লোক, যে

يَدْعُ الْبَيْتَمَ ۗ وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۚ

ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। ৩. আর সে উৎসাহিত করে না (নিজেকে ও অন্যকে) ৫

মিসকীনকে খাবার দিতে। ৯

① أَرْعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّيْلِ إِنِّي ۖ আপনি কি দেখেছেন ; তাকে যে ; (+) + - আপনি কি দেখেছেন ; তাকে যে ; - অর্থ যে - (+) + - আপনি কি দেখেছেন ; তাকে যে ; - অর্থ যে ; করে কর্মফলের দিনকে । ৪. (ف+ذلک)-فَذِلِّكَ -সে তো এমন, যে ; - ধাক্কা দেয় ; - ইয়াতীমকে । ৫. (ال+بَيْتَم)-الْبَيْتَمِ -এমন, যে ; - ধাক্কা দেয় ; - আর - (ال+طَعَام)-الْطَعَامِ -খাবার ; - (ال+عَلَى)-عَلَى - উৎসাহিত করে না ; - (ال+لَا)-لَا - লাইহুসু ; - (ال+مُسْكِينِ)-الْمُسْكِينِ -মিসকীনকে ।

১. 'আপনি কি দেখেছেন' দ্বারা বাহ্যত রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্মোধন করা হলেও, মূলত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন লোককে সম্মোধন করা হয়েছে। আর এখানে 'দেখা' দ্বারা চোখে দেখা ছাড়াও কোনো কিছু অনুধাবন করা, জ্ঞান, বুদ্ধি এবং চিন্তা করাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। আসলে এগুলোই প্রকৃত দেখা—বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা প্রকৃত দেখা নয়। অতএব, উক্ত সম্মোধনের অর্থ হবে—আপনি কি জানেন, অথবা আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন সে লোক সম্পর্কে, যে কর্মফল দিবস বা আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে ?

২. 'আদ-দীন' দ্বারা দীন ইসলাম এবং আখেরাতের কর্মফল দিন উভয়কে বুঝায়। এখানেও উভয় অর্থের অবকাশ আছে। 'দীন' দ্বারা প্রথম অর্থ নিলে সূরার মূল বক্তব্য হবে—দীন ইসলাম তথা ইসলামী জীবন বিধান অঙ্গীকারকারীর চরিত্র এমনই হয়ে থাকে, তবে ইসলামী জীবন বিধান যারা মেনে চলে তাদের চরিত্র এর বিপরীত হয়ে থাকে।

আর 'দীন' দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ নিলে, সূরার মূল বক্তব্য হবে—আখেরাতের কর্মফল দিনকে যারা মিথ্যা ভেবে অঙ্গীকার করে তাদের চরিত্র এরপ মন্দই হয়ে থাকে।

৩. আখেরাতে অবিশ্বাসী বা আখেরাতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী লোকদের চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে শ্রোতাকে জানানোই এর উদ্দেশ্য। সেই সাথে কেমন ধরনের লোক আখেরাতকে

٤٠ فَوَيْلٌ لِّلْمُصْلِينَ ۝ أَلَّذِينَ هُرَيْعَةَ مَسَلَّاتِهِمْ

৪. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীদের জন্য ;

৫. যারা তাদের নিজেদের নামায সম্পর্কে

(৪)-অতএব দুর্ভোগ (সেসব নামাযীদের জন্য)-ল+ال+مصلين-**فَوَيْلٌ**-**لِّلْمُصْلِينَ** ; (৫)-নিজেদের নামায ;

মিথ্যা মনে করে তা জানার জন্য শ্রোতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করাও এর লক্ষ্য। এতে করে শ্রোতার অন্তরে আখেরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব দৃঢ়তা লাভ করবে।

৪. অর্থাৎ সে তো এমন ব্যক্তি, যে আখেরাতকে অবিশ্বাস করার কারণে তার চরিত্র ও কর্ম একরূপ, .....। অন্য কথায় এরূপ চরিত্রের লোকেরাই আখেরাতে অবিশ্বাস করে।

৫. অর্থাৎ আখেরাতে অবিশ্বাসী লোকগুলোর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইয়াতীম-অসহায়দের ধন-সম্পদ মেরে দেয়ার সুযোগে থাকে। তারা যদি কোন ইয়াতীম-এর অভিভাবক হয় এবং তাদের দায়িত্বে যদি ইয়াতীমের সম্পদ দেখাশুনার ভার থাকে, তা হলে তারা বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে সেই ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করে নেয়। কোনো ইয়াতীম যদি এসব লোকের কাছে তার সম্পদ চাইতে আসে, তাহলে এরা তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। অথবা কোনো ইয়াতীম যদি এদের কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে এরা তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। এদের ঘরে যদি কোনো ইয়াতীম থাকে তাহলে এরা তার ওপর যুগ্ম-নির্যাতন করে। এসব কাজে তাদের মনে কোনো অনুভূতি জাগ্রত হয় না। কেননা আখেরাতে অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে এগুলো তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

৬. অর্থাৎ সে নিজে কোনো মিসকীনকে কখনো কোনো খাবার দেয় না ; আর অন্যদেরকেও এ কাজে কোনো প্রকার উৎসাহ দেয় না। এর কারণ সে তো বিশ্বাসই করে না যে, এসব কাজে কোনো পুণ্য হবে এবং তা আখেরাতে কোনো উপকারে আসবে। সুতরাং এসব কাজে অনর্থক কেন সে নিজের অর্থ ও সময়ের অপচয় করবে।

৭. অর্থাৎ মিসকীনের খাদ্য বা অধিকার থেকে তাদেরকে এসব লোক বঞ্চিত করে। এরা নিজেরা ফকীর-মিসকীনকে কিছু দেয় না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও এ পথে ব্যয় করতে বলে না ; আর পরিবারের বাইরে কোনো লোককে ফকীর মিসকীনকে দান-খয়রাত করার কথা বলে উৎসাহ দেয় না ; বরং এসব লোক দান-খয়রাত করতে লোকদেরকে নিরঙ্গসাহিত করে। আসলে দান-খয়রাত করলে তো দুনিয়াতে এর বিনিময় পাওয়া যাবে না, এর বিনিময় তো আদ্বাহ তাআলা আখেরাতে দেবেন। সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়, তারা দানখয়রাত করতে যাবে কোন্ কারণে।

سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُرِيَّاً وَنَمْعُونَ الْمَاعُونَ

উদাসীন ;<sup>৫</sup> ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য (আদায়) করে<sup>১০</sup> (নামায ইত্যাদি) ; ৭. এবং সাংসারিক প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিস<sup>১১</sup> (লোকদের) দেয়া থেকে বিরত থাকে ।

سَاهُونَ-উদাসীন । ৬-الَّذِينَ-যারা ; ৭-হ-ইরায়ান-লোক দেখানোর জন্য (আদায়) করে (নামায ইত্যাদি) । ৮-يَمْنَعُونَ-দেয়া থেকে বিরত থাকে ; ৯-الْمَاعُونَ-সাংসারিক প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস ।

৮. অর্থাৎ আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা নিজেদেরকে আখেরাতে বিশ্বাসী বা মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, এরা মুসলমানদের সাথে নামাযও আদায় করে । আসলে এরাও আখেরাতকে বিশ্বাস করে না । এরা হলো মুনাফিক । এরা প্রকৃতপক্ষে নামায়ী নয় ; বরং এরা সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় নামায আদায়কারী দলের মধ্যে শামিল হতে চায় । এসব লোকের জন্য দুর্ভোগ বা ধ্বংস । এদের আরো কিছু চারিত্রিক পরিচয় সামনে বলা হয়েছে ।

৯. এখানে বলা হয়েছে যে 'তারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন' । অর্থাৎ নামায পড়ার প্রতি অন্তরে আগ্রহবোধ না থাকার কারণে নামায পড়তে ভুলে যায় । এখানে 'নামাযের মধ্যে ভুল করে' একথা বলা হয়নি । নামাযে ভুল হওয়া কোনো প্রকার দোষের ব্যাপার নয় ; আর সেজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অভিসম্পাত বা ধর্মকও নেই । এখানে ধর্মক রয়েছে সেইসব লোকদের জন্য, যারা নামাযের প্রতি কোনোই শুরুত্ব দেয় না । কখনো তারা নামায পড়ে, আবার কখনো পড়ে না । আবার পড়লেও সময় পার করে উঠে দু' চার ঠোকর ঘারে । নামাযের মধ্যে কোনো প্রকার শাস্তি-সমাহিত ভাব তাদের থাকে না । 'রুক্ম'-সিজদা, দাঁড়ানো কোনটাই যথাযথভাবে আদায় হয় না । নামাযরত অবস্থায় অন্য কিছু নিয়ে খেলা করে । অর্থাৎ আল্লাহর স্বরণ সম্পর্কে তাদের কোনো অনুভূতিই থাকে না । এসব লোকদের জন্যই অত্র আয়াতে ধর্মক রয়েছে ।

১০. অর্থাৎ এরা লোক দেখানো কাজ করে । নিজের আসল উদ্দেশ্যটি গোপন রেখে কল্পিত মহৎ ও ভাল যে উদ্দেশ্যটি এরা প্রকাশ করে তা কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য নয় । মুনাফিকরাই এ ধরনের চরিত্রের লোক । মুনাফিকরা কুফরী ও বে-ইমানীকে মনে গোপন রেখে প্রচার করে বেড়ায় যে আমিও মুসলমান, আমিও নামায পড়ি । এসব লোক মানুষের সামনে নামায পড়ে, কিন্তু একাকী নির্জনে থাকলে নামায পড়ে না । আসলে এরা আল্লাহকে খুব কমই স্বরণ করে ।

১১. 'আল মাউন' শব্দের আসল অর্থ হলো—নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোট-খাটো ঘর-গৃহস্থালীর দ্রব্য-সমগ্রী ; যেমন-দা, খন্তা, কোদাল, কুড়াল, কাস্তে ইত্যাদি । তবে যাকাতকেও 'মাউন'-এর মধ্যে শামিল করা যায়, কেননা তা-ও অনেক সম্পদের ক্ষুদ্র অংশ এবং যাকাত দানের প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম । সারকথা আল্লাহ তাআলা 'মাউন' শব্দ

ব্যবহার করে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, পরকাল অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র ও দ্রষ্টিভঙ্গী  
যে এমন নীচ হতে পারে এবং তারা এমন আত্ম-স্বার্থপর হতে পারে যে, অপরের জন্য সাধারণ  
একটু কষ্ট স্বীকার ও এতটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতেও তারা প্রস্তুত হয় না।

### সূরা আল মাউনের শিক্ষা

১. মানুষের মধ্যে শিরক, নিফাক ও কুফরীর মূল কারণ আখেরাত তথা পরকাল অবিশ্বাস।  
সুতরাং আখেরাতের ওপর বিশ্বাসকে দৃঢ় করার মাধ্যমেই উল্লিখিত পথভ্রষ্টতা থেকে আঘাতক্ষা করতে  
হবে।

২. ইয়াতীম-অনাথদের অধিকার প্রদান এবং তাদের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি প্রদান করার প্রতি  
উপেক্ষা প্রদর্শন করা কোনো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। সুতরাং আমাদেরকে ইয়াতীমের হক  
তথা অধিকারের প্রতি সচেতন থাকতে হবে।

৩. অসহায় গরীব-মিসকীনদের প্রতি নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে  
হবে এবং অন্য ভাইদেরকেও এতে উৎসাহিত করতে হবে। এদের প্রতি কথনো কঠোর আচরণ করা  
যাবে না। তাদেরকে সাহায্য করার সামর্থ না থাকলে মোলায়েম ভাষায় তা প্রকাশ করতে হবে।

৪. নামাযে অমনোযোগিতা, আলস্যভরে একদিকে বাঁকা হয়ে নামাযে দাঁড়ানো, রম্ভ'-সিজদা  
যথাযথভাবে না করা, নামাযের মধ্যে অন্যমনক্ষতা প্রকাশ পায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করা ইত্যাদি  
নিফাকী বৈশিষ্ট্য থেকে মু'মিনদেরকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৫. সেসব মুনাফিকদের প্রতি ধ্বংস—যারা কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে  
নামায়ীদের মধ্যে শামিল করতে চায় ; কিন্তু তারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়। এরা একাকী থাকলে  
নামায আদায় করে না। লোক সমাগমের হানে গেলে লোক দেখানো নামায পড়ে—এদের সকল  
কাজে লোক দেখানোর মনোভাব প্রবল থাকে। সুতরাং এ ধরনের নিফাকী চারিত্রিক দোষ থেকে  
মু'মিনদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে—  
আল্লাহই যেন উল্লিখিত মন্দ চারিত্রিক অভ্যাস ও কাজ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখেন।

৬. ঘর-গৃহস্থালীতে নিত্য প্রয়োজনীয় ছেট-খাটো সরঞ্জাম বা অন্যান্য বল্ল মূল্যের দ্রব্যসামগ্ৰী  
ইত্যাদি নিজেদের নিকট প্রতিবেশী—আস্তীয় প্রতিবেশী হোক বা অনাস্তীয় প্রতিবেশী—তাদের  
প্রয়োজনে চাইলে তাদেরকে না দেয়া নিফাকী চারিত্র। এসব জিনিসের মধ্যে রয়েছে—দা, খস্তা,  
কোদাল, কুড়াল, কাত্তে বা দু' চারটা তারকাটা, হাতুড়ি, বাটোল, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি। অন্যান্য দ্রব্য  
সামগ্ৰীর মধ্যে রয়েছে যেমন—একটু তেল, লবণ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া পাতা, কাঁচা মরিচ বা এ জাতীয়  
ছোটখাটো সামগ্ৰী। একজন মু'মিনকে অবশ্যই এসব সরঞ্জাম-সামগ্ৰী লোকদেরকে দেয়ার মানসিকতা  
এবং সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।



সূরা আল কাওছার  
আয়াত ৩ ৩  
কুরু' ১

### নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যের 'আল কাওছার' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

### নাযিলের সময়কাল

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে সূরাটি মাঝী জীবনের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ (স) যখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন—সমগ্র জাতি যখন তাঁর শক্রতায় উঠেপড়ে লেগেছিল, চারিদিক থেকে প্রবল বাধা ও বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করেছিল, তখনই আল্লাহ তাআলা সূরাটি নাযিল করে তাঁর প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনার বাণী শনিয়েছিলেন।

### আলোচ্য বিষয়

সূরা আল কাওছারে অতি সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতে তিনটি কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে নবী করীম (স)-এর প্রতি দুনিয়া ও আবেরাতে আল্লাহ তাআলার যে অগণিত নিয়ামত, যশ-খ্যাতি ও প্রাচুর্য রয়েছে, তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আমি আপনাকে প্রাচুর্য ও নিয়ামত দান করেছি, যার কোনো সীমা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে জীবনের সকল কাজকর্ম বিশ্ব পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত করার জন্য হেদায়াত দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আপনি আপনার নামায ও কুরবানীকে একমাত্র আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুন। তৃতীয় আয়াতে ইসলামের শক্রদের চিরতরে নির্মূল হওয়ার, ইসলামের প্রসারতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আপনি শিকড় কাটা নির্বৎস নন ; বরং আপনার শক্ররাই নির্বৎস। তাদের নাম-বংশের পরিচয় চিরতরে মুছে যাবে। পক্ষান্তরে, আপনার পুত্র সন্তান না থাকলেও আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম ও বংশ-পরিচয় দুনিয়ার বুকে চির গৌরবময় ও চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মানুষ আপনাকে তাদের মাথার মুকুট হিসেবে চিরদিন স্মরণ করবে। এমন কি আপনার সাথী-সহচরদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারাকেও তাদের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করবে। আর এটাকে পরকালে তাদের মুক্তির পয়গাম হিসেবে বিশ্বাস করবে।



রুক্ম' ১

## ১০৮. সূরা আল কাওছার-মাঝী

আয়াত ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرُ

১. আমি অবশ্যই আপনাকে দান করেছি 'কাওসার'।<sup>১</sup> ২. সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।<sup>২</sup>

① ১-আমি অবশ্যই-আপনাকে দান করেছি ; ২-আপনাকে দান করেছি ; ৩-কুর-কাওসার। ৪-(ف+صل)-সুতরাং আপনি সালাত আদায় করুন ; ৫-لِرَبِّكَ-প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ; ৬-و-এবং ; ৭-أَنْ-কুরবানী করুন।

১. 'কাওছার' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে বিপুল কল্যাণ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে—হে নবী! আমি আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতে এত অগণিত কল্যাণ দান করেছি যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। দুনিয়াতে আপনাকে যেসব কল্যাণ দান করেছি তাহলো—আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে হেদায়াতের আলো দান করেছি, যার চেয়ে অমূল্য কল্যাণ আর কিছুই হতে পারে না। ওহীর বাস্তবরূপ কিতাব দিয়ে আপনাকে ধন্য করেছি। আপনাকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিঞ্চ করে এবং নবীদের সরদার হিসেবে মনোনীত করেছি। আপনার মাধ্যমে মানুষের জন্য অতুলনীয় জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছি। কেয়ামত পর্যন্ত আপনার উচ্চতরো আপনার শুণগান করতে থাকবে, পাঠ করতে থাকবে আপনার প্রতি দরদ ও সালাম। আপনাকে দীনী ও সামাজিক-রাষ্ট্রীয় উভয় দিকের ক্ষমতা ও আধিপত্য দেয়া হয়েছে। আপনার আনীত দীন অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী হবে। কেয়ামত পর্যন্ত আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম-শুভফল এবং আপনার নামের জয়গান দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বত্র মুখরিত হতে থাকবে।

আখেরাতে আপনাকে যেসব কল্যাণ দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো—হাশরের ময়দানে আপনার কর্তৃত্বাধীনে থাকবে 'হাউয়ে কাওছার'। আপনি আপনার পিপাসার্ত উচ্চতকে তার পানি পান করিয়ে তাদের পিপাসা চিরতরে নিবারণ করবেন। আপনাকে সর্বপ্রথম শাফায়াতের সুযোগ দেয়া হবে। আর আপনার জন্য জান্নাতে থাকবে 'কাওছার' নামক বর্ণাধারা। এভাবে অগণিত-অসংখ্য নিয়ামত তথা কল্যাণ আপনাকে দেয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ যেহেতু আপনার প্রতি এত সব কল্যাণ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে; সুতরাং আপনি আপনার নামায ও আপনার কুরবানী তথা আপনার জীবন-মৃত্যু আপনার প্রতিপালকের জন্যই নির্দিষ্ট করুন। যেমন-আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে লক্ষ করে এরশাদ করেছেন যে, "(হে নবী!) আপনি বলুন—'আমার নামায,

# ○ ﴿١٠﴾ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

৩. নিচয় আপনার শক্তই<sup>ও</sup> শিকড়-কাটা-নির্বৎশ ৪

৩০-নিচয়ই ; আপনার শক্তই ; সেই ; হু-সেই ; (ال+ابتر)-الْأَبْتَر-শিকড় কাটা নির্মূল ।

আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত । তাঁর কোনো শরীক নেই । আমাকে এরই হৃকুম দেয়া হয়েছে, এবং আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করি ।”—সূরা আল আনআম : ১৬২-১৬৩

৩. ‘শানিয়াকা’ শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি বিদ্রে পোষণকারী, তাঁকে গালি-গালাজকারী তাঁর সকল পর্যায়ের শক্তদেরকে বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ আপনার সে সকল শক্ত যারা আপনার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, আপনার দুর্নাম রটায় এবং আপনাকে গালি-গালাজ করে—তা যে কোনো দেশে এবং যে কোনো যুগেই হোক না কেন ।

৪. ‘আবতার’ শব্দের শান্তিক অর্থ শিকড় কাটা । যার কোনো পুত্র-সন্তান নেই, যার মৃত্যুর পর তার বংশধারা রক্ষা করার কেউ থাকে না, যে ব্যক্তির কোনো কল্যাণ ও উপকার লাভের আশা নেই এমন লোককে ‘আবতার’ বলা হয় । কাফেররা উল্লিখিত সকল অর্থেই মহানবী (স)-কে ‘আবতার’ বলতো । রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুত্র সন্তানরা ইন্দ্রেকাল করার পরেই কাফেররা এসব বলার সুযোগ পেয়েছিল । আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, যারা আপনাকে ‘আবতার’ বলে হেয়ে প্রতিপন্থ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে, তারাই মূলত ‘আবতার’ । কারণ তাদেরই কোনো নাম-নিশানা দুনিয়াতে থাকবে না । আল্লাহ তাআলার এ ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র করেক বছরের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে । কাফেরদের বড় বড় সরদার যারা ধন-জনের গর্বে গর্বিত, তাদের অনেকেই বদর যুদ্ধে নিহত হলো । তারপর ওহু, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধেও তারা তেমন একটা সফলতা লাভ করতে পারলো না । অবশেষে মক্কা বিজয়ের সময় তাদের অবস্থা এমন হলো যে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দেয়ার মত কোনো শক্তিই তখন তাদের পাশে ছিল না । নিতান্ত অসহায়ের মতই তারা তাদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হলো । অতপর এক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব দেশটাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর অধীনে এসে গেলো । অতপর তাদের অবস্থা এমন হলো যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের কেউ দুনিয়াতে বেঁচে থাকলেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের নামে পরিচয় দিতেও রাজী ছিল না । বর্তমানে কেউ জানেওনা যে, তারা আবু জাহেল, আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়েল এবং উকবা ইবনে আবু মুয়াত-এর বংশধর । আর কেউ জানলেও সে পরিচয় দিতে কেউ রাজী হবে বলে মনে হয় না । অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর আহলে বায়ত, তাঁর সুযোগ্য অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম-এর ওপর দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ দিনরাত দরদ ও সালাম পাঠাচ্ছে । কোটি কোটি মুসলমান তাঁর সাথে দূরতম সম্পর্কের লেশ থাকার কারণে গর্ব বোধ করে । এমনকি তাঁর সাথী-সহচরদের সাথে সম্পর্ক আছে বলে আত্মত্বষ্ঠি লাভ করে । তারা

শিনজেদের নামের সাথে উলুবী, আকবাসী, উসমানী, হাশেমী, যুবাইরী এবং আনসারী<sup>ণ</sup> ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়। এভাবেই এ সূরাতে ঘোষিত আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবতা লাভ করা দ্বারা আল্লাহর রাসূলের শক্তিদের ‘আবতার’ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

### সূরা আল কাওছারের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (স)-কে যেমন অগণিত-অসংখ্য নিয়ামত তথা কল্যাণ দান করেছেন, তেমনি সেই নবীর অনুসারীদের মু'মিনদেরকেও প্রভৃত কল্যাণ দান করেছেন। সুতরাং মু'মিনদেরকে কথায় ও কাজে সেসব কল্যাণের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বাস্তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।
২. এখনও আল্লাহ আমাদের অন্য জীব-জানোয়ার না বানিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। এর জন্য আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে হবে।
৩. দ্বিতীয়ত মানুষের মধ্য থেকেও আমাদেরকে দ্বামানের মত অতুলনীয় সম্পদ দান করেছেন, সেজন্য আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে যথাসাধ্য শুকরিয়া জানাতে হবে।
৪. আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ নবীর উচ্চতের শামিল করে মর্যাদার উচ্চ স্তরে পৌছিয়েছেন, এজন্যও আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানানোর সাথে সাথে তাঁর প্রিয় নবীর যথার্থ উচ্চতের ভূমিকা পালন করতে হবে।
৫. আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জানানোর পদ্ধতি হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের পরিচায়ক সালাত তথা নামায আদায় এবং জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহর উদ্দেশ্যে সর্বত্র ত্যাগের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম কুরবানী করা। সুতরাং সালাত আদায় ও কুরবানী করতে হবে তার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের প্রতি সজাগ-সচেতনতার সাথে। নচেত এ দুটো কাজই প্রাণহীন নিছক আনন্দানিকতায় পরিণত হবে।
৬. আর আমাদেরকে অরণ রাখতে হবে এবং এতে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশ্মনরা অবশ্যই নিপাত হবে, তাদের নাম-নিশানা মুছে যাবে। তাদের অরণ করারও কেউ থাকবে না। অপরদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম চিরদিন অম্লান থাকবে। আল্লাহর রাসূলকে চিরদিন অগণিত-অসংখ্য মানুষ শ্রাদ্ধাত্মের অরণ করবে, তাঁর প্রতি রাতদিন দরদ ও সালাম পঠিত হয়ে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে।



**সূরা আল কাফিরুন**  
**আয়াত ৪ ৬**  
**রুক্ত ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ 'আল কাফিরুন'-কেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

**নায়িলের সময়কাল**

এ সূরাটি মাঝী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। তথাপিও অধিকাংশ মুফাস্সির মাঝী হওয়ার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া সূরার আলোচ্য বিষয়ও মাঝী হওয়ার প্রমাণ দেয়।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরাতে শিরক-এর সাথে তাওহীদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাওহীদ তথা ইসলামের সাথে শিরক-এর কোনো আপোষ হতে পারে না। কারণ শিরক হলো আল্লাহর একত্বের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক মানুষের বানানো বা মনগড়া অসার মতবাদ, যার কোনোই ভিত্তি নেই। অপরদিকে তাওহীদ হলো দুনিয়াতে মানুষের সৃচন্দনগুলি থেকে আবিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত মতাদর্শ। সুতরাং এ দুটো বিপরীতমুখী মতাদর্শের একই ব্যক্তির মধ্যে সহাবস্থান কোনো মতেই সম্ভব নয়। কাফের-মুশরিকরা এ ধরনের একটি আপোষ ফর্মুলা রাস্তুল্লাহ (স)-এর সামনে হাধির করে বলেছিল—“এসো এক বছর তুমি আমাদের সাথে আমাদের উপাস্য দেবতাগুলোর উপাসনা করো। আর এক বছর আমরাও তোমার সাথে তোমার উপাস্য মাবুদের উপাসনা করবো।” মুশরিকদের এ আপোস প্রস্তাবের প্রতিবাদেই সূরাটি নায়িল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—“(হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, ‘হে কাফেররা তোমরা যাদের উপাসনা কর, আমি সেগুলোর উপাসনা করি না ; আর আমি যার ইবাদাত করি, তোমরাও তার উপাসনাকারী নও ; সুতরাং তোমাদের মনগড়া জীবন ব্যবস্থা নিয়ে তোমরা থাকো—আমি আমার (আল্লাহ প্রদত্ত) জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আছি।” অন্যত্র বলা হয়েছে—“হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড় অন্য কিছুর ইবাদাত করতে বলছো!”।

এ সূরা অবতীর্ণের সময় যেসব কাফের সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে শিরক-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আর বর্তমানকালেও যারা ইসলাম গ্রহণ করে, তারা শিরক-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেই ইসলাম গ্রহণ করে। সুতরাং এ সূরা ইসলাম ও শিরক-এর সহাবস্থানের

প্রমাণ দেয় না, যেমন কিছু কিছু অর্বাচীন লোক মনে করে। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, শিরক-এর সাথে ইসলামের কোনো আপোস মীমাংসার ফর্মুলা এ সুরায় নেই। কারণ ইসলাম হলো তাওহীদী আদর্শভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা ; আর শিরক হলো শয়তানী প্ররোচনায় মানব রচিত মনগড়া মতবাদ। ইসলাম হলো শান্তি ও কল্যাণের জীবন ব্যবস্থা, আর শিরক হলো অশান্তি ও অকল্যাণের পথ।



কৃ' ১

আয়াত ৬

## ১০৯. সূরা আল কাফিরুন-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① قُلْ يَا يَهُوَ الْكَفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

১. (হে নবী!) আপনি বলে দিন—‘হে কাফেররা।’ ২. আমি তাদের ইবাদাত করি না (বর্তমানে), তোমরা যাদের ইবাদাত কর;২

② (হে নবী!)-الْكُفَّارُونَ-قُلْ (হে নবী!)-আপনি বলে দিন ; ৩-যাহু ; হে-

৪-আব্দু-পি-আমি ইবাদাত করি না; ৫-তাদের যাদের তোমরা ইবাদাত কর।

১. ‘কুল’ অর্থাৎ ‘আপনি বলুন’ কথাটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে যে কথাটি বলতে নির্দেশ দেয়া তা বললেই তো হতো; ‘আপনি বলুন’ কথাটি বলার তো প্রয়োজন ছিল না। কুরআন মজীদে বহু স্থানেই আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে এভাবে ‘আপনি বলুন’ বলে কোনো কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাসূল (স)-ও ‘আপনি বলুন’ কথাটি ও আবৃত্তি করেছেন। এর কারণ হলো—রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য অদ্র, ন্যূন, মিষ্টিভাষী, কোমল অস্তর বিশিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। এমতাবস্থায় তিনি যদি ‘আপনি বলুন’ কথাটি আবৃত্তি না করে সরাসরি ‘হে কাফেররা’ বলে কাফেরদেরকে সঙ্গেধন করতেন, তাহলে ধারণা করা হতো যে, এটা নবীর নিজের ভাষা এবং কাফেররাও বলে বেড়াতো যে, কোনো নবী এমন কঠোর কথা বলতে পারে না; এভাবে কথা বলা নবীর কোমল চরিত্রের সাথে খাপ খায় না। ‘আপনি বলুন’ কথাটি উদ্ধৃত হওয়ার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা আমার কথা নয়—এটা আল্লাহর কথা।

অতপর যে কথাটি জেনে রাখা প্রয়োজন, তাহলো—এখানে ‘আপনি বলুন’ বলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সঙ্গেধন করা হলেও, এ সঙ্গেধনের আওতার মধ্যে রয়েছে পরবর্তী মু’মিনগণ। প্রত্যেক মু’মিনেরই শিরক-কুফরের সাথে এভাবে সম্পর্ক ইনতার ঘোষণা তাদের সংশ্লিষ্ট কাফের-মুশুরিকদেরকে জানিয়ে দেয়। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমানের আগমন দুনিয়াতে ঘটবে, তাদের সকলেরই ঈমানের দাবী হবে—শিরক ও কুফরের সাথে সম্পর্কইনতার একটি প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়।

আর এখানে ‘হে কাফেররা!’ বলতে এমন সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যে বা যারাই মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকারকারী। এ দিক থেকে বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃষ্টানরাও এর মধ্যে শামিল হয়ে যায়; কেননা তারা মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনেনি। তাছাড়া তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে। অথচ আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। খৃষ্টানরা আল্লাহকে তিন খোদার এক খোদা মনে করে; আর ইহুদীরা আল্লাহকে জ্ঞান-পুত্র-পরিজন সম্বলিত ‘খোদ’ মনে করে। অথচ আল্লাহ হলেন একক মা’বুদ—তিনি

وَلَا أَنْتَ عِزِّيْلُ وَنَّ مَا أَعْبُلُ ④ وَلَا أَنَّا عَابِلُ ⑤

৩. এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও (বর্তমানে) আমি যার ইবাদাত করি।<sup>১</sup>

৪. আর আমিও তাদের ইবাদাতকারী নই (ভবিষ্যতে),

مَا عَبَلْ تَرِ ⑥ وَلَا أَنْتَ عِزِّيْلُ وَنَّ مَا أَعْبُلُ ⑦

তোমরা যাদের ইবাদাত কর ; ৫. এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও (ভবিষ্যতে), আমি যার ইবাদাত করি।<sup>৮</sup>

৩-এবং ; অন্তে প্রি-তোমরাও নও ; উব্দুন-ইবাদাতকারী ; ত-তার যার ; - আমি ইবাদাত করি। ৪-আর ; প্রি প্রি-আমিও নই ; উব্দ-ইবাদাতকারী ; ম-তাদের যাদের ; উব্দ-ইবাদাত তোমরা কর। ৫-এবং ; অন্তে প্রি-তোমরাও নও ; উব্দুন-ইবাদাতকারী ; ত-তার যার ; উব্দ-ইবাদাত আমি করি।

মা'বুদ সমষ্টির একজন নন। এভাবে অন্য সকল জাতি-গোষ্ঠী-যারাই মুহাম্মাদ (স)-এর হেদোয়াত ও শিক্ষা মেনে নেয়নি এবং ভবিষ্যতেও যারা মেনে নেবে না তারা সবাই 'হে কাফেররা' সম্মোধনের আওতায় শামিল। তারা ইহুদী, খ্রিস্টান, আগুন পূজারী বা সারা দুনিয়ার কাফের-মুশরিক অথবা নাস্তিক যে-ই হোক না কেন।

২. অর্থাৎ 'তোমরা যাদের ইবাদাত কর'। এখানে 'যাদের' কথাটার মধ্যে—কাফের-মুশরিকরা যে যে সত্তা, বা বস্তুর ইবাদাত করে তা—সবই শামিল। যেমন—ফেরেশতা, জিন, নবী-আওলিয়া, জীবিত বা মৃত মানুষের আত্মা অর্থাৎ ভূত-পেত্তী এবং চন্দ, সূর্য, গ্রহ-তারকা, গাছ-পালা, মাটি-পাথরের মূর্তী বা কল্পনাপ্রসূত দেবদেবী ইত্যাদি।

৩. অর্থাৎ তোমরা যাদের ইবাদাত কর, আমি তাদের ইবাদাত করি না। তোমরা গাছ-পালা, নদী-নালা, চন্দ-সূর্য, গ্রহ-তারকা, নবী-অলী, জিন-ফেরেশতা, মৃত মানুষ, জীবিত মানুষ ইত্যাদির পূজা কর। এসবকে মা'বুদ মেনে তাদের সন্তুষ্টিকে জীবনের কল্যাণ মনে কর। আমি এ সবের পূজা করি না—এসবকে মা'বুদ স্বীকার করি না—এসবের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোনো পরওয়া করি না। আমি একমাত্র আল্লাহকে আমার একমাত্র মা'বুদ বলে মানি, তাঁর সন্তুষ্টিই আমার কাম্য, তাঁর অসন্তুষ্টিকেই আমি ভয় করি। তোমরা আল্লাহকে স্বষ্টা হিসেবে কেউ কেউ স্বীকার করলেও তাঁর সত্তার শুণ ক্ষমতার অধিকারে অংশীদার সাব্যস্ত কর, তাঁর নিরাকার সত্তাকে সাকার তথা আকার বিশিষ্ট সত্তায় রূপান্তরিত কর—আমি এসব থেকে মুক্ত। আমাকে তো শুধুমাত্র একক লা শারীক আল্লাহর ইবাদাত করতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদের এসব প্রস্তাবকে কোনোমতেই গ্রহণ করতে পারি না।

৪. এ আয়াতটি পূর্বোক্ত ৩নং আয়াতের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয় ; কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কারণ প্রথম আয়াতটির সম্পর্ক বর্তমান কালের সাথে সংশ্লিষ্ট আর দ্বিতীয়

## ৩. ৰক্র দিন কৰো দিন

তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন ।<sup>১</sup>

৭. তোমাদের জন্য—তোমাদের দীন ; এবং—আমার জন্য ; লি—আমার জন্য ; দিন—আমার দীন ।

আয়াতটির সম্পর্ক ভবিষ্যত কালের সাথে সংশ্লিষ্ট । সুতরাং প্রথম আয়াতটির অর্থ হবে—তোমরা বর্তমানে তার ইবাদাতকারী নও, আমি বর্তমানে যার ইবাদাত করি । আর দ্বিতীয় আয়াতটির অর্থ হবে—তোমরা ভবিষ্যতেও তার ইবাদাতকারী হবে না, আমি ভবিষ্যতেও যার ইবাদাতেই লিঙ্গ থাকবো । অর্থাৎ তোমরা সেই একক সত্তার ইবাদাতকারী বর্তমানেও নও-ভবিষ্যতেও হবে না, আমি যে একক সত্তার ইবাদাত বর্তমানেও করি এবং ভবিষ্যতেও করে যাবো ।

৮. অর্থাৎ তোমাদের দীন ও আমার দীন এক নয় । তোমাদের দীন তোমাদের জন্য, আর আমার দীন আমার জন্য । তোমাদের কর্মফল তোমরা ভোগ করবে, আমার কর্মফল আমি ভোগ করবো । তাই আমার ও তোমাদের চলার পথ এক নয়—কখনো হতে পারে না । এ সুন্দর ঘোষণা দ্বারা কাফেরদের প্রতি উদার নীতি ঘোষিত হয়নি ; বরং তাদের কুফরী নীতি-আদর্শের সাথে চিরকালের জন্য দায়মুক্তি ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে । অতপর তখন থেকে নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতে কালেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে তাদেরকে এভাবেই কাফের-মুশারিকদের নীতি আদর্শের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিতে হবে—এটাই এ আয়াতের মূলকথা ।

### সূরা আল কাফিরুনের শিক্ষা

১. কুফর ও শিরক-এর নীতি-আদর্শের সাথে ইসলামের নীতি-আদর্শের কোনো মিল নেই । একটি অপরাদির বিপরীত মতাদর্শ । সুতরাং কখনো কোনো অবস্থাতেই এ দুই আদর্শের মধ্যে আপোসের কোনো অবস্থা অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই আর অনাগত ভবিষ্যতেও হওয়ার সত্ত্বাবন্ধ নেই । কোনো ঈমানদারের মনে এ ধরনের কোনো চিঞ্চা-চেতনা ও জাগতে পারে না ।

২. আল্লাহ সকল কিছুর একক স্বষ্টি ; অন্য সবকিছু তাঁর সৃষ্টি । আল্লাহ একক প্রতিপালক, অন্য সবকিছুই তাঁর প্রতিপালিত । সুতরাং স্বষ্টিকে বাদ দিয়ে স্বষ্টির পূজা-উপাসনা করা, অথবা স্বষ্টিকে স্বষ্টির সমকক্ষ ধারণা করে উভয়ের একই সাথে ইবাদাত-উপাসনা করা । মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় । এ ধরনের মূর্খতাসুলভ চিঞ্চা-চেতনা থেকে আমাদেরকে সচেতনার সাথে মুক্ত থাকতে হবে । এটাই ঈমানের দাবী ।

৩. ঈমান আনার পর প্রত্যেক মুমিনকে অবশ্যই কুফর ও শিরকের সাথে সম্পর্কহীন ও ভবিষ্যতে কোনো প্রকার সম্পর্ক না রাখার চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়ার কথাই এ সূরায় শিখিয়ে দেয়া হয়েছে । এভাবেই দ্বার্থহীন ভাবায় প্রত্যেক মুমিনকে ঘোষণা দিতে হবে—এটাই এ সূরার মূল শিক্ষা ।

সূরা আন নসর  
আয়াত ৪ ও  
রুক্মি' ৪ ১

### নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের ‘নাসরুল্লাহি’-এর ‘নাস্র’ শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

### নাযিলের সময়কাল

এ সূরা সর্বসমত মতে মাদানী সূরা। সকল মুফাসিসের মতেই এ সূরার পর আলাদা আলাদা কিছু আয়াত ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি পূর্ণাংগ কোনো সূরা নাযিল হয়নি। এ সূরা নাযিল হওয়ার তিন মাস কয়েক দিন পর রাসূলে করীম (স) ইত্তিকাল করেন। সূরাটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) বুবতে পেরেছিলেন যে, তাঁর অঙ্গম মুরুর্ত ঘনিয়ে আসছে।

### আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য হলো—আরব উপদ্বীপে ইসলাম একটি অপ্রতিহত শক্তিরপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আরব থেকে পৌত্রিকতা চিরতরে নির্বাসিত হওয়ার শুভ সংকেত দান করা। এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদায়কাল ঘনিয়ে আসার পূর্বীভাব দেয়াও এ সূরার মূল বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়েছে—যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সমাগত হবে, তখন দিকে দিকে তোমরা ইসলামের জয়জয়কার অবস্থা দেখতে পাবে। তোমরা দেখবে যে, দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। এখন ইসলাম আল্লাহর সাহায্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে—এখন সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের পতন ঘটবে। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য আগাম সুখবর। অতপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহর হাম্দ ও শংগানসহ তাসবীহ পাঠ এবং ইসতিগফার করার নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে যে কথাটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তাহলো—ইসলাম একটি বিজয়ী শক্তিরপে আরবের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল বাতিল মতাদর্শের উপর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছিল। আপনি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। সুতরাং আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন আপনার আর দুনিয়াতে থাকার প্রয়োজন নেই। অতএব, আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা যে মহত কাজ নিয়েছেন সেজন্য আপনি তাঁর হাম্দসহ তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন এবং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অলঙ্ক কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তার জন্য ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে যদিও তাঁর কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটেনি, তথাপি কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য তাঁকে ইসতিগফার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কৃত' ১

আয়াত ৩

## ১১০. সূরা আন নসর-মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① إِذَا جَاءَ نَصْرًا لِلَّهِ وَالْفَتْرَةِ ② وَرَأَيْتَ النَّاسَ

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ; ২. এবং আপনি দেখবেন মানুষকে—

③ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ④ وَنَفِيْ دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ⑤

দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে । ৬. তখন আপনি প্রশংসা সহকারে  
তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন ০

①(+) - যখন ; ২- ও ; ৩- আসবে ; ৪- জাই-সাহায্য ; ৫- নিজে-আল্লাহর ; ৬- প্রশংসা-সহকারে ;  
 ৭- এবং- মানুষকে ; ৮- এবং- দেখবেন ; ৯- রায়ত ; ১০- ফ- বিজয় । ১১- দলে ; ১২- দলে দলে ; ১৩- দীনে ; ১৪- আল্লাহর ; ১৫- নিয়ে দখলুন-প্রবেশ করছে । ১৬- ফ- প্রশংসণ । ১৭- তখন আপনি তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন ; ১৮- ব- খন্দ- (ব+খন)-প্রশংসা সহকারে ;

১. 'নাসর-মাহি' অর্থ 'আল্লাহর সাহায্য' । এর অর্থ লক্ষ অর্জনে সাহায্য-সহযোগিতা, যা আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না ।

আর 'বিজয়' দ্বারা এখানে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় বুঝানো হয়েছে—কোনো অঞ্চল বা দেশ বিজয়ের কথা এখানে বলা হয়নি । ইসলামের এ বিজয়ের পর ইসলাম আরবের বুকে এক অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রতিদ্রুতী শক্তিতে পরিণত হয়েছে । তখন থেকেই আল্লাহর সাহায্যে ইসলাম উভর আরব ও দক্ষিণ আরবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মহানবী (স)-এর ইস্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদার বিজয় ইতিহাস এবং তার পরবর্তী যুগে উমাইয়া ও আবুবাসীয় যুগের বিজয় ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । বিজয়ের আগমনি বার্তার প্রতিফলন দুনিয়ার প্রত্যেক অঞ্চল ও প্রত্যেক যুগেই হতে পারে, যদি আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্তাবলী পূরণ হয় ।

২. অর্থাৎ বিজয়ের সূচনা হলে তখন মানুষ এক-দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করবে না । তখন দলে দলে, গোত্রে গোত্রে কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই স্বতন্ত্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করবে । হিজরী নবম সালের শুরু থেকে এ অবস্থাই দেখা গেছে । দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের সময় সমগ্র আরবই ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিল এবং সারা আরবের কোথাও একজন মুশরিকও ছিল না ।

رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرَةٌ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا

আপনার প্রতিপালকের এবং প্রার্থনা করতে থাকুন তার নিকট ;<sup>৪</sup>  
নিচয় তিনি তাওবা করুলকারী ।

৩. -আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং তৎসঙ্গে কৃতজ্ঞতা পেশ করা হলো ‘হাম্দ’। আল্লাহর পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা প্রকাশ করা হলো ‘তাসবীহ’। আল্লাহ তাঁর রাস্লকে হাম্দসহ তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দিয়ে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ মহান ও বিরাট সাফল্য আপনার কৃতিত্বের ফসল বলে মনে করবেন না ; বরং এটাকে পুরোপুরি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ মনে করবেন। আর এজন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানাবেন। মুখে এবং অন্তরে একথা স্বীকার করবেন যে, এ বিরাট সাফল্যের জন্য সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর। আর তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা একথা বুবানো হয়েছে যে, আল্লাহর দীন বিজয়ের জন্য আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ সকল প্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র। আল্লাহ তাঁর দীন বিজয়ের কাজ যে কোনো বাদ্দাহর মাধ্যমেই নিতে পারেন। তবে আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী করার খিদমত আপনার নিকট নিয়েছেন—এটা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহর কুদরতেই এ বিরাট সফলতা এসেছে। নচেত এমন বিরাট সফলতা লাভ করার মত কোনো শক্তি দুনিয়ার কারো ছিল না।

৪. অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন। তাঁর দেয়া দায়িত্ব পালনে অলঙ্কে কোনো ক্রটি-বিচুতি হয়ে থাকলে তিনি যেন তা ক্ষমা করে দেন। এটা হলো—ইসলামের আদব ও শিষ্টাচার। আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের দ্বারা তাঁর দীনের কোনো খিদমত নিলে তার মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়া সংগত নয় যে, সে আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের হক পুরোপুরি আদায় করতে প্রেরেছে। তার উচিত, সে যেন আল্লাহর দরবারে এ বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, আল্লাহ তাকে তাঁর দীনের খেদমতের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আদায় করতে গিয়ে কোথাও ক্রটি-বিচুতি হয়ে থাকলে তা ক্ষমা করে দিয়ে তার খেদমতটুকু তিনি যেন করুল করে নেন। এ আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে রাস্লুল্লাহ (স)-কে। অথচ আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের হক আদায় করা এবং আল্লাহর পথে তাঁর চেয়ে বেশি চেষ্টা-সাধনাকারী অন্য কোনো মানুষের কথা কল্পনা ও করা যেতে পারে না। তাহলে অন্য কোনো মানুষের পক্ষে নিজের আমলকে বড় করে দেখার মত সুযোগ কোথায় ?

আল্লাহ মানুষকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজের কোনো ইবাদাত বা আধ্যাত্মিক সাধনাকে বড় করে না দেখে নিজের সমস্ত শক্তি-ক্ষমতা আল্লাহর পথে নিয়োজিত করেও মনে করতে হবে যে, আল্লাহর হক আদায় হয়নি। এভাবে কোনো বিজয় বা

সফলতা এলেও তা নিজের যোগ্যতার বলে হয়েছে মনে না করে আল্লাহর রহমতে হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে—ক্ষমা চাইতে হবে তাঁরই নিকট।

### সূরা আন নসরের শিক্ষা

১. আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর দীন বিজয়ী হওয়ার আশা করা যায় না। আর আল্লাহর সাহায্য তখনই আসবে যখন তা আসার পূর্বশর্ত পূরণ হবে। সুতরাং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করে যেতে হবে এবং সেই সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

২. দীনকে বিজয়ী রাখার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক যখন সৃষ্টি হবে, তখনই আল্লাহ বিজয় দেবেন। তবে সে যোগ্যতা অর্জনের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদর্শিত পথে কাজ করে যেতে হবে।

৩. দীনের বিজয়ের জন্য কাজ করে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে রাসূলের উচ্চতের উপর এসেছে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ রাসূলের বিদায় হজ্জের ভাষণে এ দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর তিনি দিয়ে গেছেন।

৪. দীনের বিজয়ের লক্ষ্যে কাজ করে গেলে এবং তার ফলে শর্ত পূরণ হলে দুনিয়ার যে কোনো দেশে আল্লাহ বিজয় দিতে পারেন। বর্তমান দুনিয়ার কোনো দেশেই আল্লাহর দীন বিজয়ী নেই। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর সদস্য যখন যেখানেই থাকুক না কেন দীনের বিজয়ের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

৫. বিজয় যখন এসে যাবে তখন বিজয়কে নিজেদের কৃতিত্ব মনে করা যাবে না; কেননা বিজয় দানের মালিক আল্লাহ। তখন বিজয়ের জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে কৃতজ্ঞতার সাথে এবং নিজের ভুল-ক্রটি ও দুর্বলতার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা-ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৬. আল্লাহর দীনের যে যত বেশিই সাহায্য-সহযোগিতা করুকনা কেন কোনো অবস্থাই আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোনো অবকাশ নেই। মনে করতে হবে আল্লাহ দয়া করে তাঁর দীনের কিছু কাজ আমার মত নগণ্য বাদাহকে করার সুযোগ দিয়েছেন। সেজন্য সদা-সর্বদা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে হবে। এটাই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।



**সূরা আল লাহাব**  
**আয়াত ৪৫**  
**রংকু' ১**

**নামকরণ**

সূরার প্রথম আয়াতের ‘আবী-লাহাব’-এর ‘লাহাব’ শব্দটিকেই সূরা নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

**নাযিলের সময়কাল**

সূরাটি মাঝী হওয়ার ব্যাপারে কোনো যতভেদ নেই। তবে মাঝী জীবনের কোন পর্যায়ে নাযিল হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও, সূরার আলোচ্য বিষয়ের আলোকে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু লাহাবের বিরোধিতা যখন চরম আকার ধারণ করেছিল তখনই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। তখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর বংশের লোকদেরকে ‘শে’বে আবু তালিব’ তথা ‘আবু তালিব গিরিখাদে’ অন্তরীণ করে রেখেছিল। আর এ সময় আবু লাহাব নিজের বংশের লোকদেরকে পরিত্যাগ করে শক্রদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। আর এ জন্যই এ সূরায় আবু লাহাবের নাম নিয়েই তার নিম্না করা হয়েছে। শধু তাই নয়, তার স্ত্রীও রাসূলুল্লাহ (স) এবং ইসলামের শক্রতায় জঘন্য ভূমিকা পালন করেছে বিধায় তার নিম্নাও এ সূরায় করা হয়েছে। উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নবুওয়াতের সঙ্গে বর্ষে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের লোকদেরকে ‘আবু তালিব’ গিরি সংকটে যখন অন্তরীণ করে রেখেছিল সূরাটি তখনই নাযিল হয়েছে।

**আলোচ্য বিষয়**

রাসূলুল্লাহ (স) এবং ইসলামের বিরোধিতায় আবু লাহাব এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল (আবু সুফিয়ানের বোন)-এর হীন কার্যকলাপের প্রতিবাদই সূরা লাহাবের আলোচ্য বিষয়। কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কালীন ইসলামের কোনো শক্রের নাম উল্লেখ করে কোনো সূরা বা আয়াত নাযিল হয়নি। শধুমাত্র এ সূরাতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এর কারণ হলো—আবু লাহাবের শক্রতা আরবদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য আঞ্চীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিষয়টিকেও পদদলিত করেছে। শে’বে আবু তালিবে বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকদেরকে যখন সামাজিকভাবে বয়কট অবস্থায় অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল, তখন আবু লাহাব নিজের বংশের লোকদের সাথে আঞ্চীয়তার বক্ষন ছিল করে তাদের শক্রদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এদিকে তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরজার সামনে রাতের অক্ষকারে কাঁটা ছিটিয়ে রাখতো, যাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সন্তানদের পায়ে কাঁটা বিধে যায় এবং তাঁরা যেন কষ্ট পান। এভাবে আবু লাহাবের শক্রতা ও বিদ্বেশপরায়ণতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখনই আঞ্চাহ তাআলা তার এবং তাঁর স্ত্রী

ত্যাবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে এ সূরা নাযিল করেন। এ সূরায় বলা হয়েছে—আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক। যে দু'হাতের সাহায্যে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর বিভিন্ন নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার ধন-সম্পদ, যে সম্পদের গর্বে সে গর্বিত তাও ধ্বংস হোক। তার উপার্জিত এসব সম্পদ কোনো কাজেই আসবে না। তাকে অবশ্যই লেলিহানযুক্ত আগুনে নিষ্কেপ করা হবে। তার স্ত্রীও একই আগুনে নিষ্কিঞ্চ হবে যে মানুষের মধ্যে চোগলখুরী করে একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয় এবং সে দুজনের ঝগড়ায় ইঙ্কন সরবরাহ করে। যার পরিণতিতে তার গলায় খেজুর গাছের ডালের আশ দিয়ে তৈরি পাকানো রশি। এ সূরা নাযিলের পরও এ জগন্য দম্পতি ঈমান আনেনি; বরং রাসূলুল্লাহ (স) ও ইসলামের বিরোধিতায় অঙ্ক হয়ে যা-তা বকাবকী করা শুরু করলো। এতে হিতে বিপরীত হলো। এদের নাম নিয়ে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ সহকারে যখন এ সূরা নাযিল হলো। তখন লোকেরা বুঝতে পারলো যে, এখানে কোনো কিছু গোপনে করারও অবকাশ নেই। ঈমান আনলে আপন লোকও পর হয়ে যায়। আর আদর্শের সামঞ্জস্যের কারণে পরও আপন হয়ে যায়। তাই আস্তে আস্তে মানুষের মন ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল।



কৃত ।

## ১১১. সূরা আল লাহাব-মাঝী

আয়াত ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① تَبَتْ يَسِّدَّ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ

১. আবু লাহাবের দু'হাত খৎস হোক । এবং খৎস হোক (সে নিজেও) ।

২. তার কোনো কাজে আসেনি তার ধন-দৌলত

①-খৎস হোক ; ②-দু'হাত ; ③-আবু লাহাবের অবৈধ পিতা ; ④-এবং ; ⑤-খৎস হোক (সে নিজেও) । ⑥-কোনো কাজে আসেনি ; ⑦-তার ; ⑧-মাল ; ⑨-তার ধন-দৌলত ;

১. ‘আবু লাহাব’ নামের অর্থ ‘অগ্নিশিখার পিতা’। এটা ছিল তার কুনিয়াত। তার আসল নাম ছিল আবদুল উয্যাব (উয্যার দাস)। মুশরিকদের একটি মূর্তীর নাম ছিল ‘উয্যাব’। সেই উয্যাব আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে এ নাম রাখা হয়। তার গায়ের রং ছিল আগুনের মত উজ্জ্বল। তার পিতা জন্মের পর তার আগুনের মত রং দেখে এ কুনিয়াত রেখেছিল। এ নামেই সে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। মূল নাম পরিচিত নয়। আসলে তার মূল নামও সার্থক হয়েছিল; কারণ সে বাস্তবিকই উয্যাব দেবতার সেবাদাসেই পরিণত হয়েছিল।

‘আবু লাহাবের দু’হাত খৎস হয়ে যাক’ বলে আল্লাহ তাআলা একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। পরবর্তীতে তার যে পরিণাম হয়েছিল সেই ভবিষ্যদ্বাণীই তখন করা হয়েছিল। ‘দু’হাত’ দ্বারা শুধুমাত্র শরীরের একটা অঙ্গকেই বুঝানো হয়নি; বরং ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে ঘড়্যন্তে তার সকল শক্তি-শক্তি ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রাবাহ দ্বারা আল্লাহ তাআলার এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। বদরের যুক্তে কুরাইশ কাফিরদের বড় বড় নেতাদের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়ে। এসব নেতারা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তির ক্ষেত্রে তার সহযোগী। তারপর সে সাত দিন পরেই মরে যায়। মৃত্যুকালে তার সমস্ত শরীরে ফোকা ফুটে উঠেছিল এবং সমস্ত শরীরে পচন ধরে গিয়েছিল। পরিবারের লোকেরা তাদের শরীরে রোগ সংক্রমণের ভয়ে তাকে একাকী ঘরের মধ্যে ফেলে পালিয়েছিল। মৃত্যুর পরও তিন দিন সে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে। অতপর লোকেরা ছেলেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকলে মজুরী দিয়ে কয়েকজন হাবশীকে নিয়োগ করা হয়। তারা গর্ত করে শাঠি দিয়ে লাশটিকে ঠেলে নিয়ে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়। তার ছেলে দুটো মুক্তা বিজয়ের পর হযরত আব্বাস (রা)-এর সহায়তায় ইসলাম গ্রহণ করে। প্রথমে তার মেয়ে হিজরত করে মদীনায় চলে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। এ ছিল আবু লাহাবের খৎসের দুনিয়াবী প্রতিফলন। আর আর্খেরাতে তো তার চিরস্তন খৎস, যার কোনো শেষ নেই।

وَمَا كَسَبَ ⑥ سَيِّصْلِي نَارًا ذَاتَ لَهْبٍ ⑦ وَامْرَأَتَهُ ⑧

এবং সে যা উপার্জন করেছে । ৩. শীত্রই সে নিষ্কিঞ্চ হবে লেলিহান আগুনে ;

৪. এবং তার স্ত্রীও ।—

حَمَالَةَ الْحَطَبِ ⑨ فِي جِنْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ ⑩

জুলানী কাঠ বহনকারিণী । ৫. তার গলায় থাকবে খেজুর-ডালের  
আঁশের পাকানো রশি ।<sup>১০</sup>

—এবং ; মা-যা ; কস্ব ; সে উপার্জন করেছে । ৬. সীচিলি-শীত্রই সে নিষ্কিঞ্চ হবে ;  
—আগুনে ; তার-লেলিহান । ৭. —এবং - ধূত লেব ; (মরা+হ)- অম্রাত্তে ;  
—বহনকারিণী । ৮. —তার স্ত্রীও ; (ফি+জিদ+হা)- ফি জিন্দেহা- হমালা-  
গলায় থাকবে ; —হ্যাঁ- হ্যাঁ- রশি ; —হ্যাঁ- রশি ; —হ্যাঁ- রশি ।

২. আবু লাহাবের ছিল মক্কার চারজন ধনী লোকের একজন । তার নিকট আট সের দশ তোলা ঘর্ষণের মজুদ ছিল । এ ছাড়াও সে ছিল অনেক পশ্চ-সম্পদের মালিক । তার নিজের অর্থ থেকে সে নিয়মিত অর্থ উপার্জন করতো । অবশ্য তার সন্তানরাও ছিল তার উপার্জন । কেননা আল্লাহর রাসূল সন্তানকে মানুষের উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন । অথচ মৃত্যুকালে তার ধন-দোলত ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজেই আসেনি । ওতোবা, ওতায়বা ও মাতয়াব নামে তার তিন পুত্র ছিল । নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দুই কন্যা ঝুঁকাইয়া ও উষ্মে কুলসুমকে আবু লাহাবের দুঁ পুত্র ওতোবা ও ওতায়বার নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন । আবু লাহাবের নির্দেশে তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যাদ্বয়কে তালাক প্রদান করে । ওতায়বা উষ্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেয় । সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের দিকে থুথু নিষ্কেপ করে ; কিন্তু তা তাঁর মুখে পড়েনি । রাসূলুল্লাহ (স) বদদোয়া করে বলেন—“হে আল্লাহ তোমার কুকুরের মধ্য থেকে একটি কুকুরকে তার উপর বিজয়ী করে দাও ।” অতপর পিতার সাথে সিরিয়া যাওয়ার পথে সে বাঘের খাদ্য হয় ।

৩. আবু লাহাবের স্ত্রী উষ্মে জামিলও ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর বিরোধিতায় চরম আচরণ করেছিল । এজন্য আবু লাহাবের পরিণতির সাথে তাকেও জড়িত করা হয়েছে ।

৪. ‘হায়লাতাল হাতাব’ বলে আবু লাহাবের স্ত্রীর কয়েকটি দোষের কথা এখানে বলা হয়েছে । সে কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল-পালা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরের দরজায় পুঁতে রাখতো । এজন্য তাকে এ উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে । অথবা, সে লোকদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির জন্য কুটনামী করে ঝগড়ার ইঙ্গন সৃষ্টি করে বেড়াতো, তাই তাকে ‘কাঠ বহনকারিণী’ বলা হয়েছে ।

৫. আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় ছিল মূল্যবান সোনার হার । সে বলতো যে, এ হার

“বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা মুহাম্মদের বিরোধিতায় ব্যয় করবো। এখানে সেদিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, তার ‘জীদ’ তথা গলায় কেয়ামতের দিন খেজুর-ডালের আঁশের শক্তভাবে পাকানো রশি থাকবে।

### সূরা আল লাহাবের শিক্ষা

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং ইসলামের বিরোধিতা করে কোনো মানুষ যতবেশি ধন-সম্পদ ও সত্তান-সত্ততির অধিকারী হোক না কেন, দুনিয়াতেও তা কোনো কাজে আসবে না। যেমন আরু লাহাবের ধন-সম্পদ ও সত্তান-সত্ততি তার কোনো কাজে আসেনি।

২. সকল যুগেই দীনের কাজে একপ বাধা-বিপত্তি আসবে—এটাই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ (স) যেতাবে অপরিসীম ধৈর্যের সাথে এসব বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করেছেন, সকল যুগেই সেক্ষেপ ধৈর্যের সাথে এসব মুকাবিলা করে দীনী দাওয়াতের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩. ধন-সম্পদ ও সত্তান-সত্ততিকে যদি আল্লাহর দীনের পথে নিয়োজিত করা যায় তবেই এসব সম্পদের সার্থকতা; নচেত এগুলো দুনিয়াতেও অশাস্ত্রিত উপকরণ হিসেবে দেখা দেয় এবং আবেরাতেও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং মু'মিনদের কর্তব্য তাদের ধন-সম্পদ ও সত্তান-সত্ততিকে আল্লাহর দীনের কাজে নিয়োজিত করা। এটাই সর্বোত্তম মানব কল্যাণ।

৪. আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করলে—পুরুষ হোক বা নারী সবাইকে একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। সুতরাং দুনিয়াতে শাস্তি পেতে হলে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে নারীদেরকেও আল্লাহর দীনের পথে এগিয়ে আসতে হবে।

৫. সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা, মড়বন্ধ ও কুট-কৌশলকে ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে বিজয়ী করেছেন। বর্তমানে দীন বিজয়ী নেই। তাই দীনকে পুনরায় বিজয়ী করার এ শুরুদায়িত্ব মুসলিম উচ্চাহর। এ দীন যতদিন বিজয়ী না হবে ততদিন মুসলিম উচ্চাহর দুর্দশা কিছুতেই ঘুচবে না।



**সূরা আল ইখলাস**  
**আয়াত ৪৪**  
**কৰ্মকৃ' ৪ ১**

**নামকরণ**

কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরাগুলোর নামকরণ যে নিয়মে হয়েছে সূরা ইখলাস-এর নামকরণ সে নিয়মে হয়নি। সাধারণত সূরার একটি শব্দকে বেছে নিয়ে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। 'ইখলাস' শব্দটি সূরার কোথাও উল্লেখিত নেই। তবে সূরার মূল বজ্রব্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে এর নামকরণ হয়েছে। এ দিক থেকে 'ইখলাস' শব্দটিকে সূরার আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম বলা যায়। যে ব্যক্তি এ সূরার মূল বজ্রব্য বুঝে শুনে এর শিক্ষার ওপর দ্রয়মান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে আলোকিত করবে।

**নাযিলের সময়বর্ণনা**

সূরা ইখলাস রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রথম নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) মানুষদেরকে যে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাঁর মৌলিক সন্তা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইতো। আর এ ধরনের অবস্থা নবুওয়াতের প্রথম দিকেই ঘটেছিল। লোকদের প্রশ্নের জবাবে এ সূরা নাযিল হয়। এর আগে আল্লাহর সন্তা ও শুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কোনো আয়াত নাযিল হয়নি।

**আলোচ্য বিষয়**

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'তাওহীদ'। যুগ-যুগান্তর ধরে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে যে ভাস্তু ধারণা-বিশ্বাসের শিকার হয়েছে, এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সেসব ধারণা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। সেকালে মানুষ নিরাকার আল্লাহর আকার কল্পনা করে সে অনুযায়ী মাটি বা পাথরের মূর্তী বানিয়ে তার পূজা-উপাসনা করতো। এসব মুশরিকদের কোনো দেব-দেবীই জোড়াবিহীন ছিল না। তাদের দেব-দেবীরা পানাহার করতো। তাদের বিশ্রাম ও নির্দ্বার প্রয়োজন ছিল। কতক লোক গাছ-পাথর ইত্যাদির পূজা করতো। অপর কিছু লোক এহ-নক্ষত্রের পূজারী ছিল। ইয়াহুদীরা ও যায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো। খন্টানরা আবার হ্যরত ইসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর মাতা মারইয়াম (আ)-কে আল্লাহর স্তৰী বানিয়ে নিয়েছিল। এই ছিল তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র। আল্লাহ তাআলা এসব বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেন এবং তদন্ত্বলে নির্ভেজাল তাওহীদ তথা আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেন। বলা হয়—হে নবী! আপনি এদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ একক সন্তা। তিনি সর্বদিক থেকে মুখাপেক্ষী-হীন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কোনো সন্তা বা কোনো বস্তু নেই।

রক্ত ১

## ১১২. সূরা আল ইখলাস-মাঝী

আয়াত ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۖ إِلَهُ الصَّمْدُ ۖ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۖ

১. (হে নবী!) আপনি বলে দিন—তিনিই আল্লাহ<sup>۱</sup> একক অদ্বিতীয়<sup>۲</sup> ২. আল্লাহ কারো প্রতি মুখাপেক্ষীহীন  
—সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী<sup>۳</sup>— ৩. তিনি (কাউকে) জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি;<sup>۴</sup>

① (হে নবী!) আপনি বলে দিন ; হু—তিনিই الله ; আল্লাহ ; একক-  
অদ্বিতীয়। ② الله-আল্লাহ ; الصَّمْدُ-একক ; কারো প্রতি মুখাপেক্ষীহীন সকলেই  
তাঁর মুখাপেক্ষী। ③ لَمْ يَلِدْ-তিনি কাউকে জন্ম দেননি ; وَ-এবং ; لَمْ يُوْلَدْ-তাঁকেও  
জন্ম দেয়া হয়নি।

১. ‘আপনি বলে দিন’ দ্বারা এখানে কাফির-মুশরিক বা অন্য যে কোনো প্রশ়ঙ্কারীকে  
আল্লাহর পরিচয় বলে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন।  
তাঁর অবর্তমানে তাঁর উত্তরদের সবাইকে ঠিক সেভাবেই আল্লাহর পরিচয় দিতে হবে,  
যেভাবে পরিচয় দেয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে শিক্ষা দিয়েছেন।

২. অর্থাৎ তিনি আল্লাহ-ইতো। তোমাদেরকে যার ইবাদাতের দিকে আমি ডাকছি তিনি  
অন্য কেউ নন—তিনি আল্লাহ। তোমরাতো আবহমান কাল থেকে ‘আল্লাহ’ নামের সন্তার  
সাথে পরিচিত।

আরবরা ‘আল্লাহ’ নামের সাথে প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত। তারা আল্লাহকেই স্ট্রষ্ট  
হিসেবে মনে করতো। তাদের উপাস্য দেবতাগুলোর সাথে ‘আল্লাহ’ নামকে মেশাতো না।  
দেব-দেবীগুলোকে তারা ‘ইলাহ’ তথা উপাস্য মা’বৃদ্ধ মনে করতো। কা’বায় ৩৬০টি দেব-  
দেবীর মূর্তী থাকলেও এটাকে ‘বায়তুল্লাহ’ তথা আল্লাহর ঘরই বলতো—‘বায়তুল আলিহা’  
তথা ‘দেবতাদের ঘর’ বলতো না। ‘আল্লাহ’ সম্পর্কে তাদের ধারণা-বিশ্বাস কেমন ছিল  
তার প্রমাণ পাওয়া আবরাহার কা’বা আক্রমণকালীন সময়ে তাদের অবস্থা থেকে।  
আবরাহার বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার তাদের ক্ষমতা নেই। তাই তারা এ ঘর রক্ষার  
জন্য আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা জানিয়েছে। কা’বা ঘরে সংরক্ষিত ৩৬০টি দেবতার নিকট  
প্রার্থনা জানায়নি। কারণ তারা জানতো এ ঘর তো এসব দেবতার নয়—এদের নিজেদের  
রক্ষারও তো এদের ক্ষমতা নেই। অতএব যার ঘর তাঁর নিকটই প্রার্থনা জানাতে হবে।  
সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে একথাই বলেছে যে, ‘হে আল্লাহ! তোমার এ ঘর রক্ষার  
আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই; তুমই এ ঘরের মালিক, তোমার ঘর তুমি রক্ষা করো।’

৩. ‘আহাদ’ শব্দের অর্থ ‘একক-অদ্বিতীয়’, অনন্য। একক, অদ্বিতীয় ও অনন্য হওয়া

# وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كَفُواً أَحَدٌ ①

8. আর কেউ-ই তাঁর সমতুল্য নেই (হতে পারে না) ।<sup>১</sup>

④-আর ; ৩-কুন ; ১-নেই—হতে পারে না ; ১-তাঁর ; ১-ক্ফু-সমতুল্য ; ১-কেউ-ই ।

একমাত্র আল্লাহরই শুণ । বিশ্বজাহানের অন্য কোনো কিছুই এ শুণে শুণারিত নয় । তিনি বিশ্বজাহানের স্টো । তাঁর এ সৃষ্টিকর্মে তিনি একক ; কেউ বা কোনো কিছুই তাঁর এ সৃষ্টিকর্মে তাঁর শরীক নেই । তিনি বিশ্বজাহানের ইলাহ ; তাঁর উলুহিয়াতে কেউ তাঁর শরীক নেই । তিনি বিশ্বজাহানের ‘রব’ বা প্রতিপালক ; তাঁর কুরুবিয়াতে কেউ তাঁর শরীক নেই । এভাবে সর্বদিক থেকে তিনি একক-অধিতীয় ও অনন্য ।

8. ‘সামাদ’ অর্থ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন—সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী । সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যসব মুফাস্সিরীনে কিরাম ‘সামাদ’ শব্দের যেসব অর্থ করেছেন সেগুলো হলো—

‘সামাদ’ হচ্ছে এমন এক সন্তা, যার উপর কেউ নেই ।

তিনি এমন নেতা বা সরদার, যার নেতৃত্ব পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত ।

তিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল ।

তাঁর মধ্য থেকে কোনো দিন কোনো কিছু বের হয় না, তিনি পানাহারও করেন না ।

তাঁর কাছেই আকাধিত বস্তু লাভের জন্য মানুষ যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় তাঁর নিকটেই হাত পাতে ।

তাঁর ওপর কোনো বিপদ-আপদ আসে না । তিনি সকল প্রকার দোষ-ক্রটি মুক্ত ।

তিনি সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন । তিনি অমর, অজয়, অক্ষয় ।

তিনি রিয়্ক দেন ।

সমগ্র বিশ্বজাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । অতএব তিনিই একমাত্র ‘সামাদ’ তথা ‘আস সামাদ’ ।

৫. কাফের-মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত এবং ইহুদী-বৃষ্টানরা ও আল্লাহর সাথে যেভাবে শরীক করে এখানে তার প্রতিবাদ করে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি । মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মানুষের মতো আল্লাহরও জাতি-গোষ্ঠী রয়েছে । ইহুদীরা ওয়ায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে ; বৃষ্টানরাও ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে । এভাবে যারা আল্লাহকে মানবীয় শুণে শুণারিত মনে করে এ আয়তে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে । সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে সূরা ইখলাসকে যথাযথভাবে বুঝেন্নে পাঠ করতে হবে ।

৬. ‘আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই’ । ‘কুফু’ শব্দের অর্থ ‘সমর্যাদা সম্পন্ন’ । আমরা

বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে এ শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। পাত্র বা পাত্রীর 'সমর্যাদা' সম্পর্কে হওয়ার দিকে লক্ষ রেখে সম্বন্ধ করি। এটা শরীআতের বিধান। আল্লাহ এ পরিচিত শব্দটি ব্যবহার করে বলছেন যে, আমার সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই। অর্থাৎ আমার দেখা-শুনা, জ্ঞান, বৃক্ষিমত্তা, চিন্তাধারা, গুণ-গরীবা, কর্ম-কুশলতা, ক্ষমতা, কুদরত ও প্রজ্ঞা কারো সাথে তুলনীয় নয়। আমি তোমাদের সীমিত চিন্তা-ধারণার অনেক ওপরে। আমার পর্যায়ে কেউ উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোনোদিন ছিল না এবং কখনো হতে পারবে না।

### সূরা আল ইখলাসের শিক্ষা

১. সূরা ইখলাসে আল্লাহর পরিচয় সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদেরকে এভাবেই আল্লাহর পরিচয়কে মনে রেখে রাখতে হবে এবং মানুষকে এভাবেই আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে বলতে হবে।

২. আল্লাহ একক-অবিতীয়, অনন্য। তিনি বিশ্বজাহানের একক সুষ্ঠা; এতে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি বিশ্বজাহানের একক 'রব' বা প্রতিপালক; এতে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি বিশ্বজাহানের একক ইলাহ; এতে কেউ তাঁর শরীক নেই।

৩. আল্লাহ সর্বদিক থেকে মুখাপেক্ষীহীন—সকলেই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি সকলের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন; কারো কাছে তাঁর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বিপদ-আপদে সকল অবস্থায় তিনিই সকলের শেষ আশ্রয়; তাঁর কোনো বিপদ-আপদ নেই। সার্বিকভাবে তাঁর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাও ছড়াত্ব; তাঁর ওপরে কারো নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নেই।

৪. তিনি মানবীয় সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে। তিনি কাউকে জন্ম দেননি; তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর স্তু-পুত্র-পরিজনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কখনো এসবের প্রয়োজন হবে না; কারণ তিনি চিরঙ্গীব, চির অক্ষয়, চির অব্যয়।

৫. কখনো কোথাও আল্লাহর সমকক্ষ, অথবা তাঁর সমমর্যাদা বিশিষ্ট কিংবা তাঁর গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমমর্যাদায় উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোনোদিন অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও হবে নাহতে পারবে না।



**সূরা আল ফালাক ও আন নাস**  
**আয়াত ৪ ১১**  
**রম্ভু' ৪ ২**

**নামকরণ**

সূরা আল ফালাকের নামকরণ হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের ‘আল ফালাক’ শব্দ দ্বারা। ‘আল ফালাক’ শব্দের অর্থ—‘বিদীর্ঘ হওয়া’। আর সূরা ‘আন নাস’ নামকরণ করা হয়েছে উক্ত সূরাতে বারংবার উল্লিখিত ‘আন নাস’ শব্দের দ্বারা। আন নাস অর্থ—‘মানুষ’। তবে উভয় সূরার একটি যৌথ নাম রয়েছে। সূরা দুটির যৌথ নাম রাখার কারণ হলো—উভয় সূরার আলোচ্য বিষয়ের পারম্পরিক নৈকট্য ও সামঞ্জস্য। যৌথ নামটি হলো ‘সূরাত্তল মু’আওবিয়াতাইন’ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট ‘আশ্রয় চাওয়ার দুটো সূরা’। এ সূরা দুটো পাঠ করে সর্বপ্রকার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়।

**নাযিলের সময়কাল**

সূরা দুটো একই সময়ে একই সাথে নাযিল হয়েছে। তবে সূরাগুলো মক্কায় নাযিল হয়েছে না-কি মদীনায় নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। অবশ্য এ মতপার্থক্যের ভিত্তিও আছে। কিন্তু যারা মক্কায় নাযিল হওয়ার কথা বলেন, তাঁরা তাঁদের সাথে দ্বিতীয় পোষণকারীদের যুক্তি খণ্ডনের পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরা দুটো মাঝী।

**আলোচ্য বিষয়**

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র পৃথিবী বিশেষ করে আরবের সমাজ ব্যবস্থা সর্বদিক থেকে বাতিল শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি যখন ইসলামের দাওয়াতের সূচনা করলেন তখন বাতিল শক্তি এ দাওয়াতের মধ্যে নিজেদের ধর্মের আওয়াজ উন্নতে পেলো। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তৃত হতে লাগল, ততই এ বাতিল কুফরী শক্তির বিরোধিতাও চরম আকার ধারণা করলো। তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তারা কোনো প্রকার চেষ্টাই বাদ রাখলো না। তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে, দৈহিক-মানসিক দিক থেকে নির্যাতন করে, লোড-লালসা দেখিয়ে—কোনো মতেই যখন এ কাজ থেকে ফেরানো গেল না, তখন তাঁকে দুনিয়া থেকে একেবারে বিদায় করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা শুরু করলো। এরকম একটা কঠিন সময়ে আল্লাহ তাআলা এ সূরা দুটো নাযিল করে তাঁকে বলছেন যে, আপনি এদেরকে বলে দিন—“আমি ভোরের স্তুর আশ্রয় চাছি সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি থেকে, গভীর রাতের অনিষ্ট থেকে, এছিতে ফুঁকদানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসকের হিংসার অনিষ্ট থেকে। আমি আশ্রয় চাছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের ইলাহের—আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণা-

দাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুম্ভণা দেয় মানুষের অন্তরে—জিন ও মানুষের মধ্য থেকে। এভাবে সকল প্রতিকূল অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ তাজালা তাঁর প্রিয় নবীকে এ সূরা দুটিতে নির্দেশ দিয়েছেন। নবী করীম (স)-এর পরে এ নির্দেশ সকল মু'মিনের জন্য। কেয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিন দুনিয়াতে আসবে, তাদের সকলকেই সকল প্রতিকূল অবস্থায় এভাবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।



রক' ১

## ১১৩. সূরা আল ফালাক-মাঝী

আয়াত ৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۚ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

১. (হে নবী!) আপনি বলুন'-আমি আশ্রয় চাচ্ছি<sup>১</sup> ভোরের প্রতিপালকের নিকট ।<sup>২</sup>২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে ।<sup>৩</sup>

① (হে নবী!) অপনি বলে দিন ; ۱-أَعُوذُ-আমি আশ্রয় চাচ্ছি ; بِرَبِّ-প্রতিপালকের নিকট । ②-মি-থেকে ; شَرِّ-অনিষ্ট ; الْفَلَقِ-الفلق ; مَا-যা, তার ; خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ।

১. 'বলুন' কথাটি দ্বারা প্রথমত রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্মোধন করা হলেও তাঁর পরবর্তীতে অনাগত ভবিষ্যত কাল পর্যন্ত যত মু'মিন দুনিয়াতে আসবে সবাই এ সম্মোধনের আওতাভুক্ত । কেননা এ কিতাব-ই সকলের জন্য বিধান ।

২. মানুষ দুনিয়াতে অনেক ব্যাপারে আশ্রয় চাইতে বাধ্য হয় । কেননা সে তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসহায়ত্ব অনুভব করে । সে যে ব্যাপারে অসহায়ত্ব বোধ করে, তা থেকে বাঁচার জন্য এখন ব্যক্তিত্বের কাছে সে আশ্রয় চায়, যার আশ্রয় দেয়ার মত শক্তি-ক্ষমতা আছে বলে সে বিশ্঵াস করে । এভাবে মানুষের মধ্যে কেউ আশ্রয় চায় দেব-দেবী বা জিন জাতির কারো কাছে । কেউ আশ্রয় চায় বস্তুগত কোনো উপায়-উপকরণ বা কোনো শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী কোনো মানুষের কাছে । যেমন-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী ও জিন-এর নিকট আশ্রয় চায় । বস্তুবাদী লোকেরা কোনো মানুষের কাছে অথবা বস্তুগত উপায়-উপকরণের আশ্রয় পেঁজে । কিন্তু একজন মু'মিন কোনো বিপদ-মসীবত ও মুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলায় অক্ষম হলে সে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফেরায় এবং আল্লাহর নিকটই আশ্রয় চায় । আর এটাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য । আল্লাহর প্রতি বিমুখ হয়ে অন্য কারো কাছে আশ্রয় চাওয়া অথবা নিজের যোগ্যতা-ক্ষমতার ওপর ভরসা করা কোনো মু'মিনের কাজ হতে পারে না । রাসূলুল্লাহ (স) যখন যেভাবে আশ্রয় চাইতেন তা হাদীসে বর্ণিত আছে আমাদের সেটাই অনুসরণ করতে হবে ।

৩. 'ফালাক' শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা বা চিরে ফেলা ও ভেদ করা । রাতের অন্ধকার চিরে বা ভেদ করে ভোরের আলো প্রকাশিত হয়, এজন্য ভোরকেও ফালাক বলে অভিহিত করা হয় । অর্থাৎ যে 'রব' অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে ভোরের আলো প্রকাশ করেন, আমি তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি । এর ফলে তিনি বিপদ-মসীবতের অন্ধকার জাল ভেদ করে আমাকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান করবেন ।

③ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ④ وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَةِ فِي الْعُقَلِ ⑤

৩. আর (আশ্রয় চাছি) রাতের অঙ্ককারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয় ;<sup>৫</sup>  
 ৪. এবং প্রতিতে ফুঁকদানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে ;<sup>৬</sup>

⑥ وَمِنْ شَرِّ حَاسِنِ إِذَا حَسَدَ ⑦

৫। আর (আশ্রয় চাছি) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।<sup>৭</sup>

৩. -আর-আর-যখন-থেকে-অনিষ্ট-শ্র-গাসি- ;  
 -তা-গভীর-হয়- ;  
 - (ال+নفثت)-النَّفَثَةِ-অনিষ্ট-শ্র- ;  
 -এবং-ফুঁকদানকারিণী-নারীদের-অনিষ্ট-শ্র- ;  
 -মি-যখন-থেকে-শ্র-হিংসুকের- ;  
 -ও-অনিষ্ট-শ্র-হাসড়- ;  
 - ই-যখন-শ্র-হস্ত- ;  
 - সে-হিংসা-করে।

৪. অর্থাৎ তাআলা যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে মানুষ যেসব জিনিসকে অনিষ্টের কাজে ব্যবহার করে, সেসব সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি সেসব জিনিসের সৃষ্টার নিকট আশ্রয় চাছি। দুনিয়াতে যত প্রকার অনিষ্টতার সম্মুখীন মানুষকে হতে হয় সেসব অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় যেমন এ চাওয়ার অঙ্গুরুক্ত তেমনি আধেরাতের সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাওয়া এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

৫. রাতে যখন অঙ্ককার ছেয়ে যায়, তখনকার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে; কারণ অধিকাংশ অপরাধ ও যুলুম-নির্যাতন, চুরি-ডকাতি, খুন-খারাবী রাতের অঙ্ককারেই সংঘটিত হয়। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ-আপদ ঘটে, তা থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. অর্থাৎ গিরায় ফুঁকদান করে যারা যাদু করে তাদের যাদু থেকে আশ্রয় চাছি। যাদুকররা সাধারণত কোনো সুতায় গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দিয়ে যাদু করে। তাদের যাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-কে যখন যাদু করা হয়েছিল তখন জিবরাইল (আ) এসে তাঁকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পঞ্চার জন্য বলেছিলেন।

৭. ‘হিংসা’ অর্থ-কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব ও শুণাবলী দান করেছেন তা দেখে অন্তরে জ্ঞান অনুভব করা এবং তার ধর্মস কামনা করা। তবে কেউ যদি অন্যের সম্পদ, শ্রেষ্ঠত্ব, শুণাবলী, মান-সম্মান ও সুনাম-সুখ্যাতি দেখে নিজের জন্য ও তা কামনা করে এবং অন্যের ধর্মস কামনা না করে, তাহলে সেটাকে হিংসা বলা যাবে না। হিংসুক হিংসা করে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে যদি কোনো পদক্ষেপ নেয়, তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে হবে, তাহলে হিংসুকের হিংসা কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না । হিংসুকের আচরণে সবর করতে হবে । তাকে উপেক্ষা করতে হবে—এতেই তার পরাজয় ঘটবে । হিংসুকের সাথে অসম্ভবহার করা যাবে না ; বরং সময়-সুযোগে তার প্রতি সদাচার দেখাবে ।



১

কৃত ১

আয়াত ৬

## ১১৪. সূরা আন নাস-মাঝী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۰۷ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۚ مَلِكِ النَّاسِۚ إِلَهِ النَّاسِۚ

১. আপনি বলুন—‘আমি আশ্রয় চাহি মানুষের প্রতিপালকের নিকট’ ;

২. (যিনি) মানুষের বাদশাহ, ৩. মানুষের ইলাহ।<sup>১</sup>

۱۰۸ شَرِّ الْوَسَّاِسُ هُوَ الْخَنَّاسُ ۚ الَّذِي بُوسُسٌ

৪. আঞ্চগোপনকারী শয়তানের কুম্ভণার অনিষ্ট থেকে ;<sup>২</sup> ৫. যে কুম্ভণা দেয়

১. আপনি বলুন—‘আমি আশ্রয় চাহি এবং প্রতিপালকের নিকট’ ;  
 ২. ‘আমি আশ্রয় চাহি এবং মানুষের ইলাহ।’  
 ৩. ‘আমি আশ্রয় চাহি মানুষের বাদশাহ ;’  
 ৪. ‘আমি আশ্রয় চাহি মানুষের কুম্ভণার অনিষ্ট থেকে ;’  
 ৫. ‘যে কুম্ভণা দেয় ;’  
 ৬. ‘আপনি বলুন—‘আমি আশ্রয় চাহি এবং মানুষের বাদশাহ ও ইলাহ, সেহেতু আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। একমাত্র তিনিই তাঁর বাদশাদেরকে সকল প্রকার বিপদ-মসীবত ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে ছিফায়ত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে আশ্রয় চাওয়া যায় না ; কারণ অন্য সবকিছুই তাঁরই সৃষ্টি। এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টিকে আশ্রয় দেয়ার যোগ্যতা রাখে না।

১. অর্থাৎ ‘আমি আশ্রয় চাহি এমন সত্তার কাছে, যিনি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ এবং মানুষের ইলাহ।’ যেহেতু তিনিই প্রতিপালক, বাদশাহ ও ইলাহ, সেহেতু আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। একমাত্র তিনিই তাঁর বাদশাদেরকে সকল প্রকার বিপদ-মসীবত ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে ছিফায়ত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে আশ্রয় চাওয়া যায় না ; কারণ অন্য সবকিছুই তাঁরই সৃষ্টি। এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টিকে আশ্রয় দেয়ার যোগ্যতা রাখে না।

২. ‘ওয়াসওয়াস’ শব্দের অর্থ কোনো মন্দ কথা বা কাজের কথা মনের ভেতর বারংবার জাগিয়ে দেয়া। আর ‘খাল্লাস’ অর্থ প্রকাশ পাওয়া আবার আঞ্চগোপন করা। এর দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। শয়তানই মানুষের মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুম্ভণা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বারবার চেষ্টা করে। আর এ কুম্ভণা দানকারী শয়তান জিন জাতি এবং মানুষ উভয়ের মধ্যে থাকতে পারে। আল্লাহর পথের আহ্বানকারীর মনে বিভিন্ন ধরনের কুম্ভণা দানকারী সে জিন হোক বা মানুষ, তাদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়াই উত্তম পদ্ধা।

এখানে শ্বরণীয় যে, মনে কুম্ভণা সৃষ্টি হওয়াই যত অনিষ্টের সূচনা মাত্র। কুম্ভণার পরেই মানুষ মন্দ কাজের দিকে অগ্রসর হয়। কুম্ভণা দ্বারা মানুষের মনে মন্দ কাজের ইচ্ছা জাগে অতপর ধীরে ধীরে ইচ্ছাটা সংকলে রূপ নেয়। অবশেষে অসৎকাজ সংঘটিত হয়। তাই কুম্ভণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন

# فِي مُلْوِرِ النَّاسِ ۚ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۚ

মানুষের মনে—৬. জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।<sup>১</sup>

ال+(+) -الجِنَّةِ ; مِنْ -মধ্য ; مَنْ -মানুষের ; الْنَّاسِ ; (فِي+ صَدُور)-فِي صَدُورِ  
মানুষের ; وَ-জিন ; وَ-মানুষের ।

অনিষ্টের সূচনাতেই আল্লাহ তা নির্মূল করে দেন। কুরআন মজীদে অন্যত্রও শয়তানের কুমক্রগা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ কুমক্রগা দানকারী মানুষ হোক বা জিন হোক, উভয়ের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাছি। অন্য কথায় মানুষের কুমক্রগা জিন শয়তানরাও দেয়, আবার মানুষ শয়তানরাও দেয়। এ সূরায় উভয় প্রকার শয়তানের কুমক্রগা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ রাসূলে করীম (স)-এর পর সকল যুগের মুমিনদের জন্য কার্যকর।

## সূরা আল ফালাক ও আন নাসের শিক্ষা

১. মানুষকে সকল বিপদ-আপদ, যুরুম-নির্যাতন দৃঢ়খ-দৈন্য, ভয়-শংকা এবং মানুষ ও জিন জাতীয় শয়তানের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা তথা কুমক্রগা থেকে আশ্রয় চাইতে হবে একমাত্র সকল কিছুর স্রষ্টা, সকল কিছুর প্রতিপালক, সকল বাদশাহৰ বাদশাহ; ও একমাত্র ইলাহ মহামহিম আল্লাহর নিকট।

২. সকল কিছুর স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ, সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণও একমাত্র তাঁরই আছে এটাই যুক্তি-বুক্তির অনুকূলে। তাই কোনো পরিস্থিতিতেই অন্য কোনো শক্তির নিকট আশ্রয় চাওয়া সংগত নয়। এটাই ঈমানের দাবী।

৩. এ সূরা দুটিতে যে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ রয়েছে তাতে দুনিয়াবী সংকট থেকে আশ্রয় যেমন শামিল রয়েছে, তেমনি পরকালের কঠিন বিপদ থেকে আশ্রয় ও এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

৪. আমাদেরকে আশ্রয় চাইতে হবে আল্লাহর সৃষ্টিলোকে যা কিছু আছে তার সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে। এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য কোনো মানবীয় বা অমানবীয় শক্তির নিকট আশ্রয় চাওয়া বা কামনা করা যাবে না।

৫. আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে মনের পূর্ণ ঐকাত্তিক আহ্বা ও দৃঢ়তা সহকারে। কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় বা দোদুল্যমানতা এতে থাকতে পারবে না। তবেই আল্লাহর আশ্রয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) যেসব বিষয়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন সেসব বিষয় সহীহ হাদীসসমূহে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। আমাদেরকে সেগুলো অনুসরণ করতে হবে।

৭. ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে হাদীসের কিভাবসমূহে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে। তবে ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে মুফতাসিলীনে কিরাম যা বলেছেন তার সারকথা হলো—(ক) এতে কোনো প্রকার শিরকের মিশ্রণ থাকতে পারবে না। (খ) আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাড়-

ফুক করতে হবে। (গ) ঝাড়-ফুঁকের কথাগুলো সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হতে হবে এবং আল্লাহ-রাসূলের নাফরমানী মুক্ত হতে হবে। (ঘ) ভরসা করতে হবে আল্লাহর ওপর—ঝাড়-ফুঁকের ওপর ভরসা করা যাবে না। মনে করতে হবে যে, আল্লাহ চাইলে এ ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারেন বা রোগ থেকে নিরাময় করতে পারেন। (ঙ) ঝাড়-ফুঁকের প্রতিফল পাওয়া যাক বা না যাক আল্লাহর ওপরই নির্ভরতা রাখতে হবে।

৮. সর্বাবহায় আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহর দরবারে আশ্রয়ের ফরিয়াদ পৌছানোর পর তার প্রতিফলন দেখা যাক বা না যাক আল্লাহর উপর ভরসা রাখা থেকে সরে আসা যাবে না। পূর্ণ নিষ্ঠিতা সহকারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে।

### আমপারা সমাপ্ত

# শব্দে শব্দে আল কুরআন

চতুর্দশ খণ্ড

আমপারা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান